ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ২।৩ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮২২ শক; ব্রাহ্মসংবৎ ৭২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে অনন্ত শান্তির প্রস্রবণ পরম দেবতা, এইবার তুমি আমাদিগের নিকটে আত্মপ্রকাশ কর, সকল লোকের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রেরণ কর। এই উৎসবের মধ্যে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে তোমার কন্যা সম্রাট্ বিক্টোরিয়া তোমার নিদেশে দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়া মর্ত্ত্যধাম হইতে অমরধামে গমন করিলেন। তুমি তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দিয়া স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলে, এমন সকল ধর্ম্মগুণ তুমি তাঁহাকে অভ্যাস করাইয়াছিলে, যাহাতে তিনি স্বর্গে দেবগণের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন। তাঁহার রাজ্যকালে নববিধানে তুমি মাতৃরূপে সাধকবৃন্দসন্নিধানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। তিনি যদি মাতৃগুণে ভূষিতা না হইতেন, সকল প্রকার চাপল্য পরিহার করিয়া পাতিব্রত্যের ও মাতৃধর্ম্মের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত না দেখাইতেন, আজ তোমার সন্তানগণ মাতৃভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেন না, নারীমাত্রকে মাতৃভাবে পবিত্রনয়নে দেখিতে সমর্থ হইতেন না। কে জানে তোমার অপূর্ব্ব কৌশল! যেন মনে হয়, বহুকাল যাবৎ যে নারীজাতি পুরুষগণ কর্ত্তৃক অবমানিত ও অধঃকৃত হইয়া আসিতেছেন, সেই নারীজাতি তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান লাভ করিতে পারেন, এবং তুমি তোমার মধ্যে যে মাতৃভাব বিরাজ করিতেছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পার, তজ্জন্য তোমার কন্যা সম্রাট্ বিক্টোরিয়াকে ঈদৃশ নারীজনোচিত বিবিধ কল্যাণগুণে তুমি ভূষিত করিয়াছিলে। তিনি এখন স্বর্গে আরোহণ করিলেন, কিন্তু তিনি কি একেবারে আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন? না, তিনি এখনও তোমাতে আমাদিগের নিকটে বিদ্যমান। তিনি আমাদিগের নিকট যে ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি চিরকাল পাইবেন। তাঁহার গুণরাজি কেবল নারীজাতিমধ্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা নহে, সে সকল সদ্গুণ পুরুষজাতিকেও উচ্চ সোপানে আরূঢ় করিবে। যখন আমরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকি, এবং কোমল মাতৃগুণের ভিখারী হইয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াই, তখন তোমার কন্যা আমাদের চক্ষুর সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়ান এবং বলেন, তিনি যেমন রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিয়া তোমায় ভোলেন নাই, বরং দিন দিন আরও তোমারই হইয়া গিয়াছেন, তেমনি আমরা যেন আমাদিগের সমগ্র জীবন মন প্রাণ তোমায় অর্পণ করিয়া তোমারই হইয়া

দিগের কুশল অকুশল গ্রহ উপগ্রহদিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না। যিনি মহারাজাধিরাজ সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি অনন্ত, যিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে রক্ষণ ও প্রতিপালন করিতেছেন। অতএব আমার পঞ্জিকার রাজফলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, সেই মহান্ ঈশ্বরই ইহার রাজা। শস্যাধিপ শ্রীযিশুখ্রীষ্ট; জলাধিপ শ্রীগৌরাঙ্গ; বৈদ্যরাজ শ্রীবুদ্ধদেব; রক্ষক শ্রীহজরৎ মোহম্মদ, আনন্দবৰ্দ্ধক ও সুখদাতা প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ, এবং আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র। যিনি রাজা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় পরমেশ সুতরাং এ রাজ্যে অমঙ্গল একেবারেই নাই। ঈশা যিনি শস্যাধিপ তিনি এ যুগে ডেঙ্গা ডহর কোন বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে বীজবপন করিতেছেন। দেখ ভাই দেখ, আসিয়া ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা সকল ভূভাগে সমান চাষ। ঐ দেখ এখনও বীজ বপন চলিতেছে। কেহ ভাই চৌদ্দ পোয়া জমি বিনা আবাদে রেখ না। পূর্ব্ব যুগে পর্ব্বতে বীজবপন নিষ্ফল হয়েছিল, কিন্তু এ যুগে সে ভয় নাই।' ঈশা, তুমি আমার পাষাণ হৃদয়ে বীজ বপনে নিরস্ত হইও না, তোমার বীজবপন নিরর্থক হইবে না, শত গুণ সহস্র গুণ শস্যসংগ্রহ হইবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। কারণ জলাধিপ শ্রীগৌরাঙ্গ থাকিতে জলের আর অভাব নাই। হরি বলে আর হাসে কাঁদে দু নয়ন জলে বক্ষ ভাসে। জলের অভাব আর কেহ বলিতে পারেন না। হরি প্রেমেই বর্ষণ। ঐ দেখ হরি হরি বলে কে আজ আলিঙ্গন দিতে আসছেন, আর বলছেন হরি হরি হরি বল, হরি বল। এ আলিঙ্গনে আর কি প্রাণ পাষাণ থাকে? পাষাণ বিগলিত। প্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ! বর্ষণ কর, বর্ষণ কর, আমি আর কঠিন রহিব না। তোমার মধুর হরিনাম আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তোমার আচণ্ডালকে কোল দেওয়াতে সকল প্রকারের পাষণ্ডতা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেছে।

সকল দিকেই শুভ দেখা যাইতেছে—বৈদ্যফলটা একবার দেখুন! শ্রীবুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লইয়া সকল প্রকারের রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ তাপ দূর করিতেছেন, কোথা জরা, কোথা মৃত্যু মর্ত্ত্যলোক ব'লে যে দেশ সে দেশ কোথায়? আর মর্ত্ত্যবাসী যাহাদের বলে তাহারা বা কোথায়? বাসনাবিকার যদি চলে গেল তবে আর দুঃখ কোথায়, মৃত্যু কোথায়?

রক্ষক। শ্রীহজরৎ মোহম্মদ মহারবে কি ঘোষণা করিতেছেন, "লা এলাহি ইল্লিল্ লা" ঈশ্বর এক আর তিনি ছাড়া অন্য দেবতা নাই। মানবের হৃদয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি আর কেহ চাহিতে পারে না। তিনি সকলের ভক্তি একমাত্র দয়ালু ও দাতা পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছাইবার ভার লইয়া বিশ্বাসী সেনাদল লইয়া পথরক্ষা করিতেছেন। সাধন ভজনশীল যাহারা তাহাদিগের দ্বাররক্ষক হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। তাপস নির্ব্বিবাদে তপস্যা করুন, ভক্ত নির্ম্মল ভক্তি হরিপদে অর্পণ করুন, বিশ্বাসী আপন বিশ্বাস দৃঢ় রাখুন, ভয় নাই ভয় নাই, এই অভয়বাণী সর্ব্বদা তিনি শুনাইতেছেন।

মর্ত্ত্যে আর আনন্দ ধরে না, প্রেমে জগৎ প্লাবিত। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসে সকলে বিভোর। যোগ অভ্যাস কর যোগ অভ্যাস কর, যোগেতেই সকল প্রকারের চরিতার্থতা আছে। দেখ ভাই কে যোগ উপদেশ করিতেছেন। চিনিতে কি পার? কে এত প্রেম বিলাইতেছেন? আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখ। আহ্লাদ আর ধরে না। যে দেশে পরমেশ রাজা, শস্যাধিপ ঈশা, জলাধিপ গৌরাঙ্গ, বৈদ্য বুদ্ধদেব, সে দেশ আনন্দের দেশ আনন্দপূর্ণ, বেদসঙ্গীতে আকাশ পাতাল ভরিয়াছে, বংশীনিনাদে বনস্থল ছাইয়াছে।

বিবেক হয়েছেন মন্ত্রী। ভগবানের সকল পরামর্শ বিবেকের সহিত। যাহা কিছু হুকুম, যাহা মানুষের সম্বন্ধে করিবার সকলি প্রবীণ মন্ত্রী দ্বারা করাইতেছেন। এমন সুচারুরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে যে পাপ তস্করের সকল প্রকারের চাতুরী বিফল হইতেছে। যে কেহ বিবেক জাগ্রৎ রাখিয়াছে তাহার কোন ভয়ই নাই। বিবেক যদি জাগ্রৎ না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত কথা বার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়, সত্য আর আসে না, মনের ভিতরে নানা গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। অতএব সকলে বিবেক জাগ্রৎ রাখুন, আর সুখে নিরাপদে সর্ব্ববিধ সম্পদ ভোগ করুন। ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার এমন সুবিধা আর হয় না—সকল মহাজনের মহামিলনে এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মসম্মিলন সাধিত হয়েছে। যেমন তুমুল সংগ্রামের সময়ে এমন ভুল হয়েযায় যে আপনার আপনার সৈন্য সহ মারামারি হইয়া গিয়াছে, নিশা প্রভাতে দেখা গেল যে উভয়ের এক প্রকারের পতাকা; তদ্রূপ নিশার অবসান হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে সকলের এক নিশান এক লক্ষ্য। সকল ধর্ম্মই ধর্ম্ম, কেহই অধর্ম্ম নয়। সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। কেহ আর অপ্রেমিক থাকিতে পারেন না; ভাই বলে আপনার বলে হিন্দু মুসলমানকে, খৃষ্টান হিন্দুকে প্রেমালিঙ্গন দিতেছেন—এক গান এক সুরে এক তালে মহান্ ঈশ্বরের সিংহাসন ঘিরিয়া উত্থিত হইতেছে, নববিধানের নিশান বিধাতার করুণাবায়ুতে পত পত শব্দে উড়িতেছে।

আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র কি সুন্দর নির্ভুল গণনা করিয়াছেন। আপনারা দেখুন সকল প্রকারের ফলাফল প্রতি দৃষ্টি করুন। মেষ বৃষ মিথুন সিংহ কন্যা কুম্ভ মিন প্রভৃতি রাশির পক্ষে বিশেষ সুবিধা।

মেষ—মেষের মতন যাহার স্বভাব, মারিলেও কিছু বলিতে চায় না, কাহার কোন ক্ষতি করে না, সে যদি ভগবানরূপ নিত্য ধন না পাইবে তবে সে ধন পাইবে কে?

বৃষ—বলিবর্দ্দ কেবল ভার বহন করে—সংসারে আমরা সকলেই পরের ভার বহন করিয়া থাকি তাই মানুষের মহত্ব। যাহারা পরের জন্য জীবন ধারণ করেন তাঁহারাই ধন্য—"শশ্বৎপরার্থসর্ব্বেহ" ভাগবতের এ শ্লোক কি আপনারা শুনেন নাই?

মিথুন—ভক্তদম্পতী—ভাই নিজের স্ত্রী যাহার সহধর্ম্মিণী

তাহার সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? অনেকের স্ত্রী ধর্ম্মের সহায় না থাকায় ধর্ম্ম করা অসাধ্য হয়ে পড়ে, আর অনুকূল হইলে ধর্ম্মরাজ্যে কি মহাব্যাপার ঘটে—স্ত্রী যেন ধর্ম্মভাগিণী হয়েন।

সিংহ—স্বাধীনতা—স্বাধীন না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যে পরাধীন তাহার নিজের কিছুই করিবার ক্ষমতা থাকে না, কেবল যাহার অধীন তাহার দ্বারায় চালিত হইয়া তাহারই কার্য্য করিয়া থাকে। অধীনতা অপেক্ষা পাপ নাই, আর স্বাধীনতা অপেক্ষা সুখ নাই। আগে আপনাকে স্বাধীন কর, সকল প্রকার আসক্তি ও পাপ হইতে আপনাকে বিমুক্ত কর, পরে সেই বিমুক্ত জীবন ভগবানের চরণে অর্পণ কর—বন্ধকী বস্তু দ্বারা দান সিদ্ধ হয় না।

কন্যা—বিশুদ্ধতা—কন্যারাশি সুন্দর বরের সহিত মিলিত হইবে। ভগবান্ প্রাণপতি; সতী সেই,যাহার প্রাণ মন ধন জন যৌবন সকলি শ্রীহরির চরণে অর্পিত হইয়াছে। আপনার চিত্তকে শুদ্ধ রাখ। শুদ্ধচিত্ততা অপেক্ষা সম্পদ কি আছে? তাহার কি মহত্ত্ব যে বলিতে পারে তাহার হৃদয়কে কখন পাপ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কে চায় রাজ্য কে চায় সম্পদ, যদি শুদ্ধচিত্ততা পাই। শুদ্ধচিত্ততা লইয়া বৃক্ষতল সার করিব সেই আমার ভাল।

সকল বিষয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করে গণনা করার এ স্থান নয় অতএব এই স্থানেই বিশ্রাম।

বক্তৃতান্তে কতক ক্ষণ প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। ৬ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৬।।টার সময়ে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ প্রচারাশ্রমে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। এতদুপলক্ষে কথকতা প্রদত্ত হইয়াছিল। কথক প্রহ্লাদচরিত্র ব্যাখ্যা করেন। এবার কথকতায় সকলে বিশেষ হৃষ্ট হইয়াছেন। কথকতা, কীর্ত্তন ও প্রার্থনান্তে আশ্রমস্থ ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত বন্ধুবর্গকে চা মিষ্টান্নাদি দিয়া অভ্যর্থনা করেন। ৭ মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬।। টার সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাচার্য্য উৎসবে প্রস্তুত হইবার উপযোগী উপদেশ দেন। ৮ মাঘ সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে আলবার্টহলে বক্তৃতা হয়। কয়েক জনে বক্তৃতা করিবার কথা ছিল, তাহা না হওয়াতে উপাধ্যায় 'সত্য ও স্বাধীনতা' সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি যাহা বলেন তৎকালে উহা লিখিত হয় নাই, সুতরাং উহার ভাবাংশ নিম্নে সংগৃহীত হইল:—

হে সত্যস্বরূপ, সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কেহ তোমায় জানিতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে সত্য নাই, যেখানে সত্যের প্রতি অনুরাগ নাই, সেখানে তুমি আত্মগোপন করিয়া থাক। তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মানুগত করিয়া সত্যানুরক্ত কর যে, আমরা সত্য দর্শন করিয়া সত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তোমার বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করি। হে সত্য, যদি তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমাদের চিত্ত নিয়ত ভ্রান্তির অধীন হইয়া আমাদিগকে বিপাকে নিক্ষেপ করিবে। যখন তোমার বিষয় বলিতে অগ্রসর হইয়াছি, তখন তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ চাই যে, কোন কথা বলিতে গিয়া যেন তোমায় অতিক্রম না করি। তোমার মহিমা ও গৌরব যাহাতে ভাল করিয়া সকলের নিকটে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য তুমি আলোক দান কর।

যখনই সকলের নিকট প্রকাশ্যে কিছু বলি, তখনই কেশবচন্দ্র বলিবার বিষয় থাকেন। এবার যদিও তাহার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, তথাপি সর্ব্বথা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বলিব, ইহা কখন ইচ্ছা করি না। যে কথা বলিব তাহার সহিত এমন কোন একটি জীবনের যোগ থাকা চাই যে জীবনে সেটি সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা যদি না দেখাইতে পারি, তাহা হইলে সে বলা কেবল বলা মাত্র হয়, সকলের পক্ষেই যে সেটি সম্ভবপর ইহা আর তদ্দ্বারা দেখান হয় না। 'সত্য ও স্বাধীনতা' এই বিষয়ে কিছু বলিবার অভিলাষ। কে না জানেন যে, কেশবচন্দ্রে মস্তকের কেশ হইতে সমগ্র দেহ সত্যের তেজে পূর্ণ ছিল। তিনি যদি সত্যেতে পূর্ণ হইলেন, তাহা হইলে সত্যসম্বন্ধে তিনি কেনই বা দৃষ্টান্ত না হইবেন? তিনি কত সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কেবল প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, সেই সকল সত্য আত্মজীবনে প্রতিফলিত করিয়া লোকদিগকে উহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহার জীবন সত্য দ্বারা ভূষিত ছিল, তখন তিনি যে স্বাধীন ছিলেন, কিছুতেই অধীনতা স্বীকার করিতেন না, একথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে সত্যের প্রতি যথার্থ আনুগত্য আছে, সেখানে সত্যবিরোধী কোন বিষয়ের প্রতি আনুগত্য থাকিবে কি প্রকারে? বিষয়ের প্রতি আনুগত্য না থাকিলেই সংসারের সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য। সংসার নিরন্তর যাহাতে আত্মার কোন প্রয়োজন নাই ঈদৃশ কল্পিত মিথ্যা অভাব সকল উদ্ভাবন করে, এবং যে সকল ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন করে সেই সকল লইয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করে। সত্য সমুদায় বিষয় ও বস্তু যথাযথ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে এবং তাহাদের যাহার যে মূল্য সেই মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। সত্য এইরূপে যে সীমা নির্ণয় করিয়া দেয়, সত্যানুরাগী ব্যক্তি সে সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার বাহিরে কদাপি পদার্পণ করেন না। সত্যের এইরূপ আনুগত্য স্বীকারের পূর্ব্বে আর একটি পদার্থের প্রয়োজন সে পদার্থ ধর্ম্ম। যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মহীন, ধর্ম্ম দ্বারা যাহার জীবন গঠিত নয়, সে ব্যক্তি সত্য দর্শন করিতেই পায় না, সত্যের অনুগত ও সত্যের প্রতি অনুরাগী সে কি প্রকারে হইবে? ধর্ম্ম কি করেন? বিষয়দূষিত

চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করেন। যাহাদিগের হৃদয় মন অশাসিত, দুর্দ্দান্ত রিপুর বশীভূত, তাহারা কি সত্য, কি অসত্য কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। অনেক সময়ে তাহারা অসত্যকেই সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। সুকৃতি ব্যক্তি চিত্তের এইরূপ বিপরীত গতি নিবৃত্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যাকুল হন। চিত্তে এইরূপ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ জ্ঞানদীপে ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচাইয়া দেন। তিনি বিনা নিয়মে কোন কার্য্য করেন না। সুতরাং কি প্রণালীতে কি উপায়ে অন্ধকার ঘুচাইতে হইবে,ব্যাকুল আত্মার নিকটে তিনি তাহা প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সকল উপায় ও প্রণালী ধর্ম্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। জানিও কেহ পরের মুখে বা শাস্ত্রে বিবিধ উপায় ও প্রণালী জানিতে পাইয়া যদি তাহার অনুসরণ করে, সে সকল উপায় ও প্রণালীতে তাহার অল্পই ফলোদয় হয়। কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এবং পুরাতন হইলেই আর তাহার প্রতি অনুরাগ থাকে না। যদি সে বলপূর্ব্বক তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে, তাহারা কেবল অভ্যস্ত ব্যাপার হইয়া পড়ে, তদ্দ্বারা জীবনের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। ধর্ম্মের উপায় ও প্রণালীকে কার্য্যকর করিতে হইলে, সে সকল আত্মার ভিতরে পরমাত্মার নিকট হইতে আইসা চাই। প্রথম প্রথম ব্যাকুল আত্মার নিকটে কতকগুলি উপায় ও প্রণালী স্বতঃ প্রতিভাত হয়। তাহারা যে পরমাত্মার নিকট হইতে আসিল ইহা সে তখন বুঝিতে পারে না, কিন্তু আত্মার মধ্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বভাবতঃ সেই সকলের উপরে একটা অনুরাগ উপস্থিত হয়। অনুরাগের সহিত উহাদের অনুসরণ করাতে উঁহাদের পুরাতন হইবার সম্ভাবনা চলিয়া যায়। অনুরাগ এমনই পদার্থ যে উহা যাহার প্রতি ধাবিত হয় তাহাকেই সরস ও নূতন রাখে। অনুরাগের সহিত সেই উপায় ও প্রণালীর অনুসরণ করিতে গিয়া চিত্তের অন্ধকার ঘুচিতে থাকে, এবং কোথা হইতে নব নব উপায় ও প্রণালী সমাগত হইতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সময়ে পরমাত্মার পরিচয়লাভ হইয়া থাকে। পরমাত্মাই যে সত্যের অনন্ত প্রস্রবণ, তিনিই যে সত্য, যে সকল উপায় ও প্রণালী সে এত দিন অনুসরণ করিয়াছে সে সকল সত্যমূলক, ইহা আর তখন তাহার বুঝিবার অবশিষ্ট থাকে না। ধর্ম্ম এইরূপে চিত্তের মালিন্য অপনয়ন করিয়া সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দেয়, এজন্যই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য।' তিনি বাল্যকাল হইতে বিশুদ্ধ জীবন নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কি আর উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিয়াছেন? যদি বলি না, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই, কেন না বালকের যৌবনপ্রাপ্তি, যৌবনান্তে প্রৌঢ়াবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থার পর পরিণত বয়স্কত্ব যেমন দৈহিক নিয়ম আশ্রয় করিয়া হয়, দৈহিক নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে; তেমনি শুদ্ধতার বাল্যকাল অতিবাহিত হইলেও এমন কতকগুলি উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে সেই শুদ্ধতা যৌবনের প্রবৃত্তিপ্রাবল্যসত্বেও অক্ষুণ্ন থাকে, পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বাল্যকাল হইতে আত্মা শুদ্ধ থাকিলে তন্মধ্য হইতে সহজে উপায় ও প্রণালী উদ্ভূত হয়, এবং অতি প্রথম বয়সেই পরমাত্মার পরিচয় লাভ হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্রের জীবনে যে তাহাই ঘটিয়াছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি প্রথম বয়সেই প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। ইহাতে এই ফল হইয়াছিল যে, তিনি কোন প্রচলিত ধর্ম্মের অনুগত না হইয়াও নিজ আত্মার ভিতরেই ধর্ম্মকে লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গিয়া সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সত্য দ্বারাই তিনি সমগ্রজীবন পরিচালিত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম কি? সত্যস্বরূপের ইচ্ছাপ্রকাশ। তোমার জীবনে আমার জীবনে কতক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। এরূপ মতভেদ থাকিবার কারণ অতি সুস্পষ্ট। তোমার জীবন ও আমার জীবন এক সোপানস্থ নয়। তুমি উচ্চভূমিতে অবস্থান করিতেছ, আমি নিম্নভূমিতে স্থিতি করিতেছি। তোমার জীবনের উন্নতির জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি আমার নিকটে প্রকাশিত হয়, আমার জীবন তদ্গ্রহণে উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহা বুঝিতেও পারিবে না, তাহার আদরও করিতে পারিবে না, সুতরাং তদ্দ্বারা আমার জীবনে কোন উপকার সাধিত হইবে না। বরং না বুঝিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া আমি বিপাকেই পড়িব। আমি যাহা নই, তাহা হইতে গিয়া কিছু তো হইতেই পারিব না, তার উপরে আবার আমি যেন খুব উন্নত হইয়াছি এই অভিমানে স্ফীত হইব। আমি যাহা ঠিক তাহার উপযোগী উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিলে, উহারা আমায় উন্নত করে এবং তাহাতে আমাতে কোন অভিমান উপস্থিত হয় না, কেন না সে সকল উপায় ও প্রণালী আমার নিকটে স্বাভাবিক, এবং তদ্দ্বারা যে আমার উন্নতি হইল তাহাও অতি স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক তাহা লইয়া কে কবে অভিমান করিয়া থাকে? আমাতে অলৌকিক কিছু হইয়াছে এ জ্ঞান না জন্মিলে অভিমান আসিবে কিরূপে? প্রতিজনের জীবনের উপযোগী স্বভাবসঙ্গত উপায় ও প্রণালী আত্মার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহাকে দিন দিন স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত করিতে থাকে। সে ব্যক্তি ঠিক যাহা তাহাই যখন হয়, তখন তাহার অবস্থা সত্যাবস্থা। এই সত্যাবস্থায় সত্যের সহিত পরিচয় অতি স্বাভাবিক। ধর্ম্ম ও সত্য যখন এইরূপে জীবনে একত্র স্থিতি করিতে লাগিল, তখন উন্নতির দ্বার খুলিয়া গেল। যাহা অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যায়, অথচ যাহাতে পর পর যত গুলি অবস্থা উপস্থিত হয় তন্মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে,এবং একটা অপরটীর অন্তর্ভূত হইয়া যায় তাহাই সত্য, ব্রাডলে সাহে-

বের সত্যসম্বন্ধে এ লক্ষণ আমরা মানিয়া লইতে পারি। ঈশাকে পাইলেট জিজ্ঞাসা করিলেন সত্য কি? অথচ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন না, এরূপ করিলে আমাদিগের চলিতেছে না। আমাদিগকে সত্য কি জানিতে হইবে, এবং সত্যের স্বরূপ লক্ষণ জানিয়া আমাদিগকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। সত্যস্বরূপে সমুদায় সমঞ্জসভাবে অবস্থান করিতেছে, তাঁহার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তিনি পূর্ণ, অতএব তাঁহাতে উন্নতাবস্থার পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। তুমি ও আমি যে সত্য উপলব্ধি করিতেছি, আমাদের আত্মার অবস্থানুসারে সত্যস্বরূপ আপনাকে যত দূর প্রকাশ করিতে পারেন, উহা তাহাই। সুতরাং তোমার ও আমার নিকটে প্রকাশমান সত্য সত্যস্বরূপ যে লক্ষণাক্রান্ত তল্লক্ষণাক্রান্ত হইবেই হইবে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে। এ গুলি আমাদিগের নিকটে অতীব সত্য। সত্য কেন? কেন না এ তিনটি স্বরূপমধ্যে কোন বিরোধ নাই, পরস্পর সমঞ্জস, কেবল সমঞ্জস বলিলেও হইল না, এ তিন তিন নয় এক। সত্য তিনি যিনি নিত্য বিদ্যমান। যিনি নিত্য বিদ্যমান তিনি কি? তিনি জ্ঞান। এ জ্ঞান কি সান্ত বা অপূর্ণ? না, অনন্ত বা পূর্ণ। দেখ ধরিতে গেলে এ তিন স্বরূপ একই স্বরূপ—পূর্ণজ্ঞান। যে জ্ঞান কতক আছে কতক নাই, সে জ্ঞান অপূর্ণ। আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, কেন না কতক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আছে, কতক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাই। জ্ঞান পূর্ণ হইলেও আমাদের প্রাপ্ত জ্ঞান পূর্ণ নয়, কারণ আমাদের প্রাপ্য জ্ঞান আরও পরিমাণাতীত আছে। কিন্তু জ্ঞানের পর আমরা যত জ্ঞান লাভ করিব, তত দেখিব, পূর্ব্বপ্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে পরপ্রাপ্ত জ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে, কিছুই অমিল নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে পরবর্ত্তী জ্ঞান আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইতেছে। যখন দেখিলাম পূর্ব্বাপর জ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে, পূর্ব্বজ্ঞান পরবর্ত্তী জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে তখন জানিলাম, এ জ্ঞান সত্য জ্ঞান। সামঞ্জস্য ও সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব যে সত্যের একটি লক্ষণ ইহা এখন আমরা বুঝিলাম। এখন দেখা যাউক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত, এই ত্রিবিধাকারে প্রকাশিত একই স্বরূপ অনন্ত উন্নতির দিকে আমাদিকে লইয়া যাইতে সমর্থ কি না? আজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সত্য এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যাহা উপলব্ধি হইয়াছে আজও কি ঠিক সেই উপলব্ধি বিদ্যমান, না সে উপলব্ধি গাঢ় হইতে দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে। পূর্ব্বে সত্য বলিতে ঈশ্বর আছেন এই মাত্র বোধ হইত। এখন জল স্থল আকাশ অস্থি মাংসাদি সমুদায় কি তাঁহাতে পূর্ণ প্রতীত হয় না? সত্যস্বরূপকে অন্তরিত করিলে কিছুই থাকে না, এখন কি ইহাই উপলব্ধির বিষয় নহে? এখনও কিছু হয় নাই আরও যে কি হইবে এক্ষণ আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর। সত্যস্বরূপসম্বন্ধে যাহা বলা গেল, অন্যান্য স্বরূপসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। কেশবচন্দ্র আপনার প্রার্থনায় এরূপই বলিয়াছেন। 'হে দীন দয়াল, ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি রয়েছ কি না বল, অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম তেমনি করিয়া দেখি কি না বল? ঈশ্বর আছেন, তিনিত চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম থাক্, আর কিছু চাই না। এমন গরিব এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান? তবে তুমি যাও। তুমি বল আমার হরি, এই কথাটী সহজ করে বল যে, যা ছিলে তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই। যদি না থাক আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক আমার দ্বারা লক্ষ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল। তুমি ঘটে যা সমুদ্রে তা! আকাশে যা আমার বাড়ীতে তা!" এ কথাগুলি এই দেখায় যে ঈশ্বর নিত্য সমান অপরিবর্ত্তনীয় আছেন, কিন্তু আমাদের নিকটে তাঁহার নিত্য নূতন প্রকাশ। এসকল প্রকাশ একেরই প্রকাশ, সুতরাং এসকল প্রকাশের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ও অবিচ্ছিন্নতা আছে।

'যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে সত্য' এবং সত্যের লক্ষণ কি ইহা এক প্রকার বুঝা গেল, এই কথার সঙ্গে যে আর একটী কথা সংযুক্ত আছে তাহার ভাব পরিগ্রহ হওয়া আবশ্যক। 'যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব,' একথার ভাব কি? আমি আত্মা, ইনি পরমাত্মা, তিনি পরব্রহ্ম, আমি ইনি তিনি এই তিনটী কথায় স্পষ্ট বুঝাইতেছে। এখানকার আমি নীচ আমি নয়, যে আমিতে ঈশ্বরের স্বরূপাবির্ভাব হইয়াছে সেই আমি। নীচ আমি কখন চিরকাল থাকে না। চিরকাল থাকেন তিনি যিনি ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। যিনি এইরূপে এক হইয়াছেন, তিনি আত্মার আত্মা পরমাত্মার সহিত এক। দুই পাখীর এক বৃক্ষে বাস, সুতরাং 'আমি' 'ইনি' এরূপ নির্দ্দেশ শোভা পায়। পরব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, আমাকে এবং আমাতে প্রকাশমান পরমাত্মাকে অতিক্রম করিয়া তিনি অবস্থিত, সুতরাং এখনও তিনি তিনি শব্দবাচ্য। আমি ইনি যখন তিনিতে একাকার হইয়া যাই, তখন দেখি যাহাকে জীব বলি যাহাকে পরমাত্মা বলি, এ উভয়ই তাঁহাতে অন্তর্ভূত হইয়া বিদ্যমান। সত্যেতে অনুরাগ জন্মিলে এই তিনের একত্র স্থিতি কি প্রকারে সংঘটিত হয়? এইরূপে হয়:—আমাদের নিকটে যে সত্য ভাসমান, উহা ত সেই অখণ্ড পূর্ণ পরব্রহ্মের অণুমাত্র আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত। অণুমাত্রই হউক আর যাহাই হউক, উহারই প্রতি আমাদিগের অনুরাগ যত প্রগাঢ় হইতে থাকে, তত এই সত্য যে অখণ্ড সত্য পরব্রহ্মের প্রকাশ, 'আমি ইনি তিনি' শব্দবাচ্য তাহা আমাদের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যের প্রতি অনুরাগ হবে 'আমি ইনি তিনির' স্বরূপাবির্ভাবপ্রতীতির কারণ। এরূপ স্থলে 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য, যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে

আমি ইনি তিনি থাকিব,' এরূপ বলা ঠিকই হইয়াছে। সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে আমাকে আমি চিনিতে পারি; আমি যে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত আছি তিনি আমার পথপ্রদর্শন করিতেছেন, আবার এই আমি ও পরমাত্মা এক অখণ্ড পরব্রহ্মেরই প্রকাশ, ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কেবল যে হৃদয়ঙ্গম করি তাহা নহে, নিত্যকাল তিনে এক হইয়া স্থিতি করিব; ইহাও বুঝিবার আর অবশিষ্ট থাকে না। এরূপ জ্ঞান জন্মিলে আমরা যে চির অমর, চিরজীবী, ইহলোকে পরলোকে আমাদের অপায় নাই নিত্যকাল থাকিব, এই সত্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হই।

এখন সত্যের সঙ্গে আর একটী কথা সংযুক্ত আছে, সেটি বিচার করিয়া দেখা উচিত। ঈশা বলিয়াছেন 'তোমরা সত্য জানিবে এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।' ঈশার এই কথা কেশবের জীবনে কি প্রকার প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইয়াছিল, আমরা তাহা আরম্ভেই বলিয়াছি। সত্য সকলকে স্বাধীন করে কেন? সত্য যখন আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পায়, এবং সত্যদর্শনে আমাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হয়, তখন আমাদিগের চিত্ত সত্যবিরোধী বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। আমাদিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে সদা আকৃষ্ট, আমাদিগকে ক্রমান্বয়ে বাহিরের দিকে টানিতেছে, ভিতরে থাকিতে দেয় না। এইরূপে যখন আমরা বাহিরের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি, আত্মাকে বা পরমাত্মাকে ভুলিয়া যাই, তখন বিষয়সকল আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে, আমরা তাহাদিগের দাস হইয়া যাই। আমরা আর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারি না, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারি না, বিষয়-যোগে আমাদের মনে যে বাসনা উদ্রিক্ত হইয়াছে, সেই বাসনা আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে। যে বিষয় পাইয়াছি, তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট নয়, আরও চায় আরও চায়। সুতরাং স্বাধীনতার সুখসম্ভোগ একেবারে ঈদৃশ অবস্থায় অসম্ভব। মুহূর্ত্তের জন্য যাহার মনের বিশ্রাম নাই, চারিদিকে কেবলই তাহাকে টানিতেছে, সে শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাবাসী, তাহার দ্বারা কোন উচ্চতম কার্য্যতো হইতেই পারে না, সে যে আপনি সুখে সচ্ছন্দে জীবন সম্ভোগ করিবে তাহার কিছুই সম্ভাবনা নাই। ধনাদির উপাসনায় যে আকুল, তাহাকে পরের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হয়, কি জানি বা অর্থাদিপ্রাপ্তি যাহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তাহারা বা অসন্তুষ্ট হয়, এই ভয়েই সে ব্যাকুল। ঈদৃশ লোককে ধর্ম্ম প্রথমতই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন না সে ব্যক্তি ধর্ম্মের অসমাদর না করিয়া না বিষয় সম্ভোগ করিতে পারে, না যে সকল লোক হইতে তাহার বিষয়ভোগের উপায় হইবে, তাহাদিগকে অনুকূল রাখিতে পারে। ধর্ম্ম যখন তাহাকে ছাড়িলেন সত্যও তাহাকে ছাড়িবেনই ছাড়িবেন। কেন না সে সত্যের বিরোধী না হইয়া অসদ্বিষয়ে অনুসরণ করিবে কি প্রকারে? যখনই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে, তখনই সে বিপদ্‌গ্রস্ত। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না; কাহারও পদতলে পড়া হইবে না; পুস্তকবিশেষেরও বন্দনা করা হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি তাহারই যশোঘোষণা করা হইবে না। এক দিকে যেমন এই সকল প্রতিজ্ঞা, অপর দিকে প্রতিজ্ঞা তেমনই, স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না; অহঙ্কারের অধীন হওয়া হইবে না; ঈশ্বরের নিকট এত লওয়া উচিত তাহাও পরিত্যাগ করা হইবে না।" কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতার প্রতি আদর কেন, 'অধীন হইব না অধীন হইব না' বলিয়া তিনি 'পাগল' হইলেন কেন? 'অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা।' অধীনতা পাপ কেন? অধীনতা ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে বিমুখ করে। ঈশ্বর ছাড়া অন্য যাহা কিছুর অধীন হইব, তাহাই আমার আত্মার প্রমুক্ত গতির অবরোধক হইবে। কেবল আমার প্রমুক্ত গতির অবরোধক হইবে, তাহা নহে, আমাকে ঈশ্বরবিমুখ করিয়া ফেলিবে। ঈশ্বরবিমুখ হইলেই আমি ধর্ম্মহীন হইলাম। ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ না থাকিলে, আমি কি আর আমার আত্মার উন্নতির উপায় ও প্রণালী অবগত হইতে পারি? উপায় ও প্রণালী অবলম্বন না করিলে সত্যের অবতরণের জন্য যে চিত্তের নৈর্ম্মল্যের প্রয়োজন তাহাই বা কোথা হইতে হইবে? যদি সত্যই অবতরণ করিতে না পারিল, তাহা হইলে সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? সত্যের প্রতি অনুরক্ত না হইলে, না আমি আমাকে চিনিতে পারি, না পরমাত্মাকে জানিতে সমর্থ হই, না আমাকে ও আমার আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে পরব্রহ্মে অন্তর্ভুত দেখিতে। যখন এরূপই হইল, তখন এক অধীনতার ভিতরে সকল পাপের বীজ ও স্বাধীনতার ভিতরে সকল পুণ্যের বীজ নিহিত। যদি স্বাধীনতা এমনই হইল, তাহা হইলে সে স্বাধীনতা লাভ করিব কি প্রকারে? প্রথমতঃ সত্য জানিতে হইবে, সত্য জানিলে সেই সত্য তোমায় স্বাধীন করিবে। সত্য জানিব কি প্রকারে? তোমার অন্তঃকরণে যে পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি স্পৃহা আছে, যত্ন সহকারে তাহাই অনুবর্ত্তন করিলে দিন দিন তোমার মনের অন্ধকার ঘুচিতে থাকিবে, এবং সেই অন্ধকারের অপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের জ্যোতি দেখা দিবে। মনু বলিয়াছেন 'যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মার পরিতোষ হয়, সে কর্ম্ম যত্নের সহিত করিবে, আর যে কর্ম্ম তাহার বিপরীত তাহা পরিত্যাগ করিবে।' এই কথার ভিতরেই তো ধর্ম্মের মূল নিহিত আছে। ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মরাজের প্রথম হইতে যোগ। তুমি বোঝ আর না বোঝ, যিনি ধর্ম্মাবহ পাপনুদ, তিনি তোমার চিত্তে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনি এরূপে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তনা করেন কেন? তোমার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য। তিনি যখন আত্ম-প্রকাশ করেন, কি আকারে করেন? সত্যের আকারে। সত্যের আকারে সত্যস্বরূপ যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন তখন তুমি তাঁহাকে জানিলে, জানিয়া স্বাধীন হইলে, কেন না ঈশ্বর বিনা অন্যের

অধীনতাশৃঙ্খল তোমার নিকটে তখন কেবল ভারবহ হইল তাহা নহে, অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছ হইয়া পড়িল। স্বাধীন হইতে গিয়া সেই তো তুমি অধীন হইলে। ছিলে বিষয়ের অধীন, এখন হইলে সত্যের অধীন। এ অধীনতাই স্বাধীনতা কেন না ঈশ্বর তো আমার পর নন, আমি ক্ষুদ্র আমি, তিনি উচ্চ আমি, তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া আমি উচ্চ আমি হইয়া গেলাম, আমার ক্ষুদ্রভাব সকলই অন্তর্হিত হইল। এ অবস্থায় আমি তো আর পরাধীন হইলাম না, আত্মাধীন হইলাম। আমার সকল দিকে উন্নতির দ্বার খুলিয়া গেল, আমি দিন দিন পূর্ণ হইতে চলিলাম। যদি এইরূপই হইল, তবে আর কেন ধর্ম্মের ও সত্যের আদর করিব না, আদর করিয়া ঈশ্বর যেমন স্বাধীন তেমনি স্বাধীন হইব না? ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন সত্যের আদর করি, সত্যের আদর করিয়া স্বাধীন হই এবং স্বাধীন হইয়া ঈশ্বর ভিন্ন অপর সকলের অধীনতা দূরে পরিহার করিয়া তাঁহারই হইয়া যাই, তাঁহার হইয়া চিরসম্পন্ন হই।

৯ মাঘ মঙ্গলবার কমলকুটীরে আর্য্যনারীসমাজ। উপাসনাকার্য্য কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সম্পন্ন করেন। উপাসনা অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, উপস্থিত মহিলাবর্গ উপাসনায় নিরতিশয় আর্দ্রহৃদয় হইয়াছিলেন। ১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে সর্ব্বজনমান্যা সাধ্বীগণাগ্রগণ্যা শ্রীমতী ভারতসম্রাটের স্বর্গারোহণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রেরিতগণ শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশনে উপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি নিবদ্ধ করেন ;—

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতসম্রাট্ ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন-সংবাদশ্রবণে প্রেরিতবর্গ শোকার্ত্ত হইয়া ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী বুধবার শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ সকল করেন :—

১। শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতসম্রাট্ ভিক্টোরিয়া পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীদরবারের সভ্যগণ আহত ও শোকার্ত্ত হইলেন। শ্রীদরবার হইতে রাজপরিবারে শোকসূচক পত্র প্রেরিত হয়।

২। নববিধানবিশ্বাসিগণ অন্যূন সপ্তাহকাল শোকচিহ্নস্বরূপ এক খণ্ড গৈরিক বসন ধারণ ও নিরামিষ ভোজন করিবেন।

৩। এতদুপলক্ষে আনন্দবাজার, নগরসঙ্কীর্ত্তন ও উদ্যান সম্মিলন রহিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে প্রতিদিন ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টার সময়ে একত্র উপাসনা ও অপরাহ্নে ৫টায় সৎপ্রসঙ্গ হইবে।

শ্রীদরবারের সম্পাদক। কলিকাতা।

অদ্য সায়ংকালে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ইংরাজীতে উপাসনা করেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় শোকজনক সংবাদের অনুপযোগী নয় বলিয়া তিনি উহা বলিতে নিরস্ত হন না। রেবারেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়ম এবং আর এক জন ইউরোপীয়, কয়েক জন মহিলা এবং অনেক বন্ধু ও শ্রোতা উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নববিধানে যে মাতৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, উহাই যে এবার শুভসংবাদ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। উপাসনার আরম্ভ ও অন্তে মাননীয়া ভারতসম্রাটের বিশেষভাবে স্মরণ ও উল্লেখ হয়। ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি উপদেশে যাহা বলেন তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জুডিয়া প্রদেশে শ্রীঈশার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মহাত্মা যোহন ইতস্ততঃ এরূপ ঘোষণা করিয়া বেড়াইয়াছেন, "লোক সকল, তোমরা অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, অনুতাপ করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হও।" অনুতাপ না হইলে অন্তর নির্ম্মল হয় না, ঈশ্বরদর্শন হইতে পারে না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, "নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।" বাইবেল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, "পরমেশ্বর, ভগ্ন অন্তরদিগের নিকট থাকেন, এবং অনুতাপিত আত্মা সকলকে পরিত্রাণ করেন।" "যাহারা অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, তাঁহারা আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করে।" "পুণ্য সমস্ত জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে, পাপ যে কোন জাতির পক্ষে তিরস্কার।" "অনুতাপ না হইলে পাপীর অন্তর স্বর্গের দান গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে না।" আমরা দেখিয়াছি নববিধানাচার্য্য উৎসবারম্ভে তাঁহার অনুগামিদিগের অন্তরে অনুতাপ উদ্দীপনের জন্য যত্ন করিয়াছেন, কোন কোন বৎসর বিশেষ ভাবে প্রচারকদিগকে অনুতাপব্রত গ্রহণ করাইয়াছেন। প্রথমতঃ কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্ম প্রস্তুত না হইলে কেহ স্বর্গের দান গ্রহণ করিতে পারে না, কোন সাধনায় সিদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না। অনুতাপের তিন অবস্থা; অনুতাপের প্রথম অবস্থায় কাহার প্রতি অত্যাচরণ বা কাহার কোনরূপ ক্ষতি করিলে মনে এক প্রকার ক্ষণিক ক্লেশ ও গ্লানি উপস্থিত হয়। কিন্তু পরক্ষণে তাহা থাকে না। পুনর্ব্বার সেই রূপ পাপে সহজে পতিত হয়। অনুতাপের ২য় অবস্থায় চিত্ত কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে সেই ক্লেশ ও যাতনা কিছুদিন স্থায়ী হয়, পাপে পতিত হইবার প্রবৃত্তি সহসা আর জন্মে না। কিন্তু সেই অবস্থা চিরস্থায়ী হয় না, পরে নানা প্রলোভন ও রিপুর উত্তেজনায় থাকিলে সেই পাপে পতিত হয়। অনুতাপের তৃতীয় অবস্থায় প্রকৃত প্রায়শ্চিত জীবনের পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় কৃত পাপের জন্য

বিষম অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে, পাপী চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখে, অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়, নিরুপায় হইয়া করজোড়ে ভগবানের পদাশ্রয় প্রার্থনা করে, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার শরণাপন্ন হয়। তখন পতিতপাবন পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাহাকে আশ্রয় দান করেন, তাহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় সে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করে। তাহার সমগ্রজীবন বিশুদ্ধ, ইন্দ্রিয় সকল সংযত হয়; পূর্ব্ব কৃত পাপ স্মরণ করিতেও সে ক্লেশানুভব করে। ক্রমে সে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মযোগে মগ্ন হয়, সে ব্রহ্মসহবাসে বিমলানন্দ সম্ভোগ করে, স্বর্গ তাহার অন্তরে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। এই অনুতাপের তৃতীয় অবস্থাকে আরবী ভাষায় "তওবা নসুহ" অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনুতাপ বলে। সেই অবস্থা হইলে পর আর পতনের সম্ভাবনা থাকেনা। ব্রাহ্মগণ আনন্দবাদী, তাঁহারা গুরুতর পাপপ্রবৃত্তি অন্তরে পোষণ করিয়া কাম ক্রোধ অহঙ্কারাদি কৃষ্ণসর্পসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া হাসেন ও নাচেন, অনুতাপের ধার ধারিতে চাহেন না। তাঁহারা অশ্রুপাত পূর্ব্বক বীজ বপন না করিয়াই আনন্দে শস্য সংগ্রহ করিতে চাহেন। অনুতাপ না হইলে প্রকৃত বিনয় হয় না, ব্রাহ্মগণ বিনয়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কারের পথে চলিয়া থাকেন। এক সময় আচার্য্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা বলিয়া থাক তোমাদের ব্রহ্মদর্শন হয়, কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হইলে জীবনের এরূপ অবস্থা থাকে না, নব জীবন হয়। আরব দেশে একজন মোসলমান সাধু ছিলেন, তাঁহার নাম হসন ছিল। তিনি এমাম হসন নহেন, এমাম হসনের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার জীবন প্রকৃত অনুতাপের জীবন ছিল; এস্থলে সেই হসনের জীবনবৃত্তান্তের কিয়দংশ সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

হসন হজরত মোহম্মদের সহধর্ম্মিণী আয়শা দেবীর দাসীর পুত্র ছিলেন। বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে আয়শাদেবী অতিশয় স্নেহ করিতেন। হসন শব্দের অর্থ সুন্দর, তিনি পরম সুন্দর ছিলেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হসন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মণি মাণিক্যের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ তিনি রত্ন বণিক্ হসন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বিষয়াসক্তি সংসারাসক্তি প্রবল ছিল। একদা তিনি মণি মাণিক্যের বাণিজ্যার্থ মদিনা হইতে রোমনগরে গিয়াছিলেন। সেখানে রাজ মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন প্রাতঃকালে নগরের প্রান্তরে মহাজনতা হয়। মন্ত্রী হসনকে সঙ্গে করিয়া অশ্বারোহণে সেখানে চলিয়া যান।

হসন তথায় যাইয়া দেখেন যে, মণিমুক্তাখচিত পট্টবস্ত্রের এক বৃহৎ পটমণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এক দল সুসজ্জিত সৈনিকপুরুষ সেই পটমণ্ডপকে প্রদক্ষিণ করিয়া রোমীয় ভাষায় কিছু বলিয়া চলিয়া গেল। তদনন্তর দেখেন যে, কতিপয় সমুজ্জ্বল বেশধারী বর্ষীয়ান্ পুরুষ মহাঘটা করিয়া আসিয়া তদ্রূপ আচরণ করিলেন। অনন্তর দেখিলেন যে, প্রায় চারি শত পণ্ডিত আসিয়া পটমণ্ডপকে প্রদক্ষিণ করিলেন ও কিছু বলিলেন। তাহার পরে দেখিলেন প্রায় দুই শত রূপবতী যুবতী মণিমুক্তাপূর্ণ সুবর্ণ থালা হস্তে ধারণ করিয়া উক্ত পটমণ্ডপপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক কিছু বলিলেন ও চলিয়া গেলেন। অবশেষে সম্রাট্ ও সচিব বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ অন্তর বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন। হসন বলিলেন, 'আমি ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, এই ব্যাপারের মর্ম্ম কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রীকে বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, 'সম্রাটের পরমরূপগুণসম্পন্ন এক কুমার ছিলেন। নরপতি তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলেন। সেই রাজকুমার অকস্মাৎ কালকবলিত হইয়া মহারাজকে শোকসাগরে নিমগ্ন করেন। এই পটমণ্ডপের ভিতরে তাঁহারই সমাধি। প্রতিবৎসর একবার নরপাল সসৈন্যে ও সবান্ধবে এখানে উপস্থিত হন। সেই সৈনিকদলকে প্রথমতঃ পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিতে ও কিছু বলিতে যে দেখিয়াছ, তাহারা বলিয়াছে, "রাজকুমার, আপনার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, যদি আমরা বাহুবলে অস্ত্রবলে তাহা অপনয়ন করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে সকলে স্ব স্ব প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া আপনাকে পুনর্গ্রহণ করিতাম। কিন্তু যিনি এই অবস্থা সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কোন রূপে সংগ্রাম চলে না।" তৎপর বিদ্বন্মণ্ডলী আসিয়া বলিলেন, "রাজতনয়, যদি জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যবলে এ দুঃখ দূর করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহা করিতাম।" অনন্তর সম্মানিত বৃদ্ধ পুরুষগণ আসিয়া বলিলেন, "নৃপনন্দন, যদি আশীর্ব্বাদবলে ও শোকপ্রকাশে তোমার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমরা তাহাতে কখনও বিমুখ থাকিতাম না।" পরে সুন্দরী নারীগণ রত্নপূর্ণ থালা হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল, "হে প্রভো, যদি ধন সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যবলে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম তবে আপনার জন্য এ সমুদয় উৎসর্গ করিতাম। কিন্তু যিনি এই ঘটনার প্রবর্ত্তক তাঁহার নিকটে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ও রূপ যৌবনের কোন মূল্য নাই।" সর্ব্বশেষে সম্রাট্ যাইয়া বলিলেন, "হে প্রাণপুত্র, তোমার পিতার হস্তে আর কি ক্ষমতা আছে, আমি তোমার জন্য বৃহৎ সৈন্যদল আনয়ন করিয়াছি, বিদ্বান্ ও বৃদ্ধ পুরুষগণ এবং রূপযৌবনসম্পন্ন ও সম্পত্তিশালী লোক সকল উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমিও আসিয়াছি। সৈন্যবল, পাণ্ডিত্য ও ধন সম্পদ্ এবং সৌন্দর্য্যবলে যদি এই বিপদের নিরাকরণ হইত তাহা হইলে তৎসমুদায়কে তাহাতে নিযুক্ত করিয়া যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যিনি এই ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন তোমার পিতা এবং সমুদায় জগৎ তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর নিকটে দুর্ব্বল। এই বলিয়া রাজা বাহিরে চলিয়া আসিলেন।" প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে এই প্রকার ব্যাপার হইয়া থাকে।'

মন্ত্রীর এই সকল কথা হসনের অন্তরে অনুতাপ ও বৈরাগ্য আনয়ন করিল, তাঁহার আত্মদৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া দিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যকার্য্য হইতে বিরত

হইতে বসোরায় চলিয়া আসিলেন। বিষয়বৈরাগ্য ও অনুতাপের অগ্নি তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জ্বলিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে পাপবিকারসন্বন্ধে আর এ সংসারে হাস্যামোদ করিব না। তখন উপাসনা সাধনাদিতে আপনাকে এরূপ নিযুক্ত করিলেন যে, তৎকালে এ প্রকার কঠোর সাধনা অন্য কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি লোকসংসর্গপরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতেন; বহুকাল এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি সপ্তাহে এক দিন সাধারণ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া উপদেশ দান করিতে থাকেন। সভাস্থলে তপস্বিনী রাবেয়াকে উপস্থিত না দেখিলে উপদেশ দানে বিরত হইতেন। একদিন কেহ বলিল, "অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত বিদ্বান লোক উপদেশশ্রবণের জন্য সমাগত। একজন বৃদ্ধা নারী আগমন করেন নাই তাহাতে ক্ষতি কি?" হসন বলিলেন, "হাঁ আমি যে সরবত হস্তীর উদরের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা পিপীলিকার মুখে কেমন করিয়া অর্পণ করিব?" কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, "আপনার উপদেশ শ্রবণের জন্য নগরের বহু ধনী ও বিদ্বান্ এবং সহস্র সহস্র লোক সমাগত হয়, আপনার কি তাহাতে উৎসাহ ও আহ্লাদ হয় না?" তিনি বলিলেন, "না, আমি লোকসমূহের সমাগমে সন্তুষ্ট নহি, সত্য শ্রবণের জন্য একজন অনুতপ্ত দীনাত্মা উপস্থিত হইলে আহ্লাদিত হই।"

বাল্যাবস্থায় তিনি একটি পাপ করিয়াছিলেন। সেই পাপটি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবার জন্য যখন নূতন অঙ্গবস্ত্র পরিধান করিতেন তখন তাহার উপরে উহা লিখিয়া রাখিতেন, এবং সেই সময় তিনি এরূপ ক্রন্দন করিতেন যে, একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন।

মৃত্যুকালে হসন হাস্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কেহ আর কখন তাঁহার মুখ সহাস্য দর্শন করে নাই।

মালেকদিনার বলিয়াছেন যে, "আমি হসনকে আমার সম্বন্ধে দুরবস্থা কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "হৃদয়ের মৃত্যু।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই মৃত্যু কিরূপ?" তিনি বলিলেন, "মনের সাংসারাসক্তি।"

হসন আপনাকে এরূপ নীচ ও অধম বলিয়া জানিতেন যে, যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। একদা তিনি এক স্রোতস্বতী নদীর তীর দিয়া যাইতেছিলেন, একজন কাফ্রিকে দেখিলেন যে, একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে নদীর কূলে উপবিষ্ট আছে, এক বৃহৎ বোতল সম্মুখে স্থাপিত, তাহা হইতে সে কিছু পানীয় দ্রব্য ঢালিয়া পান করিতেছে। ইহা দেখিয়া হোসেন বলিতে লাগিলেন, "এই ব্যক্তি কি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, এ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, যেহেতু এ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া সুরা পান করিতেছে।" তিনি চিন্তা করিতে করিতে ইহাই বলিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক খানা নৌকা তথায় উপস্থিত হইল, অকস্মাৎ সেই নৌকা তরঙ্গাঘাতে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহাতে সাত জন আরোহী ছিল। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কাফ্রি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপদিয়া পড়িল ও অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রকাশে ছয় জনকে উদ্ধার করিয়া হসনের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিল, "জলমগ্ন সাত জনের মধ্যে আমি ছয় জনকে বাঁচাইলাম, আপনি একজনের জীবন রক্ষা করুন। হে মোসলমানদিগের আচার্য্য, এই স্ত্রীলোকটী আমার জননী, এই বোতল হইতে আমাকে যাহা পান করিতে দেখিয়াছেন তাহা নির্ম্মল জল, ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে আপনি অন্ধ না চক্ষুষ্মান্ তাহা পরীক্ষা করি, দেখিলাম আপনি অন্ধ।" ইহা শ্রবণ করিয়া হসন অনুতপ্ত ও লজ্জিতভাবে সেই কাফ্রির চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, জানিলেন যে, তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য কাফ্রি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। তখন তিনি বলিলেন, "হে কাফ্রি, এতগুলি লোককে তুমি নদীতরঙ্গ হইতে রক্ষা করিলে, আমাকে অহঙ্কার-নদীর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার কর।"

একদিন কেহ হসনকে ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিল যে, "আপনারা সকলে প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদের ধর্ম্ম বন্ধুগণ সদৃশ।" ...ইহা শুনিয়া সকলে আহ্লাদিত হইলেন। তখন হোসেন বলিলেন, "মুখাকৃতি ও শ্মশ্রুযোগে, না অন্য কিছুতে সাদৃশ আছে? যদি সেই সকল মহাপুরুষের প্রতি তোমাদের যথার্থ দৃষ্টি থাকিত, তোমাদের চক্ষে তাঁহারা সকলে ধর্ম্মোম্মত্তরূপে প্রকাশ পাইতেন, এবং যদি আমাদিগকে তাঁহারা জ্ঞাত হইতেন, আমাদের এক জনকেও মোসলমান বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা দ্রুতগামী অশ্বারোহণে সর্ব্বাগ্রে বায়ু ও পক্ষীর ন্যায় স্বর্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছেন, এবং আমরা ক্ষতপৃষ্ঠ দুর্ব্বল গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া মৃদুভাবে চলিয়াছি।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কি ভাবে আছেন?" তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহারা সমুদ্রবক্ষে ভগ্ন নৌকার এক এক খণ্ড কাষ্ঠফলকের উপরে অবস্থিত, বল তাহাদের অবস্থা কীদৃশী?" সে বলিল, "বড় কঠিন অবস্থা।" তিনি বলিলেন, "আমার অবস্থাও তাদৃশী।"

হসন ঈদোৎসবের দিন কতকগুলি লোককে হাস্যামোদ ও ক্রীড়া কৌতুক করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এ সকল লোকের সম্বন্ধে আমি আশ্চর্য্যান্বিত যে, ইহারা হাস্য আহ্লাদ করে, নিজের প্রকৃত অবস্থার তত্ত্ব রাখে না।"

যদি কেহ আমাকে সুরাপানের জন্য ও সংসারাসক্তির জন্য নিমন্ত্রণ করে, আমি সংসারাসক্তির নিমন্ত্রণকে অধিকতর ঘৃণা করিব।

যখন দেখিবে তোমার মনে একবিন্দু ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ভাব নাই, তখন প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান তোমার জন্মিয়াছে এরূপ স্বীকার করিব।

এক বিন্দু অনাসক্তি সহস্র বৎসরের নমাজ রোজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অনাসক্তির তিনটী অবস্থা, প্রথম, সাধক নিজের কথা বলেন না, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলেন, তাহাতে তুমি রুষ্ট হও বা সন্তুষ্ট হও

তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করেন না। দ্বিতীয়, যে বিষয়ে ঈশ্বরের বিরাগ তাহা হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে রক্ষা করেন। তৃতীয়, যেবিষয়ে ঈশ্বরের প্রসন্নতা তাহাতে তাঁহার চেষ্টা উদ্যোগ থাকে।

মোহম্মদীয় শাস্ত্রবিশেষে অনুতাপবিষয়ে অনেক গভীর তত্ত্ব আছে, তাহা হইতে কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতেছে। "আত্মগ্লানির নিমিত্ত যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ত্তমান কাল, ভূত কাল, ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। বর্ত্তমানের সঙ্গে এই সম্পর্ক যে, সমগ্র জীবন পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের নিকটে স্থির অঙ্গীকার করা যে, পুনর্ব্বার কখন পাপের নিকটে যাইব না ও বৈধকার্য্যে ক্রটি করিব না। যেমন রোগী ফল ভক্ষণে অপকার হইবে জানিতে পারিলে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় যে, আমি কদাপি ফল খাইব না। প্রতিজ্ঞার সময়ে কোন রূপ শিথিলতা ও চঞ্চলতা না থাকা চাই। ভূত কালের সঙ্গে এইরূপ সম্পর্ক যে, গত পাপের অনুসন্ধান করা ও চিন্তা করা যে আমি ঈশ্বরের ও তাঁহার ভৃত্যাদিগের কোন্ কোন্ স্বত্বের ক্ষতি করিয়াছি। ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্ক পাপের (প্রায়শ্চিত্ত) করা। সুরাপানরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এরূপ করিবে, কোন বৈধ প্রিয় পানীয় দ্রব্যের পান পরিত্যাগ করিবে ও তাহা ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিবে। তাহাতে উপরি উক্ত পাপের জন্য যে অন্ধকারের সঞ্চার হইয়াছিল, ভবিষ্যতে এই সৎ কার্য্যের জন্য এক জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া উক্ত অন্ধকারকে বিদূরিত করিবে। সংসারে যে সকল আমোদ লাভ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই যে, প্রত্যেক আমোদের পরিবর্ত্তে সংসারের এক একটি ক্লেশ বহন করা। যেহেতু সাংসারিক আমোদ প্রমোদের কারণে মন সংসারে বদ্ধ হয়। যদি ক্লেশ বহন করা হয় তজ্জন্য সংসারের প্রতি বিরক্তি জন্মে। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, সংসারে লোকে যে ক্লেশ পায় তাহা পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়। হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন অনেক পাপ এরূপ যে সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ ব্যতীত তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। বিশেষ বিশেষ স্থলে পারিবারিক সন্তাপ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আয়েশা দেবী বলিয়াছেন যাহার অনেক পাপ ও এরূপ কোন সাধনা ভজনা নাই যে, যাহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, ঈশ্বর তাহার মনে সাংসারিক ক্লেশ প্রেরণ করেন, তাহা তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়।

"কেহ কেহ কোন কোন পাপের জন্য অনুতাপ করে, সকল পাপের নিমিত্ত অনুতাপ আবশ্যক বোধ করে না। এইরূপ অনুতাপ ঠিক কি না তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, যে ব্যক্তি ব্যভিচারে অনুতাপ করিবে সুরাপান করিবে না ইহা অসম্ভব। যেহেতু যেরূপ ব্যভিচার পাপ তদ্রূপ সুরাপানও পাপ। এক ভাণ্ড সুরাপানের জন্য অনুতাপ হইবে অপর ভাণ্ডের জন্য নহে, ইহা অসম্ভব। যেহেতু উভয়েরই অবস্থা তুল্য। সমুদায় পাপসম্বন্ধে এই কথা খাটে। এরূপ সম্ভব যে কেহ ব্যভিচারকে সুরাপান অপেক্ষা গর্হিত জানিতে পারে। গর্হিত পাপের জন্য তাহার অনুতাপ হইতে পারে, এবং সুরাপানকে ব্যভিচার অপেক্ষা গর্হিত জানিয়া তাহার তজ্জন্য অনুতাপ করা সম্ভব। যেহেতু তাহা ব্যভিচার ও অন্য অন্য দুষ্কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কেহ সুরাপানের নিমিত্ত অনুতাপ না করিয়া পরনিন্দার জন্য অনুতাপ করিতে পারে। যে এরূপ নিন্দা চর্চ্চায় অপর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে তাহার বড় দোষ। কেহ কেহ অল্প সুরাপানের জন্য অনুতাপ করিবে না, অধিক পানের জন্য অনুতাপ করিবে। সে বলিবে যে, "যত অধিক আমি পান করিব তত শাস্তি প্রাপ্ত হইব। আমি এরূপ লোভ সংবরণ করিতে পারি না যে, সম্পূর্ণরূপে সুরাপান পরিত্যাগ করি।"

অনুতাপ হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। মোহম্মদীয় শাস্ত্র হইতে বৈরাগ্য তত্ত্ব কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতেছে। "বৈরাগ্যের ত্রিবিধ সোপান। এক লোকে সংসার হইতে হস্ত উত্তোলন করে, মন সংসারে সংলগ্ন থাকে। কিন্তু বৈধ্য ও সংগ্রামের বিরাম হয় না। এবম্বিধ লোককে বৈরাগ্যোন্মুখ বলে। ইহাই প্রথম সোপান। দ্বিতীয়তঃ, মন সংসারে সম্বদ্ধ নয়, কিন্তু স্বীয় বৈরাগ্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে, এবং নিজের বৈরাগ্যকে এক উচ্চ ব্রত বলিয়া বোধ হয়। এরূপ লোক বিরাগী বটে কিন্তু দোষসম্পর্কশূন্য নহে। তৃতীয় সোপান, সাধক বৈরাগ্যে বিরাগী হন, অর্থাৎ তিনি নিজের বৈরাগ্যের কথা ভাবেন না ও তাহাকে এক মহাকার্য্য মনে করেন না। এতাদৃশ বিরাগী এরূপ লোকের সদৃশ, যেমন কেহ রাজমন্দিরে পদের প্রার্থী হইয়া রাজসভার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে এক কুকুর রহিয়াছে। সে তাঁহাকে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইতে বাধা দিল, তিনি কুকুরের সম্মুখে এক খণ্ড রুটী ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে কুকুর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তখন তিনি কুকুরের আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাজসান্নিধানে উপনীত হইয়া গৌরবান্বিত হইলেন ও সম্ভ্রমপদ লাভ করিলেন। তিনি যে তদবস্থায় সেই রুটী খণ্ডের কোন মূল্য মনে করিবেন ইহা কখন সম্ভব নহে। এই প্রকার সংসার অন্নপিণ্ডসদৃশ। শয়তান এক কুকুর, স্বর্গের দ্বারে বসিয়া রব করিতেছে। যদি তুমি সেই অন্নপিণ্ড তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দেও, সে তোমাকে আক্রমণে নিবৃত্ত থাকিবে। স্বর্গলোকের তুলনায় সংসার সেই রুটী অপেক্ষাও স্বল্প মূল্য। স্বর্গলোক অনন্ত। সংসার নশ্বর। অনন্ত বস্তুর সঙ্গে অন্তবিশিষ্ট বস্তুর কি তুলনা? হজরত বায়েজিদের নিকটে কেহ নিবেদন করিয়াছিল যে, "অমুক ব্যক্তি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বস্তুর সম্বন্ধে বৈরাগ্য?" সে বলিল, "সংসারসম্বন্ধীয় বৈরাগ্য।" তাহাতে বায়েজিদ বলিলেন, "সংসারতো কোন বস্তুই নহে, যে লোকে তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। প্রথমতঃ কিছু বস্তু হওয়া চাই। তাহা হইলে তো তাহাতে লোকে বিরাগী হইতে পারে।" যে যে কারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন

হয় তদ্দৃষ্টিতে বৈরাগ্যের ত্রিবিধ ভাব। এক পারলৌকিক দণ্ড হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈরাগ্যাবলম্বন, ইহা ভয়শীলের বৈরাগ্য। দ্বিতীয় পারলৌকিক শুভফলের আশায় বৈরাগ্যাবলম্বন, ইহা প্রকৃত বৈরাগ্য বটে। যেহেতু বৈরাগ্য প্রেম ও আশাতে সমুৎপন্ন হয়। ইহা আশান্বিতের বৈরাগ্য। তৃতীয় বিরাগীর অন্তরে না নরকের ভয় না স্বর্গীয় সুখের আশা। বরং ঈশ্বরপ্রেম তাহাকে ইহলোক ও স্বর্গলোকের বিষয় ভুলাইয়া রাখে। ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি মনোযোগ বিধানে তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা হয়। ইহা বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থা। তপস্বিনী রাবার নিকটে কতকগুলি লোক স্বর্গের প্রসঙ্গ করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন "গৃহ অপেক্ষা গৃহস্বামী শ্রেষ্ঠ।" স্বর্গে দর্শন দান করিবেন বলিয়া যখন অঙ্গীকার হইল, তখন প্রেমিকগণ প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের অনুরোধে স্বর্গকে প্রেম করিতে লাগিলেন। যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম জন্মিয়াছে তাঁহার নিকটে স্বর্গসুখ যেন রাজত্ব সুখের নিকটে বালকের পুত্তলিকা ক্রিয়ার সুখসদৃশ। বালক পুতুল খেলার সুখকে সম্রাটের রাজ্যসুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে; যেহেতু সে সেই সুখ অনবগত। অনবগতির কারণ এই যে, তাহার জ্ঞান অল্প। এই প্রকার, যে ব্যক্তি ঈশ্বরসন্দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে, সেও নির্ব্বোধ বালকস্বরূপ। সে যৌবনদশায় উপনীত হয় নাই। যে সকল দ্রব্য বিসর্জ্জন করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করা হয়, তদৃষ্টে বৈরাগ্যের বিভিন্ন অবস্থা। সংসারে কেহ কিছু ত্যাগ করে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের পূর্ণভাব এই যে, যে বস্তুতে নিকৃষ্ট বৃত্তির কোন রূপ আমোদ, তাহার কোন প্রয়োজন নাই; ধর্ম্মপথে তাহা অনাবশ্যক; তাহা বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কেন না ধন পদগৌরব ভোজন পরিচ্ছদ শ্রবণ কথন লোকসমাজে উপবেশন সভাধিবেশন গ্রন্থাধ্যয়ন প্রভৃতিতে যদি নিকৃষ্ট বৃত্তির আমোদ লাভ হয় তাহা হইলে এ সকলই সংসারপদবাচ্য। ফলতঃ যাহা কিছু নীচ প্রবৃত্তির পোষক, তাহাই সংসারমধ্যে গণ্য। কিন্তু যদি অধ্যয়ন সভাধিবেশন শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির শুদ্ধ এই উদ্দেশ্য থাকে যে লোক ঈশ্বরের দিকে উন্মুখীন হয়, তবে এই ব্যাপার সংসারে পরিগণিত নহে।

১২ ও ১৩ মাঘ প্রাতে ৮টার সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে বন্ধুগণ সহ একত্র উপাসনা ও সায়ঙ্কালে সৎপ্রসঙ্গ হয়। ১৪ই মাঘ রবিবার সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আচার্য্যদেবের প্রার্থনাপাঠানন্তর উপদেশে তিনি যাহা বলেন তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে :—

হে কেশবের প্রিয় পুত্রকন্যাগণ ও বন্ধুগণ, হে তাঁহার আদরের পাত্র সকল, শুনিলে, তোমরা কেশবের আর্ত্তনাদ শুনিলে। তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা কি তোমরা শুনিলে না? কোথায় তিনি আজ আনন্দের পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি তোমাদের জন্য শোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। যাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ছিল, আত্মার চক্ষু খুলিয়া দেখ, দেখিবে তিনি আজও তাঁহাদিগের জন্য রোদন করিতেছেন। যিনি হাসিতে মৃত্যুযন্ত্রণা অতিক্রম করিলেন, তাঁহার তোমাদের জন্য যে যন্ত্রণা স্বর্গেও তাহা নিবৃত্ত হইল না। তোমাদের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের অভিযোগের মূল কি? তিনি একটি নির্ব্বিবাদ পরিবার চাহিয়াছিলেন, সে নির্ব্বিবাদ পরিবারস্থাপনের আমরা বিরোধী হইলাম। তিনি দেহে থাকিতে সে জন্য কাঁদিলেন, সমুদায় রজনী অনিদ্রায় কাটাইলেন, পরিশেষে এই শোকে তাঁহার শরীরপাত হইল, তথাপি আমাদের চৈতন্যোদয় নাই। যে হৃদয় চিন তাহার ইউরোপ আফ্রিকা প্রভৃতি সমুদায় ভূখণ্ড আপনার ভিতরে গ্রহণ করিয়াছিল, যে হৃদয়ে ইহলোক পরলোক এক হইয়াছিল, সে হৃদয়ের খেদের পরিমাণ করিতে পারে কে? দৈহিক হৃদয় শোকের গুরুভার বহন করিতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া পড়িল, পরিশেষে সেই হৃৎপিণ্ড অগ্নিসাৎ হইয়া গেল, এখন তাহার ভস্মরাশিও আর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। হৃৎপিণ্ড ভস্ম হইল বটে, কিন্তু যে অদৃশ্য হৃদয় নিত্যকাল স্থায়ী, যাহার কোন দিন বিনাশ নাই, সে হৃদয় হইতে এ শোকশল্য কি উন্মূলিত হইয়াছে? যদি দেখিতাম পৃথিবীতে একটি নির্ব্বিবাদ পরিবার স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম, আর তাঁহার আমাদের জন্য শোক নাই। দেখিতেছি, তাঁহার শোক নিবৃত্ত হইবার কারণ আজও আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই। তিনি কাঁদিতেছেন, আর কত কাল কাঁদিবেন জানি না, কিন্তু এ ক্রন্দনে যে আমাদের পাপের ভার দিন দিন বাড়িতেছে, ইহা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত।

কেশবের ক্রন্দন থামাইবার কি কোন উপায় নাই? আছে কিন্তু সে দিকে আমাদের দৃষ্টি কৈ? তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের সহিত যদি আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় এক হয় তবেই তাঁহার ক্রন্দন থামে। সে হৃদয় অতি প্রশস্ততর। এক দিকে উহা সাধু, সজ্জন, জ্ঞানী, ভক্ত ও বিবিধ মহাজনগণকে যেমন ধারণ করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি পাপী, অসাধু, অজ্ঞান, অভক্ত ও ক্ষুদ্র লোকদিগকেও আলিঙ্গন করিয়াছিল। স্বর্গের দেবগণ ঋষিগণ তাঁহার হৃদয়ে যেমন স্থান পাইয়াছিলেন, তেমনি পৃথিবীর জীবিত দেবতুল্য ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। সে হৃদয়ে শূদ্র-ব্রাহ্মণের কোন ভেদ ছিল না, সকলকেই তিনি সমানে গ্রহণ করিয়াছেন। যে পাপী ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে, তাহাকেও তিনি ঘৃণা করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটস্থ হইতে পর্য্যন্ত তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা এক জন কলিকাতার প্রধান লোক চরিত্রদোষে দূষিত হওয়াতে কেশবের এক জন বন্ধু তাঁহার নিকটে বসিতে কুণ্ঠিত হইয়া স্থানান্তরে গিয়া উপবেশন করেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। তিনি তাঁহার আর এক জন

বন্ধুকে বলেন, উনি কি আপনাকে এতই পবিত্র মনে করেন যে, ও ব্যক্তির নিকটে বসিতেও উনি ঘৃণা করেন। এক দিন কেশবচন্দ্র অনপেক্ষিতভাবে আপনি সেই ব্যক্তির বাড়ীতে গমন করেন। পথের ভিখারী বৈরাগিগণ, যাহাদের চরিত্র নিরতিশয় সংশয়াস্পদ, তাহাদিগকেও তিনি আদর করিয়া দ্বিতল ত্রিতল গৃহের উপরে লইয়া যাইতেন, তাহাদের নিকটে ভক্তির সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, ইহা আর কে না দেখিয়াছেন? তিনি কি তাহাদের চরিত্র কিরূপ তাহা জানিতেন না? জানিতেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় সাধু অসাধু সকলকে নির্ব্বিশেষভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাই তাঁহার ব্যবহার সকলের প্রতি অতি সুমিষ্ট ও সুমধুর ছিল। ঈদৃশ হৃদয়ের সহিত এক হইতে গেলে, সকল প্রকার বিরোধী ভাব মন হইতে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। পরনিন্দা পরাপবাদ হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইতে হইবে; নয়নের দৃষ্টি সুকোমল, রসনার বাক্য সুমিষ্ট, ব্যবহার অতি মধুর করিতে হইবে। যে হৃদয় তীক্ষ্ণ কথায় কাহারও হৃদয় ভেদ করিতে জানিত না, সে হৃদয়ের সহিত এক হইতে গেলে সে হৃদয় যেমন সকলকে আপনার ভিতরে লইয়াছিল, তেমনি সকলকে নিজ নিজ হৃদয়ের ভিতরে লইতে হইবে। কেবল বৈকুণ্ঠধাম অন্বেষণ করিলে চলিবে না, পৃথিবীকেও অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারিবে না। যদি সাধু, সজ্জন, যোগী ঋষিদিগকে গ্রহণ করিয়া একটি সামান্য লোককেও—একটি পাপীকেও পরিত্যাগ কর, জানিবে, কেশবের হৃদয়ের সহিত তোমার হৃদয়ের একতা হইল না। তুমি অমুক লোককে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছ, ইহা জানিতে পারিয়া কেশবের চক্ষু হইতে নিদ্রা পলায়ন করিল, ইহা যখন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তখন কিরূপে বলিব আমরা লোককে অপমান করিয়া, কটু কথা কহিয়া, মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া, বৃথা অপবাদে মলিন করিয়া কেশবের সঙ্গে এক থাকিব? আজও আমাদের চরিত্রে যখন এই সকল দোষ আছে, তখন তাঁহার ক্রন্দন থামিবে কি প্রকারে? কেবল উপাসনা করিয়া, কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া, সাধনভজনের আড়ম্বর দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ের সহিত কি এক হৃদয় হওয়া যায়? তাঁহার হৃদয়ের মত আমাদের হৃদয় হউক, দেখি স্বর্গ এখানে প্রকাশ পায় কি না; পৃথিবী শান্তি ও সুখের নিলয় হয় কি না; আমরা কেশবের হইয়া নির্ব্বিবাদপরিবারস্থাপনপূর্ব্বক ধরাতলকে বৈকুণ্ঠ ধামে পরিণত করিতে পারি কি না?

আজ এই উৎসবের দিনে স্বর্গগতা ভারতসম্রাট্ বিক্টোরিয়ার কথা সহজে মনে উদিত হয়। তিনি গিয়া কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, মন ইহাতে সংশয় করিতে পারে না। সম্রাজ্ঞীর সুকোমল হৃদয় তাঁহাকে অতি দীন দরিদ্রের গৃহেও লইয়া যাইত, একথা যখন স্মরণ করি, তখন সে হৃদয় ও কেশবের হৃদয়ের একতা অনুভব করি। তিনি যে আজ স্বর্গে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিয়া আনন্দ করিতেছেন, ইহা মনে করিলে তাঁহার জন্য শোকভার আমাদের লঘু হইয়া যায়। তিনি কেশবচন্দ্রের জন্য কেশবচন্দ্রের পুত্র কন্যাগণকে আপনার সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়া আজীবন সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, ইহা স্মরণ করিলে ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার স্বর্গে একত্র স্থিতিতে কি আর সন্দেহ হয়? অবিচলিত ভাবে দীর্ঘকাল পতির শয্যাপালনব্রতরক্ষা আমাদের দেশের সাধ্বী নারীগণের সঙ্গে তাঁহাকে একহৃদয় করিয়াছে, ইহাতে তিনি আমাদের দেশের একজন নন, ইহা আমরা মনেও করিতে পারি না, সুতরাং স্বদেশানুরাগও আমাদিগকে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তিযুক্ত করিতেছে। কেশব যেমন তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়াছেন, আমরা কি কখন তাহা পারিব? তথাপি আমরা আমাদের সামর্থ্যানুসারে তৎপ্রতি রাজভক্তি অর্পণ করিতেছি, এবং স্বর্গে কেশবের সঙ্গে তাঁহাকে একত্র দেখিতেছি। আজ কেশবের হৃদয় ও আমাদের সম্রাটের হৃদয় একত্র মিলিত হইয়া আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, আমরা যেন সকল বিরোধ ও বিচ্ছেদ আমাদের মধ্য হইতে বিদায় করিয়া দি। কেশব যে দিন আমাদের মধ্যে নববিধানধর্ম্ম আনয়ন করিলেন, সেই দিন সকল জাতি, সকল বংশ, সকল সম্প্রদায় মধ্যে শান্তি ঘোষিত হইল, পৃথিবী ও স্বর্গের মিলন হইল, বিরোধবিসংবাদ অন্তর্হিত হইল। নববিধান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা বিরোধ রাখিতে পারি, না কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি? হে কেশবের পুত্র কন্যাগণ, বন্ধুগণ, তাঁহার প্রীতির আস্পদগণ, তোমরা কি আজ এই প্রতিজ্ঞা করিবে না যে, লোকে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও, বিদায় করিয়া দিলেও, তোমরা তাহাদের কাহাকেও হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিবে না? তোমাদের নামে যেন কখনও কেহ এ অপবাদ দিতে না পারে যে, তোমরা কাহাকেও ঈশ্বরের গৃহ হইতে ছলে বলে কৌশলে বিদায় করিয়া দিয়াছ। লোকে তোমাদিগের অন্তর না দেখিতে পাইয়া নিন্দা করে করুক, মিথ্যা অপবাদ রটনা করে করুক, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে যেন তোমাদের অন্তর এ সম্বন্ধে পরিষ্কার থাকে এবং স্বর্গের সাধু মহাজনগণ এ বিষয়ে তোমাদের অপরাধ দেখিতে না পান। তোমাদের হৃদয় ও কেশবের হৃদয় এক হইল কি না, ইহা স্বয়ং ভগবান্ দেখিবেন, এবং স্বর্গের দেবগণ তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবেন, পৃথিবী এখন না হউক পরে ইহা স্বীকার করিয়া তোমাদিগকে পরমোপকারী বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কেবল তোমাদের নিয়ত চিন্তার বিষয় এই হউক যে, তোমরা কেশবহৃদয়ে হৃদয়বান্ হইয়াছ কি না?

কেশবের হৃদয়ে হৃদয়বান্ হইলে কেবল এ পৃথিবীতে শান্তি কুশল ও সর্ব্বজনপ্রতি প্রীতি উপস্থিত হইল তাহা নহে, স্বর্গের সাধু, মহাজন ও দেবগণের সহিত একহৃদয়ত্ব উপস্থিত হইল। কেশবের স্বর্গ হৃদয় ও পৃথিবীকে ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়াছিল, ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি কেন? এই জন্য করিতেছি যে, যদি আমাদের হৃদয় সেইরূপ স্বর্গ ও পৃথিবী, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন না করিতে পারে,

সেই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে তোমরা পৃথিবীতে তোমাদের হৃদয়ের জন্য প্রশংসিত হইলেও সে হৃদয় কেশবের হৃদয় হইল না। ঈশা মুষা নানক প্রভৃতিকে সমাদর করিলে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে সকল সাধু,সজ্জন,জ্ঞানবান,ধার্ম্মিক, মিত্র ও বিরোধী, পুরুষ ও নারী স্বদেশে বিদেশে স্বজাতি ও ভিন্ন জাতিমধ্যে বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকে যদি সমাদর করিয়া হৃদয়ে বরণ করিতে না পারিলে তাহা হইলে কি প্রকারে বলিব তোমরা কেশবহৃদয়ে হৃদয়বান্ হইয়াছ? কেশব যেমন ভূত ও বর্ত্তমানকে আপনার হৃদয়ের বিষয় করিয়া লইয়াছিলেন, তেমনি যে সকল বিধান আগমন করিবে, যে সকল সাধু মহাজন জ্ঞানী ও ভক্তগণের আবির্ভাব হইবে,দিব্য নয়নে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদিগকেও আপনার হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছেন। যদি তোমরা বল নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম আসিয়া মানবজাতির উন্নতির চরম সীমা প্রদর্শন করিল, ভবিষ্যতে আর কিছু নূতন হইবার নাই, তাহা হইলে তোমরা কেশবের সঙ্গে একহৃদয় হইতে পারিলে না। নববিধানে স্বর্গের দ্বার খুলিল, পৃথিবীতে দেবনিশ্বসিত বহিতে লাগিল, এ দেবনিশ্বসিত আর থামিবে না,কেশব কি একথা মিথ্যাই বলিয়া গিয়াছেন? কেশবের কোন কথা যে মিথ্যা নয়, যত দিন যাইতেছে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইবেই হইবে বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতের সঙ্গেও তোমাদের কোমল হৃদয়ের যোগ রক্ষা করিতে হইবে।

ভগবান্ যখন নববিধানকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন, তখন এই উদার প্রশস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে পাঠাইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ত্যাগের বিধান ছিল, এ বিধানে ত্যাগ একেবারে তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। স্ত্রী পুত্র সংসার চিরদিন ধর্ম্মের বিরোধী। যাঁহারা ধর্ম্মসাধনে জীবনাতিপাত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সংসারত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বন, নদীকূল বা পর্ব্বত-গহ্বর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। তাঁহারা সেরূপ না করিলে উচ্চতম যোগধর্ম্ম জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, সুতরাং কি করেন তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে হইল। ভগবান্ যখন অতিশয় উদার প্রেমের ধর্ম্ম পৃথিবীতে পাঠাইলেন, তখন তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া বাস করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে প্রেমশিক্ষার সর্ব্বপ্রথম ভূমি যাহারা ত্যাগ করিল তাহারা সে প্রেম পাইবে কিরূপে, যে প্রেমে সমুদায় নরজাতিকে, স্বর্গ ও পৃথিবীকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সংসারে থাকিতে হইবে, অথচ উচ্চতম যোগধর্ম্মের কোন ক্ষতি হইবে না, সেই উপায় শিখাইয়া ঈশ্বর নববিধানকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন। তিনি আসিবার বেলা নববিধানকে একটি মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, সেই মন্ত্রটিই তাঁহার সংসারে থাকিয়া যোগসাধন করিবার পরম উপায় হইল। মন্ত্রটি এই, পৃথিবী এতকাল ঈশা মুষা প্রভৃতিকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, প্রেরিত ও অপ্রেরিত এই দুই ভাগে জনসমাজকে বিভক্ত করিয়াছে, আজ হইতে সে বিভাগ বিলুপ্ত হইয়া গেল, সংসারে সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বর-প্রেরিতের ভক্তি ও সম্মান পাইবার সকলেই যোগ্য। ভগবান্ নববিধানকে বলিলেন, 'দেখ নববিধান, তুমি যে প্রেম লইয়া যাইতেছ, এ প্রেম তুমি প্রেরিত ভিন্ন অন্য কাহারও উপরে স্থাপন করিতে পার না। যদি করিতে যাও প্রেম বিকারগ্রস্ত হইবে, মায়া-মোহে পরিণত হইবে, সংসারে ডুবিয়া মরিবে। স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির কথা দূরে থাকুক, অন্ন বস্ত্রাদি যাহা কিছু ব্যবহার করিবে, যদি দেখ সে সকল আমার প্রেরিত নয়, স্পর্শ করিও না, যদি স্পর্শ কর নিশ্চয় মরিবে। তুমি সংসারে প্রেরিতগণের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিবে। এরূপে পরিবেষ্টিত থাকিলে তোমাকে পাপ বা মোহ আক্রমণ করিতে পারিবে না। কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সম্রাট্ সকলেই আমার প্রেরিত। ইহাদের কাহাকেও না হইলে তোমার জীবন চলে না। তুমি যদি ইহাদের নিকটে সর্ব্ববিধ উপকার পাইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তোমার ঘোর অপরাধ হইবে; অকৃতজ্ঞতা জন্য তোমার হৃদয় মলিন, শুষ্ক, ও ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িবে। তোমার আপনার গৃহের দাস দাসীকে পর্য্যন্ত প্রেরিত বলিয়া সম্ভ্রম দিও। জন কয়েক মাত্র আমি প্রেরিত করিয়া জগতে পাঠাই, পৃথিবীতে এ ভ্রম অনেক দিন হইল আছে। যাহাদিগকে লোকে প্রেরিত বলিয়া সম্ভ্রম দেয়, তাহারা আর সকল লোক হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জানিয়া তাহাদিগের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, যাহাতে লোকের ভ্রম না ঘুচিয়া আরও বদ্ধমূল হয়। অতএব যাও নববিধান, তুমি গিয়া প্রেরিতগণের সঙ্গে বাস কর, এবং সকলেই যে প্রেরিত এই সত্য জগতে ঘোষণা কর। লোকে তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া যখন সকলকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এবং সকলকেই প্রেরিতোচিত সম্ভ্রম দিবে, তখনই পৃথিবী হইতে কলহ বিবাদ পাপ অন্তর্হিত হইবে, আমার রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমি এইরূপে আমার রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন কর, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি।'

কেশবচন্দ্র কি 'সকলেই প্রেরিত' এ কথা আমাদের মধ্যে ঘোষণা করেন নাই? আমরা তাঁহার একথা কি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি? প্রেরিত হইলেই তাঁহার নিকটে কিছু না কিছু শিক্ষালাভ হয়, তিনি আমাদিগের জীবনকে অগ্রসর করিয়া দেন। আমরা কি পৃথিবীতে যাহার তাহার নিকটে শিক্ষালাভ করি, এবং যে সে আমাদিগের জীবন অগ্রসর করিয়া দেয়? কলহপ্রিয়া অপ্রিয়বাদিনী বিমাতার কাট পত্নী কি প্রেরিত? তিনি কি সর্ব্বদা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত নন? তিনি কি আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের যোগানুষ্ঠানের বিরোধী নহেন? উপাসনা সাধন ভজন করিতে বসিলে তিনি কি ঘোর উৎপাত উপস্থিত করেন না? তিনি যদি প্রেরিত হইবেন তাহা হইলে তাঁহার এরূপ দশা হইবে কেন? তিনি তো ধর্ম্ম চান না, তিনি ভোগবিলাসবাসনা চরিতার্থ

করিতে চান। ইঁহাকে প্রেরিত বলিয়া সম্ভ্রম দিতে গেলে কি ইঁহার দুর্দ্দান্ততা আরও বাড়িবে না? ইঁহাকে কঠোর শাসনে রাখাই কি প্রকৃষ্ট উপায় নয়? যদি প্রয়োজন হয়, কতক দিনের জন্য ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনাশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় নহে? না বিধেয় নহে? ইঁনি যে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার নিকটে প্রেরিত। তোমার বিষয়বাসনা নির্জ্জিত করিবার জন্য ঈদৃশ পত্নীর প্রয়োজন, তাই তোমার নিকটে ভগবান্ ইঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। বিষয়রসে পাপে বা ডুবিয়া যাও, এজন্য তোমার শিক্ষা ও শাসনের জন্য ইনি প্রেরিত হইয়াছেন, ইঁহাকে অবমাননা করিও না। ইঁহাকে উপযুক্ত সম্ভ্রম দিয়া স্ববশে আনয়ন করিতে পারিলে, তোমার ধর্ম্ম বাড়িবে। ঈদৃশ পত্নী সংসারের প্রতি চিত্তের বিরাগ জন্মাইয়া ঈশ্বরের প্রতি তোমার অনুরাগ বাড়াইবেন, ইহা কি তোমার পক্ষে পরম উপকার নয়? তাহার উপরে তোমার নিয়ত প্রিয় ব্যবহারে যখন ইনি পরাস্ত হইবেন, তখন তোমার ধর্ম্মভাগিণী হইয়া ইনিও কৃতার্থ হইবেন। ঈশ্বর যখন কৃপা করিয়া এরূপ সুযোগ দিয়াছেন, তখন তুমি তোমার পত্নীকে প্রেরিত নয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়া কেন তুমি প্রেরয়িত্রী ঈশ্বরের অবমাননা করিতেছ, যে শিক্ষা পাইবার তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতেছ?

পত্নী প্রেরিত হইলেন হউন, কিন্তু পাপীকেও কি ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? সে কি আপনার পাপ দ্বারা প্রেরিতত্ব হইতে স্খলিত হয় নাই? প্রেরিতত্ব নিত্যকালের সামগ্রী, তাহা পাপাচরণেও বিলুপ্ত হইয়া যায় না, ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর না? পাপাচরণ করিয়া সে আপনি যে প্রেরিত তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। যদি সে আপনার প্রেরিতত্ব বিস্মৃত না হইত, তাহা হইলে সে কখন পাপাচরণ করিতে পারিত না। সে আপনাকে ভুলুক, কিন্তু তোমরা তাহার প্রেরিতত্ব ভুলিবে কেন? সে যে দেবসন্তান হইয়া আপনাকে পশুবৎ নীচ হীন করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা তোমরা অবশ্য স্বীকার করিবে, এক দিন পুনরায় যে সে আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিয়া দেবতা হইবে, তাহাতেও হয়তো তোমাদের সংশয় নাই। এরূপ স্থলে তাহার নিকটে যাহা শিখিবার আছে, তাহা শিখিয়া তাহাকে প্রেরিত বলিয়া কেন মনে মনে প্রণাম করিবে না? তাহার কল্যাণের অনুরোধে বাহিরে তাহাকে প্রেরিত বলিয়া প্রণাম করিতে না পারিলাম, তাহাতে কি আইসে যায়। যদি তাহার নিকটে যাহা শিখিবার তাহা শিখি, এবং মনে মনে প্রেরিতোচিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দি, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। ঐ মদ্যপায়ী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কত তাহার দুরবস্থা, সে সকলের নিকটে কথায় নয় আচরণে তাহা প্রকাশ করিতেছে। সে কি অব্যক্ত ভাষায় লোকসকলকে এই শিক্ষা দিতেছে না, ভাই সকল, আমাকে দেখিয়া তোমরা সাবধান হও, যেন আমার দশা তোমাদের কাহারও না হয়। অনেক মদ্যপায়ী দুরবস্থাগ্রস্ত লোক অন্যে যেন তাহাদের অবস্থাপন্ন না হয়, এ জন্য স্পষ্ট কথায় সকলকে সাবধান করিয়াছে, তাহার পুত্রপৌত্রাদি যেন এরূপ পাপাচারে প্রবৃত্ত না হয়, এ বলিয়া ভূয়োভূয় পরিজনবর্গকে অনুরোধ করিয়াছে। তখনও তাহাদের মধ্যে যে প্রেরিতত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, বিনষ্ট হয় নাই, তাহাদের ঈদৃশ অনুরোধ তাহাই দেখাইয়া দেয়। পাপিগণ পাপের শাস্তি বহন করিয়া অপরে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সহায় হয়, সুতরাং তাহারাও যে প্রেরিত ও শিক্ষাদাতা ইহা আমরা অস্বীকার করিব কেন?

সকল মানুষ প্রেরিত, সকল বস্তু প্রেরিত, সুতরাং উহারা আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিবে না, ধর্ম্মবৃদ্ধির অনুকূল হইবে, ইহা আমরা শুনিলাম। এখন ইহাও আমরা বুঝিতেছি, সকলকে প্রেরিত বলিয়া মানিলে তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া সহজ হইয়া যায়। কেশব যে সকলকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, হৃদয় হইতে কাহাকেও কখন বিদায় করিয়া দেন নাই, তাহার কারণ এই। প্রেরিতকে বিদায় করিয়া দিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরয়িতাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, ইহা জানিয়া কোন্ ধর্ম্মার্থী কাহাকেও হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিবেন। কেশবের হৃদয়ে হৃদয়বান্ হইতে গেলে তবে সকলকে প্রেরিত বলিয়া মানা চাই। মানবে ব্রহ্মদর্শন না করিলে তাহার সহিত কখন এক হইতে পারা যায় না, কেশবচন্দ্রের এই বিশেষ মত। ভক্তি ও সম্ভ্রম বিনা কেহ কাহারও সহিত এক হইতে পারে না। যে ব্যক্তিতে অহঙ্কার অবিনয় আছে, সে ব্যক্তি কখন অপরের সহিত এক হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। মানবে ব্রহ্মদর্শন না হইলে আমাদের অহঙ্কৃত মস্তক কিছুতেই প্রণত হইতে পারে না। মানব মানবীকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিলে তন্মধ্যে প্রেরয়িতা পরব্রহ্মকে দর্শন করা সহজ হয়, এ জন্য প্রেরিতত্ব স্বীকার দ্বারা তন্মধ্যে প্রেরয়িতার দর্শন সহজ পন্থা। নববিধান এই পন্থা সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। আমাদের অহঙ্কারদূষিত চক্ষু শোধন করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত ও প্রেরয়িতাকে দর্শন করিলে, অচিরে পৃথিবীতে শান্তি ও সুখের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেশবহৃদয় আমাদের হৃদয় হওয়াও আর কঠিন ব্যাপার থাকিবে না।

কেশবের হৃদয় আমাদের হৃদয় হউক, এ বাসনা মনে উদয় হইবামাত্র পরিণয়ব্যাপার উপস্থিত। বন্ধুগণের সঙ্গে ঈদৃশ পরিণয় কেশব নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করিতেন। পরিণয়প্রথা অতি পবিত্র অতি বিশুদ্ধ। মানুষ আপনার অবিশুদ্ধচিত্ততাবশতঃ পরিণয়ব্যাপারকে লজ্জাকর করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিয়া আমরা ইহাকে নিন্দার চক্ষে দেখিব কেন? শারীর নয় কিন্তু অধ্যাত্মপরিণয় সকলেরই সঙ্গে সকলের হইবে, ইহাই পবিত্র বিশ্বজননীর বিধি। স্বর্গ ও পৃথিবীর পরিণয়বন্ধনমধ্যে কে আর সে বিধির বাহিরে থাকিতে পারে? 'তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরে হউক' এ মন্ত্র পাঠ

করিতে করিতে কেশব হৃদয় আমাদের হৃদয়, আমাদের হৃদয় কেশবের হৃদয়, কেশব ও আমাদের হৃদয় ঈশ্বরে হইল, আর কি চাই? মণ্ডলীর সঙ্গে কেশবের শুভপরিণয় বন্ধন হইল, অদ্য উৎসবের দিনে আমরা ইহাই দেখিতে চাই। যত দিন এই পরিণয়বন্ধন সিদ্ধ না হইতেছে, তত দিন মণ্ডলীর দুরবস্থা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। কেশবের হৃদয় আমাদের হৃদয় হউক, ঈশ্বরেতে আমরা কেশবের সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হই, আমাদের প্রতিজনকে এই আকাঙ্ক্ষা ও সাধন করিতে হইতেছে। এবারকার উৎসব এই মহাব্যাপারসাধনের জন্য উপস্থিত। আমরা কি এই উৎসবের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইব? আমরা কি আমাদের হৃদয়কে কেশবহৃদয় হইতে দিব না? যদি হইতে না দি এ উৎসব বিফল হইল, কেশবের যে যাতনা সে যাতনা রহিয়া গেল, আমাদের দিন দিন কেবল অপরাধেরই ভার বৃদ্ধি হইবে। কৃপানিধান পরমদেব ঈদৃশ অপরাধ ও দুর্দ্দশা হইতে আমাদিগের সকলকে রক্ষা করুন।

মধ্যাহ্নে ভাই উমানাথ গুপ্ত উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; উপাসনান্তে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও ভাই উমানাথ গুপ্ত পাঠ করেন; তদনন্তর সৎপ্রসঙ্গ হয়। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র আচার্য্যদেবের উদ্বোধন অবলম্বন করিয়া ধ্যানের উদ্বোধন করেন। ধ্যানান্তে সমাগত বন্ধুগণ মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। প্রার্থনানন্তর প্রেমভসঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তনান্তর ভাই অমৃতলাল বসু সায়ঙ্কালীন উপাসনার কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশে ঈশ্বরকৃপা বিনা যে, কেহ যথার্থ জীবন লাভ করিতে পারে না, ইহাই বিশেষভাবে বিবৃত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, উপাসনান্তে তিনি উপস্থিত উপাসকবর্গের নিকটে ঘোষণা করেন, আগামী মঙ্গলবার নগরসঙ্কীর্ত্তন হইবে। শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণের বিরোধে বর্ত্তমান উপাচার্য্য এবং উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান সম্পাদক কর্ত্তৃক ঈদৃশ বিধিবিরুদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে শ্রীদরবারের সম্পাদক ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সম্পাদকীয় কার্য্যভারত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে সভাগণ সন্নিধানে পত্র লেখেন। ১৫ই মাঘ মঙ্গলবাড়ীর উৎসব হয়। অপরাহ্ণে শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণের বিরোধে নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রচারাশ্রমে স্বর্গারূঢ়া শ্রীমতী ভারতসম্রাটের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনাকালে সাধ্বীগণ-ভূষণ সম্রাটের সুন্দর মধুর চরিত্রের সান্নিধ্য উপাসক উপাসিকাগণ বিশেষরূপে উপলব্ধ করেন। এই দিন হইতে ১৯শে মাঘ পর্য্যন্ত কমলকুটীরে শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ বিরোধে আনন্দবাজার হয়। ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার প্রচারাশ্রমে যোগ ও প্রার্থনান্তর শান্তিবাচন হইয়া উৎসব শেষ হয়।

নূতন পুস্তক।

বিগত মাঘোৎসবের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়াছে;—

১। আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অষ্টাবিংশ প্রথম খণ্ড;—এই পুস্তকে অনেক নূতন নূতন ভাব ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কসল বিবৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয় সকল তাহাতে সন্নিবিষ্ট;—চরম ভাবের পূর্ব্বাভাস, দশম ভাদ্রোৎসব, প্রচার যাত্রা, হাওড়া, নৈহাটি, গৌরিভা, চুঁচড়া, হাটখোলার ঘাট, কলিকাতা—শারদীয় উৎসব, ফরাসডাঙ্গা, জগদ্দল, মোকামা, মোজাফরপুর, গয়া, বাঁকিপুর, ডোমরাও, গাজিপুর, শোণপুর, আরা, প্রত্যাবর্ত্তন, পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক—নবশিশুর জন্ম, মহাজনসমাগম, মুসা, সক্রেটিস, শাক্যসমাগম, ঋষিগণ, ঈশা, চৈতন্যসমাগম, বিজ্ঞানবিৎসমাগম, ব্রহ্মবিদ্যালয়। ৮পেজী ১৬২ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে মূল্য ১৲ মাত্র।

২। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, দ্বিতীয় খণ্ড এই সঙ্গীত পুস্তকে ৫২৮টি সঙ্গীত আছে। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের প্রথমভাগে সেই সকল সঙ্গীত নাই। মূল্য ৸০ মাত্র।

৩। এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনচরিত; এই পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে ৮ পেজী ১৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ মাত্র। এই পুস্তকের ভূমিকার প্রথমাংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

"হেজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে মহরম মাসের দশম দিবসে করবলা প্রান্তরে এস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের দৌহিত্র, চতুর্থ খালিফা মহাত্মা আলির দ্বিতীয় পুত্র ধর্ম্মনেতা এমাম হোসয়নের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়। সেই এমামের প্রতি একান্ত ভক্তিবশতঃ শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রতিবৎসর উক্ত দিবসে তাঁহার উদ্দেশে তাজিয়া (শোকপ্রকাশ) করিয়া থাকেন। সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক মোসলমানও তাহাতে যোগদান করেন। সেই সময়ে অনেকে এমাম হোসয়নের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এই ব্যপদেশে ঢাল তরবারি লাঠী ইত্যাদি অস্ত্র

শস্ত্রধারণপূর্ব্বক সৈন্য সাজেন। মহরমের পর্ব্বাহ মোসলমানদিগের একটি প্রসিদ্ধ বিশেষ পর্ব্বাহ সেইপর্ব্বোপলক্ষে নগরের প্রকাশ্য পথে কয়েক দিন মহাঘটা হয়। নিম্নশ্রেণীর সবলকায় মোসলমানগণ এমাম্ হোসয়নের সেনা সাজিয়া অতিশয় মত্ত হইয়া উঠে। অনেক সময় তাহাদের দ্বারা দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। বহু মোসলমান আপন আপন বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া "হোসেন হোসয়ন" শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণপূর্ব্বক দলবদ্ধভাবে পথে পথে শোকপ্রকাশ করিয়া বেড়ায়। শ্রুত হইয়াছি যে, ধনী মোসলমানেরা এরূপ শোকপ্রকাশ করিবার জন্য অর্থদানেও লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত ভদ্র মহিলাগণও অন্তঃপুরে এই প্রকার শোক প্রকাশ করেন। করবলাতে জলাভাবে এমাম হোসয়ন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পরিবারবর্গের তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছিল, তজ্জন্য মহরমের সময়ে ভিস্তিগণ জলপূর্ণ মশক সহ জনসংহতির সঙ্গে সঙ্গে সেই তৃষ্ণার্ত্তদিগকে জলদানচ্ছলে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। উক্ত মহরম মাসের দশম দিবসে দমস্কাধিপতি এজিদের প্রেরিত দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এমাম হোসয়ন করবলা প্রান্তরে যে কি নিদারুণ ক্লেশে সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত অল্পলোকেই জ্ঞাত। সেই দিন যেরূপ হৃদয়বিদারণকর নিদারুণ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলেও প্রাণ বিকম্পিত ও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হয়। এমাম হোসয়নের এই জীবনচরিত পুস্তক পাঠ করিলে বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার দুর্ব্বিষহ দুঃখ ক্লেশের ও করবলার সেই ভীষণ সংগ্রামের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত, এবং সেই সমরপ্রধান যুগের আরব্য বীরপুরুষদিগের অসাধারণ বীরত্ববিবরণ অবগত হইতে পারিবেন। উক্ত সাধুপুরুষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এমাম হসনের জীবনও অতিশয় বিপৎসঙ্কুল ও বিষম বিষাদময় ছিল, অতি শোচনীয়রূপে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছিল। অসহনীয় শোক দুঃখ ও ঘোরতর বিপৎপরীক্ষার মধ্যে অসামান্য ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর এবং অটল বিশ্বাস, এই দুই বিশ্বাসী ধর্ম্মবীরের জীবনে অলঙ্কাররূপে অভিব্যক্ত। আপনাদের নেতা ও আচার্য্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ তাঁহার জন্য বিশ্বাসী অনুগামীদিগের সমরে অকাতরে ও উৎসাহসহকারে প্রাণদান এই করবলার ব্যাপারে যেরূপ চিত্রিত, এরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না। এই পুস্তকের প্রথমাংশে এমাম হসনের, ও চরমাংশে এমাম হোসয়নের জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

সংবাদ।

শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণানুসারে নানা স্থানের নববিধানবাদী ব্রাহ্মগণ শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

বিগত মাঘোৎসবে নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন;—

শ্রীরামপুর, চুঁচড়া, চন্দননগর, হরিপাল, আরা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, বহরমপুর, বৰ্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, বজবজ, ফরিদপুর, শান্তিপুর, ফুলবাড়ী, টাঙ্গাইল, বাঘিল, মেটেবুরুজ, কিশোরগঞ্জ ইটনা, অমরাগড়ি, বালেশ্বর, ভদ্রক, ব্যাটরা, চট্টগ্রাম, ধমা।

উক্তদিবস কমলকুটীরে আচার্য্যদেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মল চন্দ্র সেনের জন্মোৎসব হইয়াছে।

৭ই মাঘ স্বর্গগত কালানাথ বসুর সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

৮ই মাঘ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর নব কুমারের শুভ জাতকর্ম্ম কুমারের মাতামহ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের কলিকাতাস্থ আলয়ে শ্রীযুক্ত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

২৫ই মাঘ মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে যুবকদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ২৪শে মাঘ টালাস্থ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়মোহনের জন্মদিন উপলক্ষে সবান্ধবে মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

২৬শে মাঘ বাগবাজারে স্বর্গগত শ্যামাচরণ ধরমজুমদার মহাশয়ের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ শরৎকুমার ধরমজুমদার সম্পন্ন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, "গত ২৮শে মাঘ রবিবার 'সেবক সমিতি' টালাস্থ শ্রীযুক্ত মতিলাল সোম মহাশয়ের গৃহে উপাসনার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। স্থানীয় ও দূরস্থ বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণ আসিয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই দিবস মতিবাবুর কিঞ্চিদধিক ৫ম বর্ষীয় ২য় পুত্র শ্রীমান্ কনককমল সোমের "বিদ্যারম্ভ" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। বালকের পিতার প্রার্থনা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিপিনবাবু বালকের হস্ত ধারণ করিয়া স্লেটে একটি গোলক অঙ্কিত করিয়া যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে নূতনাবব ও গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রার্থনার সারার্থ এইরূপ—হে অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্ম যাহাতে এই বালক তোমাকে লাভ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ নরনারীকে জাতি নির্ব্বিশেষে আপনার হৃদয়ে প্রেমালিঙ্গন দান করিতে পারে। তোমার রাজ্যের বিবিধ বস্তু, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের তত্ত্ব লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে এবং অবিদ্যা, ভ্রম, কুসংস্কার ও পাপ হইতে রক্ষা পাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে শক্তি অদ্য হইতে ইহাকে প্রদান কর। ভ্রাতা কালানাথ ঘোষ এবং শ্রীমান্ শচীন্দ্র নাথ ঘোষ ও প্রবোধকুমার দত্তের সঙ্গীতে উপস্থিত সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।"

কুচবিহার হইতে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন ;—

"গত সপ্তাহে মেথলীগঞ্জ, হলদিবাড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। প্রভুর কৃপা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হওয়া গেল। প্রচারবিবরণ পরে পাঠাইব। গত কল্য এখানে মাঘোৎসব হইল। শোকভারাক্রান্ত অন্তরে উৎসব হইল। ভিক্টোরিয়া চরিত্র বিষয়ে উপদেশ হইল। সাত দিনের জন্য আমি দেশীয় প্রণালীতে মরণাশৌচ গ্রহণ করিলাম। আপনারা ওখানে কিরূপে শোকব্রত পালন করিতেছেন জানিতে বাসনা।

গোরখপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

"বিগত ১২ই মাঘ আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। কতিপয় বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ১ জন বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী হিন্দুপরিবারও পাঠাইয়াছিলেন। প্রাতে বাঙ্গলায় ও সন্ধ্যায় হিন্দিতে ও অপরাহ্নে, সমালোচনা শাস্ত্র পাঠ কীর্ত্তনাদি হিন্দি ও বাঙ্গলায় হইয়াছিল।

"গত ২রা ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৪।টার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমাধি উপলক্ষে Divine Service জন্য Asstt. Surgeon ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায় মহাশয়ের দ্বারায় বাবা ছাপার নোটিস্ বাহির করাইয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছোট বড় ৬। ৭ শত লোক হইবে। বাবা মহারাণীর ধর্ম্মজীবনবিষয়ে কিছুক্ষণ হিন্দিতে বক্তৃতা করার পরে প্রার্থনা করিলেন ও একটী হিন্দি সঙ্গীতান্তে শেষ হইল। লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নেই রাজভক্তি সহকারে যোগ দিয়াছিল। এখানে এরূপ কখনও হয় নাই। জুবিলী স্কুলের ময়দানে বেঞ্চ চেয়ার ও সতরঞ্চি পাতিয়া সভা হইয়াছিল।"

বাঁকিপুর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রাপ্ত ;—

"গয়ায় এবার অতি সুন্দররূপে মাঘোৎসব হইয়াছে। বিহার প্রদেশের অগ্রণী ব্রাহ্ম সাধক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় উৎসবের অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ ১২ই মাঘ গয়া হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী বরাবর পর্ব্বতোপরি গমন করিয়াছিলেন, গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ঐস্থানে উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৪ই মাঘ প্রাতঃকালে গয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাও তাঁহার দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছিল। ১৩ই মাঘ নারীদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়, ঐ উপাসনায় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন ; সে দিন প্রকাশ বাবুর উপাসনায় সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

"গয়ায় মাঘোৎসব উপলক্ষে গত ১৩ই মাঘ শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম, এ, তথায় "The Fatherhood of God and the Brotherhood of Man" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু ভদ্রলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। গত ২৩শে জানুয়ারী শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম, এ, "Religion and its different aspects" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় দুই শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রও বক্তৃতান্তে কয়েকটী হৃদয়গ্রাহিণী কথা বলিয়াছিলেন।"

কটক হইতে এক বন্ধু লিখিয়াছেন ;—

"এখানে ১৯শে হইতে ২৭শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত উৎসব হইয়া গেল। ১১ই মাঘ ২৪শে জানুয়ারিতে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়, তদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বালকবালিকাদের সম্মিলন, মাদক-নিবারিণী সভা, ছাত্রসমাজের অধিবেশন নব যুগের সংবাদ নামক ইংরাজী বক্তৃতা হইয়াছিল।"

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

"বিগত ২৪শে পৌষ টাঙ্গাইল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয় উপাসনা করেন। গত ১১ই মাঘ উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা ও অপরাহ্ণে সদালোচনা হইয়াছিল।

"বিগত ১৪ই মাঘ শ্রীশ্রীমতী ভারতসাম্রাজ্ঞীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে এবং আশাকুটিরস্থ দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয় এবং মহারাজ্ঞীর আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা হয়। সঙ্গীত সভার বিশেষ অধিবেশন হয়, এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধির নিকট শোকসূচক টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। সমাজের বন্ধুগণ শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

সেবক সমিতির কার্য্যপ্রণালী পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি উক্ত সমিতির অন্তর্গত সভাগণ সময়ে সময়ে অবকাশক্রমে কলিকাতার অনতিদূরস্থ পল্লী সকলে যাইয়া বিধান তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। বজবজ প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের প্রচারে ভগবানের আশীর্ব্বাদে অনেক শুভ ফল ফলিয়াছে। সমুদায় বিধানবিশ্বাসী লোক হইতেই তাঁহারা এই শুভ কার্য্যে যথোচিত সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবেন এরূপ আশা করি। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার। শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ প্রভৃতি ইহার সভ্য।

সম্বৎসরের প্রস্তাব, আলোচনা ও নির্দ্ধারণের পর গত মাঘোৎসবের প্রারম্ভে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা এক প্রকার পুনঃ সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল উপাসক এতদিন উপাসকমণ্ডলী রীতিমত গঠন না হওয়াতে মন্দিরের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই উহাতে আস্থা স্থাপন করিতেছেন না, বাহিরেই আছেন। উপাসকমণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে উপাসকমণ্ডলীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশটী পাঠ হইয়াছিল তাহা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ।

সম্প্রতি মুঙ্গেরস্থ আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগচি অত্যন্ত শোকাহত হইয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক প্রাপ্ত

হইয়াছেন। বিশ্বজননী দিবাধামে তাঁহার কন্যাকে শান্তি ও আনন্দবিধান করুন।

এত কালের পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্য্যের বসিবার স্থানের সঙ্কীর্ণতা ও অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে।

অর্গারীগড়ির নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বর্ত্তমান সপ্তাহেই আরম্ভ হইবে। সপ্তাহাধিককাল ব্যাপিয়া উৎসবের কার্য্য চলিবে।

শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সপরিবারে কিছুকালের জন্য বাঁকিপুর হইতে এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে স্থিতি করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী কয়েক দিন যাবৎ আভ্যন্তরিক যন্ত্রবিশেষের গুরুতর বেদনায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। লেডী ডফারিণ হাসপাতালে তিনি চিকিৎসার্থে স্থিতি করিতেছেন। উদরের ভিতর স্ফোটক হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ১৯০০ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

শুভকর্ম্মের দান—বাবু অক্ষয়কুমার রায় সাং সম্বলপুর পুত্রের নামকরণে ৫৲, বাবু রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহে২৲, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত কন্যার জন্মোৎসব ১৲২, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ সাং মানিকদহ পুত্রের বিবাহ ২৲। মোট ১৩৲ ২।

অরগ্যান ফণ্ড—বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সেন ২০৲, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র সেন ২০৲, মিসঃ সেন ৩৸৹, মিঃ এন সেন ৩।৹, মিঃ এস সেন ৩।৹, রায়বাহাদুর বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ৬৲। মোট ৫৯৲।

মাসিক দান—মহারাজা ২০৲, মহারাণী ১০৲, মাষ্টার এন সেন ৫৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখো ৩৲, রায়বাহাদুর উমাকান্ত দাস ৩৲, বাবু নলিনবিহারী সরকার ২৲, বাবু মানিকলাল বড়াল ১৲, বাবু সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ১৲, বাবু সীতানাথ রায় ১৲, বাবু হেমচন্দ্র বসু ১৲, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত ১৲, বাবু সাধুচরণ দে ৷৹, বাবু সুরেশচন্দ্র বসু ৷৹, বাবু বিপিনবিহারী ধর ৷৹, বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত ৷৹, বাবু হেমন্তকুমার চট্টো ৷৹, বাবু কানাইলাল সেন ৷৹, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ৷৹, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ।৹, বাবু হরিমোহন সিংহ ।৹, বাবু রামদয়াল গুপ্ত ।৹, বাবু মধুসূদন সেন ।৹, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ৷৹, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৷৹, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেন ।৹, বাবু দ্বারিকানাথ রায় ৹, বাবু মতিলাল রক্ষিত ।৹, বাবু অমৃতলাল ঘোষ ।৹, বাবু নন্দলাল সেন ।৹, বাবু প্রমথনাথ মিত্র ।৹, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত ।৹, বাবু সদানন্দ দাস ।৹, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।৹, বাবু অমৃতকৃষ্ণ দত্ত ।৹। ৫৬৲

ব্যয়।

অরগ্যান হরিব্রাদার্স ২৫৲, বেহারার বেতন ৮৲, গৌরমোহন ধর ২৷৹, গ্যাস কোং ১০৸৹, বাদক ২৷৹, বাজাটানাই ।৵৫, গাড়ীভাড়া ৮৴৫, দ্রব্যাদি ক্রয় ১৭৸৹ খুচরা ১৵৹, প্রচার ১০৲, ৮৬৶১০।

শুভকর্ম্মের ১৩৲৫ অরগ্যান ৫৯৲ মাসিক ৫৬৲ গত মাসের স্থিত ১৸৶১৫। মোট আয় ১২৯৸৶৹। মোট ব্যয় ৮৬৶১০। স্থিত ৪০৸১০।

অমৃতলাল বসু।

প্রেরিত।

ময়মনসিংহ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১৩০৭ সন পৌষ।

করুণানিধান পরমেশ্বরের করুণায় এবারকার সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৩০শে অগ্রহায়ণ শনিবার সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন সূচক প্রার্থনা হয়।

১লা পৌষ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব হয় এই দিবস প্রাতে কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আগমন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কমকার মহাশয় এবং ঢাকা হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয় তাঁহার সঙ্গে আইসেন। মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৮ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয় উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা কার্য্য করেন। উদ্বোধন আরাধনা ধ্যান প্রার্থনাদি গভীর ভাবপূর্ণ হইয়াছিল। উপাসকগণের হৃদয় ভগবানের আবির্ভাবে কৃতার্থ হয়। উপদেশের সার এইরূপ—আমরা বৃদ্ধ হইয়া আসিতেছি। আমাদিগের সকলেরই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন নানাপ্রকার শোক দুঃখ পরীক্ষা অধিকতর হইতেছে। আমরা কি দুঃখ বিপদে অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়িব? তাহা হইলে আমাদিগের জীবন দ্বারা কি প্রমাণ হইল? আমরা যদি এই দুঃখ বিপদের ভিতরে পৃথিবীকে হাস্যমুখ না দেখাইতে পারি তবে আমরা সেই আনন্দময়ী মায়ের সন্তান বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিব। আমরা দুঃখ বিপদের ভিতরে প্রসন্ন থাকিতে পারি মা এই শুভ আশীর্ব্বাদ বিধান করুন।

(ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জমিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ।
৪ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮২২ শক; ব্রাহ্মসংবৎ ৭২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০।
মফঃস্বলে ঐ ৩০

প্রার্থনা।

হে অনন্ত জীবনের উৎস, এমন কোন্ সময় জীবনে উপস্থিত হইতে পারে, যে সময়ে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিবে না। আমরা পাপ ও অপরাধের সময় তোমার সঙ্গ হারাইয়া ফেলি এবং মনে করি, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, সেতো আমাদের ভ্রান্তি ও মোহ, তুমি তো যেমন তেমনি আমাদের সঙ্গে ঠিকই আছ? তুমি নিকটে থাকিতেও আমরা তোমাকে দূরস্থ করিয়া রাখি; বিষয়চিন্তা, বিষয়ানুধ্যান, বিষয়ের অনুসরণ আমাদের অন্তরের দৃষ্টিকে তোমা হইতে নিরন্তর অন্তরিত করিয়া রাখে, আর আমরা মনে করি তুমি এখানে নাই। যোগিগণ যত্নসহকারে ঈদৃশ মোহ হইতে আপনাদিগকে প্রমুক্ত রাখিবার জন্য বিষয়ের প্রতি উদাসীন হন, বিষয়সম্বন্ধ যত দূর সম্ভব পরিত্যাগ করেন। আমরা তোমার সেবক, তোমার দাস, তোমার আজ্ঞায় আমাদিগকে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইয়াছে। আমরা যদি তোমায় পরম প্রভু জানিয়া তোমার সম্মুখে বসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতাম, বিষয়তো আমাদিগকে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারিত না? সংসারের গোলে পড়িয়া পাঁচ জনের সঙ্গে মিশিয়া আমরা তোমার সান্নিধ্য হারাইয়া ফেলি, তাই তোমার আজ্ঞাপালন করিতে গিয়াও আমাদিগের দুর্দ্দশা ঘুচিল না। বহু লোকের সঙ্গমধ্যে কিরূপে অসঙ্গ উদাসীন থাকিতে হয়, তাহা আজ পর্য্যন্তও আমরা শিখিলাম না, ইহাতেই আমাদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা উপস্থিত। যদি আমাদের চিত্ত নিয়ত তোমাতে সংলগ্ন থাকিত, এবং বিবিধ প্রসঙ্গের ভিতরে মন সে সকলেতে নিবিষ্ট না হইয়া তোমাতে নিবিষ্ট থাকিত, যে কথা কহিতে গিয়া যেরূপ কার্য্য করিতে গিয়া তোমার সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেরূপ কথা ও কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে যদি আমরা সমর্থ হইতাম, আমোদের মোহে পড়িয়া যদি আমরা মুহূর্ত্তকালও বৃথাক্ষেপ না করিতাম, আজ আমরা যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কখন হইতাম না। হে দেব, আমরা কি উদ্দেশে জীবন আরম্ভ করিলাম, আর কোথায় গিয়া দিন দিন পড়িতেছি, ইহা ভাবিলে মন ঘোর দুঃখানলে দগ্ধ হইতে থাকে। আসিয়াছিলাম আর কোন উদ্দেশে নহে, কেবল এই উদ্দেশে যে, তোমাকে পাইয়া আমরা কৃতকৃত্য হইব। তুমি দয়া করিয়া তোমার ভৃত্যত্বে আমাদিগকে নিয়োগ করিলে, এবং সে নিয়োগসম্পাদনজন্য যে কিছু

আয়োজনের প্রয়োজন সকলই দিলে। এই সকল আয়োজন আমাদের পক্ষে বিশেষ সম্পদ হইল এবং এই সম্পদই দেখিতেছি আমাদিগকে তোমা হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। সম্পদ পাইয়া যে তোমায় না ভুলে বরং দিন দিন আরও অধিক পরিমাণে তোমার হইয়া যায়, সেইতো তোমার প্রকৃত দাস। তোমার প্রদত্ত সম্পদ নিরন্তর তোমার প্রতি আত্মাকে জাগ্রৎ রাখিবে ইহাইতো স্বাভাবিক। বলিতেছি না, যে সম্পদ দিয়াছ তাহা কাড়িয়া লও, কিন্তু ইহাই বলিতেছি, এই সকল সম্পদ যেন তোমার বিদ্যমানতাকে উজ্জ্বলরূপে আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সহায় হয়। হে কৃপাসিন্ধু, তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ সিদ্ধ হইবে আশা করিয়া আমরা বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

নিয়ন্তা।

ঈশ্বর সকল জগৎ ও তাঁহার ঘটনানিচয়ের নিয়ন্তা, ইহা জ্ঞানী বিজ্ঞানী সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাকে নিয়ন্তা বলিতে গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজীবনে যে সকল পরীক্ষা উপস্থিত হয়, সেই সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্ঘট। জগতের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও ঘটনানিচয়ের সমাগম কখন অনুকূল কখন প্রতিকূল, এইরূপ আমরা মনে করিয়া থাকি। যে সকল জাগতিক ক্রিয়ায় বা ঘটনায় আমাদের অভিপ্রেতবিষয়লাভ হয়, সে সকলকে আমরা অনুকূল, আর যে সকলের দ্বারা তাহার বিপরীত ঘটে, সে সকলকে আমরা প্রতিকূল বলিয়া গ্রহণ করি ইহাদের প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা কিছুই নহে, আমাদের ভ্রান্তিবশতঃ আমরা ওরূপ মনে করিয়া থাকি, ইহা বলিয়া ধর্ম্মার্থিগণকে নিরুত্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের মন হইতে অনুকূলপ্রতিকূলতার চিন্তা বিদায় করিয়া দেওয়া সুকঠিন। যদি জগতের ক্রিয়া ও ঘটনার সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখাদি অনুস্যূত না থাকিত, তাহা হইলে যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদের মনকে উদাসীন করিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু উহাদের সঙ্গে যখন সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, পাপ বা পুণ্য, কৃতার্থতা বা অকৃতার্থতা উপস্থিত হইবেই হইবে, তখন যুক্তিতর্ক দ্বারা উহাদিগের প্রতি মনের যে ভাব আছে তাহা অন্তর্হিত করিয়া দেওয়া কখনই সম্ভব নহে।

ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ, তিনি আমাদিগকে সুখী করিবার জন্যই জগৎ ও তৎসম্ভূত ঘটনানিচয়কে নিয়মিত করিতেছেন, একথায় বিশ্বাস করিয়াও সময়ে সময়ে যে তদ্দ্বারা দুঃখ ও বিপদ্ উপস্থিত হয়, তৎপ্রতি আমরা চক্ষু নিমীলন করিয়া থাকিতে পারি না। দুঃখ ও বিপদ্ অন্তে মহাসুখে পরিণত হইবে, ইহা জানা থাকিলেও যত দিন সেই দুঃখ ও বিপদের মধ্যে থাকিতে হয়, তত দিন মানসিক যাতনা, অবসাদ ও নিরাশা প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষা করা অতীব কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এ সময়ে স্বভাবতঃ আর্ত্তনাদ মনের গভীর স্থান হইতে উত্থিত হয়, এবং আর কত দিন, আর কত দিন এরূপ দুঃখে দিন অতিবাহিত হইবে বলিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনসন্নিধানে দুঃখের আবেদন উপস্থিত হয়। দুঃখ যত দিন দুঃখ আছে, বিপদ যত দিন বিপদ বলিয়া পরিগণিত, তত দিন এরূপ কেনই বা হইবে না? এমন কোন্ সাধন আছে, যদ্দ্বারা যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা থাকে ? যদি এমন সাধন থাকে, সে সাধন স্বাভাবিক নহে। যাহাতে স্বভাবের হানি উপস্থিত হয়, তাহাতে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের সাধনপর্য্যন্তও যখন সত্যমূলক হওয়া আবশ্যক, তখন ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ববিষয়ে সত্য কি, না জানিয়া আমাদের সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সমুচিত।

ঈশ্বর অমুক ব্যক্তিকে দুঃখে ফেলিলেন, অমুককে সুখী করিলেন, এরূপ মত বিজ্ঞানবিৎগণের চক্ষে অতীব নিন্দনীয়। এমতে ঈশ্বর মানুষের মত অনু-

কূল ও প্রতিকূল ভাব দ্বারা পরিচালিত হন, ইহাই প্রকাশ পায়। যদি তাঁহাতে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাব না থাকে, তবে সুখ ও দুঃখ নিয়মিত হয় কাহার দ্বারা? এ উভয়ের নিয়মনের জন্য যদি অন্য কেহ থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর ছাড়াও অন্য নিয়ন্তা স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যদি বলি, সুখ দুঃখাদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতেছে, তাহা হইলে প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয়, এবং আমাদের জীবনের উপরে ঈশ্বরের নহে, প্রকৃতিরই নিয়ন্তৃত্ব মানিতে হয়। যদি বলি প্রকৃতি উপলক্ষমাত্র মূল নিয়ন্তা ঈশ্বরই, তাহা হইলে ঈশ্বর-সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাব দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দোষ পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল। সুখই আছে, বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই, এ মত স্থাপন করিবার জন্য সমূহ বৃথা, কেন না অত্যন্তজ্ঞানীকেও মুখে না হউক কার্য্যতঃ দুঃখের স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। সুখ দুঃখ যেমন আছে তেমনই থাকুক; প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ভিতরে ঈশ্বরেরই ক্রিয়া স্বীকৃত হউক, অথচ এসকল ঈশ্বরের প্রতিকূলতা বা অনুকূলতা প্রকাশ করে না ইহাই প্রতিপাদিত হউক; দেখি এরূপ প্রতিপাদিত হইলে সকল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরকে নির্ব্বিকার দেখিয়া আপনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারা যায় কি না?

প্রতিদিন সহস্র সহস্র ঘটনা ঘটিতেছে। সকল ঘটনাই সকলকে স্পর্শ করিতেছে তাহা নহে। যাহাদিগের সম্বন্ধে সেই সকল ঘটনা ঘটিতেছে, এবং যে সকল ব্যক্তি সেই সকল ঘটনার সহিত সংস্রুত, তাহারাই সেই সকল ঘটনা হইতে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে। এক্ষন দেখিতে হইতেছে, এই সকল ঘটনা আমাদিগকে সুখী বা দুঃখী করিবার জন্য ঘটিতেছে, অথবা সে সকল ঘটিবার অন্য কোন মূল আছে। জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি যতগুলি ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকল স্থিরতর নিয়মে সংঘটিত হইতেছে। তোমার আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহারা ঘটিতেছে, ইহা কখন বলিতে পারি না। আমার ধার্ম্মিকতা বা অধার্ম্মিকতার সঙ্গে সে সকলের যোগ অতি অল্পই আছে। তবে এ সকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়া বা না হওয়া যে আমার ধার্ম্মিকতা বা অধার্ম্মিকতার উপরে নির্ভর করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি আমার ধার্ম্মিকতা-ও-অধার্ম্মিকতানুসারে তাহাদিগের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়া বা সংস্পৃষ্ট না হওয়া ঘটিল, তাহা হইলে আমারি মনের অবস্থানুযায়ী সে সকলের ক্রিয়া আমার উপরে যখন কার্য্য করিতেছে; তখন ঈশ্বরের প্রতিকূল ও অনুকূল ভাব তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইল কোথায়? যদি বল এইরূপে সংস্পৃষ্ট হওয়া বা সংস্পৃষ্ট না হওয়ার মূলে যখন সেই নিয়ন্তার কর্তৃত্ব আছে, তখন আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য সেই কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইতেছে। এখানে নিয়ন্তার আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য উপস্থিত হইতেছে না, যে ব্যক্তিগণ তদ্রূপে সংস্পৃষ্ট বা সংস্পৃষ্ট হইতেছে না, তাহাদিগের মনের অবস্থানুসারে সেইরূপ প্রতীত হইতেছে। দুজন ব্যক্তির প্রতি একই প্রকারের ঘটনা দুই প্রকারের কার্য্য করে। তাহাদের একজন যে ঘটনায় অবসন্ন ও হতাশ হইয়া পড়ে, আর এক জন সেই ঘটনায় নিরতিশয় উৎসাহান্বিত হয় এবং তাহার ভিতরকার লুক্কায়িত বীরত্ব তদ্দ্বারা জাগ্রৎ হইয়া উঠে। একই ঘটনা দুই প্রকারের কার্য্য উদ্ভূত করিল, ইহাতে এই দেখায় যে, সে ঘটনার মধ্যে প্রতিকূলতা বা অনুকূলতা কিছুই নাই, প্রতিকূল বা অনুকূল মনে করিয়া লওয়া আমাদিগের মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে। আমরা যে সাধন ভজনাদিতে প্রবৃত্ত হই, এবং ধর্ম্মের নিরতিশয় প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি, তাহার কারণ এই যে, যে যথার্থ দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে নিয়ত নিরবসাদ ও উৎসাহিত রাখা যায়, সেই যথার্থ দৃষ্টিলাভের উহারা উপায়।

মানুষ যদি এক বার কোন ঘটনাকে প্রতিকূল মনে করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুস্যূত হইয়া যত গুলি ঘটনা ঘটিতে থাকে, সে সকল গুলি প্রতিকূল বলিয়া প্রতীত হয়। কোন একটী ঘটনা যখন উপস্থিত হয়, তখন সে ঘটনা কেবল এক জনের সঙ্গে সংস্রুত নহে, অনেক

ব্যক্তির সহিত সংস্কৃত। সুতরাং সেই ঘটনা সমভাবে সেই সকল ব্যক্তির নিকটে যুগপৎ অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয়। প্রকৃতিমধ্যে একটি নিয়ম এই আছে যে, সদৃশবস্তু পরস্পর মিলিত হয়। এ মিলন দূরত্ব বা ব্যবধানদ্বারাও প্রতিহত হয় না, কেন না উহারা সদৃশত্ববশতঃ দূরত্ব বা ব্যবধান ঘুচাইয়া সন্নিকর্ষ লাভ করে, এবং এত নিকটে আইসে যে একই প্রকার ক্রিয়া তদুভয়কে সংস্পর্শ করে। যে সকল ব্যক্তিমধ্যে ভাবাদির সদৃশত্ব আছে, তাহারা এই নিয়মে একই সময়ে এক একটী ঘটনার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে যদি সে সকল ব্যক্তি ব্যবধানেও থাকে, তথাপি সেই সকল ঘটনা দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়া অবরুদ্ধ হয় না। অন্য দিকে যেখানে তদ্ব্যক্তির মধ্যে সদৃশত্ব নাই, সেখানে নিকটে থাকিয়াও তাহারা একই ঘটনা দ্বারা ভিন্ন প্রকারে সংস্পৃষ্ট হয়। সংসারে এই নিয়মে ঘটনা সকল লোকদিগের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাতে যদি কোন ঘটনা প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনামধ্যে প্রতিকূলতা আছে তাহা নহে, আমাদের মনের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ থাকে, তদনুসারে আমরা সে ঘটনাকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। জন্ম মৃত্যু আদি সকলই স্থিরতর নিয়মে ঘটিতেছে, সে সকল ঘটনা আমাদের কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া সংঘটিত হয়, অথচ আমরা তন্মধ্যে প্রতিকূলতা বা অনুকূলতা দেখিয়া থাকি।

তবে কি এরূপে প্রতিকূল বা অনুকূল বলিয়া ঘটনাগ্রহণ মিথ্যা? আমাদের গৃহে যদি সন্তানের জন্ম হয়, তাহাতে কি আমরা আনন্দিত হইব না, এবং তন্মধ্যে ঈশ্বরের করুণা দেখিব না? আর যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কি আমরা শোক করিব না? শোক করিব না, কি আনন্দ করিব না, ইহা বলা যাইতেছে না, কেন না শোক ও আনন্দ এ উভয়ই আমাদের প্রকৃতির অনুসারে উপস্থিত হয়, এবং উহা অপরিহার্য্য। কিন্তু ঈশ্বরের দিক্ দিয়া এ দুই ঘটনার কোন একটী অনুকূল বা কোন একটী প্রতিকূল হইয়া উপস্থিত হইল, এরূপ মনে করা মিথ্যা, আমরা ইহাই বলিতেছি। মনের অবস্থানুসারে সন্তানজন্মে কাহারও আনন্দ হয়, কাহারও বা মন বিশ্বাসের অভাবে ভারগ্রস্ততা অনুভব করে। শোকে কোন ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইয়া যায়, কোন ব্যক্তি বা পরলোকরাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাসে বর্দ্ধিত হয়। যখন মনের অবস্থানুসারে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তখন ঘটনামধ্যে প্রতিকূলতা বা অনুকূলতা নাই, প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা আমাদের মনে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস ভক্তি ও অভক্তি ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া লোকে ঘটনাসকলকে মঙ্গল ও অমঙ্গল প্রতিকূ ও অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করে, ইহাই সত্য।

যদি ইহাই হয় তাহা হইলে ঘটনা সমুদায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিয়ন্তৃকর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, এ কথাতো আমরা বলিতে পারি না। ঘটনাসংঘটন অন্ধপরম্পরাব্যাপার, তন্মধ্যে কোন অভিপ্রায় নাই, এতদ্দ্বারা ইহাইতো সিদ্ধ হইতেছে। না তাহা হইতেছে না। বাহ্য জগতের নিয়মে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকল ঘটনা কাহারও ভাল বা মন্দ করিবার জন্য ঘটিতেছে তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল ঘটনাকে উন্নতিকল্পে নিয়োগ করার মধ্যে নিয়ন্তার গভীর অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। কোন ঘটনা চেতনাবিশিষ্টজীবসম্বন্ধে ঘটিলে, সে সেই ঘটনাদ্বারা ভাবান্তরিত হইবে, কেন না সেই ঘটনা তাহাকে কোন দিকে অগ্রসর হইতে দেয় অথবা তাহার গতি অবরুদ্ধ করে। সচেতন জীবসম্বন্ধে ঘটনার এরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় বলিয়াই নিয়ন্তা সেই ঘটনাকে তাহার জীবনের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবার অবকাশ পান। কেবল উন্নতির জন্য কেন বলিতেছি, অবনতির জন্য কেন বলিতেছি না, তাহার কারণ এই, আপাততঃ অবনতির কারণ মনে হইলেও সেই অবনতির মধ্য দিয়া যখন চরমে উন্নতি উপস্থিত হয়, তখন নিয়ন্তা উন্নতির জন্য ঘটনা নিয়োগ করেন, অবনতির জন্য নহে, ইহাই মানিতে হইবে।

ঘটনাসমূহ আমাদের অবনতির কারণ না হইয়া

নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির কারণ হইবে, এজন্য ঈশ্বরের সহিত পরিচয়লাভ প্রয়োজন। ঈশ্বরের সহিত পরিচয় না হইলে, কোন্ ঘটনাকে তিনি কোন্ কল্যাণের জন্য নিয়মিত করিতেছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সহিত পরিচয়ের অর্থ এই, আমরা সাধন-ভজনাদিযোগে জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যাদিতে যত উন্নত হই, তত ঈশ্বরের সহিত আমাদের স্বরূপের ঐক্য হয়। যখন স্বরূপৈক্য হয়, তখন যে কোন ঘটনা সংঘটিত হউক, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের সম্বন্ধে উহাকে যে অভিপ্রায়সাধনের জন্য নিয়মিত করিতেছেন, সেই অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া উহারা আর আমাদিগকে অবসন্ন বা নিরাশ করিতে পারে না, প্রত্যুত উন্নত ও প্রফুল্ল করে। সংসারাসক্ত ও ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে ভিন্নতা, ঘটনা কি ভাবে গৃহীত হয়, তদ্দ্বারাই সহজে বুঝিতে পারা যায়। যেখানে কোন ঘটনা কাহাকেও নিরুৎসাহ, ভগ্নচিত্ত ও নিরাশ করিয়া দেয়, সেখানে সংসারের আধিপত্য আছে, ঈশ্বর এখনও তাহার উপরে অধিকারলাভ করেন নাই, ইহা আর বলিবার অবশিষ্ট থাকে না। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী তাহা এইরূপেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মস্তোত্র।

হৃদয়াভিরঞ্জন—যিনি সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বোত্তম বলিয়া আমাদের সমুদায় হৃদয় মন আত্মাকে আত্মসাৎ করেন, তিনি যে হৃদয়রঞ্জন তাহাতে আর সংশয় কি? ঈশ্বরেতে যদি আমাদের হৃদয় আকৃষ্ট না হয়, তিনি যদি আমাদের সমুদায় হৃদয়কে অধিকার না করেন, তাহা হইলে আমরা সংসারের অতীত হইব কিরূপে, অনন্তধাম-নিত্যধাম-বাসী হইব কি প্রকারে? হয় সংসার আমাদের হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, নয় সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে তাঁহাতে মুগ্ধ করিয়া রাখিবেন, এ দুইয়ের আর মধ্য পথ নাই। হৃদয় ঈশ্বরে মুগ্ধ হইলে কি সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, সাধকের তৎসহ কোন সম্বন্ধ থাকে না? সংসার বিনষ্ট হয় না, সংসার বৈকুণ্ঠধাম হয়, সংসারে বাস করিয়া সাধক নিয়ত বৈকুণ্ঠবাসী হন।

হৃদয়েশ—যখন ঈশ্বরেতে হৃদয় মুগ্ধ হইল, তখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের ঈশ্বর হইলেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও প্রভুত্ব আমাদের উপরে রহিল না। এখন আমরা তাঁহা কর্ত্তৃক পরিচালিত, তিনিই আমাদের জীবনের নিয়ামক। আমাদের বা অপর সকলের প্রভুত্ব আমাদের সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের হৃদয় মন আত্মা তাঁহাতে পূর্ণ; তিনি আমাদের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আমাদের জীবন কেবল তাঁহাকেই প্রদর্শন করিতেছে। ধর্ম্মসাধনের ইহাই চরমাবস্থা, এই অবস্থা লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকারের সাধন।

আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্মস্তোত্রে নিবদ্ধ নামগুলির ব্যাখ্যা করিলাম। এই ব্যাখ্যাই যে চরমব্যাখ্যা ইহা আমরা বলিতেছি না। আমরা যে দিক্ দিয়া স্তোত্রস্থ নামগুলি দেখিয়াছি, সেই দিক্ দিয়া আমরা উহাদের ব্যাখ্যা করিলাম, এই মাত্র বলিতে পারি। ঈশ্বরের নাম অনন্ত খনি, সাধকগণের নিজ নিজ প্রতিপত্ত্যনুসারে, উহা হইতে তাঁহারা নিত্য নব নব ভাবরস সম্ভোগ করিবেন। স্তোত্রপাঠ কেবল পাঠের জন্য নহে, প্রত্যেক নাম উচ্চারিত হইবামাত্র হৃদয় তন্নিহিত ভাবরস সম্ভোগ করিবে, এজন্যই স্তোত্রপাঠ। সমগ্র স্তোত্র পাঠ করিতে এক কোয়াটরও হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে এক-শত-নাম-নিহিত ভাব হৃদয়কে কি প্রকারে স্পর্শ করিবে, ইহা গভীর প্রশ্ন। প্রতিদিন স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে উহা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এজন্য একটি নাম উচ্চারণ করিবামাত্র পরবর্ত্তী নামটি অমনি মনে উদিত হয়, ইহাতে এই দোষ ঘটে যে একটি ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে না হইতে আর একটি নাম মনে উদিত হইয়া সে ভাবকে অবরুদ্ধ করে, আবার যে নাম পূর্ব্ববর্ত্তী নামের ভাবের অবরোধক

হইল, তাহারও ভাব পরবর্ত্তী নামের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, এইরূপ পর পর ভাবাবরুদ্ধ হইয়া নামরসপান ঘটে না। এরূপ অন্তরায় যখন স্তোত্রপাঠে আছে, তখন স্তোত্রপাঠ করিয়া কি লাভ?

প্রথমতঃ অল্প সময়ের মধ্যে শতনামের ভাব হৃদয়কে স্পর্শ করিবে কি প্রকারে এই সংশয়ের মীমাংসা হউক। তড়িৎ অপেক্ষা মনের গতি দ্রুত, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। ভাবোদয়মধ্যে ঈদৃশ দ্রুতগতিই লক্ষিত হইয়া থাকে। উদিত ভাবকে সম্ভোগ করিতে সময় যায়, তাহার অর্থ এই যে, সেই ভাবকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়মধ্যে উদিত হইতে অবকাশ দেওয়া হয়। শত নাম উচ্চারণে এইটি ঘটে না বটে, কিন্তু ভাবোদয় হইয়া মনকে ভাবান্তরিত করে তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রতিদিন এইরূপে ভাবান্তরিত হইতে হইতে সেই ভাব চিত্তের স্থায়ী ভাব হইয়া যায়, তাহাতেও মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় না। একটি নাম উচ্চারণ শেষ হইতে না হইতে মনে আর একটি নামের উদয়, ভাবাভিনিবেশ না হইলে হইয়া থাকে। অতএব একটি নামের উচ্চারণসময়ে আর একটি নাম অসময়ে আসিয়া মনে উদিত না হয়, এজন্য কিঞ্চিৎ প্রযত্নের প্রয়োজন। এ প্রযত্ন আর কিছুই নহে, উচ্চারিত নামটির প্রতি মনোভিনিবেশ। বিনা মনোভিনিবেশে স্তোত্রপাঠ করিতে গিয়া নামগুলির কেবল সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয় তাহা নহে, কখন কোন নাম উচ্চারিত হইয়া গিয়াছে, তাহারও ধারণা থাকে না। এতদবস্থায় নামপাঠের মধ্যে অন্য চিন্তা আসিয়া কতকগুলি নাম ওষ্ঠাধরে উচ্চারিত হইলেও স্মৃতিপথ হইতে উহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে, সে নাম উচ্চারিত হইয়াছিল কি না তৎপক্ষে সংশয় উপস্থিত করে। এই সকল অন্তরায়ের একমাত্র ঔষধ ভগবানে ও তাঁহার নামে অনুরাগ। ভগবানে অনুরাগ না জন্মিলে তাঁহার নামে অনুরাগ জন্মিতে পারে না; সুতরাং তৎপ্রতি অনুরাগ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভগবানে অনুরাগ হইলে নামে অনুরাগ হয়, নামে অনুরাগ হইলে ভগবানে অনুরাগ হয়, এরূপ বলিলে যে দোষ হয় সে দোষ এইরূপে নিরসন হয় যে, ভগবানে অনুরাগ জন্মিলে নামে অনুরাগ হয়, আর তাঁহার নামে অনুরাগে ভগবদনুরাগ দিন দিন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়। যাঁহাকে ভালবাস তাঁহার নামগুণ শুনিতে সহজে স্পৃহা জন্মে। এরূপ স্পৃহা কিছু অল্প উপকারক নহে, কেন না এই স্পৃহা যত চরিতার্থ হয় ভালবাসা তদ্দ্বারা ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। এক চিচ্ছক্তিতে সগুণ ও নির্গুণবাদের বিরোধ কি প্রকারে ঘোচে, তাহা বলিবে বলিয়াছিলে। আশা করি, আজ সেই কথা বলিবে।

বিবেক। বিষয়টি সহজ কথায় বলা একটু কঠিন; তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, সহজ হয় কি না? শিশুর পিতা মাতা শিশুর অভাব জানেন, এবং সে অভাব পূরণ করিবার জন্য তাঁহাদের সামর্থ্য আছে; যদি তাঁহারা অভাব জানিতেন অথচ তাহার পূরণ করিবার তাঁহাদের সামর্থ্য না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা যে শিশুকে ভাল বাসেন তাহা কিছুতেই প্রকাশ পাইত না। অবশ্য পিতামাতার সকল অভাব কিছু পূরণ করিবার সামর্থ্য নাই। যেখানে সামর্থ্য নাই, সেখানে তাঁহারা পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস পান, যথোচিত যত্ন চেষ্টা করেন, তাই সে স্থলেও তাঁহাদিগের ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি অভাবপূরণ না করিতেন বা পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস যত্ন না দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে ভালবাসা আছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার কোন উপায় থাকিত না। জ্ঞান ও শক্তি উভয়ের মিলনে যে প্রেম প্রকাশ পায়, যাহা বলা হইল তাহাতেই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। জ্ঞান ও শক্তিও যাহা প্রেমও তাহা, প্রেম কিছু ভিন্ন পদার্থ নহে। যিনি তোমার বিষয় জানেন এবং জানিয়া যাহা করিতে হয় নিরলসভাবে তাহা করেন, তাঁহাকে তুমি তোমার প্রতি প্রেমবান্ বলিয়া বিশ্বাস কর। এক ব্যক্তি যদি তোমার বিষয় সর্ব্বদা ভাবে, এবং কেবল ভাবে তাহা নহে সেই সেই বিষয় নিরত তোমায় যোগায়, তাহাকে তুমি তোমার প্রতি প্রেমযুক্ত না বলিয়া থাকিতে পার না। অতএব জ্ঞান ও শক্তিই সগুণভেদে প্রেমরূপে প্রকাশ পায়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তিই যে প্রেম, এইরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বুদ্ধি। আচ্ছা, চিচ্ছক্তি যেন প্রেম হইল, পুণ্য হইবে কি প্রকারে?

বিবেক। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি কখন অজ্ঞান ও অশক্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। যেখানে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান, শক্তির সহিত

অশক্তি মিশিয়া আছে, সেখানে পদে পদে স্খলনের সম্ভাবনা আছে। পদে পদে স্খলনে সেই জ্ঞান ও শক্তিতে বিমিশ্র ভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে শুদ্ধতা থাকে না। ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি যখন অজ্ঞান ও অশক্তিবিমিশ্র নহে, তখন শুদ্ধতা বা পুণ্য তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে অভিন্ন, ইহা আর মানিবে না কেন?

বুদ্ধি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শক্তি মানেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঈশ্বরে জ্ঞান স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? শক্তিতে জীব ও জগৎ উভয়েরই উৎপত্তি সম্ভবপর। সুতরাং কেবল শক্তি মানিলেইতো হয়, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান মানিবার কারণ কি?

বিবেক। একটি মানিলেই আর একটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আসিয়া পড়ে। শক্তি বলিলেই কিছু করিবার শক্তি বুঝায়। করিতে গেলেই জ্ঞানপূর্ব্বক করা চাই, অন্যথা উহার পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ থাকিবে না। পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ না থাকিলে জগতের প্রত্যেক পদার্থের সহিত প্রত্যেক পদার্থের মিলন, এবং তাহা হইতে বিচিত্রতার উৎপত্তি সম্ভব নহে। পদার্থনিচয়ের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধমধ্যে অভিপ্রায় প্রকাশ পায়; কারণ এটির সঙ্গে ওটির সংযোগ হওয়াতে এটি হইয়াছে, অন্যথা এটি হইতে পারিত না, কেবল হইতে পারিত না তাহা নহে সেরূপ সম্বন্ধ না হইলে সে বস্তু সেরূপ থাকিতেই পারিত না; বস্তুমধ্যে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সমঞ্জস ভাবে কার্য্য করিতে পারিত না, এবং সেই সমঞ্জসভাবে কার্য্য করা হইতে দূরতম ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ প্রকাশ পাইত না। এ সকলেতেই সেই শক্তি যে অন্ধ শক্তি নহে জ্ঞানশক্তি, ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়।

বুদ্ধি। তবে কি জ্ঞান ও শক্তি দুইটি? তাহা হইলে যে ঈশ্বরে দুটি ভিন্ন গুণ প্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে অন্যান্য পদার্থের মত সগুণ করিয়া তুলিল, এবং এই দুই গুণ বস্তুর স্বরূপ নয় বলিয়া গুণাদির ন্যায় এক দিন তিরোহিত হইয়া যাইতেও পারে।

বিবেক। জ্ঞান ও শক্তি দুটি গুণ নহে, বস্তুর স্বরূপ। ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখাতে উহা ভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। ব্রহ্ম কি বস্তু? জ্ঞানবস্তু। জ্ঞানবস্তুর স্বভাব কি? আপনাকে ও পরকে প্রকাশ করা উহার স্বভাব। আপনাকে ও পরকে যে প্রকাশ করা, এই প্রকাশ করাই শক্তি। আবার আত্মপর প্রকাশ করাও যাহা জ্ঞানও তাহা। আত্মপরপ্রকাশক লক্ষণ বিনা অন্য লক্ষণে তুমি জ্ঞানকে কখন চিন্তার বিষয়ই করিতে পার না। প্রকাশ করা যদি শক্তি হয়, তবে সে শক্তি ও জ্ঞান একই বস্তু হইল, ভিন্ন বস্তু হইল না। সুতরাং চিচ্ছক্তি বলাতে আর কোন বিরোধ রহিল না; পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশের পণ্ডিতগণের সহিত মিলন হইল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শক্তির ক্রিয়া দেখাইতে গিয়া পদে পদে শক্তি যে জ্ঞান তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কেবল শক্তি বলা তাঁহাদের পক্ষে কেবল একটা কথার কথা দাঁড়াইয়াছে। যাহা বলিলাম আশা করি তাহা বুঝিতে পারিলে।

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

শঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞান ও অভিন্নভাব প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহার একতাদর্শন সহজ। খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের একতা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিত্বের উপরে নির্ভর করে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা এ দুই সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত পৌরাণিক ভক্তগণের বিরোধ নাই বলিলে হয়, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ সামান্য নহে। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ দাসভাব শঙ্কর অস্বীকার করিয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য মায়িক, মায়া চলিয়া গেলে ভগবানের ভগবত্ত্ব থাকে না, এ কথা কহিয়া শঙ্কর ভক্তগণের কঠোর আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও পরবর্ত্তী ভক্তগণ তৎসহ বিবিধ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টের পুত্রত্ব যেমন সুস্পষ্ট, আধুনিক ভক্তগণের পুত্রসম্বন্ধ তেমন সুস্পষ্ট নহে, তথাপি ভক্তগণের ভাবের সহিত খ্রীষ্টের পুত্রভাবকে মিলিত করিয়া লওয়া কঠিন নহে। এ অংশে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদের ব্রহ্ম, বেদান্তের পরমাত্মা ও পুরাণের ভগবান্, এ তিনের যথাযথ সমাবেশে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্মেলন এবং এ দুইয়ের সম্মিলনে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যোগের অন্তরালে বৌদ্ধ, য়িহুদী ও মুসলমানধর্ম্মের হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মে অন্তঃপ্রবেশ, এইটি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের ব্যাপার যে কি সহজভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অনুভূত হয় *।

সম্যক্ প্রবৃত্তি ও বাসনার নিবৃত্তি না হইলে হিন্দু ঋষি পরমাত্মার সহিত আপনার অভিন্নতা কি প্রকারে উপলব্ধ করিবেন?

* In as much as Christ is incorporated with our creed, we find in it such elements of religion as faith, repentance, moral discipline, stern justice and truthfulness, prayer and craving for universal redemption. And because our natural Hindu traditions, teachings and examples have largely entered into the composition of our religious life, we are able to recognise among our spiritual possessions such treasures as asceticism, meditation, meekness, forgiveness, and communion. The former group of virtues we have borrowed, the latter we have inherited. The union of these two is the historical Brahmoism of to-day. The future of our church we see in a full and harmonious development of these united elements in life and character.—THE HINDU SIDE OF OUR FAITH—'INDIAN MIRROR' SEPT 26, 1875.

যে সকল বিষয় লইয়া প্রবৃত্তি ও বাসনার উদয় হয়, সেই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য শঙ্কর যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের উপায়। বিষয় সকল কিছুই নয় মায়িক, ও মিথ্যা, এই জ্ঞানে মিথ্যার সহিত সকল সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া বুদ্ধানুগামী শঙ্করের পথ। বিষয় সহ সম্বন্ধবশতঃ চক্ষুরাদির যে ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সে সকল প্রাকৃতিক, উহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইতে সাধকের নির্লিপ্ত ভাবে স্থিতি প্রাচীন পথ। এ উভয় পথের যে কোনটি অবলম্বন করিয়া সম্বন্ধজনিত প্রবৃত্তিবাসনার নিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ হইয়া থাকে। বিষয়বাস। নিবৃত্ত না হইলে ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ সম্ভবপর নহে। ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ প্রবৃত্তিযোগ। এই প্রবৃত্তিযোগে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের যে একত্ব হয়, ইহা বুঝা আর কিছুই কঠিন নহে। ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ ও ইচ্ছানুবর্ত্তন, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিতে পারা যায়। মুষার ধর্ম্মে বিবেকের প্রাধান্য। বিবেক যে ঈশ্বরের প্রেরণা ও ইচ্ছার সহিত এক, ইহা আর কে না জানেন? একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নির্দেশপালনে অদম্য উৎসাহ মুসলমান ধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বরের প্রেরণা ও ইচ্ছানুবর্ত্তনে তাদৃশ উৎসাহ হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত মুসলমানধর্ম্মকে এক করিতেছে। মুষার সময়ে ভয়ের প্রাধান্য ছিল, খ্রীষ্টের সময়ে প্রেমের প্রাধান্য হইয়াছে। ধর্ম্মভয় পরিশেষে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে পর্য্যবসন্ন হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মে যেমন এই প্রেমের প্রাধান্য, হিন্দুগণের ভক্তিপথে সেইরূপ এই প্রেমেরই আধিক্য, সুতরাং খ্রীষ্ট ও হিন্দুধর্ম্ম এখানেও এক হইতেছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম এক হইয়া কেমন বৌদ্ধ, য়িহুদী ও মুসলমান ধর্ম্মকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছে।

হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের একটি বিষয়ে যে পার্থক্য আছে, তাহা কি প্রকারে এক হইল, ইহা জানিবার বিষয়। হিন্দুগণের অদ্বৈত ও য়িহুদিগণের দ্বৈত ভাব, এ দুই পরস্পর বিরোধী। মনে হয় এ দুইয়ের বিরোধ খ্রীষ্টধর্ম্মে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঈশা যখন বলিলেন 'আমি এবং আমার পিতা এক' তখন কি আর য়িহুদিগণের দ্বৈত ভাব হিন্দুগণের অদ্বৈত ভাবে পরিণত হয় নাই? না হয় নাই। ঈশা ঈশ্বরের সহিত এক অনুভব করিয়াও দ্বৈতভাববিলোপ করেন নাই। তিনি ঈশ্বরকে যাহা করিতে দেখিতেন তাহাই করিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা শিখাইতেন, তিনি তাহাই অপরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি ঈশ্বরের নিকটে যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা করিতে বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। এখানে একত্বসত্ত্বেও দ্বৈতভাব কেমন সুস্পষ্ট। এই দ্বৈতভাব স্পষ্ট আছে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন 'আমি পিতাতে, পিতা আমাতে।' হিন্দুগণের অদ্বৈত এবং খ্রীষ্টানুবর্ত্তিগণের দ্বৈতভাব, কেশবচন্দ্রে কিরূপে এক হইল ইহা দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পার্থক্য ঘুচিল না, পিতা চিরদিন পুত্র হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র থাকেনই। কেশবচন্দ্র যে দিন হইতে ঈশ্বরকে মা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই দিন হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের বিরোধ ঘুচিয়া গেল। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে কি আর কেহ ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকেন নাই? মা বলিয়া ডাকিলেই কি আর দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হয়? মা স্বতন্ত্র, সন্তান স্বতন্ত্র, এতো নিত্য প্রত্যক্ষ। এরূপ স্থলে মাতে দ্বৈতভাবের বিলোপ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? অদ্বৈত বা দ্বৈত এ দুইয়ের অতীত * মাতৃসম্বন্ধ। মাতার জরায়ুশয্যায় অজাত শিশু যেমন তাঁহার সহিত অভিন্ন ও এক হইয়া থাকে, মাতার জীবনে সে যেমন জীবনযুক্ত, জীবনধারণে যেমন তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সেইরূপ সাধক যখন ঈশ্বরের সহিত মাতৃসম্বন্ধানুভব করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের অতীত হইবার সময় উপস্থিত। কেশবচন্দ্র মাতৃসম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া মাতার ক্রোড় ও মাতৃস্তন্য এই দুইটি প্রধান ভাবে গ্রহণ করিলেন। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার ক্রোড়ে স্থিতি করিতেছি, নিরন্তর তাঁহার স্তন্য পান করিতেছি, ইহা যখন প্রত্যক্ষবিষয় হইল, তখন আর দ্বৈতাদ্বৈতের কথা উঠিবে কি প্রকারে? মাতার স্তন্য শিশু পান করিয়া পুষ্টিলাভ করে, সুতরাং সেখানে ভিন্নতা আছে। মাতার মাতা হইতে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যরূপ স্তন্য স্বয়ং আমাদের অন্তরস্থ হইয়া আত্মাকে পুষ্ট করিতেছে, এ অবস্থায় আর ভিন্নতা বোধ থাকে না। যেখানে প্রয়াস প্রযত্ন চাই, সেখানে ভিন্নতা বোধ অপরিহার্য্য, কিন্তু যেখানে প্রয়াস ও প্রযত্ন নাই আপনা হইতে সমুদায় আইসে, সেখানে আর ভিন্নতা বোধ থাকিবে কি প্রকারে? কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় এই জন্যই বলিলেন 'যখন যোগেতে এই তন্ত্র বিনাশ করে, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশাইয়া যায়।' 'সোণা' আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম।' জীব এখানে ব্রহ্মে বিলীন ভাবে অবস্থিত।

শঙ্কর ঘোর অদ্বৈতবাদী। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি কেন গৃহীত হইলেন, এ প্রশ্ন বৃথা। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ মিথ্যাত্ব তাহাদের স্থূলত্বসম্বন্ধে তাহাদের সূক্ষ্মত্ব বা শক্তিমাত্রত্বে নহে। যখন জ্ঞানযোগে জগৎ ও জীবের স্থূলত্ব উড়িয়া যায়, তখন উহারা শক্তিমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়া ব্রহ্মে বিলীনভাবে স্থিতি করে। এই প্রকার বিলীনভাবে স্থিতি কোন হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেই অস্বীকার করিতে পারেন না

* ১৮৮২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বরের প্রার্থনায় কেশবচন্দ্র যে স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্মেতে মিশিয়া যাওয়ারূপ লয়বাদ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে 'দ্বৈতবাদ নয় অদ্বৈতবাদ নয়' একথা বলা ঠিকই হইয়াছে। কারণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। বিলীনাবস্থায় দ্বৈতভাব থাকে না, অথচ শক্তিমাত্রে বিলীনভাবে স্থিতি হয় বলিয়া উহাকে অদ্বৈত ভাবও বলা যায় না। প্রকৃতি ও জীবকে মিথ্যা বলিয়াও শক্তিমাত্রে ব্রহ্মেতে উহাদের স্থিতি স্বীকার করাতে শঙ্কর প্রকৃতপক্ষে লয়বাদীই হইতেছেন। লয়বাদ তিনি স্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধও করিয়াছেন।

এবং যোগের স্থলে এই অভিন্নতা বা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে *। কেশবচন্দ্রে ব্রহ্মেতে বিলীন ভাবে স্থিতি যখন আরম্ভ হইল, তখন ঈশ্বরের মাতৃভাব তাঁহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। 'ব্রহ্মকল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পর সংযুক্ত হইলেন, যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে।' এখানে কেশবচন্দ্র সখ্য ভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এ সখ্য ভাবের মধ্যেও মাতৃভাব বিদ্যমান। 'এমন অবস্থা আসে যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ, নারীশ্রেষ্ঠ ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব।'

এই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত ভূমিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ হইল। যত দিন বিজ্ঞান স্থূল বিষয় সকল লইয়া ব্যস্ত, তত দিন কেবলই বিয়োগের ব্যাপার, যোগ নাই। কিন্তু যখনই বিজ্ঞান স্থূল বিষয় সমূহকে সূক্ষ্ম করিতে করিতে তাহার অন্তরালে এক মহতী শক্তি দর্শন করিল, এবং সেই শক্তিরই ক্রীড়াভূমি বলিয়া সংসারকে গ্রহণ করিল, অমনি ধর্ম্মের সহিত তাহার বিয়োগ বিলুপ্ত হইল এবং প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর অতি নিকটস্থ ভাবে অনুভূত হইলেন †। এখানে মূষার বিবেক ও বিজ্ঞান এক হইয়া গেল ‡। কেশবচন্দ্রের জীবনে বিজ্ঞান ও বিবেকের যখন মিলন হইল, তখন নববিধান বলিয়া তিনি তাহার আখ্যা দিলেন। এইরূপে কেশবচন্দ্রে যখন সমুদায় ধর্ম্ম ও মহাজন এবং বিজ্ঞান সংযুক্ত হইলেন, তখন ঈশা হইলেন তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটিস হইলেন তাঁহার মস্তক, চৈতন্য হইলেন তাঁহার হৃদয়, হিন্দুঋষি হইলেন তাঁহার আত্মা, হাওয়ার্ড হইলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। * তিনি নবাকৃতি এই নবীন মানুষ হইয়া মানবজাতির সহিত এক হইয়া গেলেন। শত শত তাঁহার হস্ত, শত শত তাঁহার আত্মা, শত শত তাঁহার হৃদয়, শত শত তাঁহার মস্তক, শত শত তাঁহার ইচ্ছা হইল। কেন হইল, না যে সকল ব্যক্তির হস্ত পরসেবায় ব্যাপৃত, যে সকল আত্মা যোগে ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইবার জন্য মননশীল, যে সকল হৃদয় ব্রহ্মানুরাগে প্রদীপ্ত, যে সকল ব্যক্তি ভগবদিচ্ছাপালনের জন্য নিত্য ক্রিয়াশীল, তাঁহাদের সহিত তিনি যোগে এক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে এই সকলের একএকটি প্রধান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার আপনার একএকটি অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; অন্যদিকে তাঁহার বন্ধুগণের তাঁহার সহিত এক হইবার জন্য এই নবাকৃতি মানব হওয়া প্রয়োজন। কেবল বন্ধুগণ কেন, সমুদায় বিধানবিশ্বাসী এই নবাকৃতি মানব হইবেন, ইহাই কেশবচন্দ্রের অনুরোধ।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে কি কেশবচন্দ্র যে অগ্রজন্মা তাহা প্রমাণিত হইল না? তাঁহাতে যাহা অগ্রে অবতরণ করিয়াছে তাহাই তাঁহার বন্ধুগণে, বিশ্বাসিবর্গে, এমন কি সমুদায় মানবজাতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক জনে সত্যাদি অবতরণ করিয়া সকলে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এ ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশবচন্দ্র স্বয়ংও উহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন †। তাঁহাতে বর্ত্তমান বিধানের সত্য প্রথম অবতরণ

---

* নহে সাধক নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে।..... হে ভূমা, দুই একত্র আছ। এই যে শেষভাগ ঈশ্বর শক্তি আমি বুঝি, কিন্তু দুইয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক, তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী মানবের এইখানে শেষ, পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের এখানে শেষ। যদি সাধক থাকে বল, আমি দেখিলাম যোগস্থলে এই পদার্থ লৌহ এবং পরেরটি স্বর্ণ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার। ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

† A long ladder of many steps led to God's sanctuary in days gone by. Science has cut it short. Instead of many steps there is but one step from earth to heaven. One step from mind and matter to God; one step now from the muscles and the nerves, from the eye and the ear to God.........You see a thousand earthly forces: immediately beneath them and directly connected with them is the central causative power or God-force.—GOD-VISION IN THE NINETEENTH CENTURY.

‡ We are the fulfilment of Moses. He was simply the incarnation of Divine conscience. But there was no science in his teachings, that science which in modern times is so greatly honoured. Let Moses grow into modern science, and you have the New Dispensation, which may be characterized as the union of conscience and science.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

* In blessed eucharist let us eat and assimilate all the saints and prophets of the world. Thus shall we put on the new man, and each of us will say, the Lord Jesus is my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul, and the philanthropic Howard my right hand. And thus transformed we shall bear witness unto the New Gospel.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

† শিক্ষক হই নাই বলিয়া কি চিরকাল ছাত্রদের ন্যায় থাকিব? জ্ঞানলাভ করিয়া কি কাহাকেও দিব না? কৃপণের ন্যায় আমার ধন কি আধারে চিরবদ্ধ থাকিবে? 'গ্রহণমন্ত্র' সাধন করিলাম 'প্রদানমন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এমনই যে সত্য আসিলেই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরের দুটি দ্বার আছে। এক দ্বার দিয়া আমদানি আর এক দ্বার দিয়া রপ্তানি হয়। আসে এক পথ দিয়া; যায় এক পথে। সত্য আসিয়া জগতে যায়; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে; চারি গুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়, শত গুণ হইয়া আবার আসে। মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য যখন লাভ হয়, তখন মনে আনন্দ জন্মে; সত্য প্রকাশ হইলে সেই আনন্দ আরও অধিক হয়। সত্যলাভ করিতেই আমার আশা ও আগ্রহ; কিরূপে

করিয়াছে, তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এজন্য তাঁহাকে অগ্রজন্মা বলিতেছি। তিনি প্রবক্তা, তিনি মুখ, ইহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? যাহা সত্য তাহা বলিতে লজ্জা কি? সত্য আচ্ছাদন করিয়া রাখার তুল্য তীব্র অপরাধ আর কি হইতে পারে? আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে রেখাপাতমাত্র হইল। ইহার পরে যাঁহারা আসিবেন, সমগ্র বিধানের ইতিহাস যাঁহারা দেবালোকে পাঠ করিবেন, তাঁহারা আরও পরিষ্কার করিয়া এই বিষয়টি সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন। কেশবের সঙ্গে এক হইবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য সামান্য কিছু আমি বলিলাম। যাহা বলা হইল তন্মধ্যে কোন ভ্রম যদি কেহ দেখিতে পান, তিনি সে ভ্রম শোধন করিলে সুখের বিষয় হইবে। সাধন সত্যের উপরে স্থাপিত না হইলে উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অতএব যাহা বলা হইল তাহা সত্য কি না, সকলেরই তাহা পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করা উচিত। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই, আমাদের মধ্যে সকল বিরোধের মূল কেশবের সঙ্গে বিরোধ, সে বিরোধ কখন তাঁহার সহিত এক না হইলে তিরোহিত হইতে পারে না। অতএব বক্তৃতার অন্তে ভগবানের নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি যে, সকলে নবীন মানুষ হইয়া কেশবের সহিত যেন এক হয়েন।

প্রাপ্ত।

সমালোচনা।

এমাম হসন ও হোসয়ন অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের ধর্ম্ম খলিফা মহাত্মা আলির পুত্রদ্বয়ের বিস্তৃত জীবনী, অতি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত এবং ১৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মূল্য এক টাকা মাত্র। পুস্তক খানিতে যদিও গ্রন্থকর্তার নাম নাই, তাহা হইলেও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে "নববিধান" মণ্ডলীর প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ই নাকি সুবিখ্যাত পুরাতন পারস্য পুস্তক "রওজতোশ্ সোহাদানামক" গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থকর্তার বিষয় আর কি লিখিব, তিনি আমাদিগের নিকটে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অনুবাদিত "কোরাণ শরিফ", "মিসকাৎ শরিফ", "হজরত মোহম্মদের জীবনী" ও "তাপসমালা" ইত্যাদি গ্রন্থ অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। ক্রমে ক্রমে তিনি অনেকগুলি ইস্লামধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন, কিন্তু অতীব ক্ষোভের বিষয় এই যে, সুবিশাল বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ হইতে তিনি একরূপ পর্য্যাপ্ত কোন সত্য ছিল একবারও ভাবিলাম না। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই, পুরাতন কথা বলি নাই।—জীবনবেদ—শিষ্য প্রকৃতি।

প্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি পাইলেন না, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ও বলিতেছি যে গ্রন্থকর্ত্তাকে সাহায্য করা একান্তই কর্ত্তব্য।

যাহা হউক "মাহদেঁ কারবালা", "বিষাদসিন্ধু" ও "মহরমের ইতিহাস" ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক পড়িয়াছি, কিন্তু এই গ্রন্থখানিতে যেমন "এমাম হসন ও হোসয়নের" জীবনী ঠিক শৃঙ্খল মত পাওয়া যায়, অন্য কোন বাঙ্গলা পুস্তকে তাহা পাওয়া যায় না। যাঁহারা উক্ত মহাত্মা দ্বয়ের জীবনী জানিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করুন। ইহার একটী স্থান এরূপ করুণ-রসপূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। "আজ কোথায় মহাতেজস্বী মহাপুরুষ মোহম্মদ, কোথায় বীরকুলকিরীট ভুবনবিজয়ী মহাবীর আলি, তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমাস্পদ হোসয়নের এই দুঃখ বিপদের সময়ে কোথায় রহিলেন? যাঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রমে সমগ্র ভুবন বিচলিত হইতেছিল, আজ তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন প্রাণোপম হোসয়ন এই ভীষণ কর্ব্বলা প্রান্তরে নিঃসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া নীচাশয় কাপুরুষদিগের দ্বারা কিরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত ও সবংশে নিহত হইতেছেন। কি দুঃখ কি পরিতাপ!" পুস্তক খানির অনেক স্থানেই এইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকর্ত্তার অন্যান্য গ্রন্থগুলিকে বঙ্গীয় মুসলমান যেমন স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এই গ্রন্থখানিকে যে তদপেক্ষা অধিকতররূপে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পাড়াতোর বড়াতর পাল পোঃ আমরুলী নদিয়া ৮ই ফাল্গুন, ১৩০৭	শ্রীশেখ জমিরুদ্দীন। ইস্লামধর্ম্ম প্রচারক।

রেঙ্গুনে মাঘোৎসব।

ইহা অতি আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে যে, সেই সুদূর প্রদেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কয়েকটী ব্রাহ্মযুবক প্রতি বৎসর মাঘোৎসব করিতে সক্ষম হইতেছেন। বার জন যুবক ও ডাক্তার J. C. Bose এর স্ত্রী ও মিঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী (বাঁকুড়ার জজ মিঃ কেদারনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) উৎসাহের সহিত এবারকার মাঘোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

বুধবার ১০ মাঘ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়া উৎসব আরম্ভ হইল। কলিকাতাস্থ বাবু প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র মিঃ প্রশান্তকুমার সেন উপাসনার কার্য্য করিলেন। তাহার পর একটি রচনা পাঠ হইল, এবং "ব্রাহ্মসমাজে ছেলেদের দায়িত্ব কি?" এই বিষয়ে তাঁহাদিগের আলোচনা হইল। তৎপর দিবস ১১ই মাঘ সকলে মিলিত হইয়া উষাকীর্ত্তন করিলেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকালীন উপাসনা মিঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পন্ন করিলেন। ৯টার সময়ে উপাসনা শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া সেই বিদেশে আলুভাতে ভাত খাইয়া তৃপ্তিবোধ করিলেন।

এবং যোগের স্থলে এই অভিন্নতা বা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইল *। কেশবচন্দ্রে ব্রহ্মেতে বিলীন ভাবে স্থিতি যখন আরম্ভ হইল, তখন ঈশ্বরের মাতৃভাব তাঁহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। 'ব্রহ্মকল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পর সংযুক্ত হইলেন, যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে।' এখানে কেশবচন্দ্র সখ্য ভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এ সখ্য ভাবের মধ্যেও মাতৃভাব বিদ্যমান। 'এমন অবস্থা আসে যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ নারীশ্রেষ্ঠ ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব।'

এই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত ভূমিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ হইল। যত দিন বিজ্ঞান স্থূল বিষয় সকল লইয়া ব্যস্ত, তত দিন কেবলই বিয়োগের ব্যাপার, যোগ নাই। কিন্তু যখনই বিজ্ঞান স্থূল বিষয় সমূহকে সূক্ষ্ম করিতে করিতে তাহার অন্তরালে এক মহতী শক্তি দর্শন করিল, এবং সেই শক্তিরই ক্রীড়াভূমি বলিয়া সংসারকে গ্রহণ করিল, অমনি ধর্ম্মের সহিত তাহার বিয়োগ বিলুপ্ত হইল এবং প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর অতি নিকটস্থ ভাবে অনুভূত হইলেন †। এখানে মুসার বিবেক ও বিজ্ঞান এক হইয়া গেল ‡। কেশবচন্দ্রের জীবনে বিজ্ঞান ও বিবেকের যখন মিলন হইল, তখন নববিধান বলিয়া তিনি তাহার আখ্যা দিলেন। এইরূপে কেশবচন্দ্রে যখন সমুদায় ধর্ম্ম ও মহাজন এবং বিজ্ঞান সংযুক্ত হইলেন, তখন ঈশা হইলেন তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটিস হইলেন তাঁহার মস্তক, চৈতন্য হইলেন তাঁহার হৃদয়, হিন্দুঋষি হইলেন তাঁহার আত্মা, হাওয়ার্ড হইলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। * তিনি নবাকৃতি এই নবীন মানুষ হইয়া মানবজাতির সহিত এক হইয়া গেলেন। শত শত তাঁহার হস্ত, শত শত তাঁহার আত্মা, শত শত তাঁহার হৃদয়, শত শত তাঁহার মস্তক, শত শত তাঁহার ইচ্ছা হইল। কেন হইল, না যে সকল ব্যক্তির হস্ত পরসেবায় ব্যাপৃত, যে সকল আত্মা যোগে ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইবার জন্য মননশীল, যে সকল হৃদয় ব্রহ্মানুরাগে প্রদীপ্ত, যে সকল ব্যক্তি ভগবদিচ্ছাপালনের জন্য নিত্য ক্রিয়াশীল, তাঁহাদের সহিত তিনি যোগে এক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে এই সকলের একএকটি প্রধান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার আপনার একএকটি অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; অন্যদিকে তাঁহার বন্ধুগণের তাঁহার সহিত এক হইবার জন্য এই নবাকৃতি মানব হওয়া প্রয়োজন। কেবল বন্ধুগণ কেন, সমুদায় বিধানবিশ্বাসী এই নবাকৃতি মানব হইবেন, ইহাই কেশবচন্দ্রের অনুরোধ।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে কি কেশবচন্দ্র যে অগ্রজন্মা তাহা প্রমাণিত হইল না? তাঁহাতে যাহা অগ্রে অবতরণ করিয়াছে তাহাই তাঁহার বন্ধুগণে, বিশ্বাসিবর্গে, এমন কি সমুদায় মানবজাতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক জনে সত্যাদি অবতরণ করিয়া সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এ ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশবচন্দ্র স্বয়ংও উহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন †। তাঁহাতে বর্ত্তমান বিধানের সত্য প্রথম অবতরণ

---

* নরের সাধ্য নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে।......হে ভূমা, তুমি একত্র আছ। এই যে শেষভাগ ঈশ্বর শক্তি আমি বুঝি, কিন্তু দুইয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক, তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী নরাধমের এখানে শেষ, পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের এখানে শেষ। যদি সাধু তাকে বল, আমি দেখিলাম যোগস্থলে এই পরমাত্ম জৌং, এই পরমাত্ম স্বর্গ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার। ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

† A long ladder of many steps led to God's sanctuary in days gone by. Science has cut it short. Instead of many steps there is but one step from earth to heaven. One step from mind and matter to God; one step now from the muscles and the nerves, from the eye and the ear to God.........You see a thousand earthly forces; immediately beneath them and directly connected with them is the central causative power or God-force.—GOD-VISION IN THE NINETEENTH CENTURY.

‡ We are the fulfilment of Moses. He was simply the incarnation of Divine conscience. But there was no science in his teachings, that science which in modern times is so greatly honoured. Let Moses grow into modern science, and you have the New Dispensation, which may be characterized as the union of conscience and science.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

* In blessed eucharist let us eat and assimilate all the saints and prophets of the world. Thus shall we put on the new man, and each of us will say, the Lord Jesus is my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul, and the philanthropic Howard my right hand. And thus transformed we shall bear witness unto the New Gospel.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

† শিক্ষক হই নাই বলিয়া কি চিরকাল শিষ্যের ন্যায় থাকিব? জ্ঞানলাভ করিয়া কি কাহাকেও দিব না? কৃপণের ন্যায় আমার ধন কি আধারে চিরবদ্ধ থাকিবে? 'গ্রহণমন্ত্র' সাধন করিলাম 'প্রদানমন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এমনই যে সত্য আসিলেই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরের দুটি দ্বার আছে। এক দ্বার দিয়া আমদানি আর এক দ্বার দিয়া রপ্তানি হয়। আসে এক পথ দিয়া; যায় এক পথে। সত্য আসিয়া জগতে যায়; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে; চারি গুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়, শত গুণ হইয়া আবার আসে। মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য যখন লাভ হয়, তখন মনে আনন্দ জন্মে; সত্য প্রকাশ হইলে সেই আনন্দ আরও অধিক হয়। সত্যলাভ করিতেই আমার আশা ও আগ্রহ; কিরূপে

করিয়াছে, তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এজন্য তাঁহাকে অগ্রজন্মা বলিতেছি। তিনি প্রবক্তা, তিনি মুখ, ইহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? যাহা সত্য তাহা বলিতে লজ্জা কি? সত্য আচ্ছাদন করিয়া রাখার তুল্য তীব্র অপরাধ আর কি হইতে পারে? আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে রেখাপাতমাত্র হইল। ইহার পর যাঁহারা আসিবেন, সমগ্র বিধানের ইতিহাস যাঁহারা দেবালোকে পাঠ করিবেন, তাঁহারা আরও পরিষ্কার করিয়া এই বিষয়টি সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন। কেশবের সঙ্গে এক হইবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য সামান্য কিছু আমি বলিলাম। যাহা বলা হইল তন্মধ্যে কোন ভ্রম যদি কেহ দেখিতে পান, তিনি সে ভ্রম শোধন করিলে সুখেরই বিষয় হইবে। সাধন সত্যের উপরে স্থাপিত না হইলে উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অতএব যাহা বলা হইল তাহা সত্য কি না, সকলেরই তাহা পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করা উচিত। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই, আমাদের মধ্যে সকল বিরোধের মূল কেশবের সঙ্গে বিরোধ, সে বিরোধ কখন তাঁহার সহিত এক না হইলে তিরোহিত হইতে পারে না। অতএব বক্তৃতার অন্তে ভগবানের নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি যে, সকলে নবীন মানুষ হইয়া কেশবের সহিত যেন এক হয়েন।

প্রাপ্ত।

সমালোচনা।

এমাম হসন ও হোসয়ন অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র মহাত্মা আলির পুত্রদ্বয়ের বিস্তৃত জীবনী, অতি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত এবং ২১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মূল্য এক টাকা মাত্র। পুস্তক খানিতে যদিও গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, তাহা হইলেও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে "নববিধান" মণ্ডলীর প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ই নাকি সুবিখ্যাত পুরাতন পারস্য পুস্তক "রওজতোশ্ সোহাদানামক" গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার বিষয় আর কি লিখিব, তিনি আমাদিগের নিকটে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অনুবাদিত "কোরাণ শরিফ", "মিসকাৎ শরিফ", "হজরত মোহম্মদের জীবনী" ও "তাপসমালা" ইত্যাদি গ্রন্থ অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। ক্রমে ক্রমে তিনি অনেকগুলি ইস্‌লামধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন, কিন্তু অতীব ক্ষোভের বিষয় এই যে, সুবিশাল বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ হইতে তিনি এক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি পাইলেন না, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি ও বলিতেছি যে গ্রন্থকর্ত্তাকে সাহায্য করা একান্তই কর্ত্তব্য।

যাহা হউক "মাহমে কারবালা", "বিষাদসিন্ধু" ও "মহরমের ইতিহাস" ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক পড়িয়াছি, কিন্তু এই গ্রন্থখানিতে যেমন "এমাম হসন ও হোসয়নের" জীবনী ঠিক শৃঙ্খল মত পাওয়া যায়, অন্য কোন বাঙ্গলা পুস্তকে তাহা পাওয়া যায় না। যাঁহারা উক্ত মহাত্মা দ্বয়ের জীবনী জানিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করুন। ইহার একটা স্থান এরূপ করুণ-রসপূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। "আজ কোথায় মহাতেজস্বী মহাপুরুষ মোহম্মদ, কোথায় বীরকুলকিরীট ভুবনবিখ্যাত মহাবীর আলি, তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমাস্পদ হোসয়নের এই দুঃখ বিপদের সময়ে কোথায় রহিলেন? যাঁহাদের বীর্য্য ও পরাক্রমে সমগ্র ভুবন বিচলিত হইতেছিল, আজ তাঁহাদের আনন্দবৰ্দ্ধন প্রাণোপম হোসয়ন এই ভীষণ করবলা প্রান্তরে নিঃসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া নীচাশয় কাপুরুষদিগের দ্বারা কিরূপ পীড়িত ও অপমানিত ও সবংশে নিহত হইতেছেন। কি দুঃখ কি পরিতাপ!" পুস্তক খানির অনেক স্থানেই এইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকর্ত্তার অন্যান্য গ্রন্থগুলিকে বঙ্গীয় মুসলমান যেমন স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এই গ্রন্থখানিকে যে তদপেক্ষা অধিকতররূপে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পাড়াতোর বহাতের পথ
পোঃ আমকাটি নদিয়া
১১ই ফাল্গুন, ১৩০৭

শ্রীশেখ জমিরুদ্দীন।
ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারক।

সত্য ছিল একবারও ভাবিলাম না। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই, পুরাতন কথা বলি নাই।—জীবনবেদ—শিষ্য প্রকৃতি।

কেম্ব্রিজে মাঘোৎসব।

ইহা অতি আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে যে, সেই সুদূর প্রদেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কয়েকটী ব্রাহ্মযুবক প্রতি বৎসর মাঘোৎসব করিতে সক্ষম হইতেছেন। বার জন যুবক ও ডাক্তার J. C. Bose এর স্ত্রী ও মিঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী (বাঁকুড়ার জজ মিঃ কেদারনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) উৎসাহের সহিত এবারকার মাঘোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

বুধবার ১০ মাঘ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়া উৎসব আরম্ভ হইল। কলিকাতাস্থ বাবু প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র মিঃ প্রশান্তকুমার সেন উপাসনার কার্য্য করিলেন। তাহার পর একটি রচনা পাঠ হইল, এবং "ব্রাহ্মসমাজে ছেলেদের দায়িত্ব কি?" এই বিষয়ে তাঁহাদিগের আলোচনা হইল। তৎপর দিবস ১১ই মাঘ সকলে মিলিত হইয়া উষাকীর্ত্তন করিলেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকালীন উপাসনা মিঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পন্ন করিলেন। ১টার সময়ে উপাসনা শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া সেই বিদেশে আলুভাতে ভাত খাইয়া তৃপ্তিবোধ করিলেন।

বৈকালে পৌনে তিনটার সময়ে Dr Kenny (Reader of English law in University of Cambridge and an Unitarian) একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের উপর অনেক দায়িত্ব। তোমাদের যে কি message আছে তা পরিষ্কার ভাবে সকলকে জানিতে দিতে হইবে, অপরিষ্কার ভাবে বলিলে হইবে না। আর দ্বিতীয়তঃ তোমাদের চরিত্র দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। তোমাদের দিকে সকলে তাকাইয়া আছে।" তারপর অপরাহ্ন ৫টার সময়ে একটা মিটিং হইল। ইহাতে, তিন সমাজ মিলিয়া অন্ততঃ Philanthropic social reform এ এক হওয়া বাঞ্ছনীয় এই বিষয় একটী resolution পাস হইল। তারপর রাত্রি ৮ঘটিকার সময়ে শেষ উপাসনা। গয়ার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের পুত্র মিঃ সুবোধচন্দ্র রায় উপাসনা করিলেন। ব্যক্তিগত প্রার্থনাও হইল। তারপর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া উৎসব শেষ হইল।

কোচবিহার।

(শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ হইতে প্রাপ্ত।)

বিগত ১লা মাঘ কোচবিহারের মহকুমা মেখলীগঞ্জ অঞ্চলে প্রচারার্থ শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ দাস সহ যাত্রা করি। সে দিন মধ্য রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে ছিলাম। সে রাত্রি ভয়ানক বৃষ্টি দুর্য্যোগের রাত্রি। ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে আশ্রয় লইলাম। সেখানে একটী বাঙ্গালি বাবু মদ্যপান করিয়া উৎপাত করিতে লাগিলেন, একবার ওয়াক করিয়া বমি করিয়া ফেলিলেন। দার্জ্জিলিং মেইলে আমরা শেষ রাত্রিতে হলদিবাড়ী পৌঁছিলাম। বাকী রাত্রি খোলা বারাণ্ডায় শীতে বাতে ও বৃষ্টিতে কাটান গেল। প্রাতঃকালে মহারাজের বিশ্রামাগারে (বেঙ্গলাউস) স্থান লইলাম। বৃষ্টির জন্য আর অন্যত্র যাইতে পারিলাম না। সায়ংকালে স্থানীয় কতকগুলি ভদ্রলোক বিশ্রামাগারেই মিলিত হইলেন, এবং সংগীত, উপদেশ ও প্রার্থনা হইল। ওভারসিয়ার সতীশ বাবুর গৃহে আমরা আহারাদি করিলাম, এবং তাঁহারই আহ্বানে ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইয়া উপদেশাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরদিন গো যান যোগে মেখলীগঞ্জ পৌঁছি। এখানে ডাকবাঙ্গলায় স্থিতি ও হাকিম বাবুর গৃহে ভোজন হইল। সায়ংকালে হাকিম বাবুর আহ্বানে তাঁহারই বৈঠকখানায় স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইলেন, এবং সংগীত উপদেশ ও প্রার্থনা হইল। তাঁহাদের সাগ্রহ অনুরোধক্রমে পরদিন এক নাটমন্দিরে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন হইল। তৎপর দিন হস্তিযোগে আমরা "ফতেমামুদ" নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত এয়ানতউল্লা প্রধানের বাড়ী আসিলাম। সেখানে দুইদিন উপাসনা প্রার্থনা ও উপদেশাদি হইল। ৬ই মাঘ পুনরায় হলদিবাড়ী আসিলাম। এখানকার মাইনর স্কুলের বালকদিগকে নীতিবিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইল। সেই রাত্রিতে আমরা হলদিবাড়ী ছাড়িয়া পরদিন বিকালে কোচবিহারে পৌঁছিলাম।

১১ই মাঘ এখানকার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন অবলম্বনে উপদেশ ও প্রার্থনা হইল।

১৭ই মাঘ সমাজের গায়ক শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম কল্যাণীবালা রাখা হইয়াছে।

২০শে মাঘ শনিবার স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিনে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইল।

সংবাদ।

বিগত ২রা ফাল্গুন শ্রীযুক্ত ভাই অমৃত লাল বসু মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা জ্যেষ্ঠা কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধ মাসিক বসুর লেনে নিজ ভবনে সম্পাদন করিয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ স্বর্গগত গোপালচন্দ্র বসু বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠা মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ স্বর্গগত গোপালচন্দ্রকে পরম স্নেহ ও যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং নিঃসন্তান ছিলেন। গোপালচন্দ্রের পরলোকান্তে তিনি কাশীধামে বাস করিতেছিলেন, তথায়ই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে ভাই অমৃতলাল বসু, ২৲ প্রচার ভাণ্ডারে, ১৲ ব্রহ্মমন্দিরে ও ১৲ একটি বিধবাকে দান করিয়াছেন।

গত ৩রা ফাল্গুন শুক্রবার হইতে সপ্তাহাধিক কাল বালিগঞ্জ মনোহরপুকুর নববিধান সমাজের উদ্বোধন সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য হইয়াছে। উক্ত শুক্রবারে উৎসবের উদ্বোধন হয়, ৪ঠা ফাল্গুন রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের অন্তর্গত বালকবালিকাদিগের সাম্মলনী হইয়াছিল। ৫ই রবিবার প্রাতঃকালে নারীসমাজ হয়। সেই দিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উক্ত ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, প্রেমসাধন বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ৬ই সোমবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। কতিপয় উৎসাহী বালক পুষ্প পল্লব পতাকাদি দ্বারা সুরুচিসহকারে ব্রহ্মমন্দিরকে সুসজ্জিত করিয়াছিল। প্রাতঃকালীন উপাসনায় ভগবানের হস্তে ধরা পড়া বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অপরাহ্নে সঙ্ক্ষিপ্ত উপাসনা হয়, শ্রীমান্ অমৃতচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনচরিত পুস্তক হইতে একটি অধ্যায় পাঠ ও তদবলম্বনে আলোচনা হয়। তদনন্তর শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ধ্যানের উদ্বোধন করেন, ধ্যানান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পর উপাসনা হইয়াছিল, উপদেশে নামসাধন বিশেষভাবে বিবৃত হয়। ৭ই মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল, অপরাহ্নে ৫টার পর হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত পল্লীর পথে পথে অবিশ্রান্ত প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীমান্ আশুতোষ রায় সঙ্কীর্ত্তনে

নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরাগড়ীর ব্রাহ্মযুবকদিগের নগর সঙ্কীর্ত্তনের প্রেমোন্মত্ততা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সেই দিন সঙ্কীর্ত্তনান্তে সকলে খেচরান্ন ভোজন করেন। ৮ই বুধবার অপরাহ্ণে ফকিরদাস ইনিষ্টিটিউশনে বিবিধ জনহিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থ ভিক্টোরিয়া ক্লব নামক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ইনিষ্টিটিউশনের ছাত্রদিগকে নীতিবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। হাওড়া জিলার অন্তর্গত অমরাগড়ী একটি সামান্য ক্ষুদ্র পল্লী। এস্থানে স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান। এখানকার বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির ও উপাসকমণ্ডলী সভাসমিতি, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পথঘাট, ডাকঘর ইত্যাদি তাঁহারই প্রাণগত যত্নের ফল। তাঁহারই উৎসাহ ও যত্নে এসকল সৎকার্য্যের সাহায্যার্থ অনেকে অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহার অনুগামী কয়েকটী উৎসাহী বিশ্বাসী যুবা প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া ফকিরদাসের সৎকীর্ত্তি সকল রক্ষা এবং তাহার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিতেছেন এবং ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সে অঞ্চলের নরনারীর সেবা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। ভগবান সেই দীনদুঃখী সেবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ১ই বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অমরাগড়ী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। সেই দিন অপরাহ্ণে অমরাগড়ীতে উপাসকমণ্ডলী সভার অধিবেশন, এবং পর দিন শুক্রবার অপরাহ্ণে কীর্ত্তনার্থ পর্য্যটন হইয়াছিল।

বিগত ৫ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী পাইকপাড়া স্কুলগৃহে "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ৮ই ফাল্গুন অমরাগড়ীস্থ শ্রীমান নটবর দাসের নবকুমারের শুভ নামকরণ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমারকে প্রেমানন্দ নাম প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবশিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ১২ই ফাল্গুন রবিবার ঘোষপাড়াস্থ স্বর্গগত বিহারীলাল নাথের ভবনে উৎসব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে ৪।৫ শত লোক প্রীতি ভোজন করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমান বিনয়েন্দ্র নাথ সেন তদুপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। উৎসববৃত্তান্ত আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই।

শ্রীযুক্ত ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী এক্ষণ মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। পুনর্ব্বার সেখানে তাঁহার উদরে গুরুতররূপে অস্ত্র করা হইয়াছে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আশাজনক।

বন্ধুদিগের প্রেরিত অনেক গুলি প্রয়োজনীয় পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে স্থানাভাবে যথাসময়ে আমরা প্রকাশ করিতে উঠিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মতত্ত্বের কলেবর ক্ষুদ্র। উৎসবাদির বৃত্তান্ত যাঁহারা লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন সার সার কথা লিখিয়া পাঠান। মুঙ্গের ব্রহ্মোৎসবের বিবরণ আমরা আগামী বারে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। এই বিবরণ হারাইয়া গিয়াছিল, পরে তাহা পাওয়া গিয়াছে।

উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত নবসংহিতা পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৵০ মাত্র।

আরবী হদিস মেশকাত শরিফের সটীক বঙ্গানুবাদের ৫ম খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। সত্বরই প্রকাশিত হইবে। এই খণ্ডে সম্ভবতঃ নমাজ প্রকরণ সমাপ্ত হইবে। মূল্য ॥০ মাত্র।

মাতৃজীবন পুস্তিকা আমরা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহা ময়মনসিংহস্থ ডাক্তার শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা তাঁহারই জননীর জীবনচরিত পুস্তক। জননী প্রথমতঃ অতিশয় ব্রতপরায়ণা নিষ্ঠাবতী হিন্দু ছিলেন, বৃদ্ধবয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল কারণ তিনি ছিলেন। এই পুস্তিকা মহিলাদিগের সুপাঠ্য।

প্রেরিত।

ময়মনসিংহ নববিধান সমাজের একত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মধ্যাহ্নের আহারান্তে পুনর্ব্বার ৩ ঘটিকার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। উপাসকগণ উপস্থিত হইলে আলোচনা হয়। আলোচনায় উপাধ্যায় মহাশয় দার্শনিক ভাষায় নববিধানের সত্য পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর কীর্ত্তন হইয়া সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপাধ্যায় মহাশয় বেদাগ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা করেন। উপাসনা এবং উপদেশের মাধুর্য্যে উপাসক উপাসিকাগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২রা পৌষ বিদ্যাশ্রমে মহিলাদিগের উৎসব। বিদ্যাশ্রমের দেবালয়ের মহিলাগণ উপস্থিত হইলে পর উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনাটী অতি মধুর হইয়াছিল। মহিলাগণ সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপদেশের সার এই রূপ—পৃথিবীতে পুরুষজাতি শক্তিপ্রকাশার্থ আড়ম্বর করে। শক্তির অপব্যবহার করিয়া অস্ত্রদ্বারা অপরের কণ্ঠনালি বিক্ষত করে, শোণিতপাত করে। ইহাতে পাপবৃদ্ধি হয়। কিন্তু পুরুষ জাতির এ শক্তিকে শক্তি বলে না। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রভল্লুকাদিরও এরূপ শক্তি আছে। এ শক্তিতে জগজ্জয় হয় না। পুরুষ জাতির এ শক্তি শক্তি নয়। আমি বিশ্বাস করি নারী জাতি মা হইয়া জগতের অন্য সমস্ত শক্তিকে পরাজয় করিয়াছেন। জগতের সমুদায় বল পরাজিত হইয়াছে মায়ের শক্তির নিকট, এই মাতৃশক্তির ভিতরে ঈশ্বরের মাতৃশক্তি লুকায়িত। সমুদায় শক্তির যিনি অধীশ্বর তিনি নারীজাতির শক্তি। এইজন্য নারীপ্রকৃতি আমাদিগের দেহ মন আত্মার অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে। এইজন্য নারীজাতি আমাদিগের পূজনীয়া। ইঁহারা দুর্ব্বল হইয়াও প্রেমের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিয়াছেন। প্রেমের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। জগতের যত প্রকার বৃহৎ ঘটনা তাহাতে নারীজাতির হাত রহিয়াছে। নারীজাতির পরামর্শ সকলকে সৎপথে এবং সৎকার্য্যে নিয়োগ করে। সন্তানের কল্যাণ পিতা দ্বারা তত হয় না জননী দ্বারা যত হয়। জগতে যাঁহারা বিখ্যাত তাঁহাদের সকলেরই মূলে জননীর জীবন। মাতৃজাতির প্রতি যাহারা উপযুক্ত শ্রদ্ধা করিতে পারে না তাহারা অতি নরাধম। তাহারা নরজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মাতৃজাতির গুণে গৃহ শান্তিময় হয়। নারীজাতির হৃদয়ে ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। সংসারের যাহা কিছু সকলই তাঁহাদিগের, এই জন্য মা বলিয়া তাঁহাদিগের সম্ভ্রম করা উচিত। ঈশা মা বলিয়া মাতৃজাতিকে সম্ভ্রম করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত কল্যাণ নারীজাতির উপরে নির্ভর করে। নারীজাতির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন সকলেরই সমুচিত। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ বিধান করুন। (ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈকালে পোনে তিনটার সময়ে Dr Kenny (Reader of English law in University of Cambridge, and an Unitarian) একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের উপর অনেক দায়িত্ব। তোমাদের যে কি message আছে তা পরিষ্কার ভাবে সকলকে জানিতে দিতে হইবে, অপরিষ্কার ভাবে বলিলে চলিবে না। আর দ্বিতীয়তঃ তোমাদের চরিত্র দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। তোমাদের দিকে সকলে তাকাইয়া আছে।" তারপর অপরাহ্ন ৫টার সময়ে একটা মিটিং হইল। ইহাতে, তিন সমাজ মিলিয়া অন্ততঃ Philanthropic social reform এ এক হওয়া বাঞ্ছনীয় এই বিষয় একটী resolution পাস হইল। তারপর রাত্রি ৮ঘটিকার সময়ে শেষ উপাসনা। ঢাকার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের পুত্র মিঃ সুবোধচন্দ্র রায় উপাসনা করিলেন। ব্যক্তিগত প্রার্থনাও হইল। তারপর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া উৎসব শেষ হইল।

কোচবিহার।

(শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ হইতে প্রাপ্ত।)

বিগত ১লা মাঘ কোচবিহারের মহকুমা মেখলীগঞ্জ অঞ্চলে প্রচারার্থ শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ দাস সহ যাত্রা করি। সে দিন মধ্য রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে ছিলাম। সে রাত্রি ভয়ানক বৃষ্টি দুর্যোগের রাত্রি। ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে আশ্রয় লইলাম। সেখানে একটী বাঙ্গালা বাবু মদ্যপান করিয়া উৎপাত করিতে লাগিলেন, একবার ওয়াক করিয়া বমি করিয়া ফেলিলেন। দার্জ্জিলিং মেইলে আমরা শেষ রাত্রিতে হলদিবাড়ী পৌঁছিলাম। বাকী রাত্রি খোলা বারাণ্ডায় শীতে বাতে ও বৃষ্টিতে কাটান গেল। প্রাতঃকালে মহারাজের বিশ্রামাগারে (বেঙ্গলাউস) স্থান লইলাম। বৃষ্টির জন্য আর অন্যত্র যাইতে পারিলাম না। সায়ংকালে স্থানীয় কতকগুলি ভদ্রলোক বিশ্রামাগারেই মিলিত হইলেন, এবং সংগীত, উপদেশ ও প্রার্থনা হইল। ওভারসিয়ার সতীশ বাবুর গৃহে আমরা আহারাদি করিলাম, এবং তাঁহারই আহ্বানে ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইয়া উপদেশাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরদিন গো-যান যোগে মেখলীগঞ্জ পৌঁছি। এখানে ডাকবাঙ্গলায় স্থিতি ও হাকিম বাবুর গৃহে ভোজন হইল। সায়ংকালে হাকিম বাবুর আহ্বানে তাঁহারই বৈঠকখানায় স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইলেন, এবং সংগীত উপদেশ ও প্রার্থনা হইল। তাঁহাদের সাগ্রহ অনুরোধক্রমে পরদিন এক নাটমন্দিরে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন হইল। তৎপর দিন হস্তিযোগে আমরা "ফতেমামুদ" নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত এয়ানতউল্লা প্রধানের বাড়ী আসিলাম। সেখানে দুইদিন উপাসনা প্রার্থনা ও উপদেশাদি হইল। ৬ই মাঘ পুনরায় হলদিবাড়ী আসিলাম। এখানকার মাইনর স্কুলের বালকদিগকে নীতিবিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইল। সেই রাত্রিতে আমরা হলদিবাড়ী ছাড়িয়া পরদিন বিকালে কোচবিহারে পৌঁছিলাম।

১১ই মাঘ এখানকার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন অবলম্বনে উপদেশ ও প্রার্থনা হইল।

১৭ই মাঘ সমাজের গায়ক শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম কল্যাণীবালা রাখা হইয়াছে।

২০শে মাঘ শনিবার স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিনে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইল।

সংবাদ।

বিগত ২রা ফাল্গুন শ্রীযুক্ত ভাই অমৃত লাল বসু মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা জ্যেঠাইমার আদ্যশ্রাদ্ধ মাণিক বসুর লেনে নিজ ভবনে সম্পাদন করিয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ স্বর্গগত গোপালচন্দ্র বসু বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। এই জ্যেঠাইমা মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ স্বর্গগত গোপালচন্দ্রকে পরম স্নেহ ও যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং নিঃসন্তান ছিলেন। গোপালচন্দ্রের পরলোকান্তে তিনি কাশীধামে বাস করিতেছিলেন, তথায়ই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে ভাই অমৃতলাল বসু, ২৲ প্রচার ভাণ্ডারে, ১৲ ব্রহ্মমন্দিরে ও ১৲ একটি বিধবাকে দান করিয়াছেন।

গত ৩রা ফাল্গুন শুক্রবার হইতে সপ্তাহাধিক কাল বালিকা অমরাগড়ীর নববিধান সমাজের উনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য হইয়াছে। উক্ত শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধন হয়, ৫ঠা ফাল্গুন রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত বালকবালিকাদিগের সম্মিলনী হইয়াছিল। ঐ রবিবার প্রাতঃকালে নারীসমাজ হয়। সেই দিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উক্ত ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, পুণ্যসাধন বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ৬ই সোমবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। কতিপয় উৎসাহী বালক পুষ্প পল্লব পতাকাদি দ্বারা সুরুচিসহকারে ব্রহ্মমন্দিরকে সুসজ্জিত করিয়াছিল। প্রাতঃকালীন উপাসনায় ভগবানের হস্তে ধরা পড়া বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অপরাহ্নে সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়, শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপর এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনচরিত পুস্তক হইতে একটি অধ্যায় পাঠ ও তদবলম্বনে আলোচনা হয়। তদনন্তর শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ধ্যানের উদ্বোধন করেন, ধ্যানান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পর উপাসনা হইয়াছিল, উপদেশে নামসাধন বিশেষভাবে বিবৃত হয়। ৭ই মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল, অপরাহ্নে ৫টার পর হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত পল্লীর পথে পথে অবিশ্রান্ত প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীমান্ আশুতোষ রায় সঙ্কীর্ত্তনে

নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরাগড়ীর ব্রাহ্মযুবকদিগের নগর সঙ্কীর্ত্তনের প্রেমোন্মত্ততা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সেই দিন সঙ্কীর্ত্তনান্তে সকলে খেচরান্ন ভোজন করেন। ৮ই বুধবার অপরাহ্নে ফকিরদাস ইনিষ্টিটিউশনে বিবিধ জনহিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থ ভিক্টোরিয়া ক্লব নামক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ইনিষ্টিটিউশনের ছাত্রদিগকে নীতিবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। হাওড়া জিলার অন্তর্গত অমরাগড়ী একটি সামান্য ক্ষুদ্র পল্লী। এস্থানে স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান। এখানকার বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির ও উপাসকমণ্ডলী সভাসমিতি, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পণ্যশালা, ডাকঘর ইত্যাদি তাঁহারই প্রাণগত যত্নের ফল। তাঁহারই উৎসাহ ও যত্নে এসকল সৎকার্য্যের সাহায্যার্থ অনেকে অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহার অনুগামী দুইটী উৎসাহী বিশ্বাসী যুবা প্রচারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া ফকিরদাসের সংকীর্ত্তি সকল রক্ষা এবং তাহার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিতে এবং ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সে অঞ্চলের নরনারীর সেবা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। ভগবান সেই দীনদুঃখী সেবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ৯ই বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অমরাগড়ী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। সেই দিন অপরাহ্নে অমরাগড়ীতে উপাসকমণ্ডলী সভার অধিবেশন, এবং পর দিন শুক্রবার অপরাহ্নে ঝিকিরায় পাঠশালা হইয়াছিল।

বিগত ৫ই ফাল্গুন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় নিয়োগী পাইকপাড়া স্কুলগৃহে "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ৮ই ফাল্গুন অমরাগড়ীস্থ শ্রীমান নটবর দাসের নবকুমারের শুভ নামকরণ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমারকে প্রেমানন্দ নাম প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবশিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ১২ই ফাল্গুন রবিবার খোঁপাপাড়াস্থ স্বর্গগত বিহারীলাল নাগের আলয়ে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে ৪। ৫ শত লোক প্রীতি ভোজন করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমান বিনয়েন্দ্র নাথ সেন তদুপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। উৎসবরবৃত্তান্ত আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই।

শ্রীযুক্ত ভাই প্যারী মোহন চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী একণ ইডেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। পুনর্ব্বার সেখানে তাঁহার উদরে গুরুতররূপে অস্ত্র করা হইয়াছে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আশাজনক।

বন্ধুদিগের প্রেরিত অনেক গুলি প্রয়োজনীয় পত্র ধর্ম্মতত্ত্বে স্থানাভাবে যথাসময়ে আমরা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মতত্ত্বের কলেবর ক্ষুদ্র। উৎসবাদির বৃত্তান্ত যাঁহারা লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন সার সার কথা লিখিয়া পাঠান। মুঙ্গের ব্রহ্মোৎসবের বিবরণ আমরা আগামী বারে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। এই বিবরণ হারাইয়া গিয়াছিল, পরে তাহা পাওয়া গিয়াছে।

উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত নবসংহিতা পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৵০ মাত্র।

আরবা হদিস মেশকাত শরিফের সটীক বঙ্গানুবাদের ৫ম খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। সত্বরই প্রকাশিত হইবে। এই খণ্ডে সম্ভবতঃ নমাজ প্রকরণ সমাপ্ত হইবে। মূল্য ॥০ মাত্র।

মাতৃজীবন পুস্তিকা আমরা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহা ময়মনসিংহস্থ ডাক্তার শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা তাঁহারই জননীর জীবনচরিত পুস্তক। জননী প্রথমতঃ অতিশয় ব্রতপরায়ণা নিষ্ঠাবতী হিন্দু ছিলেন, বৃদ্ধবয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল কারণ তিনি ছিলেন। এই পুস্তিকা মহিলাদিগের সুপাঠ্য।

প্রেরিত।

ময়মনসিংহ নববিধান সমাজের একত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মধ্যাহ্নের আহারান্তে পুনর্ব্বার ৩ ঘটিকার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। উপাসকগণ উপস্থিত হইলে আলোচনা হয়। আলোচনায় উপাধ্যায় মহাশয় দার্শনিক ভাষায় নববিধানের সত্য পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর কীর্ত্তন হইয়া সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপাধ্যায় মহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা করেন। উপাসনা এবং উপদেশের মাধুর্য্যে উপাসক উপাসিকাগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২রা পৌষ বিধানাশ্রমে মহিলাদিগের উৎসব। বিধানাশ্রমের দেবালয়ের মহিলাগণ উপস্থিত হইলে পর উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনাটী অতি মধুর হইয়াছিল। মহিলাগণ সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপদেশের সার এই রূপ—পৃথিবীতে পুরুষজাতি শক্তিপ্রকাশার্থ আড়ম্বর করে। শক্তির অপব্যবহার করিয়া অস্ত্রাঘাতে অপরের কণ্ঠনালি বিদ্ধ করিয়া শোণিতপাত করে। ইহাতে পাপবৃদ্ধি হয়। কিন্তু পুরুষ জাতির এ শক্তিকে শক্তি বলে না। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রভল্লুকাদিরও এরূপ শক্তি আছে। এ শক্তিতে জগজ্জয় হয় না। পুরুষ জাতির এ শক্তি শক্তি নয়। আমি বিশ্বাস করি নারী জাতি মা হইয়া জগতের অন্য সমস্ত শক্তিকে পরাজয় করিয়াছেন। জগতের সমুদায় বল পরাজিত হইয়াছে মায়ের শক্তির নিকট, এই মাতৃশক্তির ভিতরে ঈশ্বরের মাতৃশক্তি লুকায়িত। সমুদায় শক্তির যিনি অধীশ্বর তিনি নারীজাতির শক্তি। এইজন্য নারীপ্রকৃতি আমাদিগের দেহ মন আত্মার অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে। এইজন্য নারীজাতি আমাদিগের পূজনীয়া। ইঁহারা দুর্ব্বল হইয়াও প্রেমের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিয়াছেন। প্রেমের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। জগতের যত প্রকার বৃহৎ ঘটনা তাহাতে নারীজাতির ইঙ্গিত রহিয়াছে। নারীজাতির পরামর্শ সকলকে সৎপথে এবং সৎকার্য্যে নিয়োগ করে। সন্তানের কল্যাণ পিতা দ্বারা তত হয় না জননী দ্বারা যত হয়। জগতে যাঁহারা বিখ্যাত তাঁহাদের সকলেরই মূলে জননীর জীবন। মাতৃজাতির প্রতি যাহারা উপযুক্ত শ্রদ্ধা করিতে পারে না তাহারা অতি নরাধম। তাহারা নরজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মাতৃজাতির গুণে গৃহ শান্তিময় হয়। নারীজাতির হৃদয়ে ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। সংসারের যাহা কিছু সকলই তাঁহাদিগের, এই জন্য মা বলিয়া তাঁহাদিগের সম্ভ্রম করা উচিত। ঈশা মা বলিয়া মাতৃজাতিকে সম্ভ্রম করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত কল্যাণ নারীজাতির উপরে নির্ভর করে। নারীজাতির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন সকলেরই সমুচিত। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ বিধান করুন।

(ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ।
৫ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৮২২ শক; ব্রাহ্মসংবৎ ৭২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০।
মফঃস্বলে ঐ

প্রার্থনা।

হে দীনজনগতি, তোমার অভূতপূর্ব্ব দয়ার লীলা দেখিয়া দিন দিন নিতান্ত অবাক্ হইতেছি। তুমি কি আমাদিগের নিকটে আপনাকে প্রমাণিত করিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছ? অন্যথা সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া এত নিকটে উপস্থিত কেন? আমাদের হইয়া সকল কর্ম্ম আপনি করিতেছ কেন? যাহা কখন সম্ভব মনে হয় নাই, তাহা সম্ভব করিতেছ কেন? তুমি আমাদের নিকট এমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছ যে, আর তোমায় অস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। মনে করিতাম মানুষের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায় তোমার ব্যবহার কখন প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল অনুমান করিয়া লইতে হয়। এখন দেখিতেছি, তুমি তোমার বিধানের রাজ্য হইতে অনুমানকে একেবারে বিদায় করিয়া দিতেছ। আর কি বলিব, তোমার কার্য্য কেবল অনুমানের বিষয়? তুমি নিকটে থাকিয়া যেমন কার্য্য করিতেছ, দূরেতেও তেমনি কার্য্য করিতেছ। দূরে কি করিতেছ প্রথমতঃ তাহা দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন দূরকে নিকটে আনিয়া উপস্থিত কর, তখন এই ভাবিয়া অবাক্ হই, তুমি আমাদের জন্য নিকটে যেমন কার্য্য করিতেছ, দূরেতেও তেমনি কার্য্য করিতেছ। তোমার নিকটে দূর নাই, সকলই তোমার নিকটে। সুতরাং আমাদের জন্য একই সময়ে দূরে ও নিকটে তোমার কার্য্য চলিতেছে। তুমি জানিতেছ সে কার্য্য তুমি আমাদেরই জন্য করিতেছ, আমরা কেবল তাহা বুঝিতে পারি না। তখনই উহা বুঝিতে পারি, যখন সেই দূরের কার্য্য আমাদের নিকটবর্ত্তী বা বুদ্ধিগোচর হয়। পৃথিবীর কোন্ অংশে বা জগতের কোন্ বিভাগে আমাদের জন্য তুমি এই মুহূর্ত্তে কি করিতেছ আমরা তাহা জানিতেছি না, কিন্তু যে দিন যথাসময় উহা জানিতে পারিব, একেবারে অবাক্ হইয়া যাইব আর বলিব, হে প্রভো, দাসগণের প্রতি তোমার এত দয়া, তুমি নিরলস হইয়া ইহাদিগেরই জন্য সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছ! হে অনাথশরণ, যখন তোমার আমাদের প্রতি ঈদৃশ যত্ন প্রত্যক্ষ করি, তখন হৃদয় স্বতই তোমার পদতলে অবনত হইয়া পড়ে। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আমাদের জন্য তোমার যে নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য তাহাতে সর্ব্বথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমাদের জন্য তোমার এই নির-

বচ্ছিন্ন কার্য্যে বিশ্বাস করি না, এজন্য বর্ত্তমানের কোন একটী ঘটনাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি। যদি জানিতাম এই ঘটনার সঙ্গে আরও শতকোটী ঘটনা সংযুক্ত রহিয়াছে, যে সকল ঘটনা এই বর্ত্তমান ঘটনার অর্থ বুঝাইয়া দিবে, এবং তুমি কি জন্য অমুক সময়ে অমুক ঘটনা প্রেরণ করিয়াছিলে তখন আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিব, তাহা হইলে কখন আমরা ম্রিয়মাণ বা অবসন্ন হইতাম না। অতএব তোমার চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, নিয়ত কৌতূহল সহকারে যেন তোমার কার্য্য দেখিয়া যাই, এবং বিশ্বস্ত ও আশ্বস্ত হৃদয়ে জীবনযাপন করি। তোমার কৃপায় আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

বুদ্ধ কোথায় ?

আমরা নববিধানবিশ্বাসিগণের সাধনার্থে যে মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে বুদ্ধের উল্লেখ নাই। 'ঈশা আমার ইচ্ছা, সক্রেটিস্ আমার মস্তক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষি আমার আত্মা, পরহিতৈষী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত,' এ মন্ত্রমধ্যে বুদ্ধের উল্লেখ নাই কেন ? বুদ্ধকে ছাড়িয়া কি তবে নববিধানের মানুষ হইবার জন্য সাধন করিতে হইবে ? ইহাতে কি অপূর্ণতা উপস্থিত হইবে না ? পৃথিবীর বহুসংখ্যক লোক যাঁহার শরণাপন্ন, তাঁহাকে ছাড়িলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে ছাড়িতে হইবে। অন্য যাঁহাদিগের নামের উল্লেখ নাই, তাঁহাদিগকে উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধকে তো তন্মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যিনি ইচ্ছাদি সকল বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাদির প্রতিনিধিগণের সঙ্গে এক করিয়া লওয়া যাইবে কি প্রকারে ?

বুদ্ধ অন্য কাহারও ভিতরে অন্তর্ভূত হন না। একথা সত্য, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধের সহিত এক না হইলে, ইঁহারা কেহই সাধকের সহিত এক হন না, ইহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ যদি পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন, সাধকের হৃদয় মন, ইচ্ছা, আত্মা বা দেহ, সাধুগণের আবাসভূমি হইতে পারে না। যিনি সকলের আসিবার পথ পরিষ্কার করিলেন তিনি পরিষ্কার করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, সাধকগণ আর তাঁহার কোন অনুসন্ধান লইলেন না, এই কি তাঁহাদিগের তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা ? ঈদৃশ অকৃতজ্ঞতা কি সিদ্ধির অন্তরায় নহে ? ধর্ম্মে যদি অকৃতজ্ঞতা স্থান পাইল, তাহা হইলে অধর্ম্মের সঙ্গে উহার আর প্রভেদ রহিল কি ? এখানে যে অকৃতজ্ঞতা হয় নাই, তাঁহার স্থান যে এখনও সাধকহৃদয়ে অক্ষুণ্ণ আছে, তিনি না থাকিলে যে, সাধকগণেতে কোন সাধুর স্থানলাভ হইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বুদ্ধ কোথায় ? বুদ্ধ সেখানে যেখানে আমি বলিয়া কেহ নাই। যেখানে 'আমি' 'আমি' চিৎকারধ্বনি, অন্বেষণ কর সেখানে বুদ্ধকে পাইবে না। 'আমি নাই' 'আমি নাই' এই ভাবমধ্যে বুদ্ধ অবস্থিত। যদি 'আমি নাই' 'আমি নাই' এই ভাবমধ্যে বুদ্ধ স্থিতি করিতেছেন, তবে 'বুদ্ধ আমার আমি নাই' মন্ত্রমধ্যে একথা কেন সন্নিবিষ্ট হইল না ? 'আমি নাই' সম্পন্ন হওয়াতে নূতন মানুষের জন্ম হইয়াছে। নূতন মানুষ আবার নূতন ভাবে 'আমি' বলিতেছেন, এরূপ স্থলে আর 'আমি নাই' কি প্রকারে উল্লিখিত হইবে। বাসনাদির আকারে প্রকাশমান আমির মৃত্যু হইয়াছে, আবার পুনরায় তাহার উৎপত্তি না হয়, এজন্য বুদ্ধ আমি নাই হইয়া সাধকে বিদ্যমান। আমি নাই আবার আমি আমি কেন বলিবে। এজন্য নূতন মানুষের আমির যে স্থলে উল্লেখ সে স্থলে বুদ্ধের উল্লেখ নাই।

আমরা কি বলিলাম, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা প্রয়োজন। আমি নাই—বুদ্ধ ; একথার অর্থ কি ? আমি কি ? আমি দেহী। আমি দেহী বলিয়া দেহের গুণ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ধনী, আমি নির্ধন,

আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি কুলীন, আমি হীন ইত্যাদি বিবিধ ভেদ আমার সঙ্গে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই সকল প্রভেদের সঙ্গে বিবিধ প্রকারের আচারব্যবহারাদি সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি বলিতে এখন এ সকলের সমষ্টি বুঝায়। এই সমষ্টিভূত আমিকে বিদায় করিয়া দেওয়ার জন্য বুদ্ধের অভ্যুদয়। এই সমষ্টিভূত আমিতে জগৎ পূর্ণ। এক সমষ্টিভূত আমির অন্তর্ধানে সকল সমষ্টিভূত আমির অন্তর্ধান হয় না। সুতরাং বুদ্ধের কার্য্যের কখন বিরতি হইবে না। যে ব্যক্তির সমষ্টিভূত আমি তিরোহিত হইয়াছে সে ব্যক্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে 'আমি নাই' 'আমি নাই' বলিবার আর প্রয়োজন নাই, কেন না 'আমি নাই' 'আমি নাই' বলা সাধনের অবস্থায়, সিদ্ধির অবস্থায় নহে। যেখানে আমি নাই, সেখানে আসিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বরস্বরূপের প্রকাশের সঙ্গে সেই সেই স্বরূপের সঙ্গে যে সকল সাধুর নিত্য যোগ, ও নিত্য তন্ময়ত্ব, তাঁহারা 'নূতন আমি' হইয়া সাধকে উপস্থিত। এখন সাধকের নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আমি 'নূতন আমিত্বে' পুনর্জ্জীবিত, সুতরাং তন্নামে তিনি আত্মপরিচয়দানে প্রবৃত্ত।

নববিধানের আরম্ভ এই নূতন আমিত্বে; তৎপূর্ব্বে প্রাচীন বিধানের আধিপত্য। যত দিন পার্থিব আমির আধিপত্য ছিল, তত দিন ঈশ্বর তদন্তরালে লুক্কায়িত ছিলেন, লুক্কায়িত থাকিয়া কার্য্য করিতেন। বুদ্ধ আসিয়া পার্থিব আমিকে যখন অন্তরিত করিয়া দিলেন, তখন ঈশ্বরাবির্ভাবে যে নূতন আমি প্রকাশ পাইল, সেই বলিতেছে, 'ঈশা আমার ইচ্ছা, সক্রেটিস আমার মস্তক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষি আমার আত্মা, পরহিতৈষী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।' বুদ্ধ ঈশ্বরের নাম তুলিলেন না। তিনি তাঁহার নাম তুলিবেন কেন? তখন যে ঈশ্বর অন্তরালে লুক্কায়িত। পূর্ব্ব বুদ্ধগণ পার্থিব আমির অন্তর্ধান সাধন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিয়া চরম বুদ্ধ পার্থিব আমিকে বিদায় করিয়া দিয়া স্বয়ং আমি নাই হইলেন। হিন্দু ঋষিগণ ঈশ্বরের স্বরূপাবির্ভাবের প্রতিনিধি। তাঁহারা আত্মাকে ঈশ্বরের স্বরূপে নিবিষ্ট করিয়া নূতন আমি উদ্ভূত করিবার জন্য যত্নশীল। সুতরাং বুদ্ধগণ দ্বারা পুরাতন আমির বিদায়, হিন্দু ঋষিগণ দ্বারা নূতন আমির সমাগম, এজন্য নূতন বিধানে হিন্দু ঋষিগণের উল্লেখ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আত্মা এক অখণ্ড বস্তু, ঈশ্বরের স্বরূপও এক অখণ্ড বস্তু, কিন্তু শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম এই ত্রিবিধ প্রকাশে উহার প্রকাশ হইয়া থাকে। আত্মা চিন্মাত্র, কিন্তু এই চিচ্ছক্তি জ্ঞান ও প্রেমরূপে প্রকাশমান। ঈশ্বরের স্বরূপও চিৎ, কিন্তু জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধচিন্তায় সেই চিৎ ত্রিবিধরূপে বুদ্ধিগোচর হয়। শক্তি ক্রিয়ার মূল, ইহার সাধারণ নাম ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত অভিন্ন ভাবে ঈশার ইচ্ছা ক্রিয়াপ্রকাশ করে, এজন্য ইচ্ছার সহিত ঈশা চিরসংযুক্ত রহিয়াছেন। নূতন মানুষ একারণেই বলেন ঈশা আমার ইচ্ছা। সক্রেটিস জ্ঞানের সঙ্গে, চৈতন্য প্রেমের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সুতরাং সক্রেটিস নূতন মানুষের মস্তক, চৈতন্য তাঁহার হৃদয়। খণ্ড খণ্ড ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেমকে আয়ত্ত করিতে গেলে, আবার সেই ঋষি আত্মার সহিত এক হওয়া প্রয়োজন, এজন্য নূতন মানুষ বলেন, 'হিন্দু ঋষি আমার আত্মা।' যে ব্যক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপ এইরূপে আবির্ভূত, সে ব্যক্তি ঈশ্বর যেমন পরের কল্যাণের জন্য কার্য্য করেন, সাধকও তখন তাঁহার প্রেরণায় পরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন। তাই নূতন মানুষ বলেন, 'হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।' 'আমি নাই' হওয়াতে যখন সাধকেতে ঈদৃশ নূতন মানুষ হওয়া সিদ্ধ হইতেছে, তখন বুদ্ধ তাঁহার জীবনের ভূমি হইয়া লুক্কায়িত হইয়া আছেন, তদুপরি নবীন আমির ক্রীড়া চলিতেছে, ইহাই সত্য কথা।

অত্যাশ্রমীর ধর্ম্ম।

বর্ণ-ও-আশ্রম-সমুচিত যে সকল অনুষ্ঠান, যাঁহারা

তদতীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অত্যাশ্রমী বলে। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বিনা বর্ণাশ্রমোচিত অনুষ্ঠানের অতীত হওয়া কাহার পক্ষে সম্ভব নহে, এজন্য শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'সমুদায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদায় পাপবিমুক্ত করিব,' অন্তর্যামীর এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা সমুদায় বর্ণাশ্রমাচারপরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদের সমগ্র ভার গ্রহণ করিলেন। কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে ইত্যাদি সকল বিষয় তাঁহারা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া তদনুসারে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ জীবনযাপন করিতে গিয়া প্রচলিত আচারব্যবহারাদির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইল, সুতরাং প্রাচীন সমাজ তাঁহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থা উপলক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে, 'আত্মাতে পরিচিন্তিত হইয়া ভগবান্ যাহাকে অনুগ্রহ করেন, তাহার লৌকিক বিষয়ে মতি এবং বৈদিক বিষয়ে নিষ্ঠা চলিয়া যায়।'

আমরা উচ্চ হই বা নীচ হই, আমরা বর্ণাশ্রমোচিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রাচীন সমাজ আমাদিগকে ভ্রষ্টাচার বলিয়া ঘৃণা করেন, এবং আমাদের সহিত [illegible] দি পাতিত্যের কারণ বলিয়া জানেন। আমরা প্রাচীন সমাজের প্রাচীন ব্যবহার কেন পরিত্যাগ করিলাম? স্বেচ্ছাচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা এরূপ করিয়াছি, অথবা অন্তর্যামীর প্রেরণা আমাদিগকে ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে? এ সম্বন্ধে লোকের মতামত কি, তাহাতে আমাদের কর্ণপাত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের অন্তঃসাক্ষীর সাক্ষ্যই আমাদের পক্ষে প্রচুর। আমাদের অন্তর্য্যামী আমাদিগকে ঈদৃশ কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিলেন যে, প্রাচীন সমাজ আর আমাদিকে স্থান দান করিলেন না, আমাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। প্রাচীন সমাজ ভয়মৈত্র্যপ্রদর্শন দ্বারা আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে যত্ন করিলেন, রোদন আবেদন দ্বারা আমাদের হৃদয়ভেদ করিলেন, অথচ আর আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলাম না; অন্তর্যামী পুরুষ বিপরীত দিকে আমাদিগকে এমনই আকর্ষণ করিলেন যে, সে আকর্ষণ অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইল। আমরা এই আকর্ষণে বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিলাম, এবং পরম পুরুষ আমাদের আশ্রয় হইলেন, এবং তিনি আমাদের জন্য অত্যাশ্রমীর নূতন আশ্রম রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অত্যাশ্রমীর আবার আশ্রম কি? স্বয়ং ঈশ্বর অত্যাশ্রমীর আশ্রম। পূর্ব্বাশ্রমে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল না। সমাজে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে, কোন কথা না কহিয়া সেই সকল অনুসরণ আশ্রমোচিত ধর্ম্ম ছিল। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাদের শাস্ত্র নিয়ম বিধি, আমি যাহা বলিব তোমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। তোমরা লোকনিন্দায় ভীত হইও না। আমি তোমাদিগকে লইয়া অত্যাশ্রমীর আশ্রম নির্ম্মাণ করিব। তোমাদের গৃহ আমার গৃহ হইবে, তোমরা আমার পুত্রকন্যা হইয়া তাহাতে বাস করিবে। গৃহের সকলে আমার ব্যবস্থামত চলিবে।' তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই সমুদায় বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইলেন, এবং তিনিও তাঁহাদের সমুদায় ভার গ্রহণ করিলেন। অত্যাশ্রমিগণের আর ঈশ্বর ভিন্ন শাস্ত্রবিধিনিয়মাদি কিছুই রহিল না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যদি আমরা অত্যাশ্রমধর্ম্মে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা আশ্রমভ্রষ্ট হইবার বিশেষ ভয় আছে। অত্যাশ্রমিগণকে ধনমানাদি কিছুতেই আকর্ষণ

করিতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহাদিগের আকর্ষণ। অত্যাশ্রমিগণ ঈশ্বরের আদেশে সংসার মধ্যে বাস করিতেছেন। সংসার তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য কত মায়াজাল বিস্তার করিতেছে। সংসারে থাকিয়া তাঁহারা সংসারের অতীত, সংসারের ইহা কিছুতেই সহ্য হয় না। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে ভ্রষ্ট করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার একান্ত যত্ন। সংসার কখন কোন্ বেশে আসিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সকল বেশাপেক্ষা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া যখন সংসার আইসে, তখনই বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এটি ধর্ম্ম এই জ্ঞানে এ সময়ে ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি থাকে না; সুতরাং অত্যাশ্রমীর পতন উপস্থিত হয়। 'সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও) অন্তর্যামীর এ কথার প্রতি আর তখন দৃষ্টি থাকে না। এই দৃষ্টির অভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কত অত্যাশ্রমীর পতন হইয়াছে। যদি কোন সাবধান বাক্য উপাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা অত্যাশ্রমিগণকে এই বলিয়া সাবধান করিতেছি, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলা অত্যাশ্রমীর প্রধান ধর্ম্ম; পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কাহারও অনুরোধে যেন অত্যাশ্রমিগণ ঈশ্বরের কথায় কর্ণপাত করিতে অবহেলা না করেন। আমরা আশা করি, এই সাবধান বাক্যের প্রতি যথোচিত মনোযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহারা সংসারে নিয়ত নিরাপদ থাকিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তুমি কি এবার আরাধনার তত্ত্ব বলিবে?

বিবেক। আরাধনার তত্ত্ব বলিবার পূর্ব্বে যথার্থ আরাধনা হইবার পক্ষে কি প্রয়োজন তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য আপামরসাধারণ সকলকে হরিনাম বিতরণ করিলেন, কিন্তু দেখ তিনিও নিয়ম করিলেন, 'তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া হরিনাম নিরত কীর্ত্তন করিতে হইবে।' তাঁহার এ নিয়মকে অতীব দুঃসাধ্য মনে করিয়া এক জন বৈষ্ণব আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব হইব বলি বড় ছিল সাধ; 'তৃণাদপি' শোলকে পাড়ল পরমাদ।" সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে 'তৃণ হইতে নীচ' ইত্যাদি কথার মধ্যে আমিত্বের গন্ধ আছে। আমি তৃণ হইতে নীচ, আমি তরু হইতে সহিষ্ণু, আমি স্বয়ং অমানী, অপরকে মান দিয়া থাকি, এ জ্ঞান যে ব্যক্তির জন্মিল, তাহার আমিত্বতো একেবারে নির্ম্মূল হয় না। সত্যই যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মানুরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহার সে বোধ কিছু দূষণীয় নয়, কিন্তু আরাধনার অধিকারিত্ব ইহা হইলেও হয় না। আমিত্বকে সম্পূর্ণ ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া আমিত্বশূন্য হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তবে আরাধনায় কৃতকৃত্যতা হওয়া যায়।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আরাধনা হইতেই পারে না। তবে ব্রাহ্মসমাজে আরাধনার এত আড়ম্বর কেন?

বিবেক। ব্রাহ্মসমাজে যে আরাধনা হয়, তাহা খাঁটি হয় কি না, বক্তৃতামাত্রে পর্য্যবসন্ন হয় কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। 'আমিত্বশূন্য' বিশেষণটি শুনিবামাত্র যে, আরাধনা হওয়া অসম্ভব বলিয়া তুমি স্থির করিলে ইহা ঠিক হইল না। শ্রীচৈতন্য হরিনামগ্রহণে যে নিয়ম করিয়াছেন, তদপেক্ষা এটি সহজ, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। সাধক আরাধনা করিবেন, কাহার? অনন্ত ব্রহ্মের। অনন্তের সমীপবর্ত্তী হইতে গেলেই যে সান্ত জীব কিছুই নয় হইয়া যায়, তাহার আমিত্বের অভিমান বিলুপ্ত হয়। সে কি আর তখন আপনার শক্তি-জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যের অভিমান রাখিতে পারে? ঈশাকে ভাল বলাতে, তিনি বলিয়াছিলেন, আমায় ভাল বলিও না, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ভাল নয়, এ কথার মর্ম্ম কি কিছু বুঝিয়াছ? অনন্তকে কদাপি চক্ষুর আড়াল করিও না, দেখিবে আমি কিছুই নই, আমার কিছুই নাই, এই ভাব সিদ্ধ হওয়া কত সহজ। আরাধনার প্রথম বাক্যেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' রহিয়াছে। তোমায় মহতোমহীয়ান্ অনন্ত ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইতে হইবে, সে স্থলে তোমার আমিত্বের অভিমান দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

বুদ্ধি। তুমিতো বলিলে অনন্তের নিকটবর্ত্তি হইবামাত্র আমিত্বের অভিমান বিলুপ্ত হয়। লোকে আরাধনাও করে, অথচ আমিত্বের অভিমানও ঘোচে না, ইহার অর্থ কি? তুমি বলিবে, তাহারা অনন্তের সমীপবর্ত্তী হয় না। হয় না কেন, তাহারও তো কোন একটা কারণ আছে?

বিবেক। কারণতো আছেই। 'আমিত্বকে ভগবচ্চরণে অর্পণ' এই কয়েকটি শব্দ যে আমি উচ্চারণ করিয়াছি, তৎপ্রতি তুমি বুঝি মনোযোগ কর নাই? ঘর বাড়ী দেহ মন ইত্যাদি যাহা কিছু 'আমার' বলা যায়, সে সকলই আমিত্বের অন্তর্গত। যে সকলকে

আমার আমার বলি সেই সকল জীবকে, সে আপনি কি তাহা ভুলাইয়া দেয়। যে সকলকে 'আমার' বলি, সে সকল আমার নয়, আমি পর্য্যন্ত আমার নই, এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া জীবের আমিত্ব স্ফীত হইয়া উঠে। সেই দিন জীবে যথার্থ তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, যে দিন সে হৃদয়ঙ্গম করে, এ সকলই ঈশ্বরের, আমিও ঈশ্বরের। এই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইবামাত্র সকলই ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হইল, আমির স্থলে ঈশ্বর আসিয়া অধিকার করিলেন। 'আমিত্বকে ভগবচ্চরণে অর্পণ' এ বাক্যের অর্থ এই। এই অর্পণকে 'সন্ন্যাস' বলে। সন্ন্যাসি দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের আরাধনা করিবার অধিকার লাভ হয়, শঙ্করাদি এজন্যই এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই আমার অভিলাষ।

বুদ্ধি। আমি নারী হইয়া সন্ন্যাসিনী হইব, ইহা কি সম্ভব? সংসারের সকল বিষয় যে জাতিকে দেখিতে হয়, সে জাতি কিরূপে সন্ন্যাসী হইবে।

বিবেক। নারীইতো সন্ন্যাসী হইবার যোগ্য। যাহার আপনার জন্য কিছু নাই পরের জন্য সব, সেইতো সন্ন্যাসী। তবে পুত্র কন্যাদির জন্য সন্ন্যাস না করিয়া ঈশ্বরের জন্য সন্ন্যাস করিলেই নারী আরাধনার অধিকারিণী হইবেন,' এই মাত্র বিশেষ। পুত্র কন্যাদি সকলেই ঈশ্বরের আমার নহে, অতএব এদের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য ইহাদের সেবা করিতেছি, এ জ্ঞান উপার্জ্জন করা কি আর একটা কঠিন কথা? তুমি যে আমোদ স্পৃহাপরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যে মন দিয়াছ, উপাসনা প্রার্থনাকে জীবনের সার করিয়াছ, জানিও এই পথই প্রকৃষ্ট পথ। তোমার সন্ন্যাস সিদ্ধ হউক, তোমার আরাধনা বন্দনা দিন দিন গভীর হউক, এই আমার তোমার প্রতি শুভ ইচ্ছা। একটী কথা বলিয়া রাখি, যেন কখন সন্ন্যাসের অভিমান মনে উপস্থিত না হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর, যদি সে অভিমান উপস্থিত হয় তাহা হইলে অভিমান উপস্থিত হইয়াছে তাহাই বা বুঝিব কি প্রকারে, অভিমান তাড়াইবই বা কি প্রকারে? জানিও সন্ন্যাসের অর্থ, সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত হওয়া। তোমার সন্ন্যাস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল, কত প্রশংসা করিতে লাগিল, হয়তো সেই সময়ে ঈশ্বর তোমায় এমন কাজ করিতে বলিলেন, যাহা করিলে লোকে আর তোমায় সন্ন্যাসী বলিবে না, সংসারী হইয়া গেলে বলিবে। ইহাতে এক দিকে তোমার মর্য্যাদা হানি হইবে, অন্য দিকে তুমি যদি ঈশ্বরের সে ইচ্ছা পালন না কর, তুমি মানাকাঙ্ক্ষী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে। অভিমান সর্ব্বনাশের মূল, ঈশ্বর সে অভিমান কিছুতেই তোমাতে থাকিতে দিবেন না; এজন্য কোন একটি বিষয়ে অভিমান দেখা দিবামাত্র সেটিকে তিনি চূর্ণ করেন, অথবা তোমায় এমন কিছু করিতে বলেন যাহা করিতে গিয়া লোকের কাছে মান থাকে না; অভিমান তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লয়। এ ছাড়া আর একটি কথা বলিতেছি মন দিয়া শোন। কোন বিষয়ে তোমার জয় বা আমার জয় বা অপরের জয় মনে করিও না, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার জয়। একথা বলিতেছি কেন জান? প্রকৃত জয় কাহার জানিলে তুমি নির্ব্বিকার ও প্রসন্নভাবে যিনি নিত্য জয় তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে যত্নবতী হইতে পারিবে। যাউক, আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রাপ্ত।

কোন প্রতিষ্ঠিত পরিবার হইতে বয়োবৃদ্ধ গৃহকর্ত্তা তীর্থপ্রবাসে চিরপ্রবাসী হইলে গৃহমধ্যে যে অভাব অনুভূত হয় ও কোন মণ্ডলী নেতৃশূন্য হইলে তাহা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আমাদের বাঁকিপুর নববিধানমণ্ডলীর অবস্থাও আজ তদনুরূপ। আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় সাংসারিক নানা প্রকার পরীক্ষায় নিপতিত হইয়া সম্প্রতি বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিয়া গোরক্ষপুর গমন করিয়াছেন। বিহারে ষোড়শ বৎসর অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যদি কেহ জীবনের রক্ত ক্ষয় করিয়া থাকেন, বিহারে পারিবারিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের মহাব্রত লইয়া যদি কেহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকেন এবং বিহারে প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে পারিবারিক-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার অন্তস্তলে যদি কাহারও প্রাণের রক্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমুদায় কার্য্যের মূলে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার। আমাদিগের ভক্তিভাজন আচার্য্যের পর পারিবারিক-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা প্রেরিত হইয়াছেন, আমার যত দূর বিশ্বাস তাহাতে শ্রদ্ধেয় দীননাথ মজুমদার মহাশয়ই এ সম্বন্ধে অগ্রণী।

দীনবাবু যে সময় বিহারপ্রদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বিহারে এখন ব্রাহ্মসমাজের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পারিবারিক উপাসনাপ্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় দীনবাবু কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন আমি তৎসম্বন্ধে দুটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার সমষ্টিপুর অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় দীনবাবু সেখানে প্রচার ব্রতে অনেকবার গমন করিয়াছেন। তিনি যখন যখন সেখানে গিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক বারই পারিবারিক উপাসনা কিরূপ চলিতেছে তাহার বিশেষ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যখন গমন করেন, তখন আমাদের উপাসনার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট অথবা কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। শ্রদ্ধেয় দীনাথ বাবু সেখানে নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের গৃহের এক প্রান্তে উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীর স্থাপন করাইয়া তবে চলিয়া আসিলেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের বাটীতেও পারিবারিকধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দীনবাবুর প্রাণের এইরূপ ব্যাকুলতা।

দীনবাবুর অবর্ত্তমানে কিরূপ স্থানীয় মন্দিরের কার্য্য চলিবে এ বিষয় নির্দ্ধারণ ও মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি পত্র দীনবাবুর নিকট প্রেরণ করিবার জন্য নববিধানসংক্রান্ত কমিটীর মেম্বরগণ

বিগত সোমবার সন্ধ্যার সময় শ্রদ্ধেয় ডাক্তর পরেশ বাবুর বাটীতে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত শ্রদ্ধেয় দীন বাবু মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, দীনবাবুর স্থান পূর্ণ করিবার জন্য এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, কিন্তু মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহজন্য মণ্ডলী হইতে সুযোগ্য আচার্য্যনির্ব্বাচনও প্রয়োজন। সভার সভ্যদিগের মতানুসারে এখন আচার্য্যের কার্য্য কোন ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ না থাকিয়া সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকটি সুযোগ্য ব্যক্তির উপর এই কার্য্যভার বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তি আচার্য্য না থাকিয়া নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহকগণই আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। জানি না সভাস্থ সকলেই এই মতকে সম্পূর্ণ পোষণ করিতে পারিয়াছেন কিনা। আমার সম্বন্ধে আমি এইবলি যে, আমার হৃদয় এ মতে সায় দিতে পারে নাই। একথাত আমাদের পড়িয়াই রহিয়াছে যে, আমাদের ভক্তিভাজন নববিধানপ্রবর্ত্তক স্বর্গগত আচার্য্য কেশব চন্দ্র চিরদিনই আমাদের মণ্ডলীর ও সমাজের আচার্য্য। কেশব চন্দ্রের আত্মা চিরদিনই আমাদিগের ভিতর কার্য্য করিতে থাকিবে। ধর্ম্মমন্দিরের অনুরোধে ও মন্দিরের প্রথানুসারে আচার্য্যনিয়োগের প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন বিশেষ মন্দিরের জন্য আচার্য্যের দল গঠিত হইতে পারে না। এরূপ প্রথা কি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মের বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? কয়েক জন আচার্য্য নিযুক্ত হউক, ইহা কিরূপ কথা তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এক জন আচার্য্য ও আর নির্ব্বাচিত ভক্তগণ তাঁহার সহকারী হইয়া প্রয়োজন মত কার্য্য করেন, ইহাই বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার ভিতরে আরও কয়েকটী কথার বিচার হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা নবসংহিতার নিয়মানুযায়ী দীক্ষিত নহেন, যাঁহারা পুরাতন প্রেরিত ও প্রচারকদিগের ন্যায় সংসারিক উন্নতির সঙ্কল্পকে জলাঞ্জলি দিয়া ত্যাগশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই, যাঁহারা এখনও সংসারে পদ ও স্থানমর্য্যাদা লইয়া সংগ্রাম করিতেছেন, যাঁহারা নবসংহিতার নিয়মানুসারে বিধিপূর্ব্বক প্রচারব্রত অবলম্বন করিতে এখনও হৃদয়ের সাহস দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারা কিরূপে চিহ্নিত প্রচারকরূপে বেদীর অধিকার গ্রহণ করিতে পারেন, বলিতে পারি না। উভয় দিকেই মহাসমস্যা। তবে আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, ইহারা বেদী অধিকার করিবার উপযুক্ত নহেন। উদ্দেশ্য এই যে, মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী, Church discipline, মানিতে গেলে, বিধি ও সংহিতা অতিক্রম করা হইবে না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র মণ্ডলীর Laymen দিগকেও বেদীর অধিকার দিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল Laymen প্রচারক অথবা আচার্য্য বলিয়া অভিষিক্ত হন নাই। কেশব চন্দ্র নিজকেও আচার্য্য বলিতে না দিয়া "সেবক" বলিয়া গিয়াছেন। তাই বলি এ আচার্য্যশব্দের উপর যেন অন্যথা আক্রমণ করা না হয়। মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী অনুসারে আমাদের মধ্যে কোন চিহ্নিত ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের দরবারের অনুমোদিত প্রচারব্রতগ্রহণকারী ত্যাগধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আচার্য্যনিয়োগ ও নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগকে পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োজনানুসারে বেদীর অধিকার প্রদান করা হউক, ইহাতে Church discipline অমান্য করা হইবে না।

মণ্ডলীর কমিটি হইতে ভক্তিভাজন শ্রদ্ধেয় দীননাথ মজুমদার মহাশয়কে যে কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার অবিকল অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভক্তি ভাজনেষু

মহাশয়! আপনি ষোড়ষ বৎসর কাল বাঁকিপুর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের কার্য্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে আমাদিগের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে অকস্মাৎ বিবিধ ঘটনায় বাধ্য হইয়া বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং বিশেষ সময়ে এই আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য দুটী কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না।

বিগত ষোড়ষ বৎসর কাল আপনি বাঁকিপুরে অবস্থানপূর্ব্বক এখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলীর যে উপকারসাধন করিয়াছেন তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আপনার প্রযত্নে বিহারবাসী অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে নিত্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু অন্তরায়ের মধ্যে কিরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠ সৎপরিবার সংগঠন করিতে হয়, আপনার জীবন তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদিগের পারিবারিক রোগ শোক দুঃখের সময় আমরা আপনার যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়াছি তাহা আমরা কখন বিস্মৃত হইতে পারি না।

সম্প্রতি আপনার বহু গুণান্বিত পুত্র ও একটী কন্যার জন্য অসহ্য শোকভার যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বহন করিয়া বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদিগের বিশেষ শিক্ষার বিষয় হইয়াছে। আপনার শোকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। আপনার বাঁকিপুরপরিত্যাগে আমরা যে দুঃখ বোধ করিতেছি তাহা ব্যক্ত করা বাহুল্য; যে অবস্থায় পড়িয়া আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন তাহা স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বিগত বহু বৎসরে আমাদের আপনার সহিত যে সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, আশা করি স্থানের দূরত্ব তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না। আমাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই আপনার যে ঘনিষ্ঠ অধ্যাত্ম যোগ আছে, আমাদের আশা ও বিশ্বাস এই যোগ কখনও অন্তর্হিত হইবে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক।

বাঁকিপুর ব্রাহ্ম সমাজ।

২রা পৌষ, ১৮২২ শক।

বলিতে পারি না যে দীনবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপক্ষে আমাদের এই পত্র যথেষ্ট হইয়াছে। যে কার্য্যের পুরস্কার ভগবানের নিকট, আমাদিগের নিকট সে কার্য্যের কতটুকু সমাদর হইতে পারে?

বিহারে যতদিন ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি দৃঢ়ভূত থাকিবে ততদিন এখানকার প্রত্যেক নগর ও উপনগর তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যতদিন আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে পারিবারিক ধর্ম্মের প্রতি সমাদর থাকিবে। ততদিন মণ্ডলী তাঁহার ব্যাকুলতার সাক্ষ্য হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় দীন বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে থাকুন। এখানে তাঁহার কার্য্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

বাঁকিপুর নব বিধান সমাজ। ২১।১২।০০ } সেবক শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নোয়াখালী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একাধিক সপ্ততিতম মাঘোৎসব।

১০ই মাঘ বুধবার সন্ধ্যার পর মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। আমাদের প্রজাবৎসলা ভারতমাতা ভারতেশ্বরীর পরলোকগমন বার্ত্তা অদ্য প্রাতে সমাগত হইয়াছে। উৎসবের প্রথম করিয়া রবিবার উৎসবক্ষেত্রে পদার্পণ করিব, তখন এই সংবাদ পাইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে মন্দিরে গমন করিলাম। ২টী মহিলা ও সন্তানগণ ও কতিপয় উপাসক উপস্থিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। শোকে তাপে মা কেমন আমাদিগকে উৎসবমন্দিরে আনয়ন করিলেন তাহা উদ্বোধনে বিবৃত হয়। মা প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে যে তাঁহার ইচ্ছামত উৎসব আরম্ভ করিতে দিলেন তাহা বুঝিতে দিলেন।' 'এই ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, নিবারণ করিও না, কারণ ঈদৃশ লোকেরই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী' ইত্যাদি প্রবচন পঠিত হইয়া এই মর্ম্মে উপদেশ হয় যে আমাদিগকে এবার উৎসবে শিশুপ্রকৃতি লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। উদারভাবে দৃশ্য অদৃশ্য সকলকে প্রেমদান করিয়া দিন দিন শিশুর ন্যায় মাতাতে নির্ভর করিতে হইবে। শিশু যেমন আড়ম্বরশূন্য আমরাও সেইরূপে মার প্রেমানন দর্শন করিয়া এবার উৎসবে শান্তিলাভ করিব। "হাবা ছেলের মত কেবল ডাকব তোমায় মা বলে" ও "ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রাণেশ্বর কেবল তোমার ইচ্ছামত" এই সঙ্গীতান্তে উপাসনা শেষ হয়। প্রথম দিনেই মার আশ্বাস পাইয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে মন্দিরে প্রথমতঃ কীর্ত্তন হইয়া পরে উপাসনা হয়। বিধানে ভগবান্ যে পাপী তাপী নর নারীর বিশেষ সম্পত্তি হইয়াছেন তাহা আরাধনায় প্রকাশ পায় এবং আমরা যে পতিত হইয়াও অদ্য তাঁহার কৃপা সম্ভোগ করিলাম-তাহা তাঁহার বিধান প্রভাবেই হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর পুনরায় কয়টী নরনারী ও অল্পসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক উপাসনায় যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু হইতে "পবিত্রতাই সর্ব্বে সর্ব্বা, পঠিত হয়। অদ্য মধ্যাহ্নে অল্পসংখ্যক আহূতদের সঙ্গে খেচরান্ন আহার হইয়াছিল।

১২ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে আমার বাসায় উপাসনা সঙ্গীত প্রার্থনাদি হইয়াছে। সায়াহ্নে শ্রীমান্ শিবপ্রসাদ গুপ্তের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। আমরা প্রত্যেকে যে যে প্রকৃতি-বিশিষ্ট সেই প্রকৃতিকে স্বাধীনভাবে সত্যের দিকে পরিচালনা করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিজ নিজ জীবনে সিদ্ধ হয় এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। উপাসনান্তে প্রীতিভোজ হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ শনিবার অদ্য নগরকীর্ত্তনের কথা ছিল এবং তাহার আয়োজনও করা হইয়াছিল কিন্তু বন্দনীয়া ভারতেশ্বরীর মৃত্যুজনিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা মানসে কীর্ত্তন স্থগিত রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার পর আমার বাসায় কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্লোকসংগ্রহ হইতে ৩।১টী প্রবচন পঠিত হইয়া প্রার্থনা হয়। তৎপর শ্রীমান্ রাজেন্দ্রকিশোর গুপ্ত বিএ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বিধান সম্বন্ধে কিছু বলেন। সকলে মনোযোগের সহিত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছেন। এই দিন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উৎসবের অভিবাদন ও মহারাণীর মৃত্যু উপলক্ষে সহানুভূতিসূচক পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নিউ ডিস্পেনসেসন পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠান হইয়াছে।

১৪ই মাঘ রবিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় সকল উপাসক নববিধান মন্দিরে সমবেত হইলে শ্রীমান্ রাজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত করেন তৎপর মধুর উপাসনা হয়। সেবকের নিবেদন হইতে "জয়োস্তু নববিধান" পঠিত ও সেই মর্ম্মে প্রার্থনাদি হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে শিশু ও বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ২ ঘটিকার সময় মন্দিরের দ্বার খোলা হয় এবং সঙ্গীত হইয়া ৩টার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। শ্রীমান্ রাজেন্দ্রকিশোর উপাসনা করেন, আমার প্রার্থনার বিষয় নিঃস্বার্থ ধর্ম্মসাধন ছিল। তৎপর আচার্য্যের প্রার্থনা, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ হইতে "সংসারধর্ম্ম" ও উপদেশ হইতে "অভ্যাসই শত্রু ও অভ্যাসই মিত্র" পঠিত হয়। তৎপর আত্মার চৈতন্যবিষয়ে আলোচনা হইলে ৫টার পর জমাট কীর্ত্তন হইয়া বৈকালের উপাসনা হয়। উপাসনার গভীরতা অনুভূত হইয়াছিল। সেবকের নিবেদন হইতে "নববিধানের বিজয় নিশান" পাঠ হয়। রাত্রি ৯টার পর উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

১৫ই মাঘ সোমবার প্রাতে আমার বাসায় নিয়মিত উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর আত্মীয়বর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত আইচ ফৌজদারি আদালতের মোক্তার মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। অদ্য "দেবসন্তানত্ব" আচার্য্যের এই প্রার্থনা ও আচার্য্যের উপদেশের "গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া" পঠিত হয়। দুই সমাজের কতিপয় উপাসক ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে আইচ মহাশয় সকলকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

১৬ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতে আমার বাসায় নিয়মিত উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর মন্দিরে উৎসবের শান্তিবাচনের উপাসনা হয়। এই দিন মার করুণা দীন দুঃখিগণ উৎসবে কিরূপ ভোগ করিয়া

ছিলেন তাহার আলোচনা হয়। শ্রীমান্ রাজেন্দ্রকিশোরও সেই বিষয় বলিয়া সাক্ষ্যদান করেন ও প্রার্থনা করেন। সাধারণ সমাজের কতিপয় বাবুও যোগ দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। সমাজের ২টী মহিলা প্রায় সকল সময়েই যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

অদ্য মহারাণী ভারতেশ্বরীর পরলোকগত আত্মার জন্য মঙ্গল ও শান্তি ও রাজপরিবার ও নূতন রাজার জন্য স্বর্গের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হইয়াছে। জগন্মাতা এবার উৎসবে দীন দুঃখিদীগকে বিশেষ দয়া করিয়াছেন। যদিও দৃশ্যতঃ উৎসব অদ্য শেষ হইল বলিয়া যেরূপ মন ক্লিষ্ট হইল, সেইরূপ এই উৎসব অনন্ত উৎসবের দ্বারস্বরূপ ইহা শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। এবার মেয়েদের বিশেষ যত্নে মন্দির ও বাটী সাজান হইয়াছিল। যাঁহারা এই কাজে ব্যবহৃত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য ও যাঁহারা এখানে কি অন্যত্র রহিয়াছেন সকলের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করা হয় ইতি।

নোয়াখালি বিধানসমাজ ১লা মাঘ ১১০১	বিনীত শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। সম্পাদক।

মুঙ্গের নববিধানসমাজের উৎসব।

ভক্তের প্রিয় স্থান ও ভক্তিপ্রেমতীর্থ নামে ব্রাহ্মজগতে বিদিত সেই ভূমি মুঙ্গেরের (৩২) চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব গত ৫ই পৌষ হইতে ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হয়। তদ্বিবরণ নিম্নে দিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন। সেই দিন রাত্রে উৎসবের উদ্বোধনপূর্ব্বক উপাসনা হয়। উপাচার্য্যের কার্য্য আমিই করিয়াছিলাম। ৬ই পৌষ বিশেষ কিছু হয় নাই, কেবল রাত্রে আলোচনাদি হইয়াছিল।

৭ই পৌষ শনিবার বৈকালে কেল্লার পূর্ব্ব গেটের ময়দানে প্রথমতঃ ২টা হিন্দী ভজন করিতে করিতে প্রায় ৫০। ৬০ জন লোক জড় হইলে প্রিয় ব্রজগোপাল বাবু বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাহার সার—প্লেগ ও অন্যান্য পীড়ার ভয়ে লোক পলায়ন করিতেছে, যেখানে যাইতেছে সেখানেও মৃত্যুভয় ঘুচিতেছে না। এমন স্থান কোথায় আছে যেখানে যাইলে আর কোন ভয় থাকে না? আত্মা যখন পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হয় তখন ভয় থাকে না। সে অবস্থা লাভ করিতে হইলে কি কি চাই? সত্য কথা বলা, সত্য পথে চলা, সকলকে ভালবাসা ও পরোপকার করা, শুদ্ধ পবিত্র হওয়া ইত্যাদিতে তাঁহার সঙ্গে মিলন হয়। পরে প্রিয় নবকুমার বাবুও কিছু বলেন। তাহার মর্ম্ম এই, এখানে বেহার ব্রহ্মমন্দির অনেক দিন স্থাপিত হইয়াছে; সকলের যাইবার অধিকার আছে; সেখানে ভগবানের উপাসনা ও ভজন হয়, সকলের প্রতি দ্বার খোলা আছে। তাহাতে অনেকে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পর দিন রবিবার এবং সোমবার অনেকে আসেন।

৮ই পৌষ রবিবার—অদ্য সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। সুন্দর প্রাতঃকাল; মন্দির পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত এবং চারিধারে নানাবিধ নববিধান নামাঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে। বালক বৃদ্ধ যুবা নরনারীতে গৃহ পূর্ণ হইল। ৬৷৷টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত, পরে প্রিয় ব্রজগোপাল বাবু বেদীতে উঠিয়া উদ্বোধন হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভক্তিজলে নিজে এবং সকলকে অভিষিক্ত করেন। আরাধনাতে সকলের প্রাণ বিগলিত হয়। পরে সাধারণ প্রার্থনার পর প্রিয় নবকুমার বাবুর পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার নববিধানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উপদেশ আর স্বতন্ত্রভাবে না হইয়া দীক্ষিতকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণ ভাবে উপদেশ হয়। উপদেশের সার—বিনয়, দীনতা, এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া কি প্রকারে অর্থ ব্যবহার করিতে হয়, আর দীক্ষিতকে কি প্রকারে জীবন যাপন করিতে হইবে তাহাও বিবৃত হয়। পরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন জমাট রকম হইয়া ১০টার সময় শেষ হয়।

পরে মন্দিরের পশ্চাৎ দিকের প্রাঙ্গণে উপরে সামিয়ানা তাহার নিম্নে বসিয়া প্রায় ১৬। ১৭ জন একত্রে প্রেমান্ন আহার করেন। পরে ১টার সময় পাঠ—শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন বাবু প্রথমে আচার্য্যের একটী প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর প্রিয় ব্রজগোপাল বাবু গীতা ও অন্য অন্য ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আলোচনা। কতকগুলি হিন্দু যুবা কূট প্রশ্ন দ্বারা শুষ্কতর্ক করিয়া সকলকে বিরক্ত করেন। পরে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খুব জমাট সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ৫টার পর শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন বাবু রাত্রিকালীন উপাসনা করেন। রাত্রে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সার—করুণাময় পরমেশ্বর যে মনুষ্যহৃদয়ে সদাসর্ব্বদা উপস্থিত রহিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই প্রকার সাধন ভজন করিলে পাপ তিরোহিত হয়। তাহার পর প্রিয় ব্রজগোপালবাবু সংক্ষেপে একটু উপদেশ দেন তাহার সার—উৎসবে ঈশ্বরকৃপায় যাহা কিছু পাওয়া গেল ও পূর্ব্ব বর্ষে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা স্মরণ, ও তদনুসরণে সাধন ভজন করিয়া জীবন উন্নত করিতে হইবে।

২৯ পৌষ সোমবার। প্রাতে মন্দিরে একত্র উপাসনা হয়। সকলের অনুরোধে উপাচার্য্যের কার্য্য আমাকেই করিতে হয়। উপাসনা খুব সরস হইয়াছিল। ২টার পর কতকগুলি বেহারি বালককে প্রিয় ব্রজগোপাল বাবু আকারের জীবন দ্বারা বিবেকের প্রাধান্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, এবং পরে কতকগুলি বিদ্বান্ হিন্দুস্থানী শিক্ষকশ্রেণীর লোক আসিলে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশ গুলি সারগর্ভ ও হিন্দুশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধীয়।

২৫শে পৌষ মঙ্গলবার। শ্রীঈশার জন্মদিন উপলক্ষে কোন ধনী হিন্দুস্থানী ভূম্যধিকারির উদ্যানে উপাসনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। উপাচার্য্যের কার্য্য প্রিয় ব্রজগোপাল বাবু করেন ; শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন বাবু একটী নূতন প্রার্থনা করেন। তৎপর সকলেই প্রার্থনা করেন। শেষে ব্রজগোপাল বাবু উপদেশ দেন। তাহার সার—যেমন ঈশ্বরের নাম বৃথা লইলে পাপ, তেমনি ভক্তের নাম বৃথা লইলে পাপ। কেবল মুখে ঈশা ঈশা বলিলে হইবে না, যদি হৃদয়ে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না থাকে। পরে ঈশার চরিত্র ও শোণিত মাংস পানাহার করিয়া সকলে সকটারোহণে সীতাকুণ্ডে যান। পরে পৌড়-পাহাড়ে বসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন হয়।

নববিধান জননীর শ্রীচরণে এই আমাদের প্রার্থনা যে এই বৎসরে আমরা যে সকল স্বর্গীয় রত্ন পাইলাম, তাহা যেন আমরা না হারাই।

শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব।

বিগত ২১শে ফাল্গুন বসন্ত পূর্ণিমা দিবসে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনোপলক্ষে প্রচারকার্য্যালয়ে উৎসব হইয়াছিল। ছাদের উপর চাঁদোওয়ার নিম্নে উৎসবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। "অনেক সাধু মহাজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা কেবল কথায় ও বক্তৃতায়, জীবনে নয়। আমি শ্রীচৈতন্যের অনুগামী, তাঁহাকে ভক্তি ও আদর করি, এরূপ কথায় বলিলে কি হইবে? যদি জীবনে ভক্তির মত্ততা তীব্র বৈরাগ্য ও চরিত্রে শুদ্ধতা প্রকাশ না পায়, চৈতন্যকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, এবং তাঁহাকে গ্রহণ করা কেবল কথার কথামাত্র। অনেকে ঈশাকে ভক্তি করেন বলেন, ঈশার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে ও ঈশার জীবনে স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ। ঈশার সেই পরদুঃখকাতরতা, পরের জন্য জীবনদান, তীব্র বৈরাগ্য এবং ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা, চরিত্রের পবিত্রতা, এক বিন্দুও জীবনে গ্রহণ না করিয়া ঈশা ঈশা বলিয়া চিৎকার করিলে কি হইবে? আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ ও চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র ধারণ করিয়া, ধর্ম্মসমন্বয়, বিশ্বাস ও প্রেমের বিরুদ্ধে চলিয়া, পুনঃ পুনঃ আচার্য্যের বক্ষে আঘাত করিয়া, আমি আচার্য্যকে ভক্তি করি বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কুফানিবাসী ওবয়সকরণী হজরত মোহম্মদকে কখনও স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই, কিন্তু তিনি হৃদয়ে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম স্থাপন করিয়াছিলেন। শত্রু প্রস্তরাঘাতে হজরতের দন্তপংক্তি ভগ্ন করিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ওবয়স মহাদুঃখে নিজের কয়েকটী দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনেক লোক সাধুসহবাসে থাকিয়াও সাধুদর্শন করে না, সাধুর সঙ্গে সম্মিলন স্থাপন করিতে পারে না। সাধুর শরীরের সান্নিধ্যলাভ ও শরীরদর্শন, সাধুর সঙ্গে যোগ ও সাধু দর্শন নয়। আত্মা সাধু, শরীর নয়। আমাদের সাধু সহবাসে থাকিয়া সাধু দর্শন ও সাধুর সঙ্গে যোগ আধ্যাত্মিক নয়, শারীরিক। আমরা জীবন দ্বারা যেন সাক্ষ্যদান করিতে পারি, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঈশা প্রভৃতি মহাজনের আমরা অনুগামী ও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা প্রীতি করি। কথা ও বক্তৃতা শুনিয়া আর কেহই তৃপ্ত হয় না।"—এই ভাবের উপদেশ হইয়াছিল। সাধুসমাগম পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী শ্রীচৈতন্যবিষয়ে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে আলোচনা, সন্ধ্যাকালে "একাধারে নরনারীপ্রকৃতি" শীর্ষক আচার্য্যের উপদেশ পাঠ, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রার্থনা করেন। এইরূপে চৈতন্যোৎসব সম্পন্ন হয় [illegible] ন্যের কোন কোন প্রিয় খাদ্য সকলে সে দিন ভক্ষণ করিয়াছিলেন

সংবাদ।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দে মহাশয়ের দশম সাংবৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। খাটুরার ব্রহ্মমন্দিরপ্রাঙ্গণে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। স্বর্গগত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ মনোমোহন দের সঙ্গে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সেখানে যাইয়া সমাধিপার্শ্বে উপাসনা করিয়াছেন। মঙ্গলবাড়ীতেও বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীমান্ মনোমোহনের জননী, ভ্রাতা ভগিনী ও অন্য আত্মীয়বর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা করিয়াছিলেন।

বিগত ১২শে ফাল্গুন রবিবার বাঘিলনিবাসী শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বসুর নবকুমারীর জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে কুমারীর মাতামহ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের আলয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর যত্নে প্রচারকার্য্যালয়ে বালকবালিকাদিগের জন্য রবিবাসরীয় বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। গত রবিবার প্রাতে ১২। ১৪ জন বালকবালিকা উপস্থিত ছিল। প্রতি বুধবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় কতিপয় মহিলা প্রচারাশ্রমের উপাসনালয়ে সৎপ্রসঙ্গ করিবার জন্য সমবেত হইতেছেন। প্রচারকদিগের মধ্যে ২। ১ জন উপস্থিত থাকেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী এক্ষণও ইডেন হাসপাতালে একটি স্বতন্ত্র ঘরে চিকিৎসাধীনে আছেন। দুই বা আড়াই মাস হয়তো তাঁহাকে চিকিৎসার্থ সেখানে থাকিতে হইবে। ঘরভাড়া মাসিক ৩০৲ একটী চাকরাণীর বেতন ১২৲ দিতে হইতেছে। এই ব্যয়ভারবহন দয়ালু বন্ধুদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।

কিয়দ্দিন যাবৎ মুঙ্গের নববিধান মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ। উক্ত মন্দিরের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগচি মহাশয়ের পত্নী প্লেগে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাগ্‌চি মহাশয় স্থানান্তরে চলিয়া

গিয়াছেন। মড়কের জন্য মুঙ্গের এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তথাকার অধিকাংশ লোক ভয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। একজনও ব্রাহ্ম সেখানে নাই। মুঙ্গের তীর্থভূমিস্বরূপ ছিল। এক সময়ে এই স্থানে ব্রাহ্মদিগের ভক্তির মত্ততা ও সাধন ভজনের স্রোত দ্রুত চলিয়াছে। আচার্য্যের সেই প্রিয় মুঙ্গেরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে?

বিগত ১৬ই ফাল্গুন গড়ভবানীপুরে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র রায়ের নবকুমারের শুভ নামকরণক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শরচ্চন্দ্র এই শুভ কর্ম্ম নিজ বাটীতে হিন্দু পরিবারের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছেন, কাহা কর্ত্তৃক কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। উক্ত পল্লীতে এই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। শ্রীমান আশুতোষ রায় কুমারকে জিতেন্দ্রমোহন নাম প্রদান করিয়াছেন। বিধানজননী নবকুমারকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাগলপুরের উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। উক্ত উৎসবোপলক্ষে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন ইংরাজিতে এক দিন বক্তৃতা দান করিয়াছেন।

একেশ্বরবাদী সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্রেজার উইলিয়মস্ সাহেব গত মঙ্গলবার দার্জিলিঙ্গ চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্বরই ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত রবিবার তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য এল্বার্টহলে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসূচক কিছু বলিয়াছিলেন। সাহেবের বাগ্মিতা অতি তেজস্বিনী, তাঁহার উৎসাহ ও ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল। তিনি বৃদ্ধবয়সে কলিকাতায় এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে দীর্ঘকাল সামান্যভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তিন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক একস্থানে একত্র করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ উৎসাহসহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তাহা অতিশয় আনন্দজনক। অনেকে তাঁহার উপদেশাদিতে বিশেষ উপকৃত ও তাঁহার সহৃদয়তায় প্রীত হইয়াছেন।

কুচবিহার হইতে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; "গত ২২শে ফাল্গুন পূর্ণিমা রাত্রিতে কেশবাশ্রমনামক উদ্যানে বসন্তোৎসব হইল। উদ্যানটি অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। প্রায় ৪০।৫০ টি ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহারাণীও আসিয়াছিলেন। উপাসনা ও প্রার্থনায় পুষ্পোদ্যানে ও চাঁদের মুখে হরির প্রকাশ সুন্দর হইয়াছিল। উপাসনান্তে উদ্যানেই লুচি সন্দেশযোগে ভোজ হইল।"

গত ৩রা মার্চ্চ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সেবকসমিতির অনুরোধক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেহানবিশ এবং আরো কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া বজ বজে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপাসনা বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাসের কন্যার জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদিনের পর ভগবানের কৃপায় সেই উৎপাড়িত ব্রাহ্মসহানুভূতিকারীদিগের মধ্যে একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

বিগত ১০ই মার্চ্চ টালাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সোম মহাশয়ের গৃহে সেবকসমিতিকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রাতে উপাসনা ও উপদেশ এবং বৈকালে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তালতলার হরিসেনামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তালতলা ইটালি সিঁতি প্রভৃতি দূরস্থ স্থান হইতে অনেকে আসিয়া তাহাতে যোগদান করিয়া বিশেষ উপকৃত হন, এবং আনন্দ প্রকাশ করেন।

—

প্রেরিত।

ময়মনসিংহ নববিধান সমাজের একত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মহিলাগণ পুনর্ব্বার দেবালয়ে একত্রিত হন, এবং উপাধ্যায় মহাশয় সৎপ্রসঙ্গ করেন।

অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময় সূর্য্যকান্ত টাউনহলে "কালাতীত স্বর্বিধর্ম্ম" বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন। শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টী বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বেদ উপনিষদ গীতা এবং ভাগবতের সময়ে ক্রমান্বয়ে কিরূপে ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হয়। বক্তৃতার সময়ে বক্তার মুখচ্ছবিতে এক স্বর্গীয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। সভাস্থল যেন ভগবানের আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ অনন্যচিত্ত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বিধানতত্ত্ব এমনই মোহকারী যে, কেহই তচ্ছ্রবণে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। বক্তৃতান্তে "যুগধর্ম্ম ভারতী" এই গানটী হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

৩রা পৌষ মঙ্গলবার। প্রাতে বাবু বিহারীকান্ত চন্দের বাড়ীতে উপাসনা হয়। দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতরে আমরা যাহাতে আমাদের এই জননীকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি, মা এই আশীর্ব্বাদ করুন এইরূপ প্রার্থনা হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় সকলেই বিধানাশ্রমে সমবেত হইলে নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং সংকীর্ত্তনের দল নগরের ছোটবাজার বড়বাজার ও অপর কোন কোন স্থান ভ্রমণ করিয়া রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় বিধানাশ্রমে আসিলে প্রার্থনান্তে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হয়। সংকীর্ত্তন অতি জমাট হইয়াছিল। কয়েকটী উৎসাহী যুবক উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিয়া এবং খোল বাজাইয়া এবার আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থতা সত্বেও পদব্রজে সমস্তপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং থানার

কাছে অতি সরল ভাষায় ভক্তি উদ্দীপক বক্তৃতা দানে উপস্থিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

৪ঠা পৌষ বুধবার। প্রাতে শ্রদ্ধেয় সেশন জজ শ্রীযুক্ত এ, সি, সেন মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে সন্ধ্যার সময় বিধানাশ্রমে আলোচনার সভা হইয়াছিল। বিধানের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। উপাধ্যায় মহাশয় বলেন স্বর্গে ঈশ্বর যেমন এক পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীও এক। আচার্য্য দেব এইরূপ সমস্ত মানবমণ্ডলীকে এক ভাবিয়া সেই মানবমণ্ডলীর সঙ্গে এক হইয়া নিত্য উপাস্য দেবতার উপাসনা করিতেন। ইহাই আচার্য্য জীবনের বিশেষ বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব। তিনি যোগিদল, জ্ঞানিদল, প্রেমিকদল ভক্তদল কর্ম্মিদল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দলকে এক করিয়া ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান মঙ্গল প্রেমপূর্ণ ইত্যাদি স্বরূপের সা[illegible] উপলব্ধি করিতেন। এই হেতু একটি ক্ষুদ্র মানবসন্তানকেও অগ্রাহ্য করা বিধানবিরুদ্ধ। এইরূপ বিধান এবং আচার্য্যের জীবনসম্বন্ধে বহু নূতন কথা হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় সেন সাহেব বলেন, ব্রাহ্মগণ জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা গ্রহণ করেন; কিন্তু আচার্য্য যখন ঈশ্বরের আদেশের কথা বলিলেন তখন তাঁহারা কিরূপে তাহা অবিশ্বাস করিলেন? আদেশ বিশ্বাস করা আর জীবন্ত ঈশ্বর অবিশ্বাস করা একই কথা। এই অবিশ্বাসই ব্রাহ্মদের পতনের কারণ। আচার্য্য আদেশ বলিলেন, যদি ইহা মিথ্যা হইত তাহা হইলে তাঁহার শেষ জীবনের অবস্থা এমত উন্নত হইত না। জীবন্ত ধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশ তাঁহার শেষ জীবনেই দেখা যায়। ফলতঃ যুগে যুগে বিধানপ্রবর্ত্তকদিগের জীবনে যেমন মহাব্যাপার হইয়া থাকে আচার্য্যের শেষ জীবনও তদ্রূপ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনই তাঁহার উপাস্য দেবতার জ্বলন্ত প্রমাণ। [illegible] হইলে আলোচনা শেষ হয়।

৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার। এই দিবস প্রাতে ও বিকালে দুই বেলা মন্দিরে উপাসনা হয়। উপাধ্যায় মহাশয়, উপাসনার কার্য্য করেন। প্রাতের উপাসনার উপদেশের সার এইরূপ—আমরা সকলে এক যোগসূত্রে আবদ্ধ আছি। আমাদের যোগ কখনও ভঙ্গ হইতে পারে না। যুগে যুগে যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই আমাদিগের যোগ রহিয়াছে। তাঁহারা এক এক জন এক এক ভাবের অবতার বটে। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া দূরে কল্পনা করিয়া রাখিতে পারি না, তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের জীবনের সঙ্গে এক হইবে, এই বিধাতার অভিপ্রায়। জগতে সহস্র সহস্র ঈশা সহস্র সহস্র চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হইবে। তাঁহাদের ভাবে জগতের সমস্ত নরনারী এক ভাবাপন্ন হইবে। তাঁহারা এবং আমরা সকলে এক, আমরা সকলে এক হইয়া ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করিব, এই বিধাতার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার সকলে মন্দিরে একত্র হন, এবং উপাসনা হয়। উপদেশের সার এই রূপ – যখন ঈশ্বরের চরিত্র আমাদিগের চরিত্রে প্রকাশ পাইবে তখনই আমরা ভাইএর সঙ্গে এক হইতে পারি। আমি এবং আমার ভাই এক। এই যোগে আমরা জীবজগতের সঙ্গে এবং অনন্ত জগতের সঙ্গে যুক্ত হই। সকলেই অনন্তেতে ডুবিয়া যায়। সকলেই গেল। কিন্তু এতেও তৃপ্ত হয় না। কোথায় আমি অবস্থান করিতেছিলাম? এক ব্রহ্মেতে এ লোক একাকী বাস করিতে পারে, পর্ব্বতে বাস করিতে পারে। কেহ কেহ শূন্য ভাবিতে ভাবিতে নাই হইলেন, জ্ঞান ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞান হইলেন। এ যোগী সংসারে আসিতে পারেন না। এ যোগী সন্ন্যাসী উদাসীন হইয়া কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সমুদয় জীবের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারিলেন না। আমরা যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিতে লাগিলাম, ব্রহ্মেতে সকল, কিন্তু ব্রহ্ম সকলেতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান দেখা অবশিষ্ট রহিল। ব্রহ্মেতে আমি, ব্রহ্মেতে ভাই, এক ব্রহ্মেতে সকলের বাস তখন বলি, ভাই আর আমি এক। ব্রহ্ম ছিলেন [illegible] এখন দেখি তোমাকে ঘৃণা করিলে ব্রহ্মকে ঘৃণা করিলাম, ব্রহ্মপুত্রের সম্মান করিলাম না। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অচ্ছেদ্য যোগ। ঈশা বলিলেন, ভাইকে নির্ব্বোধ বলিও না। কোন ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ থাকিলে তাহার সঙ্গে মিলন করিয়া তবে আইস। ভাইকে নিন্দা করিবা সাধু হইবে? নিন্দা করিয়া এই দেখাই, আমি ভাল অন্যে মন্দ। যখন ব্রহ্মকে পাইতে চাই ক্ষুদ্র মনুষ্যকে কি প্রকারে [illegible] পাপী তাহাকে তাহা না দিয়া থাকিতে পারি। আমার সঙ্গে তোমার যোগ নাই ইহা ভাব মিথ্যা। নরনারীর সঙ্গে মিলন চাই। আমার হৃদয় তোমার হৃদয় এবং তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক। তোমার ভিতরে আমি, আমার ভিতরে তুমি। সাধু অসাধু ধনী দরিদ্র কাহাকেও ঘৃণার ভাবে নীচভাবে দেখিলে ব্রহ্মের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবে। মনুষ্যকে বাদ দিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারি, স্বর্গে বাসতে পারি, ইহা ভ্রম। কোন যোগী ভিন্ন হইতে পারেন না। ঈশা কতকগুলি লোককে বলিলেন, তোমাদিগকে আমি চিনি না। আমি ক্ষুধিত হইলে অন্ন দেও নাই। পিপাসিত হইলে জল দেও নাই। কিরূপে প্রভো! কবে তোমাকে আমরা অন্ন জল দেই নাই। যে কোন ক্ষুদ্র বালক তোমাদের নিকট অন্ন চাহিলে অন্ন দাও নাই, জল চাহিলে জল দেও নাই। বস্ত্র চাহিলে বস্ত্র দেও নাই, আমাকেই দেও নাই, অতএব ঈশা প্রত্যেকের সঙ্গে অভিন্ন হইলেন। এইরূপে সাধু সজ্জন ঋষি মহর্ষিগণ সকলে এক হইলেন। দেবগণের সঙ্গে যোগ হইল। কখনও অসম্ভ্রমের বাক্য রূঢ় বাক্য কাহাকেও বলিও না। কেন না কাহারও সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে পার না। ঈশা পাপী তাপীর সঙ্গ করিতেন, তাহাদের সঙ্গে বাস করিতেন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মাতৃভাব প্রস্ফুটিত হউক সেইভাবে নরনারীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করি আমরা সেইভাবে উন্নত হই। নীচভাব দূর হউক, প্রাণে প্রাণে মিলিত হই। ঈশ্বর আমাদিগকে পিতৃভাবে এবং মাতৃভাবে পূর্ণ করুন, সুখ সম্পদে উন্নত করুন এই প্রার্থনা।

প্রার্থনান্তে শান্তিবাচন হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়।

প্রণত

শ্রীবৈদ্যনাথ কর্ম্মকার।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ৬ সংখ্যা। } ১৬ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৮২২ শক; ব্রাহ্মসংবৎ ৭২। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০। মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, মনের যদি চির প্রশান্ত ভাব না থাকে, তাহা হইলে, বল, আমরা তোমার নিকট-বর্ত্তী হইব কি প্রকারে? তোমার সঙ্গে নিয়ত বাস করা দূরের কথা, তোমার চিন্তা ও মননই সিদ্ধ হয় না, যদি সর্ব্বাগ্রে সকল উদ্বেগ ও চিন্তা মন হইতে অন্তরিত না হয়। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মনও প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম তোমার প্রেরণাধীন নয়, নিজের বিচার ও বুদ্ধির উপরে উঁহার স্থিতি, সেখানে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া মন অধীর ও অস্থির হইয়া পড়ে, তোমার সহিত যোগসমাধান হইবে কি প্রকারে? সকল বিষয়ে মনের নিবৃত্তি না হইলে প্রশান্ত ভাব রক্ষা অসম্ভব। হে দেব, তোমার আজ্ঞায় আমরা সংসারে বাস করিতেছি, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আমাদিগকে অনেক বিষয়ে চিন্তাও করিতে হয়, কাজও করিতে হয়। যাহাদের মস্তকের উপরে ভার চাপিয়া রহিয়াছে, ইহা কি কখন সম্ভব যে, তাহাদের মন তন্মধ্যে প্রশান্ত থাকিবে? যত বার আমরা তোমার নিকটে এ যুক্তি উপস্থিত করিয়াছি, তত বারই তুমি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছ আর বলিয়াছ, 'মনের উপরে ভার না পড়িলে, সে মন আমাতে ডুবিবে কি প্রকারে, আমার নিত্য লীলাদর্শনই বা ঘটিবে কিরূপে?' প্রভো, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, সংসারে আছি বলিয়া তোমার লীলা প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা তুমি উদাসীন নির্লিপ্ত ব্রহ্ম এই ভাবেই আমরা তোমায় দেখিতে পাইতাম। বিশ্বাসী ভক্তের সম্বন্ধে তোমার লীলারসমাধুর্য্যানুভবে সংসারে বাস ও বিবিধ কর্ত্তব্যভারে ভারগ্রস্ততা সহায়, কিন্তু বল আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ তোমার কৃপা বিনা লীলা-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকল দুঃখ ক্লেশ উদ্বেগ ভুলিয়া যাইবে কি প্রকারে? তুমি যে অবস্থায় আমাদিগকে রাখিয়াছ, সে অবস্থার প্রতি কোন দোষারোপ করিতেছি না, কিন্তু তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে, উদ্বেগের কারণমধ্যে বাস করিয়াও নিরুদ্বেগে আমরা তোমাতে মনঃসমাধান করিতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া দাও। তোমার কৃপালোকে এই দেখিতে পাইয়াছি যে, যাহার জন্য দেহের বিন্দু বিন্দু শোণিত দিতেছি, তাহার নিকটে যদি তদ্বিনিময়ে কিছু পাইবার অভিলাষ থাকে, এবং মনে মনে এই যুক্তি উপস্থিত হয় যে, যদি সে বিনিময়ে কিছু না দেয়, তবে যে তাহার ঋণদায়ে অসদ্গতি হইবে,

অমনি মন অশান্ত হইয়াছে, তোমাতে উহার সমাধান দুষ্কর হইয়াছে। এই ব্যাপারটি চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া তুমি এই শিক্ষা দিতেছ,যাহাদের সেবায় আমরা নিযুক্ত-তাহাদের নিকটে আমরা বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখিব না, এবং তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য করিল কি না সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, তাহাদের সকল কল্যাণের ভার তোমার হাতে দিয়া প্রশান্ত চিত্তে আমরা ক্রমান্বয়ে সেবার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইব। তোমার এই শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিলে মন প্রশান্ত হয়, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব তব চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যেন তোমার এ শিক্ষা না ভুলি এবং সর্ব্বদা নিরাকাঙ্ক্ষভাবে সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তোমার সঙ্গে নিত্য যোগের অধিকারী হই। তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে-আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

সত্যাশ্রয়।

আমরা ধর্ম্মের কথা অনেক শুনিয়াছি, লোকদিগকে ধর্ম্মের শিক্ষা দিতে আমরা সকলেই পটু, কিন্তু ধর্ম্মানুরূপ আমাদিগের জীবন হইতেছে না কেন, ইহা একান্ত চিন্তার বিষয়। মতগত ধর্ম্ম এবং জীবনগত ধর্ম্ম, এ দুই অত্যন্ত পৃথক্। মতের বিশুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিশুদ্ধতা যদি না বাড়িল, তাহা হইলে তাদৃশ বিশুদ্ধ মতে কি প্রয়োজন? যদিও আমরা ইহা মানি না যে, বিশুদ্ধ মত না থাকিলেও জীবন চিরবিশুদ্ধ থাকিতে পারে, তথাপি ইহা আমাদিগকে মানিতে হইতেছে যে, বিশুদ্ধ মতাপেক্ষা বিশুদ্ধ জীবন সমধিক মূল্যবান্। মূল্যবান্ এই জন্য যে, বিশুদ্ধ জীবন হইতে বিশুদ্ধ মত সমুৎপন্ন হয়; বিশুদ্ধ মত হইতে সকল সময়ে বিশুদ্ধ জীবন উৎপন্ন হয় না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। আমরা ইহা অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের কল্যাণগুণের প্রতি সন্দিহান তাহাদের জীবনের মূলে দোষ ঘটিয়াছে। হইতে পারে যে, তাহারা দৃষ্টস্পষ্ট কোন গুরুতর অপরাধের কার্য্য করে নাই, কিন্তু তাহাদের মনের দুরভিলাষ পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তাহারা প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, পরিশেষে সেই বিরক্তি তাঁহার কল্যাণগুণের প্রতি সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। এখানে আমরা দেখিতেছি, দুরভিলাষ দুর্ব্বাসনা হইতে মনকে বিরত না করাতে তাহাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত। অন্য দিকে আবার যাঁহারা কঠোর সাধন দ্বারা মনের অভিলাষগুলিকে নির্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনের অনেক দিন ভাল কাটাইয়া বার্দ্ধক্যে সংসারের দাস হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ এই যে, যে ভিত্তির উপরে ইঁহাদের জীবন স্থাপিত ছিল, সে ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। তোমরা বলিবে বিশ্বাসইতো ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি, যদি বিশ্বাস না থাকিবে তাহা হইলে তাঁহারা অভিলাষজয়করিবার জন্য কঠোর সাধনে কখন প্রবৃত্ত হইতেন না। তোমরা কি বিশ্বাস ও জ্ঞানকে স্বতন্ত্র করিতেছ? বিশ্বাস আপনার বস্তুকে কি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করিয়া উপস্থিত হয়? বস্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসে সাধনারম্ভ হইতে পারে, কিন্তু সাধনের পর বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে উহা অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং বিশ্বাস যখন বস্তুপ্রত্যক্ষতায় পরিণত হয়, তখন উহা জ্ঞানের সহিত অভিন্ন এবং এক। বিশুদ্ধ মত এই জ্ঞানেতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্ধের ন্যায় যাঁহারা কেবল সাধন করিয়াছেন, বস্তু প্রত্যক্ষ করেন নাই, বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধচিত্ত হন নাই,তাঁহারা চির দিন সংসারের প্রলোভনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান থাকিবেন, ইহা সম্ভবে না। তাই আমরা বলিয়াছি, বিশুদ্ধ মত না থাকিলে জীবন চিরবিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। বার্দ্ধক্যে সাধকের সংসারিত্ব যত গুলি ব্যক্তির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহাদের তাদৃশ দুর্গতি হইবার কারণ আমরা যাহা নির্দ্ধারণ করিলাম, তাহাই।

বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে বিশুদ্ধ মত জন্মায় না, বস্তুসৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ না হইলে বিশুদ্ধ জীবন রক্ষা করা যায় না, ইহা একপ্রকার সিদ্ধ হইল, এখন এই বস্তু কি, তাহাই নির্দ্ধারিত হওয়া সমুচিত। এ বস্তু আমরা বলি সত্য। সত্যও যা, ধর্ম্মও তা, ঈশ্বরও তাই। সত্য প্রত্যক্ষ হইলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উভয়ই প্রত্যক্ষ হন; সত্য তাহাকেই বলি, যাহার কোন কালে স্বরূপের ব্যভিচার ঘটে না। আজ যাহা আছে, কালও তাহা থাকিবে, নিত্যকাল সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আমরা তাহাকে প্রত্যক্ষ করিব। সত্যের কি তবে ক্রমবিকাশ নাই? সত্য কি তবে চিরদিন অখণ্ডভাবে অবস্থান করিতেছে? অখণ্ডভাবে অবস্থান করিতেছে বটে, কিন্তু আমাদের নিকটে উহার ক্রমপ্রকাশ আছে। এ ক্রমপ্রকাশ ক্রমিক সত্যের অবয়ববৃদ্ধির জন্য নয়, আমাদের ধারণার যোগ্যতাবৃদ্ধির উপরে উহার ক্রমপ্রকাশ নির্ভর করে। কোন কালে যাহার স্বরূপের ব্যভিচার ঘটে না, আমরা যখন তাহাকে সত্য বলিতেছি, তখন সেই সত্যই ব্রহ্ম হইলেন, কেন না ব্রহ্ম এতৎস্বভাবাপন্ন। ব্রহ্ম আপনাকে জীবের নিকটে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতেছেন। এই যে প্রকাশিত ব্রহ্ম তিনিই সত্য। সত্য তবে ধর্ম্ম হইল কি প্রকারে? ধর্ম্ম কি? ব্রহ্মের অনুসরণ। ব্রহ্ম আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদের নিকটে আদর্শ হন। এই আদর্শানুরূপ জীবনগঠনকরাই ধর্ম্মার্জ্জন।

আমরা পূর্ব্ববারে আমাদের ধর্ম্মকে অত্যাশ্রমীর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি। অত্যাশ্রমী কে? যে একমাত্র সত্যের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে সেই অত্যাশ্রমী। যত দিন সত্য তোমার পথপ্রদর্শক, ক্রমান্বয়ে তুমি সত্যেরই অনুসরণ করিতেছ, কথায় আচরণে কখন সত্য তোমাদ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না, সত্যকে নিয়ত আদর করাই তোমার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে, মান অপমান স্তুতি নিন্দা প্রভৃতি সত্যের অনুসরণ করিতে গিয়া তোমার নিকটে সমান হইয়া গিয়াছে, তুমি সকল অবস্থার ভিতরে কেবল সত্যেরই অনুসন্ধান কর, এবং সত্য দেখিতে পাইলেই অমনি প্রণতমস্তক হও, এরূপ করিলে কে কি বলিবে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া সত্যের অনুগত থাকিতে হইবে এই তোমার নিয়ত যত্ন; তত দিন জানিলাম তুমি অত্যাশ্রমীর ধর্ম্ম পালন করিতেছ। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, এ সকল এক সত্যেরই প্রকাশ, ইহা জানিয়া যেখানে তুমি সে সকলের প্রকাশ দর্শন কর, সেখানেই তুমি আত্মীয়তা স্থাপন কর, এরূপ যদি তোমায় দেখিতে পাই, তবে বলিব তুমি অত্যাশ্রমী। সত্যাশ্রয় অত্যাশ্রমীর ধর্ম্ম জানিয়া সর্ব্বতোভাবে সত্যের শরণাপন্ন হও।

নিরাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা।

যেখানে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা আছে সেখানে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারেন না। তুমি যদি ঈশ্বরের আদেশে পরসেবায় প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই আদেশপালনভিন্ন বল তোমার আর কি আকাঙ্ক্ষার বিষয় থাকিতে পারে? যদি অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে আদেশপালন তোমার লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য সেই অভিলষিত বিষয়। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের অভিলাষের বিষয় অন্তরিত না হইলে যখন ধর্ম্ম হয় না, তখন ধর্ম্মসাধনের জন্য নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিরাকাঙ্ক্ষার সহিত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য সংযুক্ত থাকিতে পারে। ঈশ্বর আমাকে সেবা করিতে বলিয়াছেন সেবা করিব, যাহার সেবা করিতেছি তাহার কল্যাণ বা অকল্যাণের সহিত আমার কি যোগ? সেবার্থ যেটুকু কার্য্য করা আমার প্রয়োজন সেই টুকু নির্ব্বাহ করিয়া আমি মুক্ত, আমার তদতিরিক্ত চিন্তার বিষয় আর কি আছে? এখানে সেবার সহিত উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য সংযুক্ত হইয়া সে ব্যক্তিকে নিরাকাঙ্ক্ষ করিয়াছে। কোন কোন সেবাকার্য্য এরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, কিন্তু আর কতকগুলি সেবার কার্য্য আছে, যেখানে উপেক্ষা ঔদাসীন্য থাকিলে সেবাই সম্ভবপর নহে। সেস্থলে নিরাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা নিয়ত সংযুক্ত।

পিতামাতা সন্তানের সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সেবায় তাঁহাদের উপেক্ষাশীল বা উদাসীন হইলে চলে না। সন্তানগণের কিসে কল্যাণ হয় তৎপ্রতি যদি তাঁহাদের নিয়ত দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা পিতামাতা হইবারই যোগ্য নহেন। পুত্র-কন্যার অকল্যাণনিবারণজন্য যদি পিতামাতা তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন, অথবা তাহাদের কল্যাণের জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পান, তথাপি এস্থলে তাঁহাদের সেবা হইতে নিরাকাঙ্ক্ষতা অন্তর্হিত, হইয়াছে, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। অবোধ পুত্রকন্যাগণ এরূপ মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রেমের প্রেরণায় যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদের সেবা কোন্ আকার ধারণ করে ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা এস্থলে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না। যে সকল ব্যক্তি বাহ্য সেবা করিয়া দায়মুক্ত, সেবিত ব্যক্তির জীবনের সহিত যাহাদের কোন সংস্রব নাই, তাহারা তাহার জীবনের কিসে কল্যাণ হইবে তাহা না ভাবিয়া দৈহিক সেবার ব্রতপালন করিবে, এবং দেহের স্বাস্থ্যাদির জন্য যত টুকু প্রয়োজন তত টুকু প্রযত্ন প্রদর্শন করিবে। পিতামাতা যদি সেরূপ করেন তাহা হইলে আবার বলি, তাঁহারা পিতামাতা হইবার যোগ্য নহেন।

পিতামাতার সদৃশ অথবা তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ সেবাব্রতে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহাদের নিরাকাঙ্ক্ষত্বের মধ্যে এমন প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা নয়নগোচর হয় যে, সেবিত ব্যক্তিগণের একটু বিশ্বাস হ্রাস পাইলে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক বলিয়া তাহারা স্থির না করিয়া থাকিতে পারে না। ঈশা প্রভৃতি মহাত্মারা অনুগামিগণের নিকটে এমন আনুগত্য চাহিতেন যে, সে আনুগত্য না দিলে তাঁহাদিগের জন্য নরক নিশ্চয়, ইহা বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। কি আশ্চর্য্য, ঈশাও মানুষ, যাহারা স্বেচ্ছায় তাঁহার অনুসরণ করিতে আসিয়াছে তাহারাও মানুষ; এক মানুষ আর এক মানুষের অনুগত না হইলে নরকে গমন করিবে, একথা বলিতে তিনি সাহস করিলেন কিরূপে? তিনি কি অপরের স্বাধীনতাপহারক চোর নহেন? না, তিনি চোর নহেন, পরম সাধু। যদি ঐরূপ করিয়া অনুবর্ত্তিদিগকে সাবধান না করিতেন, তাহা হইলে তিনি চোর হইতেন, কেন না তিনি লোকের নিকটে নিন্দিত হইবেন এই ভয়ে যখন সত্যকে গোপন করিলেন, তখন তিনি চোর বিনা আর কি? ঈশ্বরের কথা যে ব্যক্তি বলেন, তিনি যদি সেই কথা না শুনিলে নরক হইবে ইহা প্রচার না করেন, তাহা হইলে বুঝা গেল, সেবিত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার অণুমাত্র কল্যাণাকাঙ্ক্ষা নাই। সকল ঈশ্বরের লোকই ঈদৃশ কল্যাণাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত কিছুতেই হইতে পারেন না, সুতরাং নিন্দার ভয়ে তাঁহারা যে অনুবর্ত্তিগণকে অনুগত হইতে বলিবেন না, ইহা হইতেই পারে না।

পিতামাতা আচার্য্য প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, যিনি যাঁহাকে ভাল বাসেন, তিনি তাঁহার প্রতি উপেক্ষাশীল বা উদাসীন হইতে পারেন না, কেন না উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য ভালবাসার বিরোধী। উপেক্ষা ও উদাসীন্য যদি ভালবাসার স্থলে অসম্ভব হইল, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা নিয়ত বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। ভালবাসার বিনিময়ে লোকে যে ভালবাসা চায়, ইহা নিরাকাঙ্ক্ষত্বের বিরোধী বলিয়া আমাদের অনেক সময়ে মনে হইয়াছে, কিন্তু যে স্থলে আমরা দেখিয়াছি, যাহাকে যে ব্যক্তি ভাল বাসিতেছে, সে তাহাকে ভালবাসা দেওয়া দূরে থাকুক নানাপ্রকারে তাহার অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে, অথচ তাহাতে এ ব্যক্তির ভালবাসার হ্রাস না হইয়া আরও বাড়িয়াছে, সেস্থলে কি প্রকারে বলিব, ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চাহিলেই নিরাকাঙ্ক্ষতা নাই। যদি এ ব্যক্তির কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিত, এবং সেই আকাঙ্ক্ষার জন্যই সে ভালবাসিত, তাহা হইলে যাই সে আকাঙ্ক্ষার নিরসন হইল অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা অন্তর্হিত হইয়া ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইত; তাহা যখন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, এ ভালবাসার পরিবর্ত্তে

ভালবাসা চাওয়ার মধ্যে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে আমরা কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিতেছি। এইরূপে নির্দ্ধারণ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি অপরকে ভালবাসে, এমন ভাল বাসে যে সে ভালবাসা কোন কারণে অন্তরিত হইবার নহে, তাহার সেই ভালবাসার বিনিময়ে যদি তাহার প্রিয়পাত্র তাহাকে ভালবাসা না দেয়, তাহা হইলে তাহার মনের নিরতিশয় অসদ্গতি হইবে, ইহা সে ব্যক্তি বিলক্ষণ বোঝে, সুতরাং ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা না দিয়া প্রিয়পাত্রের কল্যাণ বিপদ্‌গ্রস্ত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই সে স্বয়ং নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াও প্রিয়পাত্রের ভালবাসা তাহার নিজেরই আত্মার কল্যাণের জন্য চায়। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃতিমধ্যে যাহার সহিত যাহার অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে সে যোগ বিচ্ছিন্ন করাতেই অকল্যাণ। ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভালবাসা দেওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ। সুতরাং ভালবাসার সঙ্গে ভালবাসার যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া মহৎ অকল্যাণের হেতু। ভালবাসার মূলে যদি নিরাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আত্মসুখাদিতে নিরভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়, অন্য দিকে আবার যে ভালবাসার সঙ্গে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা সংযুক্ত নাই, সে ভালবাসাই বা ভালবাসা হইবে কি প্রকারে? অতএব আমরা অনেক বিচার করিয়া দেখিয়াছি, প্রেমরাজ্যে কল্যাণাকাঙ্ক্ষা নিরাকাঙ্ক্ষার নিত্যসহচর।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আরাধনা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার একটী কথার তোমার উত্তর দিতে হইতেছে। আপনাকে শূন্য করিয়া না ফেলিলে আরাধনা হয় না, কেন না অনন্তের নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনাকে কিছুই নয় না বোঝা অসম্ভব ইহা মানিলাম, কিন্তু যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সে আরাধনা করিবে কি প্রকারে? শূন্য কি কখন আরাধনা করিতে পারে? অবশ্য তখনও তাহার জ্ঞানবুদ্ধ্যাদি আছে, অন্যথা আরাধনার বাক্য আসিবে কোথা হইতে? শূন্য হওয়াটা তাহা হইলে কথার কথা।

বিবেক। তুমি যে এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহাতে সুখী হইলাম। তোমার এ প্রশ্নে আমি এই বুঝিলাম যে, তুমি কেবল কাণ পাতিয়া আমার কথা শোন তাহা নহে, বিষয়টি তলাইয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা কর। তোমার এ চেষ্টা অবশ্য সুফল বহন করিবে।

বুদ্ধি। প্রশংসাবাক্য ছাড়িয়া দিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর কি বল?

বিবেক। প্রশ্নের উত্তর দিব না বলিয়া কি প্রশংসাবাক্যে উহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছি? দেখ, উপাসনা আর কিছুই নহে, উহা আহারের ব্যাপারমাত্র। তুমি আহার কর কখন? যখন ক্ষুধা পায়। ক্ষুধা পাওয়ার অর্থ কি, না জঠর খালি হওয়া। জঠর খালি হওয়ার অর্থ কি, না সমুদায় শরীরের যে উপাদানের ক্ষয় হইয়াছে, সেই ক্ষয়ের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য শরীর জঠরের নিকটে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে। ক্ষয়ের অর্থ খালি হওয়া শূন্য হওয়া, সেই শূন্য পূর্ণ করিবার জন্য আহারের নিমিত্ত ব্যস্ততা। এখন তুমি এই শূন্য যাহা তাহা দিয়া পূর্ণ করিতে পার না। শরীর যে সকল দ্রব্য পরিশ্রম করিয়া হারাইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য তোমার তাহার নিকটে আনিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। আরাধনাও ঠিক এই প্রকার ব্যাপার।

বুদ্ধি। কেমন করিয়া?

বিবেক। আত্মা সংসারক্ষেত্রে নিরন্তর বিষয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এই সংগ্রামে দেহের ক্ষয়িত সামগ্রীর ন্যায় অজ্ঞান, অপ্রেম, অপুণ্য তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, আর জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতির জন্য তাহার তীব্র ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইতেছে। যে আত্মার ক্ষুধা উদ্রিক্ত হয় না, অজ্ঞানাদিতে অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, তাহার রোগ ভারি। এই রোগ অপনীত করিবার জন্য প্রার্থনারূপ লঘুপথ্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন। এই লঘু পথ্য গ্রহণ করিতে করিতে যখন অগ্নির উদ্রেক হইতে থাকে, তখন ক্ষুধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরাধনারূপ গুরু আহারে প্রয়োজন হয়। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে কি তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইল?

বুদ্ধি। যাহা বলিলে তাহাতে প্রশ্নের মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু আরাধনা যে আহার ভিন্ন আর কিছু নহে, সে কথাটা ইহার দ্বারা স্পষ্ট বিবৃত হয় নাই।

বিবেক। স্পষ্ট করিয়া বিবৃত না করিলে যখন মনস্তুষ্টি হইতেছে না তখন স্পষ্ট করিয়া বিবৃতই করা যাউক। যে উপাদান ক্ষয় পাইয়াছে অথবা যাহার অভাব হইয়াছে, যদ্দ্বারা তাহার পূরণ হয়, তাহাকে আহার বলি। মানুষ পশু পক্ষী লতা প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধেই এই একই কথা। মনে কর তোমাতে যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান লইয়া তুমি বিষয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। বিষয় প্রবল হইয়া তোমার যে জ্ঞানটুকু ছিল তাহা হরণ করিল, অথবা সে জ্ঞান দ্বারা প্রবল বিষয়কে আত্মবশে আনয়ন করা সুকঠিন হইল, সুতরাং তোমার তদপেক্ষা আরও অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন উপস্থিত। যখন অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন, অধিক জ্ঞান না

হইলে তুমি সংগ্রাম করিতে পারিতেছ না, তখন তোমার জ্ঞান থাকিয়াও নাই, কেন না উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ স্থলে নূতন জ্ঞান তোমার আত্মস্থ করা প্রয়োজন হইয়াছে। সে জ্ঞান তুমি কোথায় পাইবে? অবশ্য অনন্ত জ্ঞানের যিনি আকর তাঁহা হইতে পাইবে। পৃথিবীর প্রশস্ত বক্ষ হইতে তোমার শরীরের অভাব পূর্ণ হইতেছে, তোমার আত্মার অভাব পূর্ণ করিবার সামর্থ্য পৃথিবীর নাই, সে সামর্থ্য কেবল ঈশ্বরেরই আছে। কেন আছে জান? আত্মা যে সকল উপাদানে আপনাকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ করিতে চায়, সে উপাদান পূর্ণপরিমাণে ঈশ্বরভিন্ন অন্যত্র কোথাও নাই। আত্মার জঠর শূন্য হইয়াছে সে ক্ষুধায় কাতর, দৌড়াইয়া গিয়া সে তাহার মাতার নিকটে উপস্থিত। সে তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিয়া তাঁহার মুখের পানে যাই তাকাইয়াছে, অমনি মাতা তাহাকে স্তন্য দানে প্রবৃত্ত। এই স্তন্যপান করিয়া সে বলিষ্ঠ হইয়া আবার সংগ্রামে বাহির হইল। এ স্তন্যের উপাদান কি? জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যাদিস্বরূপ। আরাধনা আহারের ব্যাপার এই জন্য যে, তদ্দ্বারা আত্মা স্তন্যপান করে, আর তাহার মধ্যে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি প্রবেশ করিয়া উপাদানের যে ক্ষয় হইয়াছিল তাহার পূরণ হয়। এখন বোধ হয় আরাধনা যে আহারব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নয় তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল।

বুদ্ধি। হাঁ, এখন বুঝিলাম শূন্যের অর্থ ক্ষুধা। ক্ষুধা নাই, অথচ আরাধনার জন্য দৌড়াদৌড়ি, এ যে ঘোর মিথ্যাচার।

বিবেক। যাহাদের তেমন ক্ষুধা নাই, তাহারা আরাধনা করিতে গিয়া প্রার্থনা করিয়া ফেলে, ইহা কি তুমি দেখ নাই? যাহারা আরাধনা করিতে করিতে প্রার্থনা করিয়া ফেলে এবং সেই প্রার্থনায় আরাধনা আচ্ছাদিত হইয়া যায়, জানিও তাহাদের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য এখনও প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। তবে এ সকল লোককে আমি নিরুৎসাহ করিতে চাই না, কেন না ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থনা দ্বারা যখন তাহাদের ক্ষুধামান্দ্য বিনষ্ট হইবে, তখন তাহাদের আরাধনা প্রকৃত আরাধনা হইবে। তবে আজ এই পর্য্যন্ত।

মহাপরিনিব্বাণসুত্ত।
(মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রম্)

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।

নমস্তস্মৈ ভগবতে ঽর্হতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধায়।

পালি—এবম্মে সুতম্।

সংস্কৃতম্—এবং ময়া শ্রুতম্।

পা—একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিজ্ঝকূটে পব্বতে।

সং—একস্মিন্ সময়ে ভগবান্ রাজগৃহে বিহরতি স্ম গৃধ্রকূটে পর্ব্বতে।

পা—তেন খো পন সময়েন রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জি অভিয়াতু কামো হোতি।

সং—তেন খলু পুনঃ সময়েন রাজা মাগধোঽজাতশত্রুর্বৈদেহীপুত্রো বৃজিনোঽভিযাতুকামোঽভূৎ।

পা—সো এবমাহ অহং ইমে বজ্জি এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে উচ্ছেচ্ছামি বজ্জি অবিনাসেস্সামি বজ্জি অনয়ব্যসনং আপাদেস্সামীতি।

সং—স এবমাহ, অহমিমান্ বৃজিন এবং মহর্দ্ধিকান্ (মহৎ+ঋদ্ধি) এবং মহানুভাবান্ উচ্ছেৎস্যামি, বৃজিনো বিনাশয়িষ্যামি বৃজিনোঽনয়ব্যসনমাপাদয়িষ্যামি।

অনয়ঃ—আপৎ, মনু ১০ অ, ৯৫ শ্লো। অনয়ব্যসনং বিপজ্জনিত-দুঃখম্।

পা—অথ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বস্সকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামত্তং আমন্তেসি।

সং—অথ খলু রাজা মাগধোঽজাতশত্রুর্বৈদেহীপুত্রো বর্ষকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামাত্যামন্ত্রয়তি স্ম।

পা—এহি ত্বং ব্রাহ্মণ যেন ভগবা তেন উপসংকমি।

স—এহি ত্বং ব্রাহ্মণ, যত্র ভগবান্ তত্রোপসংক্রাম।

পা—উপসংকমিত্বা মম বচনেন ভগবতো পাদে সিরসা বন্দাহি।

স—উপসংক্রম্য মম বচনেন ভগবতঃ পাদৌ শিরসা বন্দস্ব।

পা—অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্‌ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছ।

স—অল্পাবাধং অল্পাতঙ্কং লঘুত্থানং বলং সুখবিহারং পৃচ্ছ।

লঘুত্থানম্—অনায়াসস্থিতিম্; ফাসু—সুখমিত্যভিধানপ্রদীপিকা।

পা—রাজা ভন্তে মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতি।

স—তত্রভবান্ রাজা মাগধোঽজাতশত্রুর্বৈদেহীপুত্রো ভগবতঃ পাদৌ শিরসা বন্দতে।

পা—অপ্পাবাধঅপ্পাতঙ্কং লহুট্‌ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছতীতি।

স—অল্পাবাধমল্পাতঙ্কং লঘুত্থানং বলং সুখবিহারং পৃচ্ছতীতি।

পা—এবঞ্চ পন বদেহি রাজা ভন্তে মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জি অভিযাতুকামো।

স—এবঞ্চ পুনর্বদতি তত্রভবান্ রাজা মাগধোঽজাতশত্রুর্বৈদেহীপুত্রো বৃজিনোঽভিযাতুকামঃ।

* মহাপরিনিব্বাণসুত্তের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইতেছে। উহার পালি মূল ও তাহার সংস্কৃতে পরিবর্তন ধর্ম্মতত্ত্বে ক্রমে প্রকাশ করিতে আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ না দেখিয়া উহার অনুবাদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা সমুচিত নয়, এই অভিজ্ঞতালাভ করাতেই আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলগ্রন্থ ক্রমে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

পা—সো এবমাহ অহং ইমে বজ্জি এবং মহিদ্দিকে এবং মহানুভাবে উচ্ছেজ্জামি বজ্জি বিনাসেস্সমি বজ্জি, অনয়বাসনং অপাদেস্সামি।

স—স এবমাহ, অহমিমান্ বৃজিন এবং মহর্দ্ধিকান্ এবং মহানুভাবান্ উচ্ছেৎস্যামি বৃজিনো বিনাশয়িষ্যামি বৃজিনোঽনয়-ব্যাসনমাপাদয়িষ্যামি।

পা—যথা চ তে ভগবা ব্যাকরোতি তং সাধুকং উগ্‌গহেত্বা মমং আরোচেয্যাসি।

স—যথা চ তব (সকাশে) ভগবান্ ব্যাকরোতি তং সাধু গৃহীত্বা মামাবেদায়িষ্যসি।

পা—ন হি তথাগতা বিতথ ভনন্তীতি।

স—নহি তথাগতা বিতথং ভণন্তীতি।

প্রাপ্ত।

বাঁকিপুরে ঈশার জন্মোৎসব।

(১) প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। ঈশাকে বিশেষভাবে ঈশ্বর পুত্র (Son of God) এবং মানব পুত্র (Son of man) বলা হইয়া থাকে। বিশেষ ভাবে মানবপুত্র বলিবার অর্থ কি?

উত্তর। যে কারণে ঈশাকে বিশেষ ভাবে ঈশ্বর পুত্র বলা হইয়া থাকে, সেই কারণেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে মানবপুত্র বলা হয়। মানব বলিতে কি বুঝায়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। মানব বলিতে অখণ্ড মানবকে বুঝিতে হইবে। খণ্ড মানব ও অখণ্ড মানব, এই উভয়ের প্রভেদ কি? প্রকৃতি দেখিলেই খণ্ড কি অখণ্ড, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। যদি আমি কেবল আমার সুখ অন্বেষণ করি, স্ত্রী পুত্র, স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গ ও সমগ্র মানবমণ্ডলীর বিষয়ে উদাসীন থাকি, আমাকে ঐ সকল হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি, তাহা হইলে আমি খণ্ড মানবনামে অভিহিত হইবার যোগ্য। আমার ব্যক্তিত্ব (Self) তখন একাকিত্ব ভাবপূর্ণ (Individual)। এই ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করাই ধর্ম্ম। ব্যক্তিত্ব যখন কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত হয়, তখন স্ত্রী পুত্রের ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হইয়া পড়ে; তাহাদিগের কল্যাণ আর আমার কল্যাণ, এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সকলে মিলিয়া তখন এক ব্যক্তি। এই অবস্থার নাম Family self অর্থাৎ পরিবার লইয়া এক ব্যক্তি হওয়ার অবস্থা। মানবাত্মা যখন আরও প্রসারিত হয়, তখন স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত একাত্মতা অনুভূত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা হইলে আমার Self অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব Tribal self অর্থাৎ স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত এক ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এ সকল অবস্থাই খণ্ড মানবের অবস্থা। সম্পূর্ণাঙ্গ মানব তিনি, যিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীর সহিত একভাবাপন্ন। সকলের সুখে, তাঁহার সুখ; সকলের দুঃখে তাঁহার দুঃখ; সকলের ধর্ম্ম হইলে তাঁহার ধর্ম্ম হয়; সকলের পাপে তিনি আপনাকে পাপী বোধ করেন। এই ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ব্যক্তিত্ব (Total self)। ইহাই অখণ্ড মানব। এই "অখণ্ড মানব" বোধ অগ্রে ছিল; ঈশার চরিত্র ও জীবন তাহারই ফল। ঈশা এই মানবের পুত্র। পুত্র যেমন পিতাকে প্রকাশ করেন, ঈশা তেমনই এই অখণ্ড মানবকে প্রকাশ করেন। তিনি এই অখণ্ড মানবের প্রতিনিধি, সেই জন্য তিনি মানবপুত্র। তিনি ব্রহ্মের বাধ্য; ব্রহ্মসন্তান। তিনি এই অখণ্ড প্রকৃত মানবের বাধ্য; মানব-সন্তান।

(২) শাস্ত্র পাঠ।

(ক) "যাহারা আমাকে 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে, এরূপ নহে। যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছাপালন করে, সেই কেবল স্বর্গে প্রবেশ করিবে।"

ব্যাখ্যা;—ঈশা হৃদয়ের সমগ্র প্রেম বিশ্বপিতা পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তিনি ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত। যিনি ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহাতেই ঈশার সন্তোষ। ব্রহ্মের ইচ্ছাপালন না করিলে স্বর্গলাভ হয় না। ঈশাকে মুখে আদর করিলে কোন ফল নাই। ঈশা ব্রহ্মের ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; সেই ইচ্ছার অনুগত হইলেই আমাদিগের ব্রহ্মলাভ, ঈশালাভ ও স্বর্গলাভ হইবে।

(খ) "তদনন্তর রাজা তাঁহার দক্ষিণস্থ লোকদিগকে কহিবেন, এস, তোমরা পিতার আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত; পৃথিবীর প্রথম হইতে যে রাজ্য তোমাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তোমরা তাহার অধিকারী হও। কেন না আমি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, তোমরা তখন আমাকে অন্ন দিয়াছ; তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম, জল দিয়াছ; অতিথি হইয়াছিলাম, আশ্রয় দিয়াছ। আমি বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র দিয়াছ; পীড়িত হইলে সেবা করিয়াছ; কারাবদ্ধ হইলে আমার নিকটস্থ হইয়াছ। তখন ধর্ম্মাত্মারা কহিবেন, 'হে প্রভু, কখন্ তোমায় ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া আহার দিয়াছি? কখন্ তোমায় তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া জল দিয়াছি? কখন্ তোমায় অতিথি পাইয়া আশ্রয় দিয়াছি? বস্ত্রহীন দেখিয়া কখন্ তোমায় বস্ত্র দিয়াছি? কখন্ বা তোমায় পীড়িত বা কারাবদ্ধ দেখিয়া তোমার নিকটস্থ হইয়াছিলাম?' তখন রাজা উত্তর করিবেন, 'আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, যেহেতু আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে ব্যক্তি অতি সামান্য, তাহারও প্রতি তোমরা ঐ সকল ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া উহা আমার প্রতিই করা হইয়াছে।"

ব্যাখ্যা;—ঈশা সমগ্র মানবমণ্ডলীর সঙ্গে কিরূপ একাত্মা হইয়াছিলেন, উক্ত বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়।

(গ) "তোমাদের মধ্যে যাহারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছ, তাহারা আমার নিকটে এস, এবং আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।"

ব্যাখ্যা;—ঈশা সমগ্র মানবমণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মা ছিলেন বলিয়াই একথা বলিতে পারিলেন। অন্যের শ্রম, দুঃখ, পাপ ও অপরাধের ভার সত্য সত্যই তিনি আপনার মস্তকোপরি অনুভব করিতেন। তিনি মানবমণ্ডলী হইতে আপনার অস্তিত্বকে পৃথক্ বোধ করিতে পারিতেন না। আমাদের দেশে লোকের ধারণা এই, এক জনের পাপের জন্য অন্যে দায়ী নহে; এক জনের পাপভার অন্যে কখনই বহিতে পারে না। কিন্তু আমরা ঈশাকে দেখিয়া অবধি ঐ ধারণা পরিত্যাগ করিয়াছি এখন দেখিতেছি, আমার পার্শ্বস্থ ভ্রাতার কল্যাণ না হইলে আমার সম্পূর্ণ কল্যাণ হইতে পারে না। এখন অন্যের পাপের জন্য আপনাকেও পাপী বোধ করি। ঈশার উক্তি ব্যক্ত করিতেছে, তিনি এক অখণ্ড মানবস্বরূপে আত্মস্বরূপকে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

(৩) প্রার্থনার ভাব।

হে পিতা! জগতের সকল বস্তুর মধ্যে পুত্রের রূপ বড় মনোহর। এরূপ আজ প্রকাশ করিয়াছ; বিশাল উজ্জ্বলরূপ সংবরণ করিতে বলিব না। তোমার পুত্র এক; কখনও বহু নহে। বহু জন্ম করিয়া অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, সে সমস্ত পাপ ক্ষমা কর। তুমি তোমার এক জাত পুত্রকে জগতে দান করিয়া পৃথিবীর প্রতি অনন্ত করুণা করিয়াছ, আজ সে জন্য উল্লাস প্রকাশ করি। আমরা সকলে এক; এক তোমার পুত্র; এক মানব, অখণ্ড মানব। পুত্রের মূর্ত্তি কি বিরাট! এই পুত্রকে আমার বন্ধু করিয়া দাও, আমার বন্ধুর বড় প্রয়োজন। এই বন্ধুর সঙ্গে একাত্মা হই। এই বন্ধুর সেবা করি। আমি লোকের সেবা করিতে যাই, লোকে অশুচি বলিয়া আমাকে তাড়াইয়া দেয়। এই পুত্রের সঙ্গে মিলিয়া সেবা করিতে গেলে আর কেহ আমায় দূর করিয়া দিবে না। এই বন্ধুকে পাইলে আমার সকল দুঃখ যাইবে। হে মঙ্গলময়! আজ আর আমাকে স্বতন্ত্র রাখিও না; এই পুত্রের সঙ্গে এক করিয়া দাও। ইনি আমাতে; আমি ইঁহাতে। এইরূপে যেন আমি পুত্রগত হইয়া থাকি; তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রাহ্মগণের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান।

দীর্ঘকাল হইল নববিধানমণ্ডলীর তাৎকালিক ইংরাজী পত্রিকায় উপরিউক্ত বিষয়সম্বন্ধে আমি একখানি পত্র লিখিয়া তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বহুদিন ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন আন্দোলন ও আলোচনা হইতে না দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম বুঝি ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক চেতনাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা হউক এ বিষয়ে সংহিতাপ্রিয় ব্রাহ্মভ্রাতার পত্র পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ততা-লাভ করিলাম। যদিও সংহিতাপ্রিয় ব্রাহ্মভ্রাতার মতের সহিত আমি ঐকমত্য প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তথাপিও তিনি যে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রস্তাবিত বিষয়টি এতই গুরুতর যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এবিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য।' এই বিধির উপর ব্রাহ্মগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি বহু পরিমাণে নির্ভর করে, সুতরাং এবিষয়ে কাহারও নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। দীর্ঘকাল আইনের ব্যবসায় করিয়া আমি ভগবানের ইঙ্গিতে যে আলোক লাভ করিয়াছি, ক্রমে পাঠকবর্গের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। করুণাময় শ্রীহরি এবিষয়ে আমার সহায় হউন, এবং ভক্ত মণ্ডলী আমাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন এই আমার বিনীত ভিক্ষা।

ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের জন্য উত্তরাধিকারিত্বের স্বতন্ত্র আইন আছে। যে যে আইন যে যে ধর্ম্মবিধানের অঙ্গ, সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী সেই সেই আইনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। উত্তরাধিকারিত্বের বিধিও ধর্ম্মবিধানের সহিত একান্ত অনুস্যূত। দেশ, কাল পাত্র ও অবস্থাদির অনুরূপ ঐ সকল উত্তরাধিকারিত্বের বিধান হইয়াছে। যাঁহারা হিন্দু, মুসলমান কি বৌদ্ধ নহেন, তাঁহাদের জন্য ১৮৬৫ সালে উত্তরাধিকারিত্বের আইন প্রণীত হয়। তখনও ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র মণ্ডলীরূপে ভারতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। তৎকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সংস্কৃত হিন্দুসমাজরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তৎপর ১৮৬৬ সালে যখন মহাভক্ত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসমাজের জন্ম হইল। সম্পূর্ণরূপে জাতিভেদরহিত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ এই দুইটিই নব মণ্ডলীকে প্রচলিত হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। আহারসম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করিলেও হিন্দুর হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা আইনের চক্ষে হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হয়। যে নবীন মণ্ডলী গঠিত হইল তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি সকল জাতিই প্রবিষ্ট হইতে পারে, সুতরাং এক সম্প্রদায়ের বিধানদ্বারা কখনও এই নব মণ্ডলী পরিচালিত হইতে পারে না। যৎকালে ১৮৬৫ সালের আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন ব্যবস্থাপকগণ এই নবমণ্ডলীর বিষয় কখনও চিন্তাও করেন নাই। ইউরোপীয় আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণের খৃষ্টানগণের জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই আইনের প্রধান বিষয় উইল বা চরমপত্রসম্পাদনের অধিকার অর্পণ। যেখানে চরমপত্রসম্পাদনের জন্য সর্ব্বতোমুখীন অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, সেস্থলে আইনের বিধির প্রতি যে আইনকর্ত্তাদিগের বেশি আস্থা ছিল এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, ঐ আইনের সমালোচনা আমাদের অভিপ্রেত নহে। উক্ত আইন যে ভারতের কোন সম্প্রদায়েরই উপযোগী নহে এবং ব্রাহ্মদিগেরও হিতকর হইবে না তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় নারীজাতি অশিক্ষিত, দুর্ব্বল এবং পরাধীনা। সহ-

ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্যলোকের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত ইঁহাদের তুলনা হইতে পারে না, তাঁহারা স্বাধীন দেশে সুশিক্ষাসম্পন্ন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। সত্য বটে ব্রাহ্ম মহিলাগণ কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতেছেন, কিন্তু যে শিক্ষায় তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ আত্মকর্তৃত্ব প্রদান করে, তাহা লাভ করার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সুতরাং স্ত্রীলোকের সর্ব্বতোমুখীন অধিকার স্বামি কি-পিতৃ ত্যক্ত সম্পত্তিতে হওয়া উচিত কি না, ইহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। ১৮৭২ সালের আইন মতে স্বামিত্যক্ত সম্পত্তির ⅓ অংশ পত্নী প্রাপ্ত হইবেন। পত্নীর ক্ষমতার কোন সীমা নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বামী অপুত্রক হইলে পত্নী তৎত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তিতে জীবিতস্বত্বে স্বত্বাধিকারিণী থাকিবেন, গ্রাসাচ্ছাদন ও স্বামীর ঋণশোধ প্রভৃতি কয়েকটি কারণ ভিন্ন তিনি উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া স্বামী পরলোকগমন করিলে, পত্নী উপযুক্তরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন, পুত্রগণ সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইলে, পত্নী পুত্রগণসহ এক সমান অংশ পাইবেন। ১৮৭২ সালের আইনের ব্যবস্থা হইতে হিন্দুবিধি অপেক্ষাকৃত ব্রাহ্মগণের উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পত্নীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হওয়ায় তাঁহার পক্ষে যথেচ্ছাচারিণী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মদিগের বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, অনেকস্থলে সম্পত্তির প্রলোভনে পত্নীকে পাপ ও প্রলোভনে নিক্ষেপ করা সহজ ও স্বাভাবিক। মুসলমানদিগের পত্নী স্বামিত্যক্ত সম্পত্তির ⅛ অংশ পাইয়া থাকেন, ইহাতেই আমরা দেখিতে পাই মুসলমান পরিবারে অনেক সময় নানা প্রকার কুৎসিত ও অশান্তিকর ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্বাধিকারিণী হইলে যে কত বিপদের আশঙ্কা তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নাই। অবশ্যই পুরুষের হস্তে সম্পত্তির অযথা ব্যবহার হয় না এমত নহে, তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে কলঙ্ক ও বিপদের আশঙ্কা যে অনেক অধিক তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

১৮৭২ সালের আইন মতে পত্নীর একতৃতীয়াংশবাদে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে তুল্যাংশে বিভক্ত হইবে। এই বিধান আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বোধ হইলেও ইহা অর্থনীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং দেশের অবস্থার অনুপযোগী। হিন্দুশাস্ত্রে (বঙ্গদেশ প্রচলিত দায়ভাগে) বন্ধ্যা, বিধবা ও পুত্রবতী কন্যাদিগের মধ্যে যে পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায়। সমুদায় কন্যারই তুল্যাধিকার থাকা কর্ত্তব্য। যেখানে কন্যা অবিবাহিতা অথবা দরিদ্রা সেখানে পুত্র থাকিলেও কন্যার ভরণপোষণ বা শিক্ষার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। পুত্রদিগের বিদ্যমানে কন্যাকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী করা আমার নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। মুসলমানদিগের মধ্যে কন্যা ও পুত্র এক সময়েই উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু কন্যা পুত্রের অর্দ্ধাংশ পাইয়া থাকে। ১৮৭২ সালের আইনে তুল্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। কেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল তাহার কোন হেতু বুঝিতে পারা যায় নাই। ভারতের ইংরেজগণ এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী নহেন, বংশগৌরবে ও পরিবারের নাম ও অনুষ্ঠানাদি রক্ষার জন্য তাঁহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাই যাঁহাদের দেশে জ্যেষ্ঠপুত্র ভিন্ন আর কেহই সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারা পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে সম্পত্তিপ্রাপ্তির তুল্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুতর দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সম্পত্তি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয় এবং পারিবারিক দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের হস্তে সম্পত্তি নির্ব্যূঢ়ভাবে ন্যস্ত হইলে যথেচ্ছাচার এবং অপব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তৃতীয়তঃ ভগ্নীগণ নানাস্থানে বিবাহিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সহিত সংঘর্ষণ ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। চতুর্থতঃ পরিবারের মধ্যে পুত্রগণের উপর বংশমর্য্যাদা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পদগৌরব রক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে, কন্যাগণ তুল্যাংশভাগিনী হইলে পুত্রগণ দরিদ্র হইয়া পড়েন ও বংশমর্য্যাদা রক্ষায় অসমর্থ হন; ৫মতঃ ভগ্নীগণের শিক্ষা এবং উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করিবার দায়িত্ব ভ্রাতাদিগের উপরে স্বাভাবিক ভাবে ন্যস্ত হয়, তাহা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হয়। ৬ষ্ঠতঃ ভগ্নীগণের প্রতি ভ্রাতাদিগের শাসনক্ষমতা শিথিল হইয়া পড়ে। ৭মতঃ বিবাহিতা কন্যা নিঃসন্তান পরলোকগমন করিলে ধনীর সম্পত্তি ভিন্ন ও নিসম্পর্কিত লোকের হস্তে পতিত হয়, তাহারা মূলধনীর সম্মান ও পদমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এরূপ সম্ভব বোধ হয় না। ৮মতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত; স্ত্রী একতৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া পুনরায় বিবাহিত হইলে, দ্বিতীয় স্বামীও তাহার সন্তানদিগের হস্তে সম্পত্তি ন্যস্ত হইবে, তাহা কদাচ মঙ্গলজনক কিংবা মূলধনীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। ৮মতঃ কন্যা বা পত্নীর বিবাহ অর্থ ও সম্পত্তির লোভমূলক হইবে, স্বাভাবিক প্রীতির আকর্ষণে বিবাহ হইবে না এবং তদ্দ্বারা পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। আমরা মুসলমান পরিবারে ইহার যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তাহা হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিস্তর শিক্ষার বিষয় আছে। মুসলমানসমাজে কন্যা স্ত্রী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ প্রাপ্ত হওয়ায় মুসলমানসমাজ কলহময় ও অশান্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে। অনেক মুসলমান জমিদার সম্পত্তির এই প্রকার ক্ষুদ্রাংশে বিভাগনিবারণজন্য সম্পত্তি ওয়াকফ অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দানের ব্যপদেশে পুত্রাদিতে আবদ্ধ রাখিয়া কন্যা ও অপর পুত্রগণের জন্য বৃত্তি অবধারণ করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন পরিবারে সম্পত্তি নিজ পরিবারে রক্ষার্থ নিকটসম্পর্কীয় পুরুষ, যথা খুল্লতাতভ্রাতা, নিকট সম্পর্কীয়া কন্যাগণ, যথা খুল্লতাতভগ্নীগণকে বিবাহ করিয়া স্বাভাবিক ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। অর্থনীতিশাস্ত্র এবং পারিবারিক মর্য্যাদা রক্ষার মূলে যে ঈশ্বরের অখণ্ড বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাকে অশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন গত শনিবার কটকযাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি পুরী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া মান্দ্রাজ যাইবেন এরূপ সঙ্কল্প আছে।

আমাদের ভাই দীননাথ মজুমদার গোরকপুরে যাইয়া কয়েক মাস বাস করিতেছেন। সেখানে ২০শে মার্চ্চ রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী ভক্তিকুসুম (যিনি কয়েক মাস যাবৎ দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন) বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং ভাই ভগ্নীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতীর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শোকের পর শোকে আমাদিগের প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। এ সব ঘটনার মধ্যে খুব বিশ্বাসী হইয়া ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা ভিন্ন মানবসন্তানের নিস্তার পাইবার আর অন্য উপায় নাই। মা দয়াময়ী আমাদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার শরণাগত বিশ্বাসী পরিবারের সমস্ত ভারই তো তাঁহার উপরে রহিয়াছে। তাঁহার দয়া ভিন্ন আর আমাদের কি আছে? প্রিয়তম সন্তানগণের গমনে পরলোকই আমাদের খুব নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। যাঁহারা যাইতেছেন, শরীর-সম্বন্ধে তাঁহারা দূরগত হইলেও বাস্তবিক যে তাঁহারা দূরে নন, ইহা যেন আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

বৈরনপুরনিবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ ২০ দিন জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে কষ্ট পাইয়া ২০শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ও আত্মীয়বর্গকে অসহায় করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের ভ্রাতা আসাম প্রদেশের অনেক স্থানে বহুকাল যাবৎ একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ আচার্য্য কেশব-চন্দ্রের প্রতি তাঁহার যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতেই বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ছিল। ঈশ্বরের পূজায় ও বিধানের বিধি পালনে তিনি চিরকাল উৎসাহী ছিলেন। ৪। ৫ বৎসর হইল তিনি পেনসন লইয়া নিজ জন্মভূমি বৈরনপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। এই সময়মধ্যেই তিনি সস্ত্রীক নববিধান ধর্ম্মে নবসংহিতার ব্যবস্থানুসারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সপরিবারে ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে লইয়া অতি আনন্দের সহিত তিনি মাতৃপূজা করিতেন। ঘোর পীড়ার কষ্টের সময় তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে ভুলেন নাই। যে কেহ আত্মীয় তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নিকট যাইত, তিনি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন উপাসনা হইয়াছে তো? তিনি জানিয়াছিলেন, একমাত্র উপাসনাতেই মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে। তাঁহার সেবা করিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল, জীবনের শেষ দিনেও ডাক্তার কিংবা অপর কোন আত্মীয় তাঁহাকে দেখিতে গেলে, তাঁহাদের আহারাদি ঠিকমত হইয়াছে কি না সে তত্ত্ব লইতে ভুলেন নাই। তাঁহাকে এ পৃথিবীতে হারাইয়া আমরা এই বৃদ্ধ বয়সে একটি বিশেষ বন্ধুহারা হইয়াছি। বন্ধুর সন্তানসন্ততি কিছুই হয় নাই, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেই সন্তানের ন্যায় পালন করিয়া বড়ই সুখী ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা ক্রমে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইতেছে, বিশ্বাসী হইয়া জীবনে ধর্ম্মপালন করিতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারে চিরকাল মাতৃপূজা হয় এই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। দয়াময়ী জননী তাঁহার ভক্ত সন্তানের মনের এই সাধ পূর্ণ করুন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পৃথিবীতে কয়েক দিনের জন্য ধার্ম্মিক স্বামীর দৈহিক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাকে যে মাতৃধনে ধনী করিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া তিনি নিশ্চয় অনন্তকালের সুখশান্তি সম্ভোগ করিতে পারিবেন। তিনি বিশ্বাসী হইয়া স্বামী সহ পুনর্মিলনের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া উপস্থিত শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হউন।

২৬শে মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতানিবাসী বাগেরহাটের সবডেপুটী কলেক্টর শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদিনিবাসী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাগের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীর শুভ বিবাহ হইয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন। বরের বয়স ২৮, কন্যার বয়স ২২ বৎসর।

ভাই উমানাথ গুপ্ত একটু ভাল আছেন, অল্প বল পাইতেছেন। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর স্ত্রী ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। তিনি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। যে সকল সহৃদয় বন্ধু রোগীদিগের সেবার জন্য সাহায্য করিতেছেন, আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদিগকে বার বার নমস্কার করি।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাঁকিপুরে ২। ৩ দিন অবস্থিতি এবং তথাকার স্থানীয় মন্দিরে উপাসনা করিয়া গাজিপুর গমন করিয়াছেন। গাজিপুরের উৎসব বিবরণ আজও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

ভাগলপুর হইতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা দ্বারকা নাথ বাগচি লিখিয়াছেন;—মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্বে দেখিলাম আমার পত্নীর প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে লিখিয়াছেন। সেটা ভুল ছাপা হইয়াছে। আমার স্ত্রীর রেমিটেণ্ট জ্বরে কাল হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অন্নদাবাবুর পুত্র গৌর প্রথমে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন। ২ দিন পরে তাঁহাকে না পাওয়ায় এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মনোমোহন বাবুকে দেখান হয়। ৮ দিনের জ্বরে মৃত্যু হয়। উভয়েই ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন প্লেগ নয়।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এদেশের ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রদর্শন করে। গীতাতে যাহার সূত্রপাত, ভাগবতে তাহার প্রস্ফুটাবস্থা। গীতা ও ভাগবতের ঈদৃশ ঘনিষ্ঠ যোগ ও সম্বন্ধ

সাধারণের আজও চক্ষুর্গোচর হয় নাই। এই অভাবপূরণের জন্য 'শ্রীমদ্গীতা-পূর্ত্তি' নাম দিয়া উপাধ্যায় একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গীতাসমন্বয়ভাষ্য যেমন প্রথমে সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে, ইহাও তেমনি প্রথমে সংস্কৃতে লিখিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বপ্রদর্শক শ্লোকগুলি বিষয়বিভাগানুসারে ইহাতে বিন্যস্ত থাকিবে। কোন্ স্কন্ধের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শ্লোক তাহার নিদর্শন সঙ্গে থাকিবে, সুতরাং বিষয়বিভাগবশতঃ শ্লোকের স্থানান্তরতার জন্য পঠনপাঠনে কোন অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই গ্রন্থে শ্রীমচ্ছঙ্কর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরোধ যথাসম্ভব পরিহার করিবার জন্য যত্ন হইবে।

দুই তিন মাস আমাদের কাগজে মৃত্যু সংবাদ ছিল না, এবার এক সঙ্গে তিনটি মৃত্যুসংবাদ যাইতেছে। আমাদের এই সামান্য মণ্ডলীতে এক পক্ষের মধ্যে তিন জন চলিয়া গেলেন এ বড় সহজ নহে। যাহা বিধাতা করিতেছেন তাহাতে আর কাহারও কোন মতামত প্রকাশ করা বৃথা। আমাদের পুরাতন বন্ধু বাঁকিপুরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বেহারী লাল ঘোষ দানাপুর দানাপুর হইতে কার্য্য করিয়া বাসায় আসেন। সেই দিন তাহার জ্বর হয়। দুই দিনের জ্বরে ২৬শে মার্চ্চ তারিখে দারুণ প্লেগ রোগে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি আমাদের একজন বহুকালের পুরাতন সদাবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ও আত্মীয়। ইনি জীবনে অনেক পরীক্ষার ভিতর পড়িয়াও বিশ্বাসী ছিলেন। ইঁহার একটীমাত্র কন্যাকে আমাদের বাঁকিপুরের অধ্যাপক শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বিবাহ করিয়াছেন। শেষ জীবনে বিহারী বাবু কন্যা জামাতা ও তিনটি ছেলেকে লইয়া অনেকটা সুখী হইয়াছিলেন। ভগবানের দূত প্লেগ তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে রাখিলেন না। পরলোকে তিনি যেন ভগবানকে লইয়া পরম সুখে সুখী হন। সেই লোকে নিশ্চয় তিনি তাঁহার ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও অন্যান্য প্রিয়তম আত্মীয়দিগকে লাভ করিয়া পৃথিবীর দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসাব।

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯০১ খৃঃ।

আয়।

মাসিক দান। মহারাজা ৪০্, মহারাণী ২০্, বাবু করুণাচন্দ্র সেন ১০্, মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র সেন ১২্, মিঃ পি, সি, সেন ১০্, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ১০্, বাবু নলীনবিহারী সরকার ৪্, বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় ৭্, বাবু সরল চন্দ্র সেন ২্, ডাঃ নৃত্যগোপাল মিত্র ৫্, একজন বন্ধু ৪্, রায়বাহাদুর উমাকান্ত দাস ২্, বাবু মাণিকলাল বড়াল ২্, বাবু সত্যশরণ গুপ্ত ২্, বাবু রমাকান্ত সেন ২্, বাবু বরদাপ্রসাদ দাস ১্, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত ১্, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত ১্, বাবু গোবিন চাঁদ ধর ১্, বাবু যদুনাথ দে ১্, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বসু ১৷০, বাবু সাধুচরণ দে ১্, বাবু সীতানাথ রায় ১্, বাবু কাণাইলাল সেন ১্, বাবু উমেশচন্দ্র সুর ১্, বাবু বিপিনবিহারী ধর ৷৷০, বাবু তেজশ্চন্দ্র বসু ৷৷০, বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ৷৷০, বাবু পুলীনবিহারী সরকার ৷৷০, বাবু কুমুদবিহারী সেন ৷৷০, বাবু ললীতামোহন রায় ৷৷০, বাবু মধুসূদন সেন ৷০ বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ৷৷০, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৷৷০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেন ৷০, বাবু হরগোপাল সরকার ৷০, বাবু ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৷০, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৷০, বাবু রামদয়াল গুপ্ত ৷৷০, বাবু দ্বারিকানাথ রায় ৷৷০, বাবু অমৃতকৃষ্ণ দত্ত ৷৷০, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত ৷৷০, বাবু প্রমথনাথ মিত্র ৷৷০, বাবু কাণাইলাল সেন ৷৷০, বাবু শরৎচন্দ্র দত্ত ৷০, বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র সেঠ ৷০, বাবু ভূজেন্দ্র নাথ মিত্র ৷৷০, বাবু অমৃতলাল ঘোষ ৷৷০, বাবু মিহিরলাল রক্ষিত ৷০, বাবু মাধবলাল সেন ৷০, বাবু কুটবিহারী দাস ৷০, বাবু নটবর রায় ৷০, বাবু হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷০, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ৷০, বাবু সদানন্দ দাস ৷০।

শুভকর্ম্মের দান। বাবু কৃষ্ণধন দাস ১৫্ সাং মাদিপুরা ভাগলপুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে।

আনুষ্ঠানিক দান ১্ শ্রাদ্ধোপলক্ষে।

অরগ্যান মেরামতের দান। বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ২্।

উৎসবে দানাধারে ৫১৸৵১০।

বিশেষ দান। উৎসবের আলোর খরচ একজন বন্ধু ৮০।

মোট ২৩৮৵১০।

বাবু নলীনবিহারী সরকার একখান একরঙ্গা কাপড়।

ব্যয়।

হরিরাদাস ২২্ অরগ্যান মেরামত, প্রচার ১৯৶১০, দ্রব্যাদি ক্রয় ৬৪৸২, মেরামত ১৭্১০, গাড়ীভাড়া ১৭৷৶০, খুচরা খরচ ৪১৷৵২, বেহারার বেতন ১৬্, বাদক ২্, গৌরমোহন ধর ৬্, সোয়ারিম্ কোং ১০্, গ্যাস কোং ৫৷০, বাজাটানা ১৷০।

মোট ২২১৸৵১০।

আয় জানুয়ারী ১৪৭৵১০। ফেব্রুয়ারী ৯১্। ডিসেম্বরের স্থিত ৪০৸১০।

মোট ২৭৮৸৶০।

ব্যয় ২২১৸৵১০।

স্থিত ৫৩৲১০।

শ্রী অমৃতলাল বসু।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজ ও পৌরোহিত্য *।

বিগত ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে "উপদেষ্টা ও উপদেশ্য" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করাই বর্ত্তমান পত্রের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন, তাঁহারা "পৌরোহিত্য" শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিতেছেন, আলোচনাকালে ঐ শব্দ সেই অর্থেই ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। আমাদিগের মণ্ডলীমধ্যে যাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচারক-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন,

---

* এই প্রবন্ধের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা প্রতিপন্ন না করিলে ঠিক মীমাংসা হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ অপরিহার্য্য। সুতরাং বিনা মন্তব্যে আমরা প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম। সং।

তাঁহাদিগের মণ্ডলীর উপর অযথাপ্রাধান্যস্থাপনের চেষ্টাই "পৌরোহিত্য" নামে অভিহিত হইতেছে। আমাদের প্রচারকের, ব্রহ্ম ও উপাসক, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, এরূপ অভিযোগ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয় নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, প্রচারকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ মণ্ডলীর উপর অযথাপ্রাধান্যস্থাপনের চেষ্টা করেন কি না। শুনিয়াছি, কোন প্রচারক আপনাকে স্থানবিশেষে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে নিয়োজিত বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং সেই জন্যই অন্য কোন প্রচারক বা বিশ্বাসী ব্রাহ্ম তথায় প্রচারার্থে যাইতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে উল্লিখিত নিযুক্ত প্রচারকের অনুমতি লইয়া যাইতে বাধ্য বলিয়া মনে করেন। কেহ অগ্রে অনুমতি না লইয়া হঠাৎ তথায় প্রচারার্থে গেলে তিনি বিরক্ত হন। আমার মনে হয়, যদি কেহ কোন স্থানের সেবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হন, সে স্থানে অপর কেহ গিয়া কার্য্য করিলে নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞ হওয়া ও উল্লাস প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। যাঁহার সহিত মতের বা ভাবের অনৈক্য নাই, এরূপ ব্যক্তিকেও উপাসনাসম্পাদনে অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হওয়া কি অস্বাভাবিক নহে? এক জন কোন স্থানে বিশেষভাবে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলে অন্যেও যে তথায় কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন, ইহা বোঝা আবশ্যক।

কোন কোন প্রচারক মনে করেন, তাঁহারা সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরনিযুক্ত আচার্য্য; তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজবিশেষের আচার্য্যরূপে নিযুক্ত করিবার অধিকার আর কাহারও নাই। ঈদৃশ মত যে ভ্রান্তিমূলক, তাহাতে সন্দেহ কি? যে ব্যক্তি প্রচারব্রত অবলম্বন করেন, মানবাত্মাকে ঈশ্বরসন্নিধানে আনয়নের চেষ্টা ভিন্ন তাঁহার কার্য্য থাকিবে না, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি যে, সকল মণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্যনির্ব্বাহে উপযুক্ত, তাহা কিরূপে স্বীকার করিব? যে সকল লোক বহুকাল ধরিয়া সাধন ভজন করিতেছেন, এক জন নবোৎসাহী যুবক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াই যে সেই সকল লোকের আচার্য্য বা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? বস্তুতঃ প্রচারকমাত্রেই যে সকল বিশ্বাসী সাধকের উপদেষ্টা, এবং বিশ্বাসী সাধক সকলেই প্রচারকমাত্রেরই উপদেশ্য, ইহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। প্রচারকের অনেক প্রকার কার্য্য; স্থানভেদে, মণ্ডলীভেদে কার্য্যপ্রণালীও ভিন্ন হওয়া সঙ্গত। আর এক কথা এই, যদিই কোন ব্যক্তি আপনাকে কোন মণ্ডলীর ঈশ্বরনিযুক্ত আচার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং যদিই তাঁহার বিশ্বাস সত্যমূলক হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে আচার্য্যরূপে নিযুক্ত করিবার অধিকার মণ্ডলীর আছে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে নিয়োগ, তাহা স্বীকার করাই মণ্ডলীর নিয়োগ। এ কথা বুঝিলে মণ্ডলীর নিয়োগে বিরক্ত হইবার কোন কারণ থাকে না।

"উপদেষ্টা ও উপদেশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা অন্যকে বেদীর অধিকার দিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা মনে করেন; 'আমি উপাসনা করিলেই লোকের অধিক উপকার হয়।' যাঁহারা ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, উপাসনায় বচনবিন্যাস করিতে পারেন, তাঁহাদের তজ্জনিত অভিমান মানবীয় ভাব। এইভাবে পরিচালিত হইয়া অন্যকে বেদীর অধিকার দিতে কুণ্ঠিত, আমি এরূপ দৃষ্টান্ত দেখি নাই। আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে বোধ করি সকলেই সত্যকে ও সত্য ভাবকে অধিক সমাদর করেন। লোকের চিত্তবিনোদনার্থ বচনবিন্যাসের উপাসনা সাধকের মধ্যে আছে, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যেখানে প্রবল ভাব, উচ্ছ্বসিত ভক্তি, সেখানেই স্বভাবের নিয়মে ভাষা মধুর হইতে পারে। আমাদের মণ্ডলীর লোকেরা এখন প্রকৃত উপাসনা বুঝিয়াছেন; এখন যে গভীর উপাসনা না দিয়া কেহ কেবল বচনবিন্যাসে মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিবেন, সে সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। আমার মনে হয়, কোন কোন প্রচারক নিজের উপাসনা গভীর হইল কি না, উপদেশ লোকের প্রাণস্পর্শী হইল কি না, তাহা বিবেচনা না করিয়াই বেদীর উপর একাধিপত্যস্থাপনে ব্যগ্র। উপাসনাকালে ঈশ্বরের দিকে চক্ষু রাখিলে যে ভাবের উদ্রেক হয়, সেই ভাবই সত্য উপাসনাকে গঠন করে; অনেকে সে কথা না বুঝিয়া প্রচারক বলিয়াই উপাসনা করিতে অগ্রসর হন। বেদী হইতে উপাসনাসম্পাদনব্যতীত উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে অন্যের উপযোগিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ কেহ অনুপযুক্ততাসত্ত্বেও উপদেশদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহারই নাম পৌরোহিত্য।

কোন বিশ্বাসী, প্রচারকের উপাসনা ও প্রচারকার্য্যে বাধা দেন, ইহা আমরা মনেই করিতে পারি না। বিশ্বাসিমাত্রেই ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রচারকবর্গের প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। প্রচারক যদি মনে করেন, তিনি বর্ত্তমান থাকিলে আর কোন ব্যক্তির উপাসনা কার্য্য সম্পাদনে অধিকার নাই, সেই মতকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবিয়া বিশ্বাসী আপত্তি করিতে পারেন। জনসমাজকে ঈশ্বর সন্নিধানে আনিবার জন্য প্রচারক যেমন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, অন্যেরও সে ব্রত থাকা সম্ভব। প্রচারকের জীবনে যেমন ঈশ্বরের ইঙ্গিত প্রকাশ হয়, অন্যের জীবনেও তদ্রূপ ঈশ্বরের ইঙ্গিত প্রকাশিত হইতে পারে। যাহার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সেই শক্তি ব্রহ্মবাণী; সেই শক্তি স্বর্গের ইঙ্গিত। যে ব্যক্তি সেই শক্তিকে আপনার মনে করেন, তিনি ভ্রান্ত; যিনি ব্রহ্মকৃপারূপে শক্তিকে অবলোকন করেন, তিনিই বিশ্বাসী। কেহ কাহারও কার্য্যকে বাধা দিবেন না, সকলে মিলিয়া কার্য্য করিবেন, ইহাই ধর্ম্ম। প্রচারককে অব্যাহতরূপে কার্য্য করিবার অধিকার দিতে অন্যে বাধ্য, সন্দেহ নাই; অন্যকেও অব্যাহতরূপে কার্য্য করিতে দিতে প্রচারক বাধ্য। প্রচারক ব্রতধারী ভিন্ন প্রচারকার্য্যে অন্যের অধিকার নাই, এমত ত আর আমাদের নহে। প্রচারক আপনার কার্য্যপরিমাণ কিরূপে নির্দ্ধারণ করিবেন? কয়বার উপাসনাসম্পাদন করা হইল, কয়টা বক্তৃতা করা হইল, ইহা দেখিয়া নয়; কিন্তু তিনি যেখানে বাস করিতেছেন, সেখানে কতলোক যথার্থ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইলেন, তত্রত্য বিশ্বাসিমণ্ডলীর লোকেদের কত ভাব ও শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইল, কত ব্রহ্মের কার্য্য সাধন হইল ইহা দেখিয়া কার্য্যপরিমাণ নির্ণয় করাই সঙ্গত। কোন কোন প্রচারক, অন্য বিশ্বাসীর সঙ্গে মিলিয়া সমাজের আচার্য্যকার্য্যনির্ব্বাহে অনিচ্ছুক; অন্যেও তাঁহার ন্যায় কার্য্য করে দেখিলেই তিনি আপনার কার্য্যকে অব্যাহত মনে করেন না। ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ও পৌরোহিত্যপ্রকাশক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এইরূপ পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধেই আন্দোলন। ব্রতসমুচিত ব্যবহার করিতে গিয়াই যে প্রচারক নিন্দিত, ঘৃণিত বা পৌরোহিত্যাভিমানী বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তাহা নহে।

বাঁকিপুর।

বিধানবিশ্বাসী

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ৭ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, রবিবার, সংবৎ ১৯৫৮; ব্রাহ্মসংবৎ ৭২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, আমাদের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করিবার জন্য তোমার এত যত্ন কেন? বৎসরের পর বৎসর তুমি উত্তরোত্তর আপনাকে আমাদিগের নিকটে অধিক হইতে অধিকতর প্রকাশ করিতেছ। তোমার এইরূপ আত্মপ্রকাশে অভি-ভূত হইয়া ঈশা ক্রুশোপরি প্রাণ দিলেন, শ্রীচৈতন্য পাগল হইয়া সমুদ্রে ঝম্পদান করিলেন, শাক্য রাজ-পাট, পত্নী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন, যত সাধু মহাজনগণ আত্ম-হারা হইয়া তোমাতে ডুবিলেন, অথচ আমরা এখনও যেমন তেমনি আছি, একটুও ভাঙ্গি নাই মচকাই নাই, বল, প্রভো, এ কি আমাদের ঘোর দুর্দ্দশা নয়? তুমি ছাড়িবার পাত্র নও, তাই দিন দিন তুমি বল করিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেছ, আর দেখাইতেছ, দেখ্ তোদের জন্য আমি কত কি করিতেছি। হায়, আমাদের চিরদিন একই আক্ষেপ রহিল। তুমি আমাদের জন্য যাহা করিলে, তাহার কোটি অংশের একাংশও আমরা তোমার জন্য করিতে পারিলাম না, এরূপ আক্ষেপ করিয়া আমাদের দিন কাটাইলে চলিতেছে না। জানি আমরা নূতন পথে চলিতেছি, পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কাহাকেও ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া একাকী কৃতার্থ হইবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা হইলেও, বিশ্বাস প্রেম পুণ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রত্যেকে দায়ী, অমুকের জন্য আমার এ সকল হইল না, ইহা বলিয়াতো দায়মুক্ত হইবার উপায় নাই। অমুকের অমুক নাই, তাইতো আমার আরো অধিক তদ্যুক্ত হইবার কারণ উপস্থিত। আমার যদি তাহা অধিক পরিমাণে থাকে, তবে অপরকে তাহা যে গ্রহণ করিতেই হইবে। হে দেবাদিদেব, দল ও পরিবার লইয়া আমাদের জীবন, ইহাতে আমাদের দায়িত্ব ভারি বাড়িয়াছে। দায়িত্বের উপযুক্ত আমা-দের প্রযত্ন নাই, আমরা যে আত্মপুরুষকারের সহায়-তায় প্রযত্ন বাড়াইব সেরূপ আমরা শিক্ষা পাই নাই। তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না, নিয়ত তোমার সাহায্য পাইতে পারি এজন্য তুমি উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছ। কেন, কিজন্য তুমি কি কর লোকে তাহা দেখিতে পায় না, তাই তাহারা তোমার আত্মপ্রকাশও বুঝিতে পারে না। আমাদের প্রতি তোমার কৃপা-

বশতঃ তুমি আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, তাই আমরা তোমার আত্মপ্রকাশ বুঝিতে সমর্থ হই। যদি সমর্থ করিলে তবে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তদ্দ্বারা 'অভিভূত হইয়া পড়িয়া সেই সকল সামগ্রীসংগ্রহে যত্নশীল হই, যে সকল সামগ্রীতে তোমাকে বুঝিবার পক্ষে সকলের সাহায্য হয়। আমাদের জীবন যদি তোমার আত্মপ্রকাশের সাক্ষ্য দান না করিল তাহা হইলে আমাদের যে অপরাধের সীমা থাকিবে না'। তাই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা, আমরা যেন তোমার আত্মপ্রকাশের সাক্ষ্যদানে কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে আশা করিয়া বার বার তোমায় প্রণাম করি।

বিজ্ঞানপ্রধান জীবন।

ভাব অতি সুমিষ্ট। ভাব বিনা জীবন নিরতিশয় শুষ্ক, এবং অপরেতে সংক্রামিত হইবার একান্ত অনুপযুক্ত। ভাবরসে স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়া অপরকে তদ্দ্বারা অভিষিক্ত করা যায়, সুতরাং আপনি অপরেতে প্রতিফলিত হইয়া তাহার সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া সহজ হয়। জীবনরাজ্যে ভাবের সাম্রাজ্য আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না, এবং ভাবশূন্য হওয়া যে আপনার ও অপরের ঘোর অকল্যাণের হেতু তাহাতেও সন্দেহ নাই। ভাবের মূলে যদি বিজ্ঞান না থাকে, বিজ্ঞান হইতে যদি ভাবের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে ভাব ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে অন্ধ করিয়া ফেলে। এই অন্ধতার কালে ভাব পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। ভাব যত দিন সত্যের ভূমির মধ্যে অবস্থান করে, তত দিন ভাবের অপায় হয় না, ক্রমে আরও উহার বৃদ্ধি হয়। 'সহস্র ভাবকতা দ্বারা আচ্ছাদন করিলেও অসত্য আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই করিবে। অসত্য আপনাকে সত্য বলিয়া কখন প্রতিপাদন করিতে পারে না, সুতরাং অসত্যাশ্রয়ী জীবন পরিণামে দেখিতে পায়, এত ভাবাগম মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা জীবন অগ্রসর না হইয়া কেবলই বিবিধ বিকার উৎপাদন করিয়াছে। যাই ইহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল অমনি ভাবাগম বন্ধ হইয়া গেল। যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভাবের উদয় তাহার বিনাশে ভাবেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যেখানে সত্য সেখানে বিজ্ঞান, সত্য আশ্রয় না করিয়া বিজ্ঞানের উদয় কোন কালে হইতে পারে না। সুতরাং যেখানে নিয়ত সত্যের প্রতি দৃষ্টি, সেখানে বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়'। বিজ্ঞানপ্রধান জীবন নিয়ত সত্যান্বেষণ করে, যত ক্ষণ সত্য আত্মপ্রকাশ না করেন, তত ক্ষণ উহা কোন প্রকার ভাবের অধীন হয় না। এ জীবনে সংযতচিত্ততা নিয়ত এই জন্যই প্রকাশ পায়। ভাবপ্রধান জীবন কোন একটি বিষয়ের আভাসমাত্রের প্রকাশ দেখিয়াই ভাববিহ্বল হয়, সেই বিষয়টি হইতে পরে কি উত্থিত হইবে, তৎপ্রতি তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। সেই বিষয়টির যখন সমুদায় অবয়ব প্রকাশ পায়, তখন সে দেখিতে পায়, প্রথমে যাহা ভাবিয়া তাহার ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহার কিছুই নাই, বরং বিপরীত। সুতরাং কেবল তাহার ভাবসঙ্কোচ হয় তাহা নহে, মনে নিরাশা ও অবসাদ উপস্থিত হয়। ভাবপ্রধান জীবনে যে মুহুর্মুহু নিরাশা ও অবসন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই।

যাহা বলা হইল তাহাতে মনে হয়, ভাবপ্রধান মনের সুখ অধিক, বিজ্ঞানপ্রধান মনের সুখ অল্প। আপাততঃ এইরূপই বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক বিজ্ঞানপ্রধান মনের সুখই অধিক। অধিক কেন? অধিক এইজন্য যে, ভাবপ্রধান মনে সুখ যেমন হঠাৎ উদিত হয়, আবার তেমনি হঠাৎ লুপ্ত হইয়া গিয়া উহা বিষাদ আনয়ন করে; বিজ্ঞানপ্রধান মনে প্রথমে সুখের আগমে কিঞ্চিৎ কালক্ষেপ হয়, কিন্তু একবার সুখ আসিলে আর তাহা কখন বিলুপ্ত হয় না, সত্যের স্থায়ী ভূমির উপরে স্থিরতরভাবে উহা স্থিতি করে। ইহা ছাড়া আরও একটী বিশেষ কথা আছে। সত্যের চরমপ্রকাশ হইবার পূর্ব্বে উহার যে সকল অংশ প্রকাশ পায়, সেই অংশে যতটুকু আনন্দ

হইতে পারে, সে আনন্দ বিজ্ঞানপ্রধান মনের নিকটে অবরুদ্ধ থাকে না। কেন না, তত দূর প্রকাশ পাইয়া আরও প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতো আর কোন কালে অসত্য হইয়া যাইবে না, এই স্থির নিশ্চয়বশতঃ বিজ্ঞান-প্রধান মনে আনন্দোদয় হয়, তবে এ আনন্দোদয় পরিমিত, যখন সত্যের সমগ্রাংশ প্রকাশ পায়, তখন আনন্দ পূর্ণতালাভ করে।

আমরা ভাব ও বিজ্ঞান উভয়েরই পক্ষপাতী। ভাববিহীন বিজ্ঞান বিজ্ঞানবিহীন ভাব, এ উভয়ই সর্ব্বথা পরিহার্য্য। সত্য ভাবের আশ্রয়, সত্যের সৌন্দর্য্যে ভাবোদ্রেক হইয়া থাকে। সত্য এমনই সুন্দর যে, সত্যে সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়। যাহার যত আকর্ষণ গুণ অধিক, সে তত সুন্দর। তুমি যদি দেখিতে সুরূপ হও, কিন্তু তোমাতে সত্য না থাকে, তোমার অসত্য ব্যবহার শীঘ্রই তোমাকে কুরূপ করিয়া তুলিবে। মনে হয় মানুষ বুঝি কেবল বাহির দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এ কথা সত্য নহে। যাহার ভিতরটা প্রকাশ পায় নাই, তাহার বাহির আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু সে আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী। তাহার ভিতর যদি বাহিরের বিপরীত হয়, যাই তাহা প্রকাশ পায়, অমনই সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতি নরনারীর ভিতরে যে সত্য অর্থাৎ নিত্য বিষয় বিদ্যমান, উহা-রই সৌন্দর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাব যদি অসত্য অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—যেমন কোন ব্যক্তির কপট বাহ্য প্রকাশ—তাহা হইলে সৌন্দর্য্য নহে কিন্তু সৌন্দর্য্যাভাসের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে উহা স্থায়ী হইতে পারে না। বাহিরে তেমন রূপ নাই, কিন্তু সত্যের ঔজ্জ্বল্যে মুখ উজ্জ্বল, সে মুখ কোন দিন সৌন্দর্য্যবিহীন হয় না, এবং তাহার আকর্ষণ চিরদিন সমান থাকে। ভাবুক লোক ক্ষণ-স্থায়ী ভাবের উত্তেজনায় এ মুখের সৌন্দর্য্য সহসা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যে সকল ব্যক্তির বিজ্ঞানদৃষ্টি আছে, তাঁহারা সে মুখ দর্শনে ভাবাধীন না হইয়া থাকিতে পারেন না। যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞানানুসরণ করে অথচ তাদৃশ ভাবোদ্দীপ্তহৃদয় না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি এখ-নও বিজ্ঞানে পরিপক্কতা লাভ করে নাই। সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, বিজ্ঞানপ্রধান জীবন সত্যমূলক, এবং সত্যমূলক বলিয়া উহা স্থায়ী ভাবের আধার

ঈশ্বরের ক্রিয়া।

সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার কর্ত্তা ঈশ্বর একথা বলিলে কুক্রি-য়ার কর্ত্তাও ঈশ্বর হন কি না, এই কথা লইয়া আমাদের কোন কোন বন্ধুর মনে আন্দোলন ও সংশয় বহু দিন হইল চলিয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাতে তাঁহাদের সংশয় কেবল ঘোচে নাই তাহা নহে, তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন, ভবিষ্যতে আমাদের কথা লইয়া এরূপ মতভেদ উপস্থিত হইবে যে, একই কথা দুই দল দুই প্রকারের অর্থ দিয়া দুই বিপরীত মত সংসৃষ্ট করিবেন। আমাদের কথায় ঈদৃশ দুর্গতি হইবে, এসম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা না থাকিলেও যখন বন্ধুগণের মনে তাদৃশ আশঙ্কা উদিত হইয়াছে, তখন এসম্বন্ধে আমাদের মত পুনরায় ব্যক্ত করা পিষ্টপেষণ হইলেও তাহা করিতে হইতেছে, কেন না মতসম্বন্ধে দায়িত্ব কেহ যদি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে যত দূর সম্ভব পরিষ্কার-রূপে নিজ মত অভিব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। এবার আমরা যাহা বলিব তাহাতে বন্ধুগণের মনস্তুষ্টি হইবে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বলিবার কথা আমরা বলিয়া যাই।

আমরা বিশ্বাস করি, সকল মানুষ একই সোপা-নস্থ নয়। জড়, পশু, মানুষ, দেবতা এই চারি শ্রেণীতে মনুষ্যগণকে বিভাগ করা যাইতে পারে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এ চারি বিমিশ্রভাবে সকল মানুষেতেই বিদ্যমান, কিন্তু ইহাদের কোন কোনটির কাহাতেও প্রাধান্য দর্শন করিয়া তদনুসারে তাহাকে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। মানুষ যদি কেবল

জড় হইত বা পশু হইত, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু সে যখন কেবল জড় বা পশু নয়, তাহাতে মনুষ্যত্ব আছে, এবং দেবত্বের প্রকাশেরও সম্ভাবনা আছে, তখন জড় বা পশু থাকা তাহার নিয়তি নয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য অপরাধমধ্যে গণ্য। জড় ও পশুভাবের প্রাবল্য মানবে উপস্থিত হইয়া চুরী, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি হইয়া থাকে, সুতরাং এই সকল কার্য্য কার্য্য হইলেও তাহাদের উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহারা তজ্জন্য মানবসমাজে ও ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডিত হয়।

জড় যে সে জড়ের মত, পশু যে সে পশুর মত কাজ করিবে। জড়েতে ও পশুতে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তন্মূলে যেমন ঈশ্বরের শক্তি আছে, তেমনি জড়প্রধান বা পশুত্বপ্রধান মনুষ্যের কার্য্যের মূলে ঈশ্বরের শক্তির ক্রিয়া আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জড় চির দিন জড়ই থাকিয়া যায়, পশু চির দিন পশুই থাকে, কিন্তু মনুষ্য কি আর চিরজড় ও চিরপশু থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তজ্জন্য সে জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়াই জড়ধর্ম্ম আলস্যাদি ও পশুস্বভাব হিংসাদি পরিহার করিবার জন্য সে একান্ত দায়ী। জড়েতে তো কোন সুখদুঃখাদির ভাবই নাই, সুতরাং তাহার কার্য্যে সে সকলের উদ্রেক হইবে কি প্রকারে? পশুর সুখদুঃখবোধ আছে বটে, কিন্তু হিংসাদিজন্য কোন পশুর অনুতাপ উপস্থিত হইয়া সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিল ইহা যখন কোন কালেই দেখা যায় না, তখন পশুতে তাহাদের স্ব স্ব ক্রিয়ার জন্য দণ্ডপুরস্কারেরও সম্ভাবনা নাই। তবে যে সংগ্রামে শৃঙ্গভঙ্গ, পদভঙ্গাদি উপস্থিত হইয়া তাহারা ক্লেশ পায়, তাহার সঙ্গে পাপের কোন সম্বন্ধ নাই, সংগ্রাম করিতে গেলেই উহার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া সে সকল গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন দেখা উচিত জড়-বা-পশু-সমুচিত কার্য্য করিয়া মানুষ দণ্ডভাজন হয় কেন? সে তো বলিতে পারে, আমার সকল কার্য্যের মূলে ঈশ্বরশক্তি না থাকিলে যখন আমি কার্য্য করিতে পারি না, তখন আমার কতক গুলি ক্রিয়াকে দুষ্ক্রিয়া নাম দিয়া আমায় দণ্ডভাজন করা হয় কেন? ইহা কি ঘোর অবিচার নহে? মানুষ, তুমি যদি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারী না হইতে তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। তোমার দুর্ভাগ্য এই যে তুমি জড় প্রস্তর নও, বা বিবেকহীন পশু নও। তোমাতে বিবেক আছে বলিয়া তুমি যদি জড় বা পশুর মত কর্ম্ম কর, এবং সে সম্বন্ধে অন্তরের নিষেধ না শুন, ঈশ্বর তোমার হস্ত অবরুদ্ধ করিবেন না, তোমার জড়ত্ব ও পশুত্বের কার্য্য হইতে দিবেন, কিন্তু জানিও তোমার এজন্য ঘোরতর ক্লেশ পাইতে হইবে, এবং সেই ক্লেশে তোমার উচ্চতম জীবনের দিকে দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে, তুমি আর চির দিন জড় ও পশু থাকিতে পারিবে না।

এখন কেহ যদি আপত্তি উত্থাপিত করেন, মানুষ বা দেবতা গড়িতে গিয়া ঈশ্বর তন্মধ্যে জড়ত্ব ও পশুত্ব স্থাপন করিলেন কেন? যদিও এরূপ প্রশ্ন তোলা বা তাহার উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, কেন না ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, আমরা কেবল তাহার পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ, কেন করিলেন তাহার কারণ দিতে আমরা অসমর্থ, যেহেতু তাঁহার সকল বিষয়ের 'কেন' নির্দ্ধারণ করিতে গেলে যে সর্ব্বজ্ঞতা চাই তাহা আমাদের নাই; তথাপি এ সম্বন্ধে আমরা এই টুকু বলিতে পারি যে, আমাদের দেহ জড়-ও-পশু-প্রসূত, দেহধারী হইয়াছি বলিয়াই আমরা জড়ত্ব ও পশুত্বের অধীন হইয়াছি। আমরা কেবল দেহই নই, আমাদের মধ্যে দেহের অতীত যে আত্মা বাস করিতেছেন, তাঁহার জড় ও পশুকে নির্জ্জিত করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে রাখিবার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতানুরূপ কার্য্য করিতে না পারিলে জড় ও পশু তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, এবং তিনি এরূপ সকল কার্য্য করেন, যাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়। তাঁহাতে যখন জড় বা পশুভাবের প্রাবল্য তখন জড় বা পশুভাবের আধার দেহ স্বপ্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করে, এবং ঈশ্বরশক্তি

সেই প্রকারে কার্য্য করিতে দেন, ইহাতে ঈশ্বরেতে এই জন্য দোষ পড়ে না যে, তিনি শরীরকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন, সে প্রকৃতির অধিকার হইতে তিনি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তবে এখানে আত্মার প্রকৃতি কার্য্য করিতে পাইল না বলিয়া যে তাহার দুর্গতি উপস্থিত, তাহাও ঈশ্বরের নিবারণ করিবার কোন অধিকার নাই, কেন না তিনি তাঁহার নিজের অবিচলিত ইচ্ছানিবন্ধনই স্বপ্রদত্ত আত্মার প্রকৃতির অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তিনি তাহাকে অল্পে অল্পে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বপ্রকৃতিতে আনয়ন করিবেন, এই তাঁহার অধিকার এবং সে অধিকার অনুসারেই তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমরা যাহা এতক্ষণ বলিলাম, তাহাতে বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কার হইল কি না আমরা জানি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন চরম বিষয়ের, 'কেন' নির্দ্ধারণ করিতে আমরা অক্ষম, 'কেমন' এই নির্দ্ধারণ করিতে আমরা অধিকারী। এখন দেখা যাউক এই নিয়মানুসারে আমাদের মীমাংসিতব্য বিষয়-সম্বন্ধে আমরা কি বলিতে পারি। মনে কর, রাম শ্যামকে বধ করিয়াছে। এখন যদি 'কেন' বধ করিল জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে এ 'কেন'তে রামের শ্যামকে বধ করিবার কারণজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। রাম অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক, ইন্দ্রিয়ের দাস। আমরা তাহার ইন্দ্রিয়াসক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। আমরা জানি ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যাপারে রামের সহিত শ্যামের সজ্ঘর্ষণ উপস্থিত। এই ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যাপারটি পশুসমুচিত, কেন না ধর্ম্মের সহিত অবিরোধী ভাবে উহা পরিষেবিত নহে। রাম ও শ্যামের সজ্ঘর্ষণে রামের মনে পশুবৃত্তি হিংসা নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল, এ হিংসার আবেগ অবরুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহার চলিয়া গেল। ধর্ম্মতো তাহা হইতে পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এক ছিল রাজদণ্ডভয়, হিংসা সে ভয়কেও পরাজয় করিয়া ফেলিল। প্রবল হিংসা মৃত্যুভয়নিবারণ করিল। সুতরাং রাম কিরূপে শ্যামকে বধ করিবে তাহার উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিল। সে আপনার বস্ত্রের নিম্নে গুপ্তভাবে শাণিত অস্ত্র লইয়া সর্ব্বদা বেড়াইত। এক দিন সে অতর্কিতভাবে ঘোররজনীতে শ্যামের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল এবং সেই শাণিত অস্ত্রে তাহার কণ্ঠনালী ছেদন করিল। এখানে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও তজ্জনিত হিংসা এই সকল ব্যাপারের মূল আমরা ইহা স্বীকার করি। এই উপলক্ষে যত গুলি ব্যাপার ঘটিয়াছে, এবং যত গুলি আয়োজন সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কোনটির মধ্যে পাপ নাই, পাপ রামের মনের অভিপ্রায়ে। এই অভিপ্রায়ানুসারে রামকে ঈশ্বর কার্য্য করিতে দিলেন কেন, তিনি রামকে সেই পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য হস্ত ও অস্ত্রাদি সাধনগুলির শক্তিহরণ করিলেন না কেন, এ প্রশ্ন তুলা মিথ্যা, কেন না এরূপ করিতে গেলে প্রতিমূহূর্ত্তে ঈশ্বরকে সকল নিয়ম খণ্ডন করিতে হয়, এবং তিনি আপনি অব্যবস্থিত হইয়া পড়েন। তবে মনে হয় ঈশ্বরের এই দোষ হইতেছে যে, রামের অভিপ্রায়কে কেন তিনি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন না। যদি বলি, রামকে শিক্ষাদিবার জন্য পরিবর্ত্তিত করেন নাই, অমনি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবে, কোন্ পিতা এরূপ ভাবে সন্তানকে শিক্ষা দিয়া থাকেন? আমরা এ প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলিব, কোন্ পিতার হস্তে অনন্তকাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভার আছে? রামের আত্মাকে অনন্তকালের উপযোগী করিয়া কিরূপে প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, তাহা তুমিও জান না আমিও জানি না, স্বর্গ বা পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি সম্যক্ প্রকারে উহা জানেন। অতএব এখানে ঈশ্বরকে তিনি আপনি যাহা ভাল বোঝেন, সেই ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া সমুচিত। যে বিষয়ে কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই, সে বিষয়ে কথা বলিবার আমাদের প্রয়োজন কি? তিনি শ্যামকে বধ করিতে দিলেন, অতএব তিনি বধের অপরাধভাজন হইলেন, এ কথা তুলিয়া দোষ দিতে চাও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেন না মৃত্যুঘটান

যদি পাপ হয়, তাহা হইলে প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবীতে যত লোক মরিতেছে তজ্জনিত পাপ ঈশ্বরেতে লাগিয়াই রহিয়াছে, তুমি আমি তাঁহাকে পাপনিম্মুক্ত করিবার জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া কি করিব? জ্বরাদিব্যাধি, হিংস্রজন্তুর তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা ইত্যাদি মৃত্যুসাধনী ঈশ্বরের হস্তগৃক্ত আছে, তন্মধ্যে রাম যদি একটি তৎসাধনে যন্ত্র হয়, তাহা হইলে বেশি আর কি হইল। কিন্তু মৃত্যু যদি ঈশ্বরের হাতে অমৃতত্বের কারণ হয়,তাহা হইলে তোমার আমার অপরাধনির্ণয়ে তাঁহার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না। এত বলিয়াও যদি আমরা কাহারও এ বিষয়সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবৃদ্ধির হেতু হই, তাহা হইলে আমরা আর কি করিতে পারি?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আজ বোধ করি আরাধনার কথা বলি... নার কোন বাধা নাই।

বিবেক। বস্তুসাক্ষাৎকার অগ্রে হওয়া চাই, তৎপর আরাধনা। তোমার যখন বস্তুসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তখন আর আরাধনার কথা আরম্ভ করিতে আপত্তি কি?

বুদ্ধি। আমার বস্তুসাক্ষাৎকার হইয়াছে, এ আবার কি বলিলে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি মধ্যে মধ্যে এমন এক একটা বল, যাহার অর্থ খুঁজিয়া পাই না।

বিবেক। তুমি আজ এরূপ বলিলে তাহা নয়, আগেও অনেক বার এরূপ বলিয়াছ, কিন্তু পরে তোমায় স্বীকার করিতে হইয়াছে, যাহা আমি বলিয়াছি তাহার বিলক্ষণ অর্থ আছে। দেখ কোন একটি বস্তু আগে মোটামুটি দেখা চাই। উহা যদি মোটামুটি দেখা না হয়, তাহা হইলে সে বস্তু যে আছে, এ জ্ঞানই যখন নাই তখন উহার ভিতরে কি আছে না আছে তাহার বিচার চলিবে কি প্রকারে? আরাধনা করিবার পূর্ব্বে আরাধ্য বস্তুর মোটামুটি অস্তিত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া চাই, তাহা হইলে তন্মধ্যে কি কি আছে আলোচনার বিষয় হইতে পারে। এখন বোধ হয় বুঝিলে কেন বলিয়াছি, বস্তুসাক্ষাৎকার অগ্রে হওয়া চাই, তৎপর আরাধনা। তোমার বস্তুসাক্ষাৎকার হইয়াছে কেন বলিলাম, তাহা কি তোমায় বুঝাইব? স্মরণ করিয়া দেখ, আজ কয়েক বৎসর তোমার সঙ্গে ঈশ্বর কি কি খেলা খেলিলেন। তুমি এত দিন তাঁহার খেলার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পার নাই। ধর ধর করিয়া তাঁহাকে ধরিতেও সমর্থ হও নাই। সম্প্রতি যাই তুমি তাঁহার খেলার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, অমনি তিনি তোমার নিকটে ধরা পড়িলেন। এখন তোমার সুখের পারাবার নাই। এত দিন পরীক্ষাবিপদে পড়িয়া তোমার মন অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল, যাই বুঝিলে এ সকল পরীক্ষাবিপদ্ নয় ভগবানের খেলা, অমনি দুঃখ অবসন্নতা কোথায় পলায়ন করিল, এখন আর তোমার কিছুতে ভয় হয় না। অভয়পদ দেখিয়াছ বলিয়াই তোমার মন হইতে ভয় অপসৃত হইয়াছে। তুমি অতি সৌভাগ্যশালী। তুমি যে তাঁহাকে চিনিলে, বুঝিলে, তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা দেখিলে আর অবাক্ হইলে, ইহা অপেক্ষা বল আর কৃতার্থতার বিষয় কি আছে? আর কি বলিতে পার, ঈশ্বর কোথায় আছেন, কি করিতেছেন কিছুই জানি না। একবার যখন তাঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় হইয়াছে, তখন আর ভয় কি?

বুদ্ধি। তিনি আপনি পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি, আমার নিজ গুণে কিছুই হয় নাই। বরং আমার দিক্ দেখিলে মনে হয়, তাঁহার পরিচয় না দেওয়াই ভাল ছিল। তাঁহার পরিচয় পাইয়া আমি সৌভাগ্যশালী, কিন্তু এখনও ভয় হয় কি জানি বা এ সৌভাগ্য হারাইয়া ফেলি। আগে না বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে অনেক কাজ করিয়াছি, এখন বুঝিয়া যদি অণুমাত্র তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কিছু করি, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি ভয় করিও না। তুমি ঈশ্বরের কন্যা, ঈশ্বর তোমার প্রতি চিরপ্রসন্ন। তিনি শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার নিকটে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এ পরিচয় তোমার চিরকল্যাণের জন্য হইবে। এখন আরাধনার প্রথম কথা আরম্ভ ... ঈশ্বর তোমার শক্তির শক্তি, প্রাণের প্রাণ, একথা তুমি অনেকবার শুনিয়াছিলে, এবং শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া 'তুমি' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট আজ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছ। তিনি যে তোমার সঙ্গে আছেন, তিনি যে তোমার জন্য সকলই করিতেছেন,ইহাও তুমি বিশ্বাস করিয়াছ। সত্য শুনিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করা চাই, কেন না বিশ্বাসপূর্ব্বক কার্য্য না করিলে সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। কাহারও মুখে সত্য শুনিলে, অমনি সে সত্যে তোমার বিশ্বাস হইল, জানিও এখানেই ঈশ্বরের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত। সূত্রপাত বলিলাম কেন জান? তিনি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়া সত্যের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন না করাইলে কেহ সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। যে মন সত্যগ্রহণে উন্মুখ নয়, সে সত্য শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, গ্রহণ করিবার কথা দূরে। এই যে সত্যগ্রহণে মনের উন্মুখতা ইহারই নাম শ্রদ্ধা। একটু অগ্রসর হইলে উহারই নাম বিশ্বাস হয়। সত্যের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে এজন্য সত্য শুনিবামাত্র তুমি সত্যকে ধারণ করিলে, ধারণ করিয়া তোমার তৎপ্রতি স্থায়ী আস্থা উপস্থিত হইল। এই স্থায়ী আস্থা বিশ্বাস। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া সত্যের আরাধনা করা আবশ্যক।

বুদ্ধি। সত্য কি, সত্যের আরাধনাই বা কি?

বিবেক। তাহা সত্য, যাহা কোন কালেই অন্যথা হইবার

নহে। কোন কালে অন্যথা হয় না, এরূপ বস্তু কি? এরূপ বস্তু একমাত্র ঈশ্বর। এজন্য ঈশ্বরকেই সত্য বলি। যিনি এখন আছেন তখন আছেন, চিরদিনই সমান আছেন, তিনি সত্য। সত্যস্বরূপের আরাধনার আরম্ভ এই জন্য 'অস্তিত্ব' লইয়া হয়। অস্তিত্ব যে ধাতু-সমুৎপন্ন সত্যশব্দও সেই ধাতুসমুৎপন্ন। সুতরাং সত্যের সহিত অস্তিত্বের একত্ব। আরাধনার আরম্ভ করিতে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করা প্রয়োজন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সকলই উড়িয়া যায়, এক সত্তামাত্র উড়ে না। এ পথ বিজ্ঞানসিদ্ধ পথ। যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছে, তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান ইহার মূলে চিরস্থায়ী বস্তু কি আছে, তাহাই অন্বেষণ করে এবং অন্বেষণ করিয়া কেবল এক শক্তি সকল বস্তুর অন্তরালে দর্শন করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুসকলের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এক শক্তি অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং মন যে শক্তি অনুভব করিল পরীক্ষায় সেই শক্তিই স্থিরিরূপে সকল বস্তুর অন্তরালে দাঁড়াইল। এখন তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে এক মহৎ অস্তিত্ব অনুভব করিলে এ অস্তিত্ব কাহার অস্তিত্ব? শক্তির অস্তিত্ব, কেন না সমুদায়ের বিশ্লেষণে এক শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে যেমন কোন বস্তু থাকে না কেবল শক্তি থাকে, মনে করিয়া লও, তেমনি এসকল বস্তুর যখন সৃষ্টি হয় নাই তখন আর কিছু ছিল না, এক শক্তি ছিল। আরাধনার আরম্ভে সত্তা এবং সেই সত্তা শক্তিসত্তা। এই সত্তার উপলব্ধি হইতে সত্যস্বরূপের আরাধনা হইয়া থাকে। আরাধনাকালে সাধক যে সকল কথা উচ্চারণ করে, সে সকল কথা উপরে যাহা বলিলাম তাহার অনুরূপ। যেমন—হে সত্য, তুমিই সত্য, তোমাব্যতীত আর সত্তা নাই, তুমি আদিতে ছিলে, এখনও আছ, চির দিন থাকিবে। তুমি সকল সত্তার মূলসত্তা; তোমাকে অপনীত করিলে কাহারও সত্তা থাকে না। তোমারই জন্য এই সকল বস্তু আছে, আমরা আছি। তোমার সত্তাতে সত্তাবান্, তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া আমরা সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমাদের দেহ মন প্রাণ আত্মা সকলই তোমার জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

পা। এবম্বোতি খো সো বস্সকারো ব্রহ্মণো মগধমহামত্তো রঞ্ঞো মাগধস্স অজাতসত্তুস্স বেদেহিপুত্তস্স পটিস্সুত্বা ভদ্দানি ভদ্দানি যোজাপেত্বা ভদ্দং যানং অভিরুহিত্বা ভদ্দেহি ভদ্দেহি যানেহি রাজগহম্হা নীয়াসি।

সং। এবং ভবতি খলু সো বর্ষকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামাত্যো রাজ্ঞো মাগধস্য অজাতশত্রোর্বৈদেহীপুত্রস্য বাক্যং প্রতিশ্রুত্য ভদ্রাণি ভদ্রাণি যানানি যোজয়িত্বা ভদ্রং যানং আরুহ্য ভদ্রেণ ভদ্রেণ যানেন রাজগৃহম্ (আত্মানং) নীতবান্।

পা। যেন গিজ্ঝকুটো পব্বতো তেন পায়াসি।

সং। যত্র গৃধ্রকূটপর্ব্বতস্তত্র প্রায়াৎ।

পা। যাবতিকা যানস্স ভূমি যানেন গন্ত্বা যানা পচ্চোরোহিত্বা পত্তিকোব যেন ভগবা তেন্ত উপসঙ্কমি।

সং। যাবতিকা যানস্য ভূমিস্তাবৎ যানেন গত্বা যানাৎ প্রত্যবরুহ্য পদ্ভ্যামেব যত্র ভগবান্ আসীৎ তত্র উপসংক্রামতি স্ম।

পা। উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদি।

সং। উপসংক্রম্য ভগবতা সার্দ্ধং সম্মোদং চকার

পা। সম্মোদনীয়ং কথং সারাণিয়ং বিতি সারেত্বা একমন্তং নিসীদি।

সং। সম্মোদনীয়াং কথাং স্মরণীয়াঞ্চ কথাং স্মৃত্বা একমন্তং নিষীদতি স্ম।

ব্রাহ্মগণের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অপর পক্ষে পত্নী এবং কন্যাদিগের ভরণপোষণাদির সমীচীন ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্রে স্ত্রী ও কন্যাদিগের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীলতা এবং সামাজিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। সেই পরিবর্ত্তন এই ভাবে হওয়া কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ভারতবর্ষ এমন কি সমগ্র পৃথিবী এই বিধান গ্রহণ করিতে পারে। কন্যা ও পুত্রগণের মধ্যে অসাম্যরক্ষা আমাদের অভিপ্রেত নহে, হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের বিধান অসামঞ্জস্য বলিয়া বোধ হয় না, অর্থনীতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজে একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের প্রথা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে এবং কন্যাগণের বাল্যকালে বিবাহ দিবার নিয়ম বিলুপ্ত হইয়াছে; ভ্রাতারা শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে হয়ত দূরদেশে অবস্থিতি করা সম্ভব; এই সকল কারণে কন্যাদিগের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ও গুরুত্ব অধিক হইয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য বিহিত বিধান করা একান্ত সঙ্গত। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা কন্যা, সধবা ও পুত্রবতী এবং পুত্রহীনা কিংবা বন্ধ্যা কন্যা সকলের মধ্যে যে পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে তাহাও উচ্চনীতির অনুমোদনীয় নহে। পুত্রবতী পত্নীগণও হিন্দুসমাজের অনেক পরিমাণে পুত্রগণের অধীন। পত্নীগণকে স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূগণের অযথা অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি দান করা কর্ত্তব্য। পুত্রবতী বিধবা পত্নী পুত্রদিগের তুল্যাংশভাগিনী হইবেন, কিন্তু পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার জীবিত স্বত্ব থাকিবে, আইনসঙ্গত আবশ্যকতা ব্যতিরেকে উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে কিংবা দায়ে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন না, এরূপ হইলে হিন্দুব্যবস্থার সুনীতিরক্ষা এবং পত্নীর স্বাধীনতা অব্যাহত ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা সুরক্ষিত হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে পুত্রগণের সম্পত্তিবণ্টনকালে স্ত্রীর একাংশ পাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহার কিঞ্চিৎ

পরিবর্ত্তন হইলেই হইতে পারে। কন্যাদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সুকঠিন বলিয়া বোধ হয়, সম্পত্তির ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ ও অন্যান্য অসুবিধা নিবারণ এবং কন্যাদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদির সুব্যবস্থা করা সামান্য সমস্যা নহে। আমার বিবেচনায় মূলধনীর ত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ কন্যাদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থে (charge) দায়স্বরূপ রক্ষা করিয়া উক্ত অর্দ্ধাংশ পুত্র কিংবা পৌত্রগণ দান বিক্রয় করিতে পারিবে না, এরূপ ব্যবস্থা করা অন্যায় নহে। পুত্র ও পৌত্র না থাকিলে বিধবা, সধবা, পুত্রবতী ও পুত্রবিহীনা কন্যা তুল্যভাবে সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবে, কিন্তু তাহাদের জীবিত স্বত্ব থাকিবে। যাহা হউক, ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন এই আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

উত্তরাধিকারিত্বের (১৮৬৫ সালের) আইনের আর দুইটী বিশেষ অভাব এই—(১) ইহাতে পুত্রকন্যাবিদ্যমানে পিতা মাতার ভরণ পোষণ কিংবা অংশ প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা নাই, এটি ইউরোপীয় সমাজের বিকৃত সভ্যতার ফল। মুসলমান শাস্ত্রে পিতামাতা, পুত্রকন্যা পত্নী সর্ব্বাবস্থাতেই অংশ পাইবে এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতামাতা ও কন্যা সর্ব্বদা প্রতিপাল্য, তাহারা ধনীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে ভরণ পোষণ পাইবে। সকল দায়ভাগের মূল সূত্র এই, ধনীর জীবমানে যাঁহাদিগকে মূলধনী প্রতিপালন করিতে বাধ্য, তাঁহারাই ধনীর পরলোকের পরও তাঁহারা হয় সম্পত্তির অংশ পাইবেন কিংবা তাহা হইতে ভরণ পোষণ পাইবেন। পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর, অথচ তাঁহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা যে আইনে নাই, সে আইন কি প্রকারে ব্রাহ্মদিগের দায়ভাগ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। (২) মৃত পুত্রের পুত্রকন্যা অর্থাৎ ধনীর পৌত্র ও পৌত্রীর জন্য কোন ব্যবস্থা উক্ত আইনে নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র পুত্রসংজ্ঞাভুক্ত এবং ইহারা সকলেই অংশভাগী অর্থাৎ মৃত পুত্রের পুত্রগণ পিতৃব্যগণের সহিত পিতামহের সম্পত্তির অংশ পাইবে, তবে পৌত্রগণ তাহাদের পিতার যে অংশ হইত তাহাই পাইবে। মুসলমানশাস্ত্রে পুত্র বিদ্যমানে মৃত পুত্রগণের পুত্র কি কন্যা কোন অংশ পায় না, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় হিন্দুব্যবস্থাই অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত বোধ হয়। পুত্রের অভাবে পৌত্রের প্রতি ধনীর স্নেহমমতার হ্রাস হয় না কিংবা তাহাদের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব কোন অংশেই কম নহে বরং অধিক; এমতাবস্থায় তাহাদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা, কিংবা তাহাদের ভরণপোষণাদির ব্যবস্থা না করা কত দূর ন্যায়সঙ্গত তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

এইরূপে আমরা সংক্ষেপে যে সকল কথা বলিলাম তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন ১৮৬৫ সালের উত্তরাধিকারবিষয়ক আইন ভারতবাসী ব্রাহ্মগণের কদাচ উপযোগী নহে। অবশ্য আইনে উইলের বিধান আছে, কিন্তু আইনের অভাব উইলের দ্বারা পূরণ হইতে পারে না, অনেক সময় মৃত্যুর প্রাক্কালে লোকে অন্যের প্ররোচনায় উইল সম্পাদন করিয়া থাকে, উইল সম্পাদনকালে সম্যক্ বিবেচনা করিবার সামর্থ্য থাকে না, এবং অনেক সময় আইন, ন্যায় ও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া লোকে ইচ্ছামুরূপ উইল করিয়া থাকে, সুতরাং আইন দ্বারা উইলকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ অনেক স্থলে লোকে উইল করিবার সময় সুবিধা বা যথোপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং আইন যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হয় তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।

আর একটী কথা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতীয় বিধান, ভারতের পরিত্রাণসাধনজন্য এই নববিধি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের ভিত্তিও যেমন হিন্দুধর্ম্ম, ইহার দায়ভাগও হিন্দুশাস্ত্র মূলক হওয়া কর্ত্তব্য। অধিকাংশ ব্রাহ্মগণের ধারণা যে, তাঁহাদিগের দায়াধিকার হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা নিয়মিত হইবে, অনেকেই ১৮৬৫ সালের আইনের বিষয় অবগত নহেন। সত্য বটে হিন্দুশাস্ত্রের দায়াধিকারের মূল আধ্যাত্মিক উপকার (পিণ্ডং দত্বা হরেৎ ধনং) The doctrine of spiritual benefit কিন্তু এই মতের অন্তস্তলে প্রবেশ করিলে দেখা যায় এই মতের মূলে অর্থনীতি ও প্রতিপাল্যতার নিয়মের গূঢ় নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, আমাদের গৃহকার্য্য, পুত্রোৎপাদন, বিবাহ, স্বজনবর্গের ভরণপোষণ প্রভৃতি সমুদয়ই আধ্যাত্মিক ব্যাপার, সুতরাং আমাদের দায়ভাগ যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে। আমাদের নিকট যাহা ঈশ্বরাদিষ্ট তাহাই আধ্যাত্মিক। হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক আকারের মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী হইতে পারে। কিরূপে উহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও হিন্দুশাস্ত্রের সত্য রক্ষিত হইতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় অবধারণ করিলে ব্রাহ্মসমাজ কৃতার্থ হইবে।

আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতিতে ব্রাহ্মগণ দিন দিন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই বিজাতীয়তানিবারণজন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন। নববিধানের আচার্য্যদিগের পবিত্র বিধিরূপ নবসংহিতা এই সাধুচেষ্টার মধুময় ফল। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় ব্রাহ্মসমাজ যথাযথরূপে নবসংহিতা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মের হিন্দুভিত্তিরক্ষায় যত্নবান্ হইতেছেন না। অপর দিকে ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মগণকে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। "আমি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নই" এইটির প্রচলিত অর্থ হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি নই বলিয়া বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান দায়ভাগের বিপরীত দায়ভাগের আইন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মগণ যে সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতে বদ্ধ হইবেন তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই এবং মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নতা প্রশস্ততর হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্করণ করিয়া অভিনব আর্য্যসমাজগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দায়াধিকারসম্বন্ধে যাহা সত্য, ন্যায়সঙ্গত ও অন্য বিধির অবিরোধী তাহাই গ্রহণ করিবেন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ। হিন্দুদায়ভাগ মূলতঃ প্রায় মুসলমান দায়ভাগের অনুরূপ; প্রায় উভয় স্থলেই একরূপ প্রতিপাল্যতার নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে, কেবল অংশাদিনির্দ্ধারণস্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। উহা উভয় সমাজের বিবাহবিধি ও অন্যান্য রীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থান-কাল পাত্র বিবেচনায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মদিগের দায়াধিকারবিধি হিন্দুভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া যাহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ব্যবস্থার সহিত সমন্বয় রক্ষা করত উহা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে, তৎপক্ষে ব্রাহ্মমাত্রেরই বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। বিবাহাবধিপ্রণয়নকালে ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্য দেব যেমন ব্রাহ্মভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান বিষয়েও আমাদিগের তদ্রূপ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ধর্ম্মের ন্যায় যাহাতে এই দায়াধিকার সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বমঙ্গলকর হয়, তজ্জন্য সকলের যত্নিক হওয়া কর্ত্তব্য। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও উহা গ্রহণ করিবেন এইরূপ আমার আশা। পবিত্রাত্মা শ্রীহরি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের নেতা, তিনিই ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দায়াধিকার ব্যবস্থা করুন, এই তাঁহার চরণে আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশ—

প্রাপ্ত।

কাছাড়—বর্ণারপুরের সাংবৎসরিক বসন্তোৎসব।

ভগবানের কৃপায় শিলচর হইতে আমরা চারি জন বন্ধু এবার বর্ণারপুর গিয়া ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা বা ঢাকা হইতে ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারকবর্গের কেহই এবার আসেন নাই. শিলচর হইতে ও সেনসাহের কার্য্যের ব্যস্ততা ও আবদ্ধতাবশতঃ উৎসাহী ও গমনে প্রস্তুত অনেকেই যাইতে পারেন নাই। এমন কি ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও (যিনি প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে বর্ণারপুর উৎসবে উপস্থিত থাকেন) বিঘ্ন বাধা প্রযুক্ত এবার উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমরা যে কয় জন যাত্রী হইয়াছিলাম, অন্য সকলের অনুপস্থিতি ভাবিয়া, আমাদেরও তেমন উৎসাহ ছিল না। তবুও প্রভুর আহ্বানে ৩রা মার্চ্চ রবিবার প্রাতে বাসা হইতে সিদ্ধিদাতা উৎসববিধাতা শ্রীহরির পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া যাত্রা করতঃ সালচাপড়া পর্য্যন্ত রেলওয়েযোগে পঁহুছিয়া তথা হইতে দুই জন হস্তী ও দুই জন অশ্বারোহণে রওয়ানা হই, এবং রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বর্ণারপুরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হই। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগান্তে উৎসবারম্ভসূচক প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মদন বাবু, দীননাথ বাবু ও আমি প্রার্থনা করি। যাহাতে আমরা এই উৎসব দীন হীন অকিঞ্চন হইয়া একমাত্র প্রভুর সন্তোষসাধনের জন্য তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই ইচ্ছামত সম্ভোগ করিতে ও এতদুপলক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, তজ্জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার কৃপা ও সাধুদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়।

পরদিন সোমবার স্নানান্তে ১০টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মদনবাবু উপাসনা করেন। বিকালে আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়া পুনরায় রাত্রে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য আমাকে করিতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ পায় যে "আমরা ইচ্ছা করিয়া কেহই কোন উদ্দেশ্য নিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমাদের নিয়ন্তা ও বিধাতা যিনি, তাঁহারই প্রেরণায় আমরা প্রত্যেকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। অবশ্য তাঁহার জগতে আমাদের দ্বারা তাঁহার কিছু করাইয়া লইবার আছে। তাই তিনি আমাদিগকে সৃষ্টিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন মানব,—সৃষ্টির প্রধান জীব। অপর জড় ও চেতন পদার্থসমূহ অজ্ঞাতসারে, (তাঁহাদের জ্ঞান বিবেক নাই বলিয়া) প্রভুর সেবা ও কার্য্য করিতেছে। আমরাও কি সেইরূপ না বুঝিয়া প্রভুর কার্য্য করিব? তবে আমাদের এই উৎকৃষ্ট মানবজন্মপরিগ্রহের স্বার্থকতা কোথায়? আমরা কি আমাদের কাহার জীবনের কি লক্ষ্য, কাহাকে কি করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিতে পরিয়া, তদনুসারে জীবন পরিচালিত হইতে দিতে ও আমাদের সম্বন্ধে আমাদের বিধাতাপুরুষের যাহা ইচ্ছা, কার্য্যতঃ বিনা প্রতিবাদে তাহা সংসিদ্ধ হইতে দিতে পারিতেছি? এই বিষয় আমাদের সকলেরই অন্তরে অন্তরে গভীর ভাবে আলোচনা করা উচিত এবং অন্তরস্থ দেবতার আলোকে স্ব স্ব দায়িত্ব ও কার্য্যনির্ণয় করিয়া যাহাতে বাস্তবিক জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করিতে পারি তজ্জন্য বিশেষভাবে যত্ন করা ও প্রভুর শরণাপন্ন হওয়া আমাদের উচিত। জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রভুর অভিপ্রায়মত তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই আমরা জীবনে কৃতার্থ ও সুখী হইতে পারিব।"

৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতে নগরকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত দীনবাবুর বাঙ্গালা হইতে প্রায় এক মাইল রাস্তা কুলিপল্লীর ভিতর দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যাওয়া হয়। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দীনবাবুর ভিতর আঙ্গিনায় প্রমত্ত কীর্ত্তন হয়। পরে স্নানান্তে ১০টার সময় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত দীনবাবু উপাসনা করেন। উপদেশে ব্যক্ত হয় যে, "ঈশ্বর আমাদের রাজা এবং আমরা প্রত্যেকে তাঁহার পুত্র;—রাজকুমার। রাজপুত্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর পিতার অধীনে থাকিয়া—পিতার সকল সম্পদ ভোগ করে। ভাবিয়া দেখিলে আমরাও আমাদের পিতা ব্রহ্মাণ্ডপতির সকল সম্পদ ঐশ্বর্য্য ভোগের অধিকারী। আমরা মায়ামোহে অভিভূত হইয়া আমাদের

পদ ও দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছি, এবং নানাপ্রকার রিপু ও বিষয়বাসনার দাসত্ব করিয়া আমাদিগকে অসুখী ও নিঃসম্বল মনে করিতেছি। যিশু স্বীয় জীবন ও চরিত্র দ্বারা একদিকে পিতার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন ও অপরদিকে প্রলোভন পরাজয় করিয়াছেন, এবং তাহাতে পিতা ও পুত্র উভয়েরই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদেরও জীবন ও চরিত্র দ্বারা পিতার প্রতি বাধ্যতা দেখাইয়া পাপের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে হইবে। ঈশ্বরপুত্র রাজকুমার হইয়া আমাদের কাহারও পাপের নিকট আত্মবিক্রয় করা উচিত নহে।"

অপরাহ্নে বাড়ীর মেয়েরা "এমাম হসনের জীবনী" বিষয়ক কথকতা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা ছিল না, তারপর বিষয়টিও ভাল রকম জ্ঞাত ছিলাম না, তথাপি শ্রীযুক্ত দীনবাবু ও অপরাপর বন্ধুদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকেই প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া এমাম হসনের জীবনী বিষয়ে কথকতা করিতে হইল। প্রায় এক ঘণ্টা কি ততোধিক কাল বলা হয়। শ্রীযুক্ত হৃদয় বাবু ও দীনুবাবু মধ্যে মধ্যে সময়োপযোগী সঙ্গীত দ্বারা বিষয়টীকে সুমিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমি অনভিজ্ঞ হইয়াও প্রভুর নাম নিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে ও ভয়ে ভয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু তাঁহার অপার করুণাগুণে তাঁহার ভক্ত-বিশ্বাসী-সন্তানের চরিত্র সুধা সুন্দররূপে আমাদিগকে পান করিতে দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সকলেই বেশ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন প্রকাশ পাইল।

রাত্রে প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী উপাসনার কার্য্য করেন, এবং এখানেই উৎসবের শান্তিবাচন ও পরস্পর প্রেমালিঙ্গন হয়। উপাসনান্তে প্রীতিভোজনের পর আমরা রাত্রি ১২টার সময় নৌকারোহণ করি। পরদিন অপরাহ্নে সান্তাহারে পৌঁছিয়া রেলওয়ে যোগে সন্ধ্যার সময় বাসায় পৌঁছিয়াছি। করুণাময় শ্রীহরির অপার করুণাগুণে আমরা এবার বিনাড়ম্বরে এইরূপে অতি সুন্দররূপে তাঁহার উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমাদের নিরাশা তো দূর হইলই—তাঁহার কৃপাগুণে নূতন আশা ও আলোকে প্রাণ আরও পূর্ণ হইল। হে দয়াময় পুনঃ পুনঃ তোমাকে ভক্তি ও আশাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম করি।

প্রণত দাস শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত।

হদিসের বঙ্গানুবাদ।

হদিসের বঙ্গানুবাদ পঞ্চম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ সকল আছে;—দ্বিগুণ নমাজ পড়া বিষয়ে, বিহিত সাধনা (সোন্নত) ও তাহার উপকারিতা, নিশাকালীন নমাজ, নৈশিক নমাজ পাঠ্য বিষয়ে, নিশাকালীন নমাজে প্রবৃত্তি দান, কার্য্যে সমুদ্যোগ, এতর, কোনুত, রমজান মাসে নমাজের জন্য নিশাযাপন, সলাতজোহা অর্থাৎ পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ, তত্বুওয় (আনুগত্য,) সলাতত্সবিহ, সলাতসফর, (দেশান্তর ভ্রমণ নমাজ) শুক্রবাসরীয় নমাজ, তৎসমুচিত বিধান, তনজিফ ও তব্‌কির (শুদ্ধতা সাধন ও জোমার নমাজে সত্বর উপস্থিতি, খোত্‌বাও নমাজ, ভয়ের নমাজ, ঈদদ্বয়ের নমাজ, নির্দ্দিষ্ট কোরবাণী, অবৈধ কোরবাণী, (এতিক,) সূর্য্যচন্দ্রমাগ্রহণে নমাজ।

এই পঞ্চম খণ্ড হদিসে অনুবাদক যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল,—

"প্রায় ছয় বৎসর হইল মহামান্য আরব্য হদিস পুস্তক মেস্কাতোল্ মসাবিহের সটীক বঙ্গানুবাদ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাভাবে তাহার পঞ্চম খণ্ড এপর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত করিতে পারা যায় নাই। কিয়দ্দিন হইল বগুড়ানিবাসী সুবিখ্যাত মাননীয় নবাব শ্রীযুক্ত আবদোস্‌সবহান সাহেব এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের আনুকূল্যার্থ অনুগ্রহপূর্ব্বক একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারই কৃপাপ্রদত্ত উক্ত অর্থে এই পঞ্চম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। বোধ হয় সুবিস্তীর্ণ মূল পুস্তকের চারি অংশের একাংশমাত্র পঞ্চম খণ্ডে পূর্ণ করা গেল। অনুবাদক অর্থসম্বলবিহীন ঋণগ্রস্ত। নবাব সাহেব কৃপা না করিলে এই খণ্ড প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তজ্জন্য তিনি নবাব সাহেবের নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ। আশা করি তাঁহারই অনুগ্রহে বা অন্য কোন ধর্ম্মোৎসাহী বদান্য মোসলমান বন্ধুর বদান্যতায় হদিসের অবশিষ্টাংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় খণ্ড হইতে নমাজ প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, এই পঞ্চম খণ্ডেও তাহা সমাপ্ত হয় নাই। এই বৃহৎ ও নিতান্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয় মহাগ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন করিতে অনুবাদককে গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। কেন না এই অনুবাদাদি কার্য্যে তিনি কাহা হইতেও কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন না। মুদ্রাঙ্কনানুকূল্য প্রাপ্ত হইলে তিনি আগ্রহসহকারে এই কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত। ঈদৃশ পুস্তক প্রচার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা অনুবাদকের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তিনি পুস্তক সকলের উপস্বত্বভোগের কিছুমাত্র প্রয়াসী নহেন। অনুবাদক পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তিনিই সহায়।"

কটক হইতে প্রাপ্ত।

প্রার্থনা।

পবিত্র প্রেমপরিবারের মা, তোমার এই চিহ্নিত পরিবার তোমার কত লীলা দেখাইবে তাহা কে জানে। তুমি যে আমাদের সন্তান শ্রীমান্ প্রিয়নাথকে তোমার বিশেষ করুণাগুণে তোমার কার্য্যক্ষেত্রে ডাকিলে তাহাতে কি আমরা সকলেই ধন্য হইলাম না? বিষয় সুখে সুখী বিষয়ভোগে ভোগী অনেক সন্তান সন্ততি পাওয়া যায়, কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে বিষয়ত্যাগী হরিভক্ত সন্তান বিষয়ত্যাগী হরিভক্ত সন্তান মেলে। প্রিয়নাথ তোমার চরণে

আত্মোৎসর্গ করিয়াছে তাহাতে তিনিও কৃতার্থ হইয়াছেন আমরাও কৃতার্থ হইলাম। তাহার পবিত্রব্রতের অনেক পরীক্ষা আছে কিন্তু তুমি যখন তাহার সহায় তবে আর তার ভয় কি? তাহার মস্তক রাখিবার স্থান নাই, অন্নের সংস্থান নাই, পরিবারও অসহায়, দুটি শিশুপালনের কোন উপায় নাই, কিন্তু মা, তোমার ভাণ্ডারে কি কিছু অভাব আছে? তোমার ভক্ত কেশব বলেছিলেন যে, আর টাকার অভাব নাই, কেবল আমাদেরই বিশ্বাসের অভাব, সেই জন্য আমরা সময়ে সময়ে কষ্ট পাই। মা, তুমি তাঁহাকে ও আমার কন্যাকে এবং আমাদের সকলকে বিশ্বাস ধনে ধনী কর যে, আমরা সত্য সত্যই বলিতে পারিব,"আমি মা আনন্দময়ীর ছেলে কারেও নাহি ডরি। বেড়াইব হেসে খেলে মায়ের অঞ্চল ধরি।" মা আমরা আজ আনন্দিত হইয়া তোমার জয়গীত গান করি। অবিশ্বাসের কাল মেঘ আমাদের বাড়ী আসিতে দিও না, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সংবাদ।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে আমরা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সম্মানার্থ বন্ধুগণের অনুরোধে শকাব্দের পরিবর্ত্তে সংবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনে পাঠকগণের কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ইহাতে আমরা তাঁহাদের অননুমোদনের শঙ্কা করি না।

যাঁহারা ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন ২য় ভাগ ক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা সহ অর্দ্ধ আনার ডাক মাশুল প্রেরণ করিবেন। উক্ত পুস্তকের একটী নূতন ফরমা ও নূতন সূচী ছাপা হইয়াছে। নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে আমরা বিনামূল্যে দিব।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রায় একপক্ষ কাল কটকে বাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কোন বিশেষ কারণে তাঁহার মান্দ্রাজ-প্রদেশে যাওয়া ঘটে নাই।

আমাদের কটকস্থ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী অবন্তীর সহিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের শুভ বিবাহ বেশ সমারোহের সহিত কটকে বিগত ৪ঠা এপ্রেল সম্পন্ন হইয়াছে। এটি একটি অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ। পাত্রের বয়স ৩০ বৎসর এবং কন্যার ২০ বৎসর। দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন। বিবাহের কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীমতী অবন্তী নবসংহিতা মতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সপরিবারে এবং অমরাগড়ীর শ্রীমান্ আশুতোষ রায় হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব করিবার জন্য বিগত বুধবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

সিন্ধু হাইদ্রাবাদস্থ আমাদিগের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা দাওয়ান কাওড়ামল তাঁহার ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধা জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই বলদেব নারায়ণ উক্ত অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। আমাদের ভ্রাতা এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতার প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ঢাকায় প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, বাঁকিপুরে ৫৲, উমাচরণ সেনের বিধবা পত্নীর জন্য ৫৲, সুন্দর সিংহের বিধবাপত্নীর জন্য ৭৲, লাহোর বিধবাশ্রমে ২৲, সক্করের দরিদ্র আলয়ে ৫৲, হাইদ্রাবাদ দাতব্য ফণ্ডে ৫৲, চিরানন্দ কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, মোট ৫১৲ টাকা, দান করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

গত ৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার বাঁকিপুরে আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা বিহারিলাল ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার কন্যা, জামাতা ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক অতি গম্ভীরভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। গয়ার ডিপুটী কলেক্টর আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিহারী বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমকুসুম শ্রাদ্ধোপলক্ষে নববিধান প্রচারফণ্ডে ২০৲, বাঁকিপুর সমাজে ৫৲, লক্ষ্ণৌ সমাজে ৫৲ গয়া সমাজে ২৲ প্রচারকদের জন্য বস্ত্র ৪৭৸০ বোবা কালার স্কুলে ৫৲, অনাথাশ্রমে ৪৲, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲, ও আতুরাশ্রমে ৫৲, দান করিয়াছেন। স্বর্গগত আত্মা জননীকোলে চিরশান্তি সম্ভোগ করুন। তাঁহার অমর আত্মার সহিত তাঁহার আত্মীয়গণ চির যোগ অনুভব করিয়া দিন দিন সুখী হউন।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর পত্নীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য নিম্নলিখিত দয়ার্দ্র দাতাদিগের নিকট হইতে দানপ্রাপ্ত হইয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, দয়াময় প্রভু দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। শ্রীমতীকে যে এখন কত দিন হাঁসপাতালে বাস করিয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে বলা যায় না। ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে ধৈর্য্য ও শক্তি বিধান করুন। শ্রীযুক্তা কুচবিহারের মহারাণী ১০৲, পি, সি সেন মহাশয়ের স্ত্রী ১০৲, শ্রীমতী সৌদামিনী মজুমদার ২৲, শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ ১৲, বাবু ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগিরী ৫৲, শ্রীমতী সুচারু দেবী ৮৲, শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী হালদার ৬, বাবু রামদয়াল গুপ্ত ১৲, বাবু কৃষ্ণধন দাস মাবীপুর ১০৲, ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় ৫৲, বাবু ব্রহ্মদেবনারায়ণ ১০৲, ভাই অমৃতলাল বসু ৫৲, বাবু রাজেন্দ্রলাল সিংহ ৪৲, শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৩৲, বাবু হাজারীলাল ১৲, বাবু রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী প্রমিলা ঘোষ ৫৲, বাবু মহেশচন্দ্র নাথ ২৲, বাবু হরচন্দ্র মজুমদার ২৲, ডাক্তার দুর্গাদাস রায় এবং তাঁহার কন্যা ৩৲।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গাজীপুর ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবকার্য্য সম্পাদন করিয়া তিন দিন মাত্র কলিকাতা আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। গত শুক্রবার তিনি সপরিবারে দার্জিলিং শৈলে গমন করিয়াছেন।

কিছুদিন হইতে ঢাকার নববিধানসমাজের পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর

অনেকে উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্মতত্ত্বের ন্যায় তাহার আয়তন হইয়াছে, প্রবন্ধাদিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

গত কল্য সন্ধ্যার পর টালাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন মোহন সেনগুপ্তের আবাসে তাঁহার পারিবারিক সমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন, "ব্রহ্মপদাশ্রিত নরনারীর উপরে কালের প্রভাব নাই," এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত কল্য ব্যাটরা পল্লীর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব তত্রত্য বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী দাসের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে, প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্নে উক্ত পল্লীতে সঙ্কীর্ত্তন হইবার প্রস্তাব আছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ কীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

প্রেরিত।

নববিধান ও অসম্মিলন।

মহাশয়,

নববিধান সম্মিলন ও সামঞ্জস্যের বীজ হস্তে লইয়া সত্যে সত্যে ভেদাভেদ ঘুচাইবার জন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু অল্প দিন যাইতে না যাইতেই অন্য পরে কা কথা নববিধানের প্রেরিত ও প্রচারক বলিয়া যাঁহারা স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরস্পর নিতান্ত সাংসারিক লোকের ন্যায় ধর্ম্মমত ও সামান্য সামান্য কথা নিয়া ঝগড়া বিবাদ করিয়া অসামঞ্জস্য, অসম্মিলন ও ভেদাভেদ উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা নববিধানের মূল সত্য ও আদর্শে পুনঃ পুনঃ কঠোর আঘাত করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের এই কুদৃষ্টান্তে মফঃস্বলের প্রায় নববিধান সমাজেই পরস্পর মনোমালিন্য ও অসম্মিলনের ভাব বিস্তারিত হইয়া সমগ্র নববিধানমণ্ডলীর ভয়ানক দুর্দ্দশার কারণ উপস্থিত করিয়াছে। আদেশের মত ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যদেব যখন জলন্ত ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, ক্ষীণবিশ্বাসী বিরোধিগণ তখন আদেশের নামে যে সব আশঙ্কার কথা প্রচার করিয়াছিল, হায়! কি পরিতাপের বিষয়, অতি অল্পসময় মধ্যে বিধানসমাজের অগ্রণী প্রেরিত প্রচারকগণই তাঁহাদের আদেশগত অনৈক্য ও বিবাদ দ্বারা যেন তাহা কার্য্যতঃ প্রমাণিত করিতেছেন। আরও পরিতাপের বিষয়, আমাদের অগ্রণী প্রেরিত প্রচারকগণ তাঁহাদের ঈদৃশ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের জীবনের উচ্চ ব্রত ও দায়িত্বের যে কি ভয়ানক অপব্যবহার হইতেছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। যদি পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সম্মিলন জন্য নিতান্ত ব্যাকুল, সম্মিলনের অন্তরায় দূর করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট, এবং সতত সম্মিলনপ্রার্থী ভাবে সকলকে পবিত্রাত্মার চরণে সমবেত দেখিতে পাইতাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোথায় তাঁহারা একযোগে কি করিয়া সকলে সম্মিলিত থাকিয়া নববিধানের আদর্শচরিত্রের অনুসরণ ও তাঁহাদের জীবনের ব্রত নববিধান প্রচার করিতে পারেন তজ্জন্য ব্যাকুল ও কাতর প্রাণে প্রত্যেকে সর্ব্বদা পবিত্রাত্মা পরমেশ্বরের চরণে শরণাপন্ন হইবেন, না—বিবাদ বিসংবাদের স্থলে একে অন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেও সকলের একমাত্র শরণ্য, উপাস্য দেবতার পূজা অর্চ্চনার সময়ে এক জন আরেক জনের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন না। এক এক দল সহগামী অনুগামী লাভ করিয়া নিজ নিজ রুচি ও অভিমত পন্থায় চলিয়া নিজেদের পরিতৃপ্তি বোধ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকেই আবার পবিত্রাত্মারও আদেশের দোহাই দিতেছেন। যেন প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন রকম আদেশ উপদেশ করিতেছেন। এই রকমে দেখিতেছি, অখণ্ড নববিধান ও অখণ্ড ব্রহ্ম খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ ঐক্য নাই। হায়! হায়! যে দল জগতে মিলন ও শান্তি সংস্থাপনজন্য প্রেরিত হইয়াছেন, সেই দলের এই অসম্মিলিত অশান্তিকর অবস্থা দেখিয়া আমাদের মত দুর্ব্বল ও ক্ষীণবিশ্বাসী কি বলিয়া মনকে প্রবোধ ও আশ্বস্ত করিতে পারে?

পরস্পর মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া চলিতে হইলে এক দিকে যেমন পবিত্রাত্মা ও আচার্য্যকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে হয়, অপর দিকে মণ্ডলীর ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে হয়। এই তিনে বিশ্বাস না হইলে—এই ত্রিনীতিবাদ না মানিলে বাস্তবিকই বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বর্ত্তমান বিধানে আমরা দেখিতেছি, মণ্ডলী যদিও পবিত্রাত্মা ও আচার্য্যকে স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু মণ্ডলীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভয়ানক অবিশ্বাস থাকার দরুন পবিত্রাত্মা এবং আচার্য্যদেবও যথাযথরূপে স্বীকৃত হইতেছেন না। পবিত্রাত্মা, আচার্য্য ও মণ্ডলী তিনে এক, ইহার কোন একটি বা দুইটিকে বিশ্বাস করিয়া নববিধানে কেহ ত্রাণ পাইবেন না। নববিধানে তিনকে বিশ্বাস করিয়াই পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। দৃশ্যমান ভ্রাতাকে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করিয়া পবিত্রাত্মা বা আচার্য্যের নিকট কেহ খাঁটি হইতে পারিবেন এ প্রয়াস নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও বিফল।

(ক্রমশঃ)

শিলচর। } প্রণতদাস শ্রী—

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ।
৮ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, সোমবার, সংবৎ ১৯৫৮; ব্রাহ্মসংবৎ ৭২।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ, তোমার অদৃশ্য প্রেম দৃশ্য জগতে দৃশ্য ঘটনায় নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, অথচ জীব এমনি মোহের আবরণে আবৃতচক্ষু হইয়া আছে যে, সে তোমার প্রেমের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে না। তোমার প্রেম অযাচিতভাবে আসিয়া আমাদের নিরন্তর কত কল্যাণ সাধন করিতেছে, অথচ আমরা তৎপ্রতি কিছুমাত্র আদর যত্ন করি না। তোমার প্রেম জলবায়ুর ন্যায় সুলভ, জলবায়ুর জন্য যেমন তেমনি তোমার প্রেমের জন্য আমাদের মনে কোন কৃতজ্ঞতা উত্থিত হয় না। যাহারা ক্ষুদ্রচেতা অপ্রশস্তহৃদয়, তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। তুমি অনন্ত, তোমার হৃদয়ের প্রাশস্ত্য অসীম, তাই আমাদের এত দুর্ব্ব্যবহারেও তুমি তোমার প্রেম সঙ্কুচিত কর না। কবে আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র ও অক্ষুদ্র সকল বিষয়ে তোমার প্রেম দর্শন করিয়া তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর্দ্রচিত্ত হইবে? আমরা জানি, যদিও আমরা তোমার প্রেমের প্রতি এখন উপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আসিবে যে সময়ে আমরা তৎসন্নিধানে চিরক্রীতদাস হইয়া পড়িব। আমাদের কল্যাণসাধন যখন তোমার লক্ষ্য, তোমার প্রেমের কারাগারে বন্দী না হইলে যখন আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তো সেই আমাদিগকে বন্দী করিবেই, তবে সে দিন কেন আমাদিগের নিকটে শীঘ্র শীঘ্র সমাগত হউক না। আমাদের সংসারী মন সংসারের বিষয় লইয়া ব্যস্ত, তোমাতে মন স্থাপন করিবার নিমিত্ত আমাদের ব্যগ্রতা নাই, তোমাতে মন স্থাপন না করিলেই বা আমরা তোমার প্রেম বুঝিব কি প্রকারে? আমরা যদি তোমার কথায় কাণ না দি, তোমার ব্যবহারের প্রতি মনোনিবেশ না করি, তাহা হইলে তুমি যে আমাদিগের প্রতি প্রতিমুহূর্ত্ত অতুল্য প্রেম প্রকাশ করিতেছ, তাহা আমাদের বুদ্ধিগোচর হইবে কি প্রকারে? হে দেবাদিদেব, তোমার কৃপায় আমাদের মোহাবরণ উন্মুক্ত হউক, আমরা তোমায় ছাড়িয়া কি লইয়া ব্যস্ত আছি একবার দেখি, দেখিয়া আমাদের চেতনা হউক। এ সকলের তুচ্ছত্ব, হেয়ত্ব, পরিণামবিরসত্ব দেখিয়া আমরা উহাদিগকে পরিহার করিয়া তোমার প্রতি চিত্ত স্থাপন করি, আর প্রতিনিয়ত তোমার প্রেমের ব্যবহার দর্শন করিয়া একেবারে চিরবশীভূত হইয়া পড়ি। তোমার কৃপায় আমরা অতি সত্বর মোহবিমুক্ত হইয়া তোমার

প্রেমের প্রভাবাধীন হইব, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ব্রহ্ম, প্রপঞ্চ, জীব।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বভাব, ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বভাব নহেন।" একথাটী অতি গুরুতর সত্য আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত করিতেছে। ব্রহ্ম-স্বভাব কি? শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য। এই শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রপঞ্চে সংক্রামিত হইয়া আছে, সুতরাং প্রপঞ্চ শক্ত্যাদিতে ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট। এই ব্রহ্মস্বভাব ছাড়া প্রপঞ্চের আর কতকগুলি নিজের স্বভাব আছে, যেমন স্থূলত্ব হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব ইত্যাদি। প্রপঞ্চের এই সকল স্বভাব ব্রহ্মেতে কখন আরোপ করা যাইতে পারে না, কেন না এ সকল তাঁহার স্বরূপবিরোধী। শক্ত্যাদিতে প্রপঞ্চ ব্রহ্ম সহ একস্বভাববিশিষ্ট হইলেও স্থূলত্বাদিতে উহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই প্রপঞ্চ যে ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্মও প্রপঞ্চ নহেন, ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয়।

প্রপঞ্চ জড়জগৎ, সুতরাং জীবকেও প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন করিয়া লইতে হইতেছে। জীবে স্থূলত্ব, হ্রস-ত্বাদি প্রপঞ্চস্বভাব নাই, জ্ঞানাদি ব্রহ্মস্বভাব তাহাতে আছে, ইহা দেখিয়া প্রপঞ্চ হইতে জীবকে ব্রহ্মের অন্তরঙ্গ বলিয়া সহজে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। জীব ব্রহ্মের অন্তরঙ্গ হইলেও সে প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম, এই উভয় মধ্যে তটস্থাবস্থায় অবস্থান করিতেছে, এবং তাহার উপরে প্রপঞ্চের ছায়া পড়িয়াছে। প্রপঞ্চের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়াই সে আপনাকে স্থূল কৃশ ইত্যাদি মনে করে। সে যখন দেহে আবদ্ধ, চারিদিকের বস্তুজাত সহ ইন্দ্রিয়যোগে তাহার নিত্য যোগ, তখন এ প্রকার প্রপঞ্চের ছায়া যে তাহার উপরে পড়িবে, তাহা আর অসম্ভব কি? ছায়া শব্দটি রূপক। ছায়ার স্থলে অভিনিবেশবশতঃ তদ্ভা-বাপন্নতা, এ কথা বলিলে রূপকের রূপকত্ব চলিয়া যায়। প্রপঞ্চাবলোকন, প্রপঞ্চের কার্য্য নিয়মনাদি ঈশ্বরেতে আছে, কিন্তু অভিনিবেশ হইতে যে তদ্ভাবা-পন্নতা উপস্থিত হয় তাহা ইঁহাতে নাই, এজন্য ঈশ্বর জীব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জীব অভিনিবেশবশতঃ যে সকল কার্য্য করে, এবং ঈশ্বর অভিনিবেশশূন্য হইয়া যে সকল কার্য্য করেন, এ দুই এজন্যই কখন এক নহে। অভিনিবেশতবশতঃ জীবেতে যে কুক্রিয়া উপস্থিত হয়, ঈশ্বরেতে তাহার সম্ভাবনা নাই, কেন না তিনি স্বয়ং সর্ব্বথা অভিনিবেশশূন্য, তিনি নিত্য-একই অভিপ্রায়ে অবিচ্ছেদে কার্য্য করিয়া আসিতে-তেছেন, সুতরাং তাঁহার ক্রিয়া কখন ক্রিয়াভিন্ন কুক্রিয়া হইতে পারে না।

জীবেতে কুক্রিয়া হয়, ঈশ্বরেতে কুক্রিয়া হয় না ক্রিয়া হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে আমরা যত্ন করিব। জীব যে কার্য্য করিতেছে, ঈশ্বর সেই কার্য্য করিতেছেন, অথচ জীবেতে সেইটি কুক্রিয়া, ঈশ্বরেতে সেইটি ক্রিয়া হইতেছে এরূপ হইল কি প্রকারে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। জীব নিজের দেহ ও চতুর্দ্দি-গ্বর্ত্তী বস্তু লইয়া কার্য্য করে। মনে কর, জীব অপ-রের বস্তু অপহরণের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পরি-চালনা করিল, এখানে তাহার অপহরণের অভিপ্রায় আছে বলিয়া উহা কুক্রিয়া হইল, কিন্তু ঈশ্বর চক্ষুরাদির শক্তির শক্তি, তাঁহার শক্তিনিরপেক্ষ হইয়া চক্ষুরাদি কার্য্য করিতে পারে না, তিনি চক্ষুরাদির শক্তির শক্তি হইয়া চির দিন একই ভাবে তাহাদের পরিচালনে সহায় হইয়া আছেন, সুতরাং তাঁহার সেই অবিচ্ছেদ ক্রিয়া ক্রিয়াভিন্ন কুক্রিয়া হইল না, কেন না এখানে ঈশ্বরের পরের বস্তু অপহরণ করিবার জন্য কোন নূতন অভিপ্রায়ে উপস্থিত নাই। সেই একই পুরাতন অভিপ্রায়ে তাঁহার সেই একই অবিচ্ছেদ ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, জীব সৃজ্যশক্তিসমূহের অপব্যবহার করিয়া কেন কুক্রিয়াবান্ হইল, আর ঈশ্বর সৃজ্যশক্তি ইন্দ্রিয়গণের মূলশক্তি হইয়া তাহাদের ক্রিয়াকারিত্ব বিনষ্ট না করিয়া পূর্ব্ববৎ অবিচ্ছেদে তাহাদের ক্রিয়া হইতে দিলেন বলিয়া তাঁহার ক্রিয়া

কেন ক্রিয়া হইল কুক্রিয়া হইল না। ক্রিয়াসম্বন্ধে জীব ও ঈশ্বরের এই পার্থক্য স্মরণে রাখিলে জীব ও ঈশ্বরে কত প্রভেদ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আর আমাদের কোন কষ্ট হয় না। ক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ভাবসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরেতে এক মঙ্গলভাব ভিন্ন আর কোন ভাব নাই। তিনি নিরন্তর কি ভাবেন? মঙ্গল ভাবেন। আমি তুমি যেখানে অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি, সেখানে তিনি কেবলই মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। এই অপহরণের ব্যাপারে যে ব্যক্তির বস্তু আমি অপহরণ করিলাম তাহার অমঙ্গল চিন্তা আমার দ্বারা হইল, কিন্তু ঈশ্বর সেই ব্যাপারটি সে ব্যক্তির কল্যাণে পরিণত করিবার জন্য যাহা করিতে হয়, সেই মুহূর্তে তাহাই করিলেন। তিনি ঐ ব্যাপারকে কিরূপ মঙ্গলের ব্যাপারে পরিণত করিলেন, তুমি আমি বা সে ব্যক্তি তাহা তখন বুঝিতে নাও পারি, কিন্তু কালে যখন আমাদের অজ্ঞানতা চলিয়া যাইবে, সেই ব্যাপারটিতে সে ব্যক্তির কি মঙ্গল হইয়াছে সে এবং আমরা দেখিতে পাইব।

কুক্রিয়াতে কুভাবেতে ঈশ্বরের শক্তি নিহিত আছে, এরূপ করিয়া বিষয়টি উপস্থিত করিলে দোষ পড়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ভাষাব্যবহার যে ভ্রান্তিমূলক তাহা উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। জীবের যেখানে কুক্রিয়া ঈশ্বরের সেখানে শুদ্ধ ক্রিয়া, জীবের যেখানে কুভাব, ঈশ্বরের সেখানে মঙ্গলভাব। তবে এই এক আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, আমার মনে যে কুভাবের উদয় হইল, তাহার মূলেতো ঈশ্বরশক্তি আছে? উপরে অপরাপর ইন্দ্রিয়গণসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, মনের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। মনের স্বভাব চিন্তা করা, সে চিন্তা করিবেই। এই চিন্তাশক্তির পোষণশক্তি ঈশ্বর; তিনি নিয়ত সেই চিন্তাশক্তিকে পোষণ করিতেছেন। এখানে এই চিন্তাকে যখন আমরা অসদ্বিষয়ে নিয়োগ করি তখন উহা কুচিন্তা হয়। আমি যখন চিন্তাকে অসদ্বিষয়ে নিয়োগ করিলাম, তখন আমাতে কুভাবের উদ্রেক হইল, ঈশ্বর সে সময়ে সেই মনের চিন্তাশক্তির চিরকাল যে প্রকার পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ পোষণই করিলেন, স্বয়ং অসদ্বিষয়ে উহার নিয়োগ করিলেন না, কেন না সেরূপ করিবার তাঁহাতে কোন নূতন প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে না। তিনি যখন চিন্তাশক্তিকে বিনষ্ট না করিয়া কেবল তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিলেনমাত্র তখন তাঁহাকে কুভাব স্পর্শ করিবে কি প্রকারে?

এখন আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য পরিষ্কার করিতে আমরা যত্ন করিব। মৃত্যু আমাদিগের নিকটে অতি ভীষণ। কিন্তু দেবগণ ঋষিগণ ও ঈশ্বরের নিকটে উহা অমৃতের দ্বার। জীবদিগকে উন্নত অবস্থায় প্রবেশ করাইবার জন্য ঈশ্বরের দূত মৃত্যু সর্ব্বদা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। মৃত্যু যদিও অমৃতের দ্বার, কিন্তু আমি উহাকে নিজের বা অপরের সম্বন্ধে নিয়োগ করিতে পারি না, কেন না আমি জানি না কোন্ সময়ে কি প্রকারে নিয়োগ করিলে, উহা হইতে অমৃতত্ব উদ্ভূত হইবে। এ বিষয় কেবল ঈশ্বরই জানেন, এবং তিনিই উহাকে তদ্রূপে নিয়োগ করিতে পারেন। আমি যদি কাহাকেও বধ করি; উহাকে অমৃতত্বে নিয়োগ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয় বলিয়া আমি অপরাধী হই। যে ব্যক্তি আমা দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল, সে ব্যক্তিরও মৃত্যুকে স্বয়ং ঈশ্বর অমৃতত্বে নিয়োগ করেন, সুতরাং সেই মৃত্যুর অবরোধ না করাতে ঈশ্বরেতে কোন দোষ পড়িতেছে না। আমি যদি পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়গণের মত বলি, সেই তো মৃত্যুকে ঈশ্বর অমৃতত্বে পরিণত করিবেনই, তবে আর অমুককে বধ করিলে আমার অপরাধ হইবে কেন, বরং শীঘ্র শীঘ্র অমৃতত্বের অবস্থায় হতব্যক্তিকে উত্থাপন করিয়া দেওয়াতে আমার উহাতে পুণ্যই হইবে। মৃত্যু হইবামাত্রই যদি অমৃতত্ব লাভ হইত, তাহা হইলে এ কথা খাটিত, কিন্তু যখন মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত করিয়া অমৃতত্বে উত্থাপন করিতে হইবে, তখন এ পৃথিবীতে উপযুক্ত

হইবার যে কাল সে ব্যক্তির হস্তগত ছিল, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করাতে আমি অপরাধী হইব না কেন?

বাস্তবিক কথা এই, ব্রহ্ম, প্রপঞ্চ ও জীব, এ তিনের মধ্যে সুমহৎ পার্থক্য বিদ্যমান। প্রপঞ্চ ও জীবকে ব্রহ্ম যে স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে স্বভাব ব্রহ্ম অতিক্রম করেন না, কিন্তু সেই স্বভাবের অভিব্যক্তি-ও-পুষ্টি-বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। জীব-ও-প্রপঞ্চ-শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরশক্তির ক্রিয়া এই জন্যই নিয়ত লাগিয়া রহিয়াছে। জীব ইষ্টানিষ্ট উভয়েতেই প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর অনিষ্ট বিনষ্ট করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার ইষ্টবর্দ্ধন করেন। ঈশ্বরের শক্তির এক দিকে গতি, জীব-শক্তির তাহার বিপরীত দিকে গতি হইলে পাপ অপরাধের উৎপত্তি হয়। জীবশক্তির যখন ঈশ্বর-শক্তির সহিত অবিরোধী ভাবে ক্রিয়া হয়, তখনই তাহার উত্তমগতিলাভ হয়। ঈশ্বরের নিদেশ জীবকে যে দিকে যাইতে বলিতেছে জীব যখন সেই দিকেই যায়, তাহার বিপরীত দিকে আর যায় না, তখনই সে মুক্ত হয়, উন্নত হইতে ক্রমান্বয়ে উন্নত সোপানে অধিরোহণ করে।

প্রেমের অপরিহার্য্য প্রভাব।

প্রেম হইতে ভাবের উদ্গম হইয়া থাকে। যে হৃদয়ে প্রেম নাই, সে হৃদয় ভাবশূন্য। আমরা পূর্ব্ববারে সত্যের সহিত স্থায়ী ভাবের অচ্ছেদ্য যোগ প্রদর্শন করিয়াছি। স্থায়ী ভাবের যখন সত্যের সহিত নিত্যযোগ, তখন যে প্রেম হইতে ভাবের সমুদ্রেক হয়, সে প্রেম যে সত্যমূলক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমের যে একটি অতি অদ্ভুত স্বভাব আছে তাহার জন্য জ্ঞানপথাবলম্বিগণ উহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন; এমন কি তাঁহারা প্রেমকে তমোগুণের ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মোহ তমোগুণের স্বভাব, প্রেম আসি-লেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মোহ উপস্থিত হয়, এই মোহে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিগণ উহার সমাদর করিবেন কি প্রকারে? প্রেম অন্ধকারে বাড়ে, আলোকে বাহির হইতে চায় না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া প্রেমেতে তমোগুণেরই ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং উভয় প্রদেশের পণ্ডিতগণের প্রেমসম্বন্ধে একই প্রকার মত, ইহা বলা যাইতে পারে।

মোহ বা জ্ঞানের আলোক সহ্য করিতে না পারা যদি প্রেমের স্বভাব হয়, তাহা হইলে সত্যের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ ঘটিবে কি প্রকারে? আলোকে সত্য বিরাজমান, সত্যই আলোক, সুতরাং অন্ধকার-প্রিয় প্রেম সত্যমূলক হইবে কি প্রকারে? যদি প্রেম সত্যমূলক না হয়, তাহা হইলে প্রেমকে ধর্ম্মরাজ্য হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই শ্রেয়, কেন না সত্য না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিবেন কি প্রকারে? প্রেম অজ্ঞানতার আশ্রয়ে বাড়ে আলোক সহ্য করিতে পারে না, সত্যের সহিত উহার সংস্রব নাই, এরূপ অপবাদ যদি প্রেমসম্বন্ধে সত্য হয়, তাহা হইলে প্রেম মনুষ্যের অবনতি, অসঙ্গতি ও বন্ধনের কারণ, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানবাদিগণ এই ভয়েই প্রেমের পথকে যত্নপূর্ব্বক দূরে পরিহার করিয়াছেন। আমাদের প্রেমসম্বন্ধে কি বলিবার আছে বলি, পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যাসত্য বিচার করিয়া উহা গ্রহণ করুন।

প্রেম সত্যমূলক, অতি উচ্চতম সত্যমূলক। প্রেম মানব ও মানবীর পার্থিবাংশসহকারে আপ-নার যোগ না রাখিয়া উহাদের দেবাংশের উপরে আপনাকে স্থাপন করে। পার্থিবাংশের উপরে প্রেমের ক্ষমা অসীম, সুতরাং মনে হয়, প্রেম অন্ধ, দোষগুণবিচারে অক্ষম। প্রেম আপনার অপরি-হার্য্য প্রভাবসম্বন্ধে সদা সচেতন, সে জানে তাহার প্রভাবে প্রীতিপাত্রের দোষ চিরস্থায়ী হইতে পারিবে না, উহা তিরোহিত হইবেই হইবে। প্রেম ঈশ-রের সহিত অভিন্ন এবং ঈশ্বরের ভাবে উহা নিত্য পরিপুষ্ট। দোষ দেখিয়া যেমন ঈশ্বরের প্রেমের বিরতি নাই, মানবমানবীর হৃদয়ের পেমেরও

সেইরূপ দোষ দেখিয়া বিরক্তি অসম্ভব। দোষাপহরণে আত্মক্ষমতাসম্বন্ধে প্রেম যদি নিঃসংশয় না হইত, তাহা হইলে দোষগণনা করিতে গিয়া সে কখন প্রীতিপাত্রের উপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। সত্য বটে এমন দুরন্ত লোক আছে, যাহাদিগের উপরে প্রেমের প্রভাব বিস্তার করিতে গিয়া প্রেমিকের প্রাণান্ত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়, জগাই মাধাইয়ের মত দুরাচারী ব্যক্তি উপদেশে বা শাসনে কোন কালে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এক স্বর্গীয় প্রেমের প্রভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রেম যাহা অনিত্য তাহা অনিত্য বলিয়া জানে, নিত্য দ্বারা অনিত্যকে অপনীত করে, ইহাতে প্রেম উচ্চতম সত্য যে কি তাহা বুঝে, এবং সেই সত্যের উপরে আপনাকে স্থাপন করে, ইহা তোমার আমার অবশ্য বুঝিতে হইবে। যাহা প্রেম নয় পৃথিবী তাহাকে প্রেম বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রেমের নামে অপবাদ তুলিয়াছে; পণ্ডিতেরাও পৃথিবীর ভ্রমে সায় দিয়া প্রেমকে অন্ধ বলিয়া অজ্ঞানতাপ্রিয় বলিয়া অনাদর করিয়াছেন। জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা এক ব্যক্তির যত দূর অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া যায়, প্রেমচক্ষু দ্বারা তদপেক্ষা অধিক দূর অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া যায় ইহা যদি সকল লোকে বুঝিত, তাহা হইলে জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ কল্পনা না করিয়া তাহারা প্রেমকে জ্ঞানেরই উচ্চতম পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করিত। জ্ঞান ও প্রেমে পার্থক্য এই যে, জ্ঞান কোন ব্যক্তির পরিচয় লইতে গিয়া তাহার দোষের ভাগ অধিক দেখিয়া ফেলে, সুতরাং গুণাংশ এমনই সামান্য হইয়া পড়ে যে, উহাকে গণনায় আনিতেও বাসনা হয় না। যাহাতে মন আকৃষ্ট না হইয়া ফিরিয়া আইসে, তৎপ্রতি প্রেম উদাসীন। সে খোঁজে প্রীতিপাত্রের ভিতরে আকর্ষণের বস্তু কোথায়, যদুপরি সে আপনাকে চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল করিতে পারিবে। সুতরাং তাহাকে সমুদায় আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের দিকে যাইতে হয়। যাইতে যাইতে যেখানে দেবভাব লুকাইয়া আছে, যাই সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়, অমনি সে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আর সকল ভুলিয়া যায়।

প্রেমের ঈদৃশ স্বভাবে তাহাতে অপরিহার্য্য প্রভাব উপস্থিত হয় কেন, ইহাই বিচার্য্য। এ বিচার অতি সহজ। তুমি যদি কোন ব্যক্তির মন্দ ভাব দেখ, আর সেই মন্দ ভাবগুলি লইয়া সর্ব্বদা নাড়া চাড়া কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তির মন্দভাব চলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, উহা আরও দিন দিন বাড়িতে থাকে। এরূপ হয় কেন জান? মানুষ যে আপনি মন্দ তাহা সে শুনিতে ভাল বাসে না, সে শুনিতে চায় সে ভাল। তুমি যত তাহাকে মন্দ বল, তত সে ক্ষুব্ধ হয়, এবং তোমা হইতে সরিয়া পড়ে। যদি এমন হয় যে সে তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারে না, স্বার্থের নিগড়ে বদ্ধ, সে বাহিরে সঙ্গ ছাড়িবে না, কিন্তু অন্তরে সঙ্গ ছাড়িয়া দিবে, সুতরাং তোমার প্রভাব তাহার উপরে পড়িবে না। অন্য দিকে যদি তুমি তাহার ভাল দিক্ দেখ, ভাল দিক্ লইয়া তৎপ্রতি মুগ্ধ হও, তাহা হইলে সে তোমার নিকটে বসিয়া মন্দ না দেখিয়া ক্রমান্বয়ে ভাল দেখে; ভাল দেখিতে দেখিতে ভাল হইয়া যায়। স্বভাবতঃ মানুষের মন্দ ভাল লাগে না। ভাল ভাল লাগে, সুতরাং সে আপনার মন্দটা কাণে তুলিতে চায় না, ভালটা কাণে তুলিতে চায়। তুমি যদি প্রেমে মুগ্ধ না হইয়া কেবল ভাল ভাল বলিয়া প্রশংসা কর, তাহা হইলে তাহার অভিমান ও অন্ধতা বাড়িতে পারে, কিন্তু যদি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ভাল ভাল মুখে না বলিয়া কেবল নিয়ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাও, তাহা হইলে সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টির প্রতি মুগ্ধ হইয়া সে তোমার নিকটে এমনই ব্যবহার করিবে যে, তাহাতে তোমার সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি আরও গাঢ় হইতে গাঢ় হইবে। দেখ এই রূপে প্রেম কেমন নিঃশব্দে নরনারীর দেবভাব বাড়াইয়া দেয়, নীচভাব পশুভাব বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

জানিও যে ব্যক্তিতে প্রেম আছে, তিনি কোন কালে প্রভাবশূন্য নহেন। প্রীতিপাত্র ক্রমান্বয়ে

উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে, তাঁহার কথায় কাণ দিতেছে না, এমন কি তাঁহাকে অপদস্থ করিতেও প্রস্তুত, এ সকল দেখিয়াও প্রেমিক পশ্চাৎপদ হন না, প্রীতিপাত্রের দেবাংশের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া তৎপ্রতি আপনার চিত্তের আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া লইতেছেন। তিনি জানেন, যে পরিমাণে এই চিত্তের আকর্ষণ বাড়িবে, সেই পরিমাণে তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি গাঢ় হইবে, এবং উহার প্রভাব প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিবে। প্রীতির পরিমাণ যে প্রভাব দ্বারা বুঝা যায়, তাহার কারণ এই। প্রীতি কোন কালে প্রভাবশূন্য নহে, প্রীতির প্রভাব প্রীতির পাত্রের উপরে অবশ্যই পড়িবে। প্রীতির এই আশ্চর্য্য প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা প্রীতির অপরিহার্য্যপ্রভাববিষয়ে এই প্রবন্ধ অদ্য লিখিলাম। প্রীতির প্রভাবসম্বন্ধে বিশ্বাসী হইয়া যেন আমরা কোন কালে প্রীতি হইতে বঞ্চিত বা প্রীতিহীন না হই-ইহাই আমাদের হৃদ্গত বাসনা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। সত্যস্বরূপের পর জ্ঞানস্বরূপের আরাধনার বিষয়তো বলিবে?

বিবেক। সত্যস্বরূপের পর জ্ঞানস্বরূপের আরাধনাই বলিবার বিষয়। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' এইরূপ উপনিষদে আছে বলিয়া সত্যস্বরূপের পর জ্ঞানস্বরূপের আরাধনা হইয়া থাকে এরূপ কখনও মনে করিও না। একটি স্বরূপের পর আর একটি স্বরূপের উপস্থিত হওয়ার মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ কাটিয়া উপনিষৎকারগণ স্বরূপবিন্যাস করিয়াছেন এরূপ মনে করিও না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহাও মনে করিও না, উপনিষৎকারগণ এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গভীর আলোচনা ও বিচার দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া তৎপর একটি স্বরূপের পর আর একটি স্বরূপ বিন্যস্ত করিয়াছেন। হৃদয় যখন প্রকৃতিস্থ থাকে, তখন উহাতে স্বভাবতঃ এই অচ্ছেদ্যসম্বন্ধানুসারে একটির পর আর একটি স্বরূপ উপস্থিত হয়। উপনিষৎকারগণের হৃদয় প্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়াই যে স্বরূপের পর যে স্বরূপটি আসা চাই, সেইটি আসিয়াছে, এবং সেইটিই তাঁহারা বাক্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধি। এখনকার লোকদিগের হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকিলে কি ঐরূপ হইয়া থাকে?

বিবেক। হাঁ হয় বৈ কি? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না, অচ্ছেদ্য যোগানুসারে স্বরূপের পর স্বরূপ আসিতেছে কি না, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যেখানে এই অচ্ছেদ্য যোগ কাটিয়া যে কোন স্বরূপ যেখানে সেখানে আনয়ন করা হয়, অথবা কোন স্বরূপ বাদ দিয়া আরাধনা করা হয়, জানিও সে ব্যক্তির হৃদয় প্রকৃতিস্থ নয়।

বুদ্ধি। অনেকের আরাধনায় যে এরূপ গোল হয় দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাহাদের সকলেরই হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ?

বিবেক। তাহাতে আর সন্দেহ কি? হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকিলে কখন স্বরূপবিন্যাসের প্রতি অনাদর উপস্থিত হইতে পারে না। যাউক এখন প্রকৃততত্ত্বের অনুসরণ করি। পূর্ব্ববারে শুনিয়াছ, সত্য ও শক্তি অভিন্ন বস্তু। এবার শুন, শক্তি ও জ্ঞান অভিন্ন বস্তু। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণে থাকে তাহা হইলে জ্ঞান ও শক্তি যে একই তাহা আর দ্বিতীয়বার তোমায় বুঝাইবার কোন প্রয়োজন করে না।

বুদ্ধি। সে অনেক দিনের কথা। কত টুকু মনে আছে না আছে বলিতে পারি না। আবার নয় নূতন করিয়া বলিলে তাহাতে ক্ষতি কি?

বিবেক। ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহাতে তোমার মনোভিনিবেশের অল্পতা প্রমাণ হয় এই দুঃখ। তোমার এ দোষ আছে, কেন না দেখিয়াছি, অনেক কথা তোমার কাণে যায় না। তুমি বোঝ না, ইহাতে আমার কত ক্লেশ হয়। যাউক, আবার সেই কথা নূতন করিয়া বলি। শক্তি কখন অন্ধ হইতে পারে না। যাহারা শক্তিকে অন্ধ বলে তাহারা কি বলিতেছে তাহা আপনারা বোঝে না। অন্ধ শক্তি কাজ করিয়া যাইতেছে, অথচ সব কাজগুলির পূর্ব্বাপর যোগ এবং সেই যোগে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়সাধন হইয়া যাইতেছে, ইহা যখন প্রত্যক্ষ কর, তখন সে শক্তিকে তুমি অন্ধ বলিবে কি প্রকারে? জগতের মধ্যে যে শক্তির ক্রিয়া আমরা নিয়ত দেখিতেছি, সে শক্তির ক্রিয়াতে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ, এবং তত্তৎ ক্রিয়ামধ্যে বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়সাধন দেখিতে পাও কি না? যদি দেখিতে পাও, তবে আর শক্তিকে অন্ধ বলিও না, জ্ঞান বল।

বুদ্ধি। দেখ প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটিতেছে। ঘটনাগুলি আসে আর যায়, তাহাদের কোন পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ দেখা যায় না, তাহাদের ভিতরে যে কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে, তাহাও লক্ষিত হয় না। ঘটনাতো সেই শক্তিরই ক্রিয়া। যদি তাহা হয় তাহা হইলে শক্তি অন্ধ বলা যাইবে না কেন?

বিবেক। তোমার যেরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে, এইরূপ ভ্রম হইতেই লোকে শক্তিকে অন্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছে। জানিও ইহাতে সেই সকল লোকের অন্ধতা প্রকাশ পায়, যে শক্তিতে ঘটনা সকল ঘটে, সে শক্তির অন্ধতা নহে। একটী ঘটনাও বৃথা ঘটে না। ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ আছে, এবং কারণযোগে ঘটনা সকল পরস্পর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাগুলি হইতে এক মহান্ অভিপ্রায় নিয়ত সিদ্ধ হইতেছে।

সেই অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য ঘটনাগুলি মানবমানবীর হৃদয়কে নিয়ত স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহাদের চিত্তের, এমন কি দেহের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনসাধন করিতেছে। কেবল চিত্ত ও দেহ কেন, বহির্দিকের বিষয়ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। যে ঘটনাসকলের দ্বারা প্রতিনিয়ত এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে, সেই ঘটনাসকল অন্ধশক্তির প্রভাবোৎপন্ন, এ কথা তুমি কোন্ সাহসে বলিলে ?

বুদ্ধি। যাউক, ও সকল কথা যাউক। এখন প্রকৃত কথা বল।

বিবেক। অনেক কাজের পর অবসর পাইয়া এতগুলি কথা বলিতে বলিতে সময় অনেকহইয়া গেল। রাত্রি প্রায় দুটা বাজে, সংক্ষেপে আসল কথা বলিয়া অদ্যকার বলিবার বিষয় শেষ করি। শক্তি ও জ্ঞানের যে অচ্ছেদ্য যোগ তাহা এখন বুঝিলে। যদি বুঝিলে তবে শক্তির পর জ্ঞান ইহা তোমার তো মানিতেই হইতেছে। সত্য ও শক্তি যখন এক বুঝিয়াছ, শক্তি ও জ্ঞান এখন যখন এক বুঝিলে,তখন সত্য বা সত্তা ও জ্ঞানকেও তুমি এক করিয়া লইতে পার। এইরূপ এক করাতে তোমার নিকটে শক্তিসত্তার ন্যায় চিৎসত্তা বিদ্যমান। এই চিৎসত্তার আরাধনা করিতে গিয়া তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতেছ ? এই হৃদয়ঙ্গম করিতেছ যে, এই চিৎসত্তা তোমার হৃদয়ে আলোক হইয়া বর্ত্তমান। ইহার নিকটে তোমার কিছুই অবিদিত নাই, অন্তর বাহির তোমার সকলই ইহার নিকটে প্রকাশিত। তুমি যে ইহার নিকটে কিছু গোপন করিয়ারাখিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, তোমার ইনি সকলই দেখিতেছেন। তোমার সকল গোপন বিষয় ইনি জানিতেছেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তোমার ভয় ও লজ্জা উপস্থিত। যেমন এক দিকে ভয় ও লজ্জা উপস্থিত, অন্য দিকে আবার তেমনি তিনি তোমার হৃদয় জানেন, তোমার সকলই বোঝেন, ইহাতে তোমার আহ্লাদ উপস্থিত. কেন না তিনি হৃদয়জ্ঞ, তাঁহার তুল্য তোমার সুহৃৎ আর কে হইতে পারে ? তিনি সব জানেন বলিয়া এক দিকে যেমন পাপের শাসন করেন, অন্য দিকে তেমনি সংশয় ছেদন করিয়া, সত্য প্রকাশ করিয়া, হৃদয় আলোকিত করিয়া তোমার উপকার সাধন করেন। যখন তুমি এই সকল বিষয় আরাধনার বাক্যে প্রকাশ কর তখন জ্ঞানস্বরূপের আরাধনা হয়। যেমন, হে জ্ঞান তুমি আমার দেখিতেছ, তুমি আমার হৃদয়ের সকল বিষয় জানিতেছ,তোমার নিকটে আমি কিছুই গোপন রাখিতে পারি না, তুমি আমার পাপ দেখিয়া আমায় শাসন করিতেছ, ভৎর্সনা করিতেছ, পাপ কেমন করিয়া যায় তাহার উপায় বলিয়া দিতেছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পা। এক মন্তং নিসিন্নো খো বস্সকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামত্তো ভগবন্তং এতদবোচ।

সং। একমন্তং নিষন্নঃ খলু বর্ষকারো ব্রাহ্মণঃ মগধমহামাত্যঃ ভগবন্তম্ এতদবোচৎ।

পা। রজা ভো গোতম মাগধো অজাতশত্তু বেদেহীপুত্তো ভো গোতমস্স পাদে সিরসা বন্দতি।

সং। ভো গৌতম, রাজা মাগধঃ অজাতশত্রুঃ বৈদেহীপুত্রঃ ভো গৌতমস্য পাদে শিরসা বন্দতে।

পা। অপ্পাবাধং অপ্পাতঙ্কং লহুট্ঠানং বলং ফাসুবিহারং পুচ্ছতি এবঞ্চ বদেতি।

সং। অল্পাবাধং অল্পাতঙ্কং লঘুত্থানং বলং সুখবিহারং পৃচ্ছতি এবঞ্চ বদতি।

পা। রাজা ভো গোতম মাগধো অজাতশত্তু বেদেহি পুত্তো বজ্জি অভিযাতুকামো এবমাহ।

সং। রাজা, ভো গৌতম, মাগধঃ অজাতশত্রুঃ বৈদেহীপুত্রো বৃজিনোঽভিযাতুকামঃ এবমাহ।

পা। অহং ইমে বজ্জি এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে উচ্ছেজ্জামি বজ্জি বিনাসেস্সামি বজ্জি অনয়ব্যসনং আপাদেস্সামিতি।

সং। অহমিমান্ বৃজিন এবং মহর্দ্ধিকান্ এবং মহানুভাবান্ উচ্ছেৎস্যামি বৃজিনো বিনাশয়িষ্যামি বৃজিনোঽনয়ব্যসনমাপাদয়িষ্যামিইতি।

পা। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো হোতি ভগবন্তং বীজয়মানো।

সং। তস্মিন্ খলু পুনঃ সময়ে আয়ুষ্মানানন্দোভগবতঃ পৃষ্ঠতো পৃষ্ঠতঃ অভবৎ ভগবন্তং বীজয়ন্।

পা। অথ খো ভগবা আয়ুস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি কিন্তি তে আনন্দ সুতং বজ্জি অভিণ্হং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা তি।

সং। অথ খলু ভগবান্ আয়ুষ্মন্তম্ আনন্দং আমন্ত্রয়তি, কিং ত্বয়া আনন্দ শ্রুতং বৃজিনঃ অভিক্ষ্ণং সন্নিপতন্তি সন্নিপাতবহুলা ইতি।

পা। সুতং মেতং ভন্তে বজ্জি অভিণ্হং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলাতি।

সং। শ্রুতং ময়া এতৎ ভগবান্ বৃজিনঃ অভিক্ষ্ণং সন্নিপতন্তি সন্নিপাতবহুলাঃ ইতি।

পা। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জি অভিণ্হং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকংখা নোপরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালং আনন্দ বৃজিনঃ অভিক্ষ্ণং সন্নিপতন্তি সন্নিপাতবহুলাঃ ভবিষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব আনন্দ বৃজিনাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মগণের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান।

সম্প্রতি উপরি উক্ত বিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্বে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের উচ্চ আদর্শের উপযোগী আইন কিরূপ হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার প্রথম প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না, এক্ষণে উত্তরাধিকার-সম্বন্ধে যে সকল বিধি প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কোনটী আমাদিগের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য, আমরা কোনটীর সাহায্য লইয়া চলিতে বাধ্য, তাহাই নির্দ্দেশ করা আমার অভিপ্রায় ছিল। ১৮৬৫ সালের ১০ আইন যে ব্রাহ্মগণের উত্তরাধিকার নির্দ্দেশক, তাহার দুইটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশিত হইতে পারে:—(১) পিণ্ডদানের প্রথা ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রচলিত নাই; অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আছে; সুতরাং ব্রাহ্মগণ হিন্দু আইনের বশবর্ত্তী হইতে পারেন না। (২) যাঁহারা হিন্দু, মুসলমান অথবা বৌদ্ধ নহেন, তাঁহাদিগের জন্য ১৮৬৫ সালের ১০ আইন প্রণীত হইয়াছে, ব্রাহ্মগণ বিবাহকালে ১৮৭২ সালের ৩ আইনের সাহায্য লইবার সময় ঘোষণা করেন, তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ নহেন; সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের অধীনতাস্বীকারভিন্ন অন্য উপায় নাই। আইন ব্যবসায়ী প্রবন্ধলেখক ব্রাহ্মভ্রাতা তাহা তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমভাগেই স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬৫ সালের ১০ আইন প্রণেতৃগণ উহার প্রণয়নকালে আমাদিগের নবধর্ম্মগুলীর বিষয় চিন্তা করেন নাই বলিয়া ঐ আইন যে আমাদিগের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইবে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ নহে। আমরা যদি হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় না দিই, তাহা হইলেই আমাদিগকে উক্ত আইনের অধীন হইতে হইবে।

আমাদিগের মধ্যে হিন্দু আইন প্রচলিত থাকা আবশ্যক বলিয়া আইনব্যবসায়ী ভ্রাতা যে সকল যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদয়ের পর্য্যালোচনা করা যাক্। তিনি নারীজাতিকে যেরূপ অসার, অনুপযুক্ত, অন্য হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকাস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি যথার্থই দুঃখিত হইয়াছি। হিন্দু আইন যেখানে প্রচলিত, সেখানে মৃত ব্যক্তির পত্নীকে কত স্থানে যে দেবর প্রভৃতির অধীন হইয়া নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, তাহা কে না জানে? পুত্রগণ বিষয় পাইলেও তাঁহাকে অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। হিন্দু আইনের জন্য অনেক স্থলে নারীদিগের যে কষ্ট, যে দারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই আপনাপন স্ত্রীকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়া যাইতে সম্মত হইবেন না। এই জন্যই হিন্দুসমাজে অনেকে স্ত্রীদিগকে হিন্দু আইনের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীর নামে সম্পত্তি করিতেছেন। প্রবন্ধ লেখক প্রথমতঃ হিন্দু আইনকে ব্রাহ্মগণের অধিক উপযোগী দেখাইবার জন্য দুইটী হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—(১ম) ১৮৬৫ সালের ১০ আইন মতে পত্নীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হওয়াতে তাঁহার পক্ষে যথেচ্ছাচারিণী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক; (২য়) ব্রাহ্মগণের বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে, অনেক স্থলে সম্পত্তির প্রলোভনে পত্নীর পাপ ও প্রলোভনে নিক্ষিপ্ত হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। ঈদৃশ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লেখক নারীজাতির প্রতি যে গভীর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি যথার্থই হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলাম। ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ কি এমনই হেয় যে, তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচার নিবারণের জন্য তাঁহাদিগকে কখনও সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হইবে না? যথেচ্ছাচারনিবারণের জন্যই যে আমাদিগের নারীগণকে হিন্দু আইনে বদ্ধ রাখিতে হইবে তাহা নহে। হিন্দু আইন অনুসারেও স্ত্রীধনে নারীগণের নিরঙ্কুশ অধিকার স্থাপিত আছে; পুত্রগণের মধ্যে বিষয় বণ্টন হইলেও স্ত্রীর একাংশ পাইবার ব্যবস্থা আছে। দেবর প্রভৃতির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কত হিন্দু নারী কুলত্যাগ করিয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বরং আছে। সম্পত্তি পাইলে নারীগণ পাপ প্রলোভনে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না; অর্থকষ্টে পড়িয়া বরং কোন কোন নারীকে অনিচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করিতে হয়। অর্থের লোভে অন্যে বিধবা নারীকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইতে পারে, অতএব তাঁহাকে বিত্তহীন রাখিতে হইবে, ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত কথা নহে। যথেচ্ছাচার প্রভৃতি নিবারণের উপায় বিত্তহীন করিয়া রাখা, বা পরের অত্যাচারের অধীন করিয়া রাখা নহে; কিন্তু ঐহিক সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে পরম সম্পত্তি দিয়া যাওয়া। অধিকার-বঞ্চনায় সমাজ রক্ষিত হইবে না; সমগ্র অধিকারদানেই সমাজের সম্যক্ কুশল সাধিত হয়। মুসলমান নারীরা স্বামীর সম্পত্তি পান বলিয়া মুসলমান সমাজে নানা কুৎসিত ঘটনা ঘটে, ইহা আমি স্বীকার করি না; সামাজিক ব্যাধির গূঢ় হেতু সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রবন্ধলেখক অন্য কারণ দেখিতে পাইবেন। ১৮৬৫ সালের ১০ আইনে স্বামিপরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পত্নীর পাইবার কথা; অবশিষ্ট অন্য উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে গিয়া প্রবন্ধলেখক দেখাইয়াছেন, নারীজাতির হস্তে একেবারেই কোন প্রকার ধন সম্পত্তি ন্যস্ত করা উচিত নয়, এরূপ ন্যস্ত হইলেই নারীজাতির ধর্ম্মনাশ হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার যুক্তি গ্রাহ্য করিলে, স্ত্রীধনে নারীর নিরঙ্কুশ অধিকার উঠাইয়া দিতে হয়; স্থানবিশেষে নারীর যে উত্তরাধিকারলাভের ব্যবস্থা আছে, তাহারও বিলোপ সাধন করিতে হয়।

প্রবন্ধলেখক ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া পরে আবার অপর কতকগুলি আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই, কন্যারা পুত্রগণের সহিত সমানাংশ পাইলে সম্পত্তি ক্ষুদ্র অংশে

বিভক্ত হয় এবং পারিবারিক দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আমার বাক্তব্য এই, (১) অধিকসংখ্যক পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি-বিভাগের যদি ব্যবস্থা থাকে, তদ্দ্বারা দরিদ্রতা বাড়িলেও যদি তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা না বলা হয়, তাহা হইলে কন্যাগণের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ হইলে আপত্তি হইবে কেন? (২) দরিদ্রতা-বৃদ্ধি কাহাকে বলে, তদ্বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। ধনের সমান বিভাগ না হইলেই দেশের প্রকৃত দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। এক জন সুখে থাকিবেই, বহু ধনের অধিকারী হইবেই, এবং আর এক জনমহাদুঃখে কষ্টে সময়াতিপাত করিবে ইহাতে কি দেশের দরিদ্রতা প্রকাশ পায় না? হঠাৎ মনে হইতে পারে এক ব্যক্তির হস্তে বহু ধন পড়িলে, তাঁহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু যদি সেই ধন পরিবারের বা মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত হয়, তাহা হইলেও সকলের অত্যাবশ্যকীয় গ্রাসাচ্ছাদন ও উদ্বৃত্ত অর্থে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। (৩) কন্যাগণ সম্পত্তির অংশ পাইলে কোন পরিবার যে নিশ্চই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইবে, ইহা মনে করা ভ্রম। ১৮৬৫ সালের ১০ আইনে যেমন কন্যাগণ বিষয়ের অংশ পাওয়াতে পরিবারবিশেষের সমগ্র সম্পত্তির কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়; তেমনই পুত্রবধূগণের পৈতৃক সম্পত্তির বৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, স্ত্রীলোকের হস্তে সম্পত্তি ন্যস্ত হইলে স্ত্রীলোক যথেচ্ছাচারিণী ও ধনের অপব্যবহার হইবে। এ আপত্তি নিতান্ত অসার; ইহার বিরুদ্ধে ইতঃপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে; অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পুরুষের হস্তে ধনের অপব্যবহার হয় না; পরাধীনা নারীর নিগ্রহ হয় না, একথা যদি বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ আপত্তিতে বরং একবার কর্ণপাত করিতাম। তৃতীয় আপত্তি এই, ভগ্নীগণ নানাস্থানে বিবাহিত ও ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সঙ্ঘর্ষণ ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বিরোধ যে কেন অবশ্যম্ভাবী, আমি বুঝিলাম না। হিন্দুআইনপ্রিয় হইয়া কন্যাগণকে বঞ্চিত করিতে গেলে বিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আইনকে মান্য করিলে বিরোধ হইবে কেন? বড় বড় জমিদারী এরূপে বিভক্ত হইলে একটু অসুবিধাকর হয় বটে; কিন্তু বহুভ্রাতৃগণের মধ্যেও বিভক্ত হইলে তাদৃশ অসুবিধা আছে। ঈদৃশ অসুবিধা নিবারণের জন্য বিষয়বন্টনকালে সাধারণতঃ যে প্রথা অবলম্বিত হয়, এ স্থলেও তাহা অবলম্বিত হইতে পারে। কোন সম্পত্তির বহু অংশ নিবারণের জন্য কোন কোন অংশীদার, অন্য অংশীদারকে তাঁহার অংশের উপযুক্ত টাকা দিয়া থাকেন। এরূপে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। চতুর্থ আপত্তি এই, পুত্রগণকেই বংশমর্য্যাদা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পদগৌরব রক্ষা করিতে হয়, কন্যাগণ তুল্যাংশ পাইলে পুত্রগণ দরিদ্র হন ও ঐ সকল ব্যাপারসাধনে অসমর্থ হন। (১) পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুত্রগণও আপনার স্ত্রীর আনীত সম্পত্তির সুবিধা প্রাপ্ত হন, সুতরাং দরিদ্র না হইবারই সম্ভাবনা। (২) বহু পুত্রের মধ্যেও বিষয় বিভক্ত হইলে এ অসুবিধা আছে; পুত্রগণ একত্র না থাকিলে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। (৩) এমন ধর্ম্মানুষ্ঠানই বা কি, যাহা কন্যাগণ বিষয়াংশ পাইলে সম্পাদন করিবার ব্যাঘাত ঘটে? (৪) ১৮৬৫ শালের ১০ আইন উইল করিবার ক্ষমতা দান করে; সুতরাং বিশেষ বিশেষ স্থলে সম্পত্তির অধিকারী বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিতে পারেন।

পঞ্চম আপত্তি এই, ভগ্নীগণের শিক্ষা প্রভৃতির ভার ভ্রাতাগণের উপরি স্বাভাবিক ভাবে ন্যস্ত; তাঁহারা বিষয় পাইলে ভ্রাতাদিগের সে দায়িত্বের তিরোধান হইবে। কন্যারা স্বর্থের উত্তরাধিকারী হইলেই যে ভ্রাতৃগণ স্বাভাবিক স্নেহ মমতার অধীন থাকিবেন না, ইহা কিরূপে মনে করিতে পারি? অধিকন্তু পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিতে ভগ্নীর অধিকার আছে জানিলে ভ্রাতাদিগের উক্ত দায়িত্ববোধ অধিক হইতে পারে; স্বার্থপর ভ্রাতৃগণের স্বার্থজাত অত্যাচারের দমন হইতে পারে। অর্থ পাইলেই যে ভগ্নীর ভ্রাতাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণে বিমুখ হইবেন, ইহাও মনে করিতে পারি না। অনেক বিত্তাধিকারিণী নারী সর্ব্বাচরই আবশ্যকস্থলে আত্মীয় পুরুষগণের সাহায্য ও সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন; ভগ্নীরা ভ্রাতাদিগের সৎপরামর্শের অধীন হইবেন না, এরূপ আশঙ্কা করিব কেন? কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বিষয়ের অধিকারী হইলেও যেমন জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন, এবং জ্যেষ্ঠগণ স্বাভাবিক স্নেহে পরিচালিত হইয়া আপনাপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, ভগ্নীরা বিষয়াংশ পাইলেও তাদৃশ ব্যবহারের ব্যতিক্রম হইবে না। ষষ্ঠ আপত্তি, পঞ্চম আপত্তির অনুরূপ; তাহার স্বতন্ত্র নিরাকরণ নিষ্প্রয়োজন। সপ্তম আপত্তি এই, বিবাহিতা কন্যা নিঃসন্তান পরলোকগমন করিলে ধনীর সম্পত্তি ভিন্ন ও নিঃসম্পর্কীয় লোকের হস্তে পতিত হইতে পারে। কন্যা নিঃসন্তান লোকান্তরিত হইলে যাঁহারা তদীয় সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে সম্পর্কহীন মনে করিব কেন? আর নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির হস্তে সম্পত্তি যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও কন্যাকে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ধনীর কন্যার যদি ব্রাহ্মসমাজে দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হয়, অথবা পিতার মৃত্যুর পর যদি কোন কন্যা বিধবা হন ও তাঁহার স্বামীর কোন সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে সে নারীর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। পিতা জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই সে কন্যার দুঃখলাঘবের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে; সুতরাং আইন যদি পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার অংশ নির্দ্দেশ করে, তদপেক্ষা স্বাভাবিক ও মঙ্গলকর আর কি হইতে পারে। বরং কন্যার মৃত্যুতে সম্পত্তি নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির হস্তে যাওয়া ভাল; তথাপি কন্যার উপায়হীন নিঃস্ব হইয়া কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা থাকা ভাল নহে। প্রবন্ধলেখকের অষ্টম ও নবম আপত্তি, পাছে বিষয়াংশ পাইয়া কন্যা বা পত্নী যথেচ্ছাচারিণী হন, কিম্বা বিবাহ করেন, সুতরাং সম্পত্তি অন্য হস্তগত হয়। এ বিষয়ে

পূর্ব্বেই যথেষ্ট বলা হইয়াছে। এ ভয় অপেক্ষা কন্যা বা পত্নীর কষ্ট হইবার ভয় যদি লেখকের হৃদয়ে স্থান পাইত, তাহা হইলে তিনি ১৮৭২ সালের ১০ আইনের এত বিরোধী হইতেন না।

অবশেষে আইনব্যবসায়ী ব্রাহ্মভ্রাতা আবার উপরি উক্ত আইনের কতিপয় ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন সসন্তান ব্যক্তি পিতা মাতা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার পত্নী ও সন্তানেরাই বিষয়ের অধিকারী হন; ১০ আইনে পিতা মাতার ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা নাই। এ ত্রুটী সত্যই আছে বটে, কিন্তু হিন্দু আইনের ত্রুটীপরিমাণ এতদপেক্ষা অনেক অধিক। প্রবন্ধলেখক আর একটী ত্রুটী বোধ হয় ভ্রমক্রমেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মৃত পুত্রের পুত্র কন্যা অর্থাৎ ধনীর পৌত্র ও পৌত্রীর জন্য কোন ব্যবস্থা উক্ত আইনে নাই। উক্ত আইনের ৩১ ধারা ও তদন্তর্গত শেষ দৃষ্টান্ত পাঠ করিলেই উল্লিখিত ত্রুটীনির্দ্দেশ যে ভ্রমমূলক তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। লেখক আবার আইনের দ্বারা উইলকে নিয়মিত করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; এই গুরুতর বিষয় ধর্ম্মতত্ত্বে আমাদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু উইলের দ্বারা আইনের ত্রুটী যে পরিমাণে দূর করিতে পারি, আমরা তাহারই আলোচনা করিবার অধিকারী; আর সে পক্ষে ১৮৭২ সালের ১০ আইন আমাদিগের সম্পূর্ণ সহায়। অপর বিষয় গবর্ণর জেনারালের ব্যবস্থা-সভার আলোচ্য।

উপসংহারকালে লেখক আর এক দিক্ ধরিয়া হিন্দু আইনের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নববিধান জাতীয় বিধান; নববিধানের ভিত্তি হিন্দুধর্ম্ম; ইহার দায়ভাগ হিন্দুশাস্ত্রমূলক হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে লেখকের মন বিশেষ ভাবেই নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। নববিধান প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বভৌমিক বিধান; এই সার্ব্বভৌমিক বিধান ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভাবের বর্ণে অনুরঞ্জিত হইবে মাত্র। এ বিধান কোন বিশেষ জাতির কল্যাণসাধনের জন্য অবতীর্ণ হয় নাই; ইহার ভিত্তি কেবল হিন্দুধর্ম্ম নহে। সমুদয় জাতির উপযোগী ও কল্যাণপ্রদ নববিধান সমস্ত প্রাচীন বিধানরূপ ভিত্তির উপরি সুপ্রতিষ্ঠিত। "কেশব,—হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সমন্বয়কারী" বিষয়ে আমাদিগের ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হিন্দুধর্ম্মকে আমাদের ধর্ম্মের উচ্চাংশ প্রকাশক ও খ্রীষ্টধর্ম্মকে আমাদের ধর্ম্মের নিম্নাংশপ্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' সংজ্ঞা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা বক্তৃতাটী মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুধর্ম্ম পরমেশ্বরকে লইয়া; খ্রীষ্টধর্ম্ম জীবাত্মায় পরমাত্মার অবতরণ লইয়া। হিন্দুধর্ম্ম ব্রহ্মপূজা লইয়া; খ্রীষ্টধর্ম্ম ভ্রাতৃপ্রেম লইয়া। এই অর্থেই 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছিল। Christian Life নামক ইংলণ্ডীয় এক খানি সাপ্তাহিক পত্রের লেখক উপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা সমালোচনা কালে 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' শব্দের সম্যক্ অর্থ অনুভব করিতে পারেন নাই। আশা করি, আমাদিগের প্রবন্ধ লেখক ভ্রাতা বুঝিতে পারিবেন, কেবল হিন্দু ধর্ম্ম নববিধানের ভিত্তি নহে। সমস্ত নববিধানাবলম্বী লোকে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত উত্তরাধিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, ইহা বলা কখনই সঙ্গত নহে। হিন্দুর উত্তরাধিকার বিধি যে ধর্ম্মমতের উপরি স্থাপিত, সে ধর্ম্মমতে যখন আমাদিগের আস্থা নাই, তখন কেবল ধর্ম্মভাব সংশ্লিষ্ট বলিয়াই তাহা গ্রহণ করিব কেন? ১৮৭২ সালের ১০ আইন কোন ধর্ম্মমতের উপরি স্থাপিত নহে, সাধারণ ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। যে আইন আমাদের ধর্ম্মমতের কোন বিরুদ্ধ মত পোষণ করে না, আমরা বরং তাহার অধীন হইতে পারি, কিন্তু হিন্দু আইনের অধীন হওয়া আমাদিগের পক্ষে বৈধ নহে। ইংলণ্ডের লোকে নববিধান গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগকে হিন্দু উত্তরাধিকার বিধির অধীন হইতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই সুসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উত্তরাধিকারবিধি প্রচলিত থাকিবে। যেখানে Lex Loci অর্থাৎ দেশবিশেষের নিজের আইন প্রচলিত আছে, সেখানে সেই আইনই উত্তরাধিকারবিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা করিবে। আইন বিশেষধর্ম্মমতমূলক হইলে এবং সেই ধর্ম্মমত আমাদিগের ধর্ম্মমতের বিরোধী হইলে দায়ে হইয়া আমাদিগকে সেই আইনের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে। ১৮৭২ সালের ১০ আইন আমাদের দেশের সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সাধারণ আইন; সুতরাং আমাদিগকে ইহারই অধীন হইতে হইবে। ইহার ত্রুটী থাকে, সে ত্রুটী দূর করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরালের কাউন্সিলের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে। প্রবন্ধলেখক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগ রাখিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ তাদৃশ উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তারের পথে বাধা দিয়াছেন; তাহা দেখিয়াই আমাদিগের শেখা উচিত, উপবীত রাখিয়া বা হিন্দুশাস্ত্রাবলম্বনে প্রচার করিয়া অথবা হিন্দুদায়শাস্ত্রের অধীন হইয়া আমরা হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগ রাখিতে অগ্রসর হইলে আমাদিগেরই অনিষ্ট হইবে; কিন্তু হিন্দু যোগিগণের ন্যায় যোগপ্রিয় ও হিন্দু ভক্তগণের ন্যায় ভক্তিপ্রিয় হইলেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় হিন্দুসমাজের সঙ্গে আমরা প্রকৃত যোগ রক্ষা করিতে পারিব।

সংহিতাপ্রিয় ব্রাহ্ম।

সংবাদ।

হাজারিবাগের উৎসবকার্য্যসম্পাদন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বিগত ১লা বৈশাখ বাঁটরা পল্লীতে শ্রীমান্ বসন্তকুমার দাসের নবকুমারের শুভ নামকরণ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল শিশুকে নামদান করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নব শিশুটিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যার নূতন খাতা উপলক্ষে সমবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত মিহির লাল রক্ষিতের মেটেবুরুজস্থ পণ্যশালায় বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। মেটেবুরুজ ও ধোপাপাড়া এবং কলিকাতার কয়েক জন বন্ধু এই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন. শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশ-চন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐই দিবস পূর্ব্বাহ্ণে উক্ত রক্ষিত মহাশয়ের কলিকাতাস্থ পণ্যশালায় এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর পণ্যশালায় বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। প্রথমোক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল, শেষোক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনা করিয়াছিলেন।

গত ৬ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত ডাক্তার আর এল দত্ত মহাশয়ের পৌত্র স্বর্গগত জহরলালের পুত্র শ্রীমান্ রস লালের শুভ জন্মদিনোপলক্ষে উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের কলিকাতাস্থ আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ৭ই বৈশাখ প্রচারাশ্রমে স্বর্গগত বিধানবিশ্বাসী প্রসন্ন কুমার ঘোষ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ শচীন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নবসংহিতানুসারে সম্পাদন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননী পরলোকগত আত্মাকে স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন।

গত ৮ই বৈশাখ প্রাতে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের গৃহে, ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের কলিকাতাস্থ আবাসে বিশেষ পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ৮ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের আবাসে তাঁহার এক জন আত্মীয়ের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনা করিয়াছিলেন।

গত ১০ই বৈশাখ প্রচারাশ্রমে সমবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনাদি করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু এই পারলৌকিক কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার মঙ্গলসাধন করুন।

বিগত ১২ই বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণে রিপণ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ মোহিতলাল সেনের স্বর্গগতা মাতৃদেবীর প্রথম সাংবৎসরিক তাঁহার আবাসে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। বিধানবাদী কয়েক জন আত্মীয় বন্ধু এই পারলৌকিক কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন।

গত মঙ্গলবার শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের শিশু পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রের জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকটি দুই মাস যাবৎ জ্বররোগে শয্যাগত, তাহার বয়স ৯ বৎসর; তথাপি উপাসনার আদ্যোপান্ত বসিয়া যোগদান ও উপাসনান্তে আনন্দমনে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়াছিল।

আমরা আনন্দসহকারে ব্রহ্মসঙ্গীতাবলীর দ্বিতীয় ভাগের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। এই পুস্তক চন্দননগরনিবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ রচিত। ইহাতে ১২০টি সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। কালীনাথ বাবুর সঙ্গীত সকল যে গভীর ভাবাত্মক তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার সঙ্গীত রচনায় ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান। এই সঙ্গীতপুস্তক প্রেমাস্পদ শ্রীমান্ মোহিতলাল সেনের স্বর্গগতা পরমা সাধ্বী মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত, এবং নববিধানবিশ্বাসী যুবকমণ্ডলীর উপাসনাসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ মাত্র।

কটকনগরপ্রবাসী গৃহস্থসাধক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু উপাসনা বক্তৃতা ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করিয়া উৎসাহের সহিত তথায় বিধান প্রচার করিতেছেন। তিনি ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত Religion of Keshub Chunder Sen এবং দেববাণী এই ছইখানি পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমাদের ইংরেজি বাঙ্গালা পত্রিকায় সচরাচর ধর্ম্মপ্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। এক এক জন বিধানবিশ্বাসী এক এক স্থানে এইরূপ উৎসাহসহকারে বিধানপ্রচার করিলে আনন্দের ব্যাপার হয়।

২রা বৈশাখ শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ কুচবিহার হইতে লিখিয়াছেন;—

"গত কল্য প্রাতে নববর্ষোপলক্ষে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। মহারাণী ভাইবোনদের লইয়া এবং দেওয়ান জজ প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সায়ংকালে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। খুব জমাট কীর্ত্তন হইয়াছিল, আমাদের আচার্য্যপুত্রেরা খুব উৎসাহের সহিত গাইয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে কীর্ত্তনটি বেশ হয়। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মন্দিরে খুব লোক হয়। মেয়েরাও ১২।২০টী আসেন। মহারাণী ২।৩ সপ্তাহ যাবৎ সপ্তাহে এক দিন আর্য্যনারীসমাজ করিয়া থাকেন, তাহাতেও অনেক মেয়ে আসেন। প্রতি সোমবার অমিবাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নির্ম্মল বাবুরা ও প্রফেশরগণ তাহাতে উপস্থিত হন।"

স্বর্গগত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতা প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲, অনাথাশ্রমে ২৲, কুষ্ঠাশ্রমে ২৲, Little Sister of the poor ২৲, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মভূমি বান্ধব দৌলতপুর স্কুলে ২৲, ফরিদপুর সুহৃৎসভা ২৲, এতদ্ভিন্ন তৈজস বস্ত্র ও ভোজ্য ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগচি মহাশয়ের স্বর্গগত পত্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲, অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ঢাকা নববিধান সমাজে ২৲।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি শ্রীযুক্ত ভাই

পারীমোহন চৌধুরীর পত্নীর চিকিৎসাসাহায্যার্থ গত বারে যে সকল দানাঙ্গীকার করা গিয়াছে তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিপিন মোহন সেহানবিশ ১৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী ২৲, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ১৲ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

বিগত ১লা বৈশাখ প্রচারাশ্রমে প্রাত্যহিক উপাসনার পর নববিধানমণ্ডলীভুক্ত সাতটী মহিলা উপাধ্যায়ের নিকটে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

উপাধ্যায় তিন মাসের জন্য যে বিশেষ সাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, গত শনিবার তাহা উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নানা গোলযোগের জন্য যে সকল উপাসক উপাসনা করিতে বাধা বোধ করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলে এক মণ্ডলীভুক্ত হইয়া প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটার সময় স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং তজ্জন্য এলবার্ট স্কুলের একটী হল ভাড়া লইয়াছেন। আপাততঃ উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। গত রবিবার হইতে তথায় সামাজিক উপাসনার আরম্ভ হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

অনেক দিন হইল মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত নিঃশেষিত হইয়াছে। তাহা পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন পুস্তক ২য় খণ্ড প্রথম খণ্ডের ন্যায় উত্তমরূপে বাঁধান হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। এই খণ্ডে ৫৫৮টী সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে সংক্ষিপ্ত উপাসনা প্রণালী নিবদ্ধ আছে; মূল্য ৸০ মাত্র।

ব্রিটীশ ও ফরেন ইউনিটেরিয়ান এসোশিয়েসনের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড ফ্লেচর উইলিয়ম সাহেব বৃদ্ধ বয়সে বহুদিন কলিকাতা ও অন্যত্র পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে প্রস্তুত হইয়া আগামী কল্য ১৭ই বৈশাখ জাহাজে আরোহণ করিবেন। তাঁহার উচ্চধর্ম্ম জীবন, উদার প্রেম ও সুকোমল ব্যবহারে এতদ্দেশীয় বহুলোক একান্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। এলবার্টহলে তাঁহার যে সকল উপদেশ হইত তাহা শ্রবণে অনেক কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়া ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে দেশে প্রতিগমনের সংবাদে তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত। রেবারেণ্ড উইলিয়ম সাহেবকে বিদায় দান করিতে এবং কিছু স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মসমাজ ও তদ্বহিস্থ তাঁহার বন্ধুগণ মিলিয়া একটি কমিটী গঠন করিয়া ৭২৫ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। গত ১৩ই বৈশাখ এই সভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত সাহেবকে একটি বিদায়সূচক পত্রদান ও চা পানের একটী রৌপ্য নির্ম্মিত সজ্জা, তাঁহার দুই কন্যার জন্য দুইখানি শাল এবং রৌপ্য পত্রাধার প্রদান করা হইবে। গত কল্য ১৫ই বৈশাখ এই অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিয়াছেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে সম্মান করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদারের পত্রাংশ ;—

যখন বিপদে ভাসিতে ভাসিতে এখানে (গোরখপুরে) সপরিবারে আসিলাম, কাহাকেও চিনি না। আশ্চর্য্য কৌশলে একটি নবপরিচিত লোকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হইল, তাঁহার দ্বারায় সুযোগ্য ডাক্তার বাবু যজ্ঞেশ্বর রায়ের সঙ্গে পরিচয় হইল, তিনিই ডাকিয়া আনিয়া ভক্তিকে দেখাইলেন। যখন আবশ্যক হইল সদর ডাক্তার বাবু প্রতিদিন আসিয়া দেখিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় মহারাজ্ঞী মাতা ভিক্টোরিয়ার স্বর্গগমনান্তে তাঁহারই দ্বারায় প্রায় সাত শত লোক একত্রিত হইল, যাঁহাদের লইয়া Memorial Service করিয়া এই বিপদের মধ্যে কৃতার্থ হইলাম। আশ্চর্য্য জননীর কৃপা।

প্রতি রবিবারে যোগেন বাবুটি দূরাদি কারণ বলিয়া সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না এবং সে বিষয়ে সহায়তাও করিতে পারেন না, নরেনের অবকাশ কিছুমাত্র নাই। আশ্চর্য্য ১১ই মাঘের দিন উৎসব হইল, প্রতি রবিবারে কয়েকজন লোক আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে লাগিলেন। Good Triday (১লা বৈশাখ) নববর্ষাদি যোগেন বাবুর অনুপস্থিতি হইলেও অপর কেহ না কেহ আসিয়া যোগ দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। এ সকলই ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপার কৌশল। আবার ১লা বৈশাখ একটী হিন্দু বাঙ্গালি উকিলের বিশেষ যত্নে তাঁহার গৃহে অনেকগুলি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালি আসিয়া মাতৃপূজায় যোগ দিয়া সুখী করিলেন! হিন্দী ভাষায় উপাসনা উপদেশ ও সঙ্গীতাদি হইল! অবাক্! আবার সে দিন যাঁহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী বারিষ্টার আগরওয়ালা মিঃ অযোধ্যাদাস ও কয়টি প্রধান উকীল তাঁহাদের গৃহে ঐরূপ হয়, এ প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন! জড় জগৎটা আধ্যাত্মিক পুষ্টিরই উপকরণমাত্র। বিধাতা সর্ব্বদাই আশ্রিত নরনারীগণের আত্মার উন্নতির জন্য ব্যস্ত ও সহায়।

তিনি পরীক্ষা গুলি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপাঠে সকলে উপকৃত হইবেন :—

বিধাতারকৃপা আশ্চর্য্য! বারংবার তিন বৎসরের অধিক হইবে এত অগ্নিপরীক্ষা আনিলেন, সেটী তো অনিবার্য্য, তা ভিন্ন তো আমাদের জীবনে তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে না! কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপার করুণা ও অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বর্গের অমূল্য রত্নরাজি কত আনিয়া আমাদের স্বর্গীয় সম্ভোগ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। শান্তি, আরাম, সুখ যে কি এরূপ নিদারুণ দুঃখ শোক বিনা তো তাহার আস্বাদন পাইতাম না। আত্মার সম্বন্ধে যে কি প্রিয়গণের দেহবিচ্যুতি না হইলে তো তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতাম না— আধ্যাত্মিক যোগ ও সম্বন্ধ মতে ভাবেই থাকিয়া যাইত। ধর্ম্ম তাঁহার প্রেমের কৌশল! জড়কে পেষণ না করিলে রস নির্গত হয় না ও রস বিনা আত্মাতে শক্তিজ্ঞানাদি বস্তুও সংযুক্ত হয় না।

এবার স্থানাভাবে কুচবিহারের উৎসব বৃত্তান্ত ও শান্তিপুরের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব বিবরণ প্রকাশিত হইল না।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩৬ ভাগ ।
১ সংখ্যা ।

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সংবৎ ১৯৫৮ ; শক ১৮২৩ ; ব্রাহ্মাব্দ ৭২ ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে করুণাসিন্ধু, আমাদের দৃষ্টি অতি সঙ্কুচিত; আমাদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভয়ের আবাসভূমি। তুমি নিকটে আছ ইহা বুঝি, কিন্তু যেমন নিকটে তেমনি তুমি যে দূর হইতে সুদূরে থাকিয়াও আমাদের হিতের জন্য সকলই করিতেছ, ইহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। এরূপ বিস্মৃতির কারণ যখন অন্বেষণ করি, তখন দেখিতে পাই, সংসারাসক্তি আমাদের মনকে সঙ্কুচিত ও ভয়সঙ্কুল করিয়াছে। আমরা তোমার ইচ্ছাপালন অন্বেষণ করি না, আমরা অন্বেষণ করি আমাদের বাসনার পরিপূরণ। আমরা জানি, তুমি আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ কর না, তাই ভবিষ্যতে বা বাসনা পূর্ণ না হয় এই বলিয়া মন সঙ্কুচিত হয়। সঙ্কুচিত মনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। দূরবর্ত্তী সময়ে কি হইবে এই ভাবিয়া আমাদের মন অস্থির হয়, কেন না আমরা জানি, আমরা যে সকল অভিলাষের পরিপূরণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সর্ব্বথা তাহার বিপরীত ঘটিতে পারে। হে প্রভো, আজ পর্য্যন্ত সকল বিষয় তোমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আর কি পরিতাপের বিষয় হইতে পারে। তুমি যদি তোমার করুণার সহস্র নিদর্শন দেখাও, আমরা তখন তখনই তাহা ভুলিয়া যাই। ইহার পরে কি আর তোমার করুণা প্রকাশ পাইবে, এই ভাবিয়া অস্থিরচিত্ত হই। তুমি পুনঃ পুনঃ দেখাইতেছ, তোমার করুণা একবারও আমাদের সুখসাধনে উদাসীন হয় নাই, অথচ মন করুণা না ভাবিয়া কেবল ভাবী দুঃখ ভাবে। বাসনাবিকার আমাদের অবিশ্বাস ও ভয় বাড়াইতেছে, অথচ তাহাকে 'দূর হ সয়তান' বলিয়া তাড়াইতে পারিতেছি না, ইহা আমাদের নিজ পাপেরই শাস্তি। কত দিন আর আমরা এ শাস্তি ভোগ করিব ? অগ্নিতে পুড়ান, শস্ত্রেতে ছিন্ন করা, এ সকল দণ্ড বরং ভাল, কিন্তু বাসনার দাস হইয়া তোমার করুণার উপরে আস্থা স্থাপন করিতে না পারা অপেক্ষা বল, পাপের ভোগ আর কি অধিক হইতে পারে ? হে অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল, তুমি আমাদিগকে বাসনা অন্তরিত করিবার বল দেও। যদি বাসনাকণ্টকে সর্ব্বদা বিদ্ধ হইয়া ক্লেশে যন্ত্রণায় তোমারই দিকে মন ধাবিত হইত, তাহা হইলে আর বাসনাকে ভয় করিতাম না। বাসনা যদি কেবল সংসারকেই নিয়ত চক্ষুর সন্নিধানে

আনিয়া উপস্থিত করে, তোমায় আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে বাসনা যে মৃত্যুর কারণ। তাই তব চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, হয় সর্ব্বপ্রকারের বাসনা মন হইতে অন্তরিত হউক, না হয় বাসনানল আমাদিগকে নিয়ত অধীর করিয়া তোমার নিকটে লইয়া যাউক। তুমি আমাদের সহায় হইয়া বাসনানিচয়কে তোমার স্মরণ, মনন ও শরণাপন্নতার পক্ষে সহায় করিয়া দিবে, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আরম্ভ ও পরিণাম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আরম্ভ নিবৃত্তিতে। যে দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন সেইদিন হইতে সর্ব্বনিবৃত্তির ধর্ম্ম এ দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই, একথা বলাতে জগৎ ও জীব মিথ্যা হইয়া উড়িয়া গেল, এক ব্রহ্মই অবশেষ রহিলেন। ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে এক অদ্বিতীয় ছিলেন, মিথ্যাভূত জগৎ মিথ্যাভূত জীবের মিথ্যা দৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে ইহাই প্রতিপন্ন হইল। জীবের যখন যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইবে, তখন সে আর ব্রহ্ম যে অভিন্ন পদার্থ ইহা বুঝিতে পারিয়া 'ব্রহ্মাহমহম্মি' এই জ্ঞানে 'আমি জীব' এ ভ্রান্তিও সে দূরে পরিহার করিবে। আমাদের পিতামহ যদিও বেদান্তের ব্যবহারিক দিক্ গ্রহণ করিয়া তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন, তথাপি উচ্চ সাধকের পক্ষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার যে সর্ব্বনিবৃত্তিতে সাধিত হয়, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ কোন্ ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন, যদিও তাঁহারা তখন নিজে জানিতেন না, তথাপি তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিবৃত্তির প্রাধান্য ছিল, ইহা একটু বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতে গেলেই নিবৃত্তিপথাবলম্বন প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মগণ নিবৃত্তি শব্দ জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা যে বিনাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। কেন না পাশ্চাত্য ভাষায় নিবৃত্তিশব্দ না থাকুক বিনাশশব্দ আছে। নিবৃত্তি, ব্যতিরেক, বিনাশ, এ সকল বস্তুতঃ একই। প্রাচীন সমাজের আচার, ব্যবহার, শাস্ত্র, পূজা, পদ্ধতি, সমুদায় ভঙ্গ করিতে হইবে, ভঙ্গ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরতালাভ করিবে না, সকল ব্রাহ্মের মুখে তখন এই কথা ছিল। ব্রাহ্মেরা যাহা বলিতেন, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অগ্রণী শ্রীমচ্ছঙ্কর ঐ কথাই অন্য ভাষায় বলিয়াছেন। বেদ, বিধি, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি সমুদায় অবিদ্যাকৃত, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে সাধক এ সকলের অতীত হইবেন, এ কথা শুনিতে বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু পূর্ব্বের যাহা কিছু তাহা ভাঙ্গিয়া চূরমার করা ইহাতেও যখন আছে তখন উহা বিজাতীয় ভাবের সমান। এমনও আচার্য্য এ দেশে ছিলেন, যিনি বা যাঁহারা শঙ্করের এ সকল মতকে পাষণ্ডমত স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের পিতামহ শঙ্করের শিষ্য, এবং ব্রাহ্মগণ তাঁহার অনুশিষ্য, ইহা আর অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

দীর্ঘকাল বিনাশের কার্য্য চলিতে পারে না। নিবৃত্তিপথে যেমন সর্ব্বনিবৃত্তি উপস্থিত হয়, তেমনি আত্মাও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আত্মা চিরদিন সেই অবস্থায় থাকিতে পারে না। নির্ব্বাণ তাহার সম্বন্ধে নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা নহে। সুতরাং স্বয়ং ব্রহ্মই তাহাকে জাগাইয়া তোলেন। যখন তিনি আসিয়া বলেন, 'সন্তান জাগ, আর প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা আমার অন্বেষণ করিতে হইবে না। সকল আবরণ ঘুচাইয়া আমার নিকটে আসা তোমার সিদ্ধ হইয়াছে, এখন আমাকে লইয়া সংসারে বিচরণ কর, আমার ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিয়োগে নয় কিন্তু সম্ভোগে প্রবৃত্ত হও'; তখন সাধক জাগিলেন, জাগিয়া দেখিলেন জগৎ ও জীব স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে, অন্তরে ও বাহিরে কেবল ব্রহ্মেরই লীলা প্রকাশ পাইতেছে। এখন নিবৃত্তি

গিয়া প্রবৃত্তির রাজ্য উপস্থিত। এ প্রবৃত্তির রাজ্যে ঈশ্বর রসস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত।

ব্রাহ্মগণ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এতে সাধনের আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন 'রসোবৈ স' এতে সে সাধনের পরিণতি উপস্থিত। 'এক ভিন্ন দুই নাই', ইহাই বল, আর কেবল 'একই' বল, উহা দুইয়ের বিরোধী চিরদিনই থাকিবে। সুতরাং ব্রহ্মের নিকটে আর কিছু না আসিতে পারে, এ যত্ন প্রথমাবস্থায় নিরতিশয় প্রয়োজন। আর কিছু আসিলেই যখন ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়েন, সেই উপস্থিত বস্তুই মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন এ অন্তরায় অন্তরিত করা সাধকের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। যত দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্ভাবক হইয়া সকলকে আপনার বক্ষে লইয়া প্রকাশ না পাইতেছেন, তত দিন 'এক ভিন্ন দুই নাই' এই বলিয়া একত্বসাধন সাধকগণমধ্যে থাকা মঙ্গলেরই জন্য। কিন্তু যখন জগৎ ও জীবকে লইয়া ব্রহ্ম নিয়ত খেলা করিতেছেন, এই দৃশ্য সাধকের নিকটে প্রকাশ পাইল, তখন আর জগৎ ও জীব আবরণ থাকিল না, সাধক তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হস্তের ক্রীড়নসামগ্রী হইলেন। এখন আর তিনি ব্রহ্মের ক্রীড়ন সহচরগণকে ছাড়িয়া একাকী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারেন না; ক্রীড়ার আমোদ ও আহ্লাদ আর একাকিত্বের অবস্থায় সম্ভবপর থাকে না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন, অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের যেখানে আরম্ভ সেখানেই স্থিতি করিতেছেন, উহার পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। যাঁহারা প্রাথমিক অবস্থায় স্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা যদি বুঝিতে পারিতেন, এখনও পরিণতির অবস্থায় উপস্থিত হইবার বাকি আছে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই প্রারম্ভিক অবস্থা হইতে যাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিণতির অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করিতেন। কেবল সে যত্ন নাই তাহা নহে, তাঁহারা পূর্ব্বেও যদবস্থায় ছিলেন, এখনও তদবস্থায় আছেন, অথচ মনে করিতেছেন, তাঁহারা সাধনের পরিণতির অবস্থায় উপস্থিত। সংসারকে ইঁহারা আপনাদের কার্য্যক্ষেত্র করিয়া লইয়াছেন, এখানে নিজ বুদ্ধিযোগে বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করা ইঁহারা আপনাদের ব্রত মনে করেন, কিন্তু এ সংসার, যে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র নহে, ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র, এখানে যে নিজবুদ্ধিযোগে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে না, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে দিতে হইবে, একথা আজও তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। উপাসনার সময়ে ঈশ্বর, সংসারে ও কার্য্যকালে আমি, এ প্রভেদ ব্রাহ্মগণের মধ্য হইতে আজও অন্তরিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে, প্রবৃত্তিযোগ ও তাহার মূল ঈশ্বরের রস স্বরূপ সাধনের চরম বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

অসাক্ষাৎ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের উদ্দেশে পূজা ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। একেশ্বরবাদিগণ উদ্দেশে ঈশ্বরের পূজা করেন, ইহাতে যাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি হয় না, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিতে ঈশ্বরদৃষ্টি করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের মধ্যে তেজস্বত্বাদিতে শ্রেষ্ঠ বস্তু যাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এবং সেই প্রতিনিধিতে যাঁহারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা একালে নিন্দিত হইয়াছেন। একালের অনেক সভ্য ও জ্ঞানী লোক কোন এক জন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোককে ঈশ্বরের স্থলে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা বন্দনা করিয়া থাকেন। এই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতীতকালে ছিলেন বর্ত্তমানকালে নাই, তিনি এখন ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিবার কোন উপায় নাই, উদ্দেশে তাঁহার অর্চ্চনা করা ভিন্ন আর উপায় নাই। ইহাতে যাঁহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয় না, তাঁহারা গুরু বা উপদেষ্টাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, স্বয়ং ঈশ্বর জানিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। মাননীয় শ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া

কাহারও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যে দেশে সামান্য মন্ত্রদাতা গুরু বা যোগোপদেষ্টাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া গ্রহণ করা শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার, সেখানে যাঁহার ভিতরে কোন অসাধারণ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাকে তদ্রূপে ইংরাজিশিক্ষিতগণ পূজা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? প্রাচীন কালের শিক্ষিতগণের যদি ঈদৃশ ব্যবহার ছিল, তাহা হইলে এখনকার কালের শিক্ষিতগণের সেরূপ ব্যবহার হইবার কি বাধা আছে?

উপনিষদে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে হয়, কিন্তু উহাতেও অসাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশেরই প্রাচুর্য্য। বাহ্যবস্তু, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, জীব ইত্যাদিতে ব্রহ্মদর্শন অসাক্ষাৎসম্বন্ধঘটিত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। 'তুমি' ও 'আমির' সহিত ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশও যে সাক্ষাৎসম্বন্ধোচিত ইহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যত ক্ষণ আমরা ব্রহ্মান্বেষণ করিতেছি, অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয় করিতে প্রয়াস পাইতেছি, তত ক্ষণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইতেছে না। তিনি যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, সাধকের সহিত আলাপ পরিচয় করেন, তখন তিনি আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়েন।

নিবৃত্তিযোগিগণ ব্রহ্মসহ সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্ন করিয়া সকল উড়াইয়া দিয়া যে এক চিৎসত্তা বিদ্যমান থাকে তন্মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি থাকিলে তখনও অসাক্ষাৎসম্বন্ধ রহিল, ইহা জানিয়াই তাঁহারা আমিকেও বিদায় দিয়াছেন। আমি কোন অবস্থায় বিদায় হয় কি না, এ প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছেন আমরা কেবল তাহাই বলিতেছি। আমি থাকিবেই থাকিবে, ইহা যাঁহাদের মত তাঁহারা ইহাতেও যে সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইল তাহা মানেন না। আত্মাকে সর্ব্বথা অভিভূত করিয়া ঈশ্বর যখন আপনার জ্ঞান শক্ত্যাদি তাহার নিকটে প্রকাশ করেন, 'আমি আছি' এই বলিয়া আত্মপ্রমাণ দেন, তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপস্থিত হয়। এরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ হইলে ক্ষুদ্র চিৎসত্তা অনন্ত চিৎসত্তার মধ্যে আভাসমাত্রে প্রকাশমান, এইরূপ প্রতীতি হয়। এরূপে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশ আমরা কেন বলি, তাহার কারণ প্রদর্শন করা সমুচিত।

জীব ও জগতের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইলেও জীব ও জগৎ আবরক হইয়া তাহাকে অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুদ্র অণু হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষুদ্র জীব হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত সকলেতেই ব্রহ্মের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই ক্রিয়াতে তাহাদের ধারণ, পোষণ, বর্দ্ধন ইত্যাদি সকলই হইতেছে, কিন্তু তিনি এই সকলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। তাঁহার প্রচ্ছন্ন লুক্কায়িত ভাব অপসারিত করিবার জন্য পূর্ব্বতন যোগিগণ সমুদায় উড়াইয়া দিয়া সত্তাধারণ এবং বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ স্থূল সূক্ষ্মাদি উড়াইয়া দিয়া শক্তিমাত্রে সকলের পর্য্যবসান করেন। ব্রহ্মের সত্তা শক্তির সত্তা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং ব্রহ্মকে শক্তিমাত্রে ধারণ তৎসম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান ইহাই সর্ব্বজনবিদিত। এই শক্তির সঙ্গে আকাশাদির জ্ঞান জড়িত থাকে বলিয়া এ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আমরা সন্তুষ্ট নহি। সন্তুষ্ট নই জন্যই, তিনি আপনাকে যত ক্ষণ 'আমি আছি' 'আমার কথা শোন' বলিয়া আপনাকে প্রকাশ না করেন, তত ক্ষণ আমরা উহাকে বিশুদ্ধ সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিতে প্রস্তুত নই। তবে সমুদায় পদার্থে ও জীবে তাঁহার যে প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা তাঁহারই ক্রিয়া, ইহা যখন আমরা বুঝিতে পারি, তখনই আমাদিগের মন সাক্ষাৎ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইল। পরিশেষে তিনি যখন সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহার গুরু হইলেন, পিতা হইলেন, মাতা হইলেন, তখন এই সাক্ষাৎসম্বন্ধের পরিণাম উপস্থিত। প্রত্যেক সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের ঈদৃশ সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপস্থিত হইবে, বর্ত্তমান বিধানের ইহাই লক্ষ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আজ তো অনন্তস্বরূপের কথা বলিবে? অনন্তস্বরূপের আরাধনা করিতে গিয়া মন হাঁপাইয়া পড়ে। মনে হয়, উহাতে কাহারও আনন্দ হয় না।

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহার বিপরীতই সত্য। অনন্ত ভিন্ন তৃপ্তি নাই। যাহা সান্ত, তাহাতে সুখ ও তৃপ্তিও সান্ত। প্রাচীন ঋষিরা এ জন্যই বলিয়াছেন 'অল্পেতে সুখ নাই, ভূমাতে সুখ'।

বুদ্ধি। কৈ অনন্তের আরাধনার ভিতরে এমন কথা কাহারও মুখে তো শুনিতে পাওয়া যায় না?

বিবেক। অনন্তের আরাধনা দুই প্রকারে সম্ভব। প্রথম ব্যতিরেক পক্ষে; দ্বিতীয় অন্বয় পক্ষে। ব্যতিরেক ও অন্বয়, এ দুইটী কথা দার্শনিক। এ দুইটী কি আগে বোঝ। অনন্ত ও সান্ত এ দুই পরস্পর বিপরীত। অনন্ত ছাড়া যদি কিছু সান্ত থাকে, তাহা হইলে সেই সান্তই অনন্তকে সান্ত করিয়া ফেলিতেছে। অনন্ত যদি ক্ষুদ্র অণুকেও স্থান দেন, তাহা হইলে তাহাতেই অণু পরিমাণ ক্ষুদ্র হইয়া সান্ত হইয়া পড়েন। এই চিন্তা সাধকদিগের মনে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা অনন্ত ছাড়া যাহা কিছু মানুষের প্রতীত হয় উহা ভ্রম, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া অনন্তকে সত্য এবং জীব ও জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অনন্ত হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কিছুই থাকে না, সকলই মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায়। এই যে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া ইহাকেই ব্যতিরেক বলে। প্রাচীন কালের সাধকেরা অনন্তের আরাধনা করিতে গিয়া জগৎ ও জীবকে উড়াইয়া দিয়াছেন। এখনকার সাধকগণ জগৎ ও জীবকে স্পষ্ট বাক্যে উড়াইয়া না দিয়া অনন্তকে জ্ঞানবুদ্ধির অতীতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আরাধনার ভাষা এইরূপ—তোমায় জানা যায় না, বুঝা যায় না, তুমি বুদ্ধিমনের অগোচর। আমরা তোমার নিকটে ধূলি-সদৃশ, আমরা কিছুই নই, ইত্যাদি।

বুদ্ধি। অনন্তের আরাধনা তো এই প্রকারই শুনিয়া থাকি। এ ছাড়া আবার অনন্তের কি প্রকার আরাধনা হইতে পারে?

বিবেক। অনন্তের আরাধনার ব্যতিরেক পক্ষই বহু সাধকের মনে জাগিয়া আছে, আজও অন্বয় পক্ষের আরাধনা প্রচলিত হয় নাই, এক প্রকার বলা যায়। অন্বয় পক্ষ কি শোন। 'সত্যং জ্ঞান মনন্তম্' ইহার পরের আরাধনা মন্ত্র 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' অনন্তের সঙ্গে যখন 'আনন্দরূপে প্রতিভাত' এইটি যোগ করা যায়, তখন অন্বয় পক্ষের অনন্তের আরাধনা সিদ্ধ পায়।

বুদ্ধি। এ আবার কি বলিতেছ? সত্য জ্ঞান অনন্তের পর যদিও 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এ মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তথাপি উহা যে ব্যাখ্যার সময়ে সর্ব্বশেষে সাধকেরা আনিয়াছেন। এখনও অনেক ব্রাহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্তের পরই উহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় শুদ্ধতায় তাঁহারা উপাসনা শেষ করেন। কেহ কেহ 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এ আরাধনা মন্ত্রটি সর্ব্বশেষে উচ্চারণ করেন। আরাধনার এ সম্বন্ধে যখন এত ব্যতিক্রম চলিতেছে, তখন তুমি আবার আর একটা নূতন ব্যতিক্রম ঘটাইবার জন্য এ কি কথা বলিতেছ? এতে কেবল গোল বাধিবে তাহা নয়, ঝগড়া বাধিয়া যাইবে। এইরূপ করিয়াই তো ধর্ম্মের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হয়।

বিবেক। আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে ঝগড়া বাধিবে কেন? যেখান হইতে মন্ত্রটি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানকার সমগ্র অংশটি যাহারা বিচার করিয়া দেখিবে, তাহারা বুঝিবে যে আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক। সত্যের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না। যাহাদিগের সত্যের প্রতি অনুরাগ আছে, অবশ্য সাধনার্থিমাত্রেরই সত্যের প্রতি সমাদর আছে মানিয়া লইতে হইবে, তাহারা বিরোধও বাধাইবে না, এজন্য বিভক্ত হইয়াও পড়িবে না।

বুদ্ধি। কি কতকগুলি কথা বলিয়া যাইতেছ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কোথা হইতে মন্ত্রটি তোলা হইয়াছে, তার পূর্ব্বাপর কি, ইহা না জানিলে কি আর এ সব কথা বোঝা যায়?

বিবেক। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এ অংশটি মুণ্ডকোপ-নিষৎ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভূলোকে, দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অন্ন ইত্যাদিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃতকেই জ্ঞানিগণ আনন্দরূপে প্রকাশিত দেখিতে পান, এইটি সেই শ্রুতির মূল অর্থ। দেখ, সকল বস্তুর সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধবশতঃ সেই সকল হইতে যে আনন্দ প্রকাশ পায়, এখানে সেই আনন্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ আনন্দকে সমুদায় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া এস্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে গ্রহণ করা হয় নাই। সর্ব্বশেষে যে আনন্দের আরাধনা হয়, সে আনন্দ পদার্থসমূহের মধ্যদিয়া প্রতিভাত আনন্দ নয়। সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপের স্বরূপবাচক শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ'। এ শ্রুতি মন্ত্ররূপে আরাধনায় গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু আনন্দের যাহা ব্যাখ্যা হয় তাহাতে যদি কোন মন্ত্রযোগ করা উচিত হয়, তাহা হইলে 'রসো বৈ সঃ' এইটি যোগ করা উচিত। এরূপে যোগ করিলে সমুদায় আরাধনার মন্ত্র হইল 'সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' 'রসো বৈ সঃ'। 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' পর্য্যন্ত বলা সাধকগণের বহুদিনের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। 'রসো বৈ সঃ' যোগ করিলে কেহ উচ্চারণ করিলেন, কেহ করিলেন না, এইরূপ গোলের সম্ভাবনা। তাই এই মন্ত্র যোগ না করিয়া তদুপযোগী ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কেহ এ মন্ত্র আরাধনামন্ত্রের সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করেন।

বুদ্ধি। এতো গেল সব বাহিরের কথা। এখন বল, অনন্ত-

স্বরূপের অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এ মন্ত্রটির যোগ কি প্রকারে হয়?

বিবেক। সাধকদিগের মুখে 'ভূমা মহান্ পরম পুরুষ' এরূপ কথা অনেকবার শুনিয়া থাকিবে। 'ভূমা' শব্দটি বহু-শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। অনন্তের ভিতরে বহু অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। 'ভূমাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই' প্রাচীন সাধকগণ যখন এ কথা বলিলেন, তখন অনন্তের ভিতরে অখণ্ড ভাবে বহুর অন্তর্নিবেশ দেখিয়া সুখ সমুপস্থিত হয়, ইহাই আসিয়া পড়িতেছে। জগৎ ও জীব বহুত্ব প্রদর্শন করে। এই বহুরূপধারী জগৎ ও জীব অনন্তের বাহিরে নহে অনন্তের ভিতরে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'যে অমৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হন' এ শ্রুতিতে পৃথিব্যাদিতে ব্রহ্ম আনন্দ-রূপে প্রকাশমান, ইহাই আছে। এই যে অখণ্ডভাবাপন্ন বহুত্বের ভিতরে আনন্দের প্রকাশ, ইহারই সঙ্গে 'ভূমাই সুখ' এ শ্রুতির যোগ। অনন্তের আরাধনা করিতে গিয়া যখন তন্মধ্যে সকলই অনুভূত হয়, তখন সাধক এইভাবে তাঁহার আরাধনা করে.— 'আমরা সকলে তোমাতেই বাস করিতেছি, তোমার ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও আমরা পদার্পণ করিতে পারি না, তুমিই আমাদের বাসগৃহ। সমুদ্রের ভিতরে যেমন মৎস্য আমরা তোমার ভিতরে সেইরূপ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছি। তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য-বিস্তার আমাদেরই জন্য। অনন্তকাল আমরা এই সকল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিব। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্ত কাল তোমার অনন্ত জ্ঞানশক্তিতে পরিপুষ্ট হইব। তুমি আমাদের অনন্তজীবনের উৎস, আমাদের জীবনের কোন্ কালে শেষ হইবে না' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটি অন্বয়পক্ষের আরাধনা। অনন্ত ব্রহ্মের অন্তর্ভূত সমুদায় জগৎ ও জীবের তৎসহ-সম্বন্ধাবলম্বনে যে আরাধনা উপস্থিত হয়, তাহাকেই অন্বয়পক্ষের অনন্তের আরাধনা বলে।

বুদ্ধি। আনন্দের সঙ্গে যে 'অমৃত' শব্দটি আছে, তাহার সম্বন্ধে তো কোন উল্লেখ হইল না?

বিবেক। জগতে যে ব্রহ্মের প্রকাশ তাহা অস্থায়ী, দিব্যধামে যে ব্রহ্মের প্রকাশ তাহা স্থায়ী। এই স্থায়ী প্রকাশ 'অমৃত' বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং অমৃতশব্দে নিত্য ব্রহ্ম গ্রহণ করিয়া তদবলম্বনে আর স্বতন্ত্র আরাধনা হয় না। অনেক কথা হইল আজ এই পর্য্যন্ত।

মহাপরিণিব্বাণ সুত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পালি। কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জি সমগ্গা সন্নিপতন্তি সমগ্গা বুট্‌ঠহন্তি সমগ্গা বজ্জিকরণীয়ানি করোন্তীতি।

সংস্কৃত। কিম্ত্বয়া, আনন্দ, শ্রুতং বৃজিনঃ সমগ্রাঃ সন্নিপতন্তি সমগ্রা উত্তিষ্ঠন্তি সমগ্রাঃ বৃজিকরণীয়ানি কুর্ব্বন্তীতি।

পা। সুতং মেতং ভন্তে বজ্জি সমগ্গা সন্নিপতন্তি সমগ্গা বুট্‌ঠহন্তি সমগ্গা বজ্জিকরণীয়ানি করোন্তীতি।

সং। শ্রুতং ময়া এতদ্, ভগবন্, বৃজিনঃ সমগ্রাঃ সন্নিপতন্তি সমগ্রা উত্তিষ্ঠন্তি সমগ্রাঃ বৃজিকরণীয়ানি কুর্ব্বন্তীতি।

পা। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জি সমগ্গা সন্নিপতিস্‌সন্তি সমগ্গা বজ্জিকরণীয়ানি করিস্‌সন্তি বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা নোপরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালং, আনন্দ, বৃজিনঃ সমগ্রাঃ সন্নিপতিষ্যন্তি সমগ্রাঃ উত্থাস্যন্তি সমগ্রাঃ বৃজিকরণীয়ানি করিষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব, আনন্দ, বৃজিনঃ প্রতিকাঙ্ক্ষামি ন পরিহাণিম্।

পা। কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জি অপ্পঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেন্তি পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জি ধম্মে সমাদায় বত্তন্তীতি।

সং। কিং ত্বয়া, আনন্দ, শ্রুতং বৃজিনঃ অপ্রজ্ঞাপ্তং ন প্রজ্ঞাপয়ন্তি প্রজ্ঞাপ্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি যথা প্রজ্ঞাপ্তং পুরাণে বৃজিধর্ম্মে সমাদায় বর্ত্তন্তে ইতি।

পা। সুতং মেতং ভন্তে বজ্জি অপ্পঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেন্তি পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি যথাপঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জিধম্মে সমাদায় বত্তন্তীতি।

সং। শ্রুতং ময়া এতদ্, ভগবন্, বৃজিনঃ অপ্রজ্ঞাপ্তং ন প্রজ্ঞাপয়ন্তি প্রজ্ঞাপ্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি যথাপ্রজ্ঞাপ্তং পুরাণে বৃজিধর্ম্মে সমাদায় বর্ত্তন্তে ইতি।

পা। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জি অপ্পঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেস্‌সন্তি পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দিস্‌সন্তি যথাপঞ্ঞত্তে পোরাণে বজ্জিধম্মে সমাদায় বত্তিস্‌সন্তি বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা নোপরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালং, আনন্দ, বৃজিনঃ অপ্রজ্ঞাপ্তং ন প্রজ্ঞাপয়িষ্যন্তি প্রজ্ঞাপ্তং ন সমুচ্ছেৎস্যন্তি যথাপ্রজ্ঞাপ্তং পুরাণে বৃজিধর্ম্মে সমাদায় বর্ত্তিষ্যন্তে ইতি বৃদ্ধিমেব, আনন্দ, বৃজিনঃ প্রতিকাঙ্ক্ষ্যপনি ন পরিহাণিম্।

(ক্রমশঃ)

উপাসনাশ্রম।

অরূপের রূপ।

৩১শে শ্রাবণ, রবিবার ১৮১৯ শক।

যিনি অরূপ তাঁহার রূপের কথা বলিলে লোকে উপহাস করিবে। ফুলের সৌরভে, চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে, মলয়ানিলের সুশীতল স্পর্শে, সুনির্ম্মল সুশীতল জলের স্নিগ্ধতায়, পাখিসকলের পক্ষপুটের বিচিত্রবর্ণে, তাহাদের কলকণ্ঠের সুস্বরে, নদীর কল্লোলে আমাদের প্রাণ মন বিমোহিত হয়। ঈশ্বরের রূপের কথা বলিলে যেমন

উহা রূপক বলিয়া মনে হয়, ইহাদের সম্বন্ধে সেরূপ কাহারও মনে হয় না, কেন না সকলেই বিশ্বাস করে পুষ্প চন্দ্র মলয়ানিল প্রভৃতির সৌরভ সৌন্দর্য্যাদি বাস্তবিকই আছে, যদি না থাকিত মানুষ এগুলিকে কি প্রকারে অনুভব করিত। কেহ যদি শূন্য আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে, কি সুন্দর রূপ দেখিতেছি, তাহা হইলে তাহাকে লোকে পাগল বলিবে। যদি সে আকাশের দিকে তাকাইয়া আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া উহার সঙ্গে আলাপ করে, তাহা হইলে লোকে বলিবে এ ভূতের সহিত কথা কহিতেছে। সকলেই বলিবে যদি রূপ দেখিতে চাও, প্রকৃতির দিকে তাকাও। রূপ যদি প্রকৃতির হইল, আর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপহীন হইলেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে আমাদের মার রূপ নাই। যদি মার রূপ না থাকিবে, তবে ঈশা কি দেখিয়া প্রাণ দিলেন, বুদ্ধ প্রকাণ্ড রাজ্যসম্পৎ ছাড়িয়া গেলেন, চৈতন্য সুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হইলেন। ইহারা অবশ্য অরূপের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অন্যথা অন্য লোকের দুষ্কর কার্য্য তাঁহারা কি প্রকারে করিলেন। রূপ কি? যাহার দ্বারা কোন বস্তু নিরূপিত হয়। রূপ কি? যাহা দ্বারা আমাদের মন বিমোহিত হয়। ঈশ্বরে কি এমন কিছু নাই, যদ্দ্বারা তিনি নিরূপিত হইতে পারেন? এই যে অরূপ শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইহারা কি আমাদিগের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা নিরূপিত সামগ্রী নয়? ঈশ্বরেতে কি এ সকল অনন্ত গুণে নাই? যদি থাকে তবে তিনি অনিরূপিত রহিলেন কোথায়? যদি নিরূপিতই হইলেন, তাহা হইলে শক্তি জ্ঞান, প্রেম পুণ্যই তাঁহার রূপ হইল। শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যের মহিমা ও সৌন্দর্য্য কি আমাদের মনকে মুগ্ধ করে না? যদি মনকে মুগ্ধই করে তাহা হইলে রূপে মোহিত করিবার শক্তি যখন ঈশ্বরেতে আছে, তখন সেই শক্তিজ্ঞানাদিই তাঁহার রূপ।

চারি দিকে রূপের ছটা, যিনি এই সকল করিলেন তিনিই কেবল রূপহীন, অনিরূপ্য, মোহিত করিবার সামর্থ্যশূন্য! তাঁহাকে ঋষিগণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গিয়া পরিশেষে দেখিলেন, তিনি জ্ঞানাতীত, বোধাতীত, অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়, দুজ্ঞের্য় হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বুঝি বলিতেছি, সে অরূপের রূপ নাই? আকাশে মেঘগুলি উঠে, দেখিতে কেমন সুন্দর। যখন উহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া বিবিধ রং প্রতিফলিত হয়, তখন কতই না উহা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে! মেঘকে যদি তন্ন তন্ন করিয়া বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে থাকে, তখন উহা কতকগুলি বাষ্পরাশি হইয়া সকল সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে। বাষ্পরাশির আবার সৌন্দর্য্য কি? উহা আমাদের মনোহরণ করিবে কি প্রকারে? ঈশ্বরবস্তু তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গিয়া আমাদের বুঝি বিজ্ঞানবিদ্গণের দশা ঘটিয়াছে? ঈশ্বরকে পূর্ব্বতন ভক্তগণ যে প্রকার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, এখন আর আমরা তেমন হই না; তিনি বিজ্ঞানপ্রধান উনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকটে সকল সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমরা গৃহে পরিবারে আত্মীয়স্বজনে সন্তানসন্ততিতে কত না সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাদের সহিত আলাপসম্ভাষণে ভালবাসার কত না সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, ঈশ্বরের সম্বন্ধেই বুঝি কেবল এইটি হয় না! যদি এদের সৌন্দর্য্য মনোহারিত্বের কারণ এক ভালবাসা হয়, এবং সেই ভালবাসাই যদি তাহাদের যথার্থ রূপ হয়; তাহা হইলে আমাদের মার সে রূপ নাই কি প্রকারে বলিব? মার বাস্তবিকই রূপ আছে, তিনি সৌন্দর্য্যের আকর। তাঁহার ভিতরে কত দয়া, কত প্রেম, কত স্নেহ, সে সকল থাকিতে কি তিনি রূপহীন হইবেন? মানুষ যত দিন বাহিরের বিষয়ে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, ভিতরের দিকে তাহার দৃষ্টি যায় নাই, তত দিন সে সেই অরূপের রূপমাধুরী দেখিবে কি প্রকারে?

হে মনুষ্য, তুমি বাহিরে কি দেখিতেছ? তুমি যাহা দেখিতেছ, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছ, এ সকল কি চিরদিন এইরূপই থাকিবে? তুমি তোমার শরীরের প্রতি মুগ্ধ, ইহার সৌন্দর্য্য কতই না তোমার চিত্তকে গর্ব্বিত করিতেছে। বল এ বাহিরের সৌন্দর্য্য কয় দিন থাকিবে? দেখ ফুলটি কেমন প্রস্ফুটিত হইয়া হাসিতেছে। উহার সৌন্দর্য্য কার না মনোহরণ করিতেছে? কিন্তু এই সৌন্দর্য্য কত ক্ষণ থাকিবে? দেখিতে দেখিতে পুষ্প ম্লান হইয়া আসিল, উহার দল গুলি শুকাইয়া গেল। আর সে বিচিত্র বর্ণ কোথায়? বিচিত্র সৌন্দর্য্য কোথায়? তোমার শরীরের সৌন্দর্য্য ও মনোহর কান্তি কি ঠিক সেইরূপ নয়? যত ক্ষণ তোমার যৌবন আছে, তত ক্ষণ সৌন্দর্য্য আছে, তার পর যখন দন্ত সকল পড়িয়া যাইবে, কেশ সকল পক্ব হইবে, জরা আসিয়া শরীরের কান্তিহরণ করিবে, চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িবে, চলিতে পদস্খলন হইবে, সুদীর্ঘ দেহ কুব্জাকার ধারণ করিবে, বল তোমার সে সৌন্দর্য্য কোথায় থাকিবে? আর কি কেহ তোমায় দেখিয়া প্রশংসা করিবে? তোমার বাহিরের সৌন্দর্য্য চলিয়া গেল বটে, কিন্তু বল তোমার ভিতরের সৌন্দর্য্য কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে? তোমার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের সৌন্দর্য্য কি জরা, ব্যাধি, বলিপলিত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তবে যাহা দ্বারা সৌন্দর্য্য, যাহা চির দিন সকলকে মুগ্ধ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া বাহিরের ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কতই না তুমি আত্মবঞ্চনা করিয়াছ? যাহা তোমার প্রকৃত রূপ, যে রূপের কোন দিন ক্ষয় নাই, সে রূপের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তুমি শরীরের রূপে কেন মুগ্ধ হইয়া রহিলে? একবার তোমার অরূপ আত্মার রূপের দিকে তাকাও, দেখ আত্মার রূপে তুমি আপনি মুগ্ধ হও কি না?

যদি আত্মার রূপের মাধুরী তোমার নিকটে প্রকাশ পায়, তবে কি আর পরমাত্মার সৌন্দর্য্য তোমার নিকটে অপ্রকাশ থাকিতে পারে? তোমাতে রূপের ছটা বিন্দুমাত্র। সেই অরূপের রূপের কণামাত্র উহাতে সংক্রামিত রহিয়াছে, তাতেই উহার মনঃ-প্রাণ-হরণ-করিবার সামর্থ্য। পরমাত্মার অনন্ত জ্ঞান প্রেম

পুণ্যের সৌন্দর্য্য কত, তাহা কি কখন কেহ অবধারণ করিতে পারে? যোগীর অন্তরে, ভক্তের সুকোমল হৃদয়ে যে বিন্দুমাত্র সেই সৌন্দর্য্যের ছটা প্রকাশ পায়, তাহাতেই তাঁহারা চিরজীবনের জন্য মুগ্ধ হইয়া যান। জ্ঞানের সৌন্দর্য্য, প্রেমের সৌন্দর্য্য, পুণ্যের সৌন্দর্য্য, এ সব সৌন্দর্য্যের নিকটে কোন্ সৌন্দর্য্য দাঁড়াইতে পারে? সাধারণ লোকের চক্ষে এ সকল সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না, সাধন দ্বারা অন্তশ্চক্ষু যখন শোধিত হয়, তখন অরূপের এই রূপের সৌন্দর্য্য দ্বারা সাধকের হৃদয় চিরদিনের জন্য অপহৃত হয়। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবানের চরণপদ্মে আপনার প্রাণ ও হৃদয় বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আমাদের এই অবস্থা উপস্থিত হইবে, এই আমাদের আশা।

প্রাপ্ত।

বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব।

একজন বন্ধু লিখিয়াছেন;—

"২৪৪৫ বৎসর অতীত হইল বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কপিলবস্তু নগরে নির্ব্বাণধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজকুমার শ্রীবুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগত ২১শে বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় এল্‌বার্ট হলে তাঁহার শুভ জন্মদিনস্মরণার্থ সিংহল-নিবাসী বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারোৎসাহী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল বিশেষ উৎসব করিয়াছেন। তখন ভদ্র সম্প্রদায়স্থ লোকে হল পূর্ণ হইয়াছিল। হলের প্রবেশ দ্বারের উভয়পার্শ্বে কদলীতরু ও নারীকেলবৃক্ষ মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত ছিল, উক্ত হলের অভ্যন্তর ভাগে একটি মঞ্চস্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি আলোকমালা ও পুষ্পগুচ্ছ সকল স্থাপিত ও ধূপ ধুনা জ্বালান হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল প্রথমতঃ উক্ত মঞ্চের পার্শ্বস্থ কয়েক জন ভদ্রলোককে একগাছি সূত্র দ্বারা আবদ্ধ করেন। পরে তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে সম্মুখভাগে উপবিষ্ট তিন জন বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বয় মুখমণ্ডলের নিকটে তালবৃন্ত ধারণ করিয়া সমস্বরে পালিভাষায় অনেকগুলি বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বোধ করি তাহার একটি কথাও কোন বাঙ্গালী বুঝিতে পারেন নাই। উহা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াতে লোকের অতিশয় বিরক্তিজনক হইয়াছিল। পরে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরদেব শাস্ত্রী কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেন। তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। পরে অনেক বাঙ্গালী কৃতবিদ্য লোক ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় বুদ্ধ-চরিত্র ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তত্ত্বাদিবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। একটি বাবুর ইংরাজি প্রবন্ধ অতীশয় দীর্ঘ হইয়াছিল, বোধ হয় তিনি তৎপাঠে এক ঘণ্টারও অধিক সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। মৃদুস্বরে পাঠ করাতে অনেক লোক তাহা ভাল শুনিতেও পারেন নাই। তাহা শ্রোতৃবর্গের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণের রচিত বাঙ্গলা প্রবন্ধটি সারগর্ভ ও লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ১০।১২ মিনিটের মধ্যেই তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বক্তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান্ মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এক জন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কখনও শত্রুতা হয় নাই। মোসলমানগণ কর্ত্তৃক এ ধর্ম্ম ও এ সম্প্রদায় ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হইল যে নরেন্দ্র বাবুর বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে প্রবেশ বড় অল্পই হইয়াছে। "হস্তিনা পীড়ামানোঽপি ন গচ্ছেৎ বৌদ্ধমন্দিরম্" হস্তী দ্বারা নিপীড়িত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ করিবে না ইত্যাদি বচন কি হিন্দুদিগের নয়? বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুসম্প্রদায়ের শত্রুতা ভিন্ন মিত্রতা কবে ছিল? কোন কোন বক্তা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মকে এক শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন। বক্তৃতার সময় সভাস্থ লোকদিগের পুনঃ পুনঃ করতালির ধ্বনিতে কর্ণ যেন বধির হইতেছিল। পুনঃ পুনঃ Vote of thanksও কম হয় নাই। এক জন ধর্ম্মনেতা মহাপুরুষের জন্মদিনে কেবল তাঁহার চরিত্রবর্ণন গুণব্যাখ্যা করিলে উৎসবের যে গাম্ভীর্য্য রক্ষা পায়, তাহা নয়। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মপাল ইংরাজিতে কিছু বলিয়া উৎসবের উপসংহার করেন। তাঁহার কথাগুলি শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার-বৃত্তান্তে অনেক নূতন কথা ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে চট্টগ্রাম হইতে আগত কতিপয় বৌদ্ধ যুবক ও বালক মৃদঙ্গ করতালাদি সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন। খ্রীষ্টবাদীদিগের সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে যেমন ঈশ্বরের নামের পরিবর্ত্তে ঈশার নাম কীর্ত্তিত হয়, এই সঙ্কীর্ত্তনেও তদ্রূপ কেবল বুদ্ধ নাম কীর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা জানি সঙ্গীত করিয়া প্রচার করা ও বালকদিগের নিকটে ধর্ম্ম কথা বলা বুদ্ধদেবের নিষেধ। সঙ্কীর্ত্তন হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়। ধর্ম্মপাল একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তিও মঞ্চে স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে তাহা উপস্থিত লোকদিগকে প্রদর্শন করিলেন এবং স্ব স্ব পত্নীর কল্যাণার্থ বুদ্ধদেবের এবং সাধুদিগের আশীর্ব্বাদসূচক মঞ্চের পুষ্প গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধবাক্য শুনিয়া বিবাহিত বাবুরা ফুলের তোড়া গ্রহণ করিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সভাভঙ্গ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারোৎসাহী ধর্ম্মপাল দশ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় স্থিতি করিয়া মহাবোধি সোসাইটিস্থাপনপূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন, তিনি অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালির সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন, এবং তিব্বত জাপান প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন। নির্ব্বাণধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবের চরিত্র ও ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে প্রচার হয়, ইহা প্রার্থনীয়। এদেশের ভোগবিলাসানুরক্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোক সেই পবিত্রচরিত্র ও নির্ব্বাণধর্ম্মের আশ্রয়লাভ করিয়া সংযতাত্মা নির্ব্বাণ-

পথের পথিক ধ্যানী যোগী কিয়ৎপরিমাণ হইতে পারিলে জীবন সার্থক ও এদেশ ধন্য হইবে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "জীবের জন্য, হিতের জন্য, মিত্রের জন্য কল্যাণকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বৃথা বাক্যরবে হইতে পারে না, কেবল দান, ইন্দ্রিয়জয় ও সংযম দ্বারাই উহা সাধিত হইয়া থাকে।"—ললিত বিস্তর।

কটক হইতে প্রাপ্ত।

গৃহস্থাশ্রম পারিবারিক সাধন।

আমাদের পরিবার।

আমাদের পরিবারটি সামান্য নহে, এইটি মানব ও দেবসমাজের মিলনস্থান। এখানকার পিতামাতার মধ্যে সমস্ত পার্থিব পিতামাতার আত্মা এবং বিশ্বপিতা বাস করেন। এখানকার সতীর মধ্যে সমস্ত মানবী সতী, দেবসতী এবং পরম সতীর দর্শন লাভ করা হয়। এখানকার পতি সকল পতি এবং জগৎপতির প্রতিরূপ, এখানকার পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী সকল পুত্রকন্যা, এখানকার দাসদাসী সকল পবিত্র সেবক সেবিকা এবং বিশ্বসেবকের প্রতিরূপ, এ বাড়ীর বৃক্ষলতাগুলিতেও কত সাধু উপদেষ্টা বাস করেন। এই পরিবারে কেশবে মিলিত হইয়া সকল মহাজন এবং কেশবের "বড় ভাল মা" বাস করেন। এই পরিবারই সেই প্রেমপরিবার সেই নববৃন্দাবন, যাহা দেখিবার ও দেখাইবার জন্য আমরা এত ব্যাকুল।

যে বলে বহুকাল পরে পবিত্র প্রেমপরিবার এ সংসারে স্থাপিত হইবে সে অল্পবিশ্বাসী, তাহার চক্ষু এখন ভালরূপে খোলে নাই। প্রেমপরিবার নিত্য এবং ইহা বিশ্বজননীর প্রাণের মধ্যে ছিল এবং আছে। এক্ষণে এই পরিবার সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছে, কেশবপ্রাণে এই পরিবার দেখিয়াছি, ভারতাশ্রমে এ পরিবার দেখিয়াছি। এই পরিবার আমাদের জীবনের মূলে আসিয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জীবনের সকল বিভাগ অধিকার করে নাই। যে সমস্ত বিধানরূপ শক্তি মানবসমাজে আসিয়াছে, তাহার একটীরও বিনাশ হয় নাই, এই শক্তিগুলি সহস্র সহস্র প্রাণে ছিল এবং আছে এবং চিরকাল থাকিবে। সেই সমস্ত শক্তির সমবায় নববিধান। নববিধান প্রেমপরিবার বক্ষে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, এ পরিবার কে বিনাশ করিতে পারে? ইহার দীপ্তি এবং ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইবে তাহার আর কি সন্দেহ আছে?

আমি একবার কতকগুলি বন্ধুর সঙ্গে কালনায় ভগবান্ দাস বাবাজিকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন বন্ধু প্রেরিত অমৃতলাল বসু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি মনে হয় যে গৌরাঙ্গ আবার আসিবেন?" এই কথা শুনিয়া সেই অতি প্রাচীন মৃতপ্রায় সাধু উত্তর করিলেন, "তিনি আবার আসিবেন বলিতেছ কেন? তিনি এই যে আসিয়াছেন। এই যে তুমি তাঁহার নাম করিলে এই যে তিনি নামে রহিয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া "গোরা গুণ গাওরে গোরা গুণ গাও" এই ক্ষুদ্র পদটি ধরিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গান করিতে লাগিলেন।

যখন ভারত আশ্রম উঠিয়া গেল তখন কেশবচন্দ্র আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, "মা প্রেমপরিবার এ সংসারে স্থাপিত করিয়াছেন; তুমি অবিশ্বাস করিও না।" আমি বলিলাম তবে ভারতাশ্রম উঠিয়া গেল কেন? তিনি উত্তর দিলেন, "ভারতাশ্রমের কাজ হইয়া গিয়াছে আর থাকিবে কেন?" এই কথার মর্ম্ম আমি তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, তবে তাঁহার উপর বিশ্বাস থাকাতে এই মাত্র স্থির করিলাম যে, উনি কত ভাবে কত বিষয় দেখেন, কত কথা কত ভাবে বলেন, আমি ক্ষুদ্রমতি অল্পবিশ্বাসী, তাঁহার সকল কথা বুঝিতে পারিব কেন? এত কাল পরে মার কৃপায় সেই পরম বিশ্বাসীর দৃষ্টির বিন্দুমাত্র পাইয়া তাঁহার কথার সত্যতা বেশ বুঝিতেছি। তাঁহার অনেক কথা আজও বুঝিতে এবং বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করি না, কারণ জীবনের অভিজ্ঞতাতে জানিতে পারিয়াছি যে, উপাসনা ও ধ্যান ধারণা দ্বারা অগ্রসর না হইতে পারিলে মহাবিশ্বাসীদের কথা বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। শ্রীহরি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমরা যে নববৃন্দাবন দেখিয়াছি, সেই নববৃন্দাবন আমাদের পরিবারে সত্য হয়।

কোচবিহার।

পঞ্চদশ সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

এবার কোচবিহারে উৎসবের আয়োজন ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্যের মন প্রস্তুত না হইলে কি কখনও ব্রহ্মোৎসব হয়? তথাপি বিধাতা তাঁহার করুণাবর্ষণে বিরত হন নাই। বিগত ১লা বৈশাখ পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষের বিশেষ উপাসনা হইল। "গত জীবনে প্রেমময়ের করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা ও নববর্ষে নূতন জীবন ভিক্ষা" বিষয়ে উপদেশ হইল, সায়ংকালে নিয়মিত উপাসনান্তে "মায়ের অভয়পদলাভ" বিষয়ে উপদেশ হইল। মন্দিরে দুই বেলাই গণ্যমান্য মহিলারা এবং ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। ২রা বৈশাখ সায়ংকালে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত অমৃত লাল সেনের গৃহে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইল। ৩রা বৈশাখ রাজপ্রাসাদে সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও প্রীতিভোজন হইল। ৪ঠা শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবের গৃহে কীর্ত্তন প্রার্থনা ও জলযোগ হইল। ৫ই বৈশাখ মন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব। প্রাতে ৭টার সময় মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত যোগে উৎসবারম্ভ হইল। উপাসনান্তে "ব্রহ্মানন্দ" বিষয়ে উপদেশ হইল। অপরাহ্নে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তন হইল। সায়ংকালে উপাসনা হইল। "সরল বালকের ডাকে ঈশ্বর প্রকাশিত হন, ভক্তকে আঘাত করিলে ভগবানে লাগে, ভক্তসেবাতে, ঈশ্বরের সন্তানদের সেবাতে মানবের পরিত্রাণ" একটী আখ্যায়িকাযোগে এই বিষয়ে উপদেশ হইল। সায়ংকালে মহারাজা ভূপ বাহাদুর এবং দুই বেলাই

মহারাণীপ্রমুখ মহিলারা এবং দাওয়ানজী প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীমান্ সত্যভূষণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন। মন্দির পত্র পুষ্প-পতাকাতে পরিশোভিত হইয়াছিল। রাত্রিতে মন্দিরপ্রকোষ্ঠে তাঁবুতে প্রীতিভোজ হইয়াছিল। ৬ই বৈশাখ "কেশবাশ্রম" নামক উদ্যানে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা; ৭ই শনিবার দেওয়ান বাহাদুরের গৃহে কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও জলযোগ হইল। ৮ই রবিবার মন্দিরে উপাসনা হইয়া উৎসবের শান্তিবাচন হইল।

মন্তব্য।

ব্রহ্ম প্রপঞ্চ জীব—'জীব যে কার্য্য করিতেছে, ঈশ্বর সেই কার্য্য করিতেছেন' 'জীব ইষ্টানিষ্ট উভয়েতেই প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর অনিষ্ট বিনষ্ট করিয়া ক্রমান্বয়ে ইষ্ট বর্দ্ধন করেন' এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বলিয়া আমাদের মীমাংসার্থী বন্ধুর প্রতীত হইয়াছে। এরূপ প্রতীতি আমাদেরই ভাষাব্যবহারে অপরিস্ফুটতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের নিজের লেখার অপরিস্ফুটতা নিজে ব্যক্ত করিয়া বলিলেই সহজে গোল মিটিবার সম্ভাবনা। জগতে যেমন, তেমনি আমাদের দেহসম্বন্ধে ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ ক্রিয়া চলিতেছে। তাঁহার ক্রিয়ার বিরতি নাই। যখন আমরা চক্ষুরাদির ব্যবহার করিতেছি না তখনও সেই ক্রিয়া চলিতেছে, যখন আমরা উহাদের ব্যবহার করিতেছি তখনও সেই ক্রিয়া চলিতেছে। আমরা নানাবিধ অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হই, সুতরাং আমাদের ক্রিয়ার বিচ্ছেদ ও আরম্ভ আছে, ঈশ্বর একই অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার ক্রিয়ার আর বিচ্ছেদ ও আরম্ভ নাই। ঈশ্বরের ক্রিয়াতে চক্ষুরাদি সজীব ও সত্তাবান্ আছে বলিয়া আমরা তাহাদের পরিচালনা করিতে পারি, অন্যথা আমাদের কর্তৃক তাহাদের পরিচালনা হইবারই সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং আমরা যে সময়ে চক্ষুরাদির পরিচালনা করিতেছি, সে সময়ে ঈশ্বরের ক্রিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমরা বলিয়াছি, জীব যে কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ চক্ষুরাদির পরিচালনা করিতেছে; ঈশ্বর সেই কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ অন্তঃপরিচালনা দ্বারা সত্তাবান্ ও সঞ্জীবিত রাখিয়া চক্ষুরাদির জীব কর্তৃক পরিচালিত হইবার উপযোগিতা রক্ষা করিতেছেন। পরিচালন করা ও পরিচালিত হইবার উপযোগিত রক্ষা, এই দুইটি ক্রিয়াকে এক পরিচালনা ব্যাপারের অন্তর্গত করিয়া আমরা উভয়ে একই কার্য্য করিতেছেন বলিয়াছি। আমরা যদি দুই ব্যাপারকে এক না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত করিতাম, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুর বুঝিবার পক্ষে কোন গোল হইত না। আমাদের লেখার এরূপ অপরিস্ফুটতা ঘটিবার কারণ এই যে, দৈহিক যন্ত্র সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী চালনা বিনা তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না, তাহাদের জীবন চলে না। এ চালনা স্বয়ং ঈশ্বরের কর্তৃত্বাধীন। এটি চালনা হইলেও জীবকর্তৃক চালনা হইতে স্বতন্ত্র। লিখিবার সময়ে এ সূক্ষ্ম প্রভেদ মনে উপস্থিত হয় নাই। সে যাহা হউক, ঈশ্বর ও জীবের পরিচালনাসম্বন্ধে এই পার্থক্য চক্ষুর সম্মুখে রাখিলে 'জীব ইষ্টানিষ্ট উভয়েতেই প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর অনিষ্ট বিনষ্ট করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার ইষ্ট বর্দ্ধন করেন,' এ বাক্যের সঙ্গে পূর্ব্ব বাক্যের আর বিরোধ থাকে না। মৃত্যুসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে তিনি যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি, আমাদের দ্বারা মৃত্যু না ঘটিয়া অন্য প্রকারে যে মৃত্যু ঘটে, তন্মধ্যে প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নাই। প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ ঘটে না। সুতরাং সেখানে অপরাধ নিরপরাধের কথা উঠিতে পারে না। আমাদের কর্তৃক যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তখন আমাদের ইচ্ছার ক্রিয়া উহার ভিতরে আছে, এ জন্য মৃত ব্যক্তিকে জীবিত থাকিবার ও উন্নত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অপরাধ আমাদের উপরে বর্ত্তে।

সংবাদ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর পত্নীর চিকিৎসার সাহায্যার্থ, স্বর্গগত ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের স্ত্রী ৪৲, শ্রীমান্ ত্রিপুরাচরণ দাস ২৲, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেশ্বর গুপ্ত ৫৲, শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত বারিষ্টার এচ্ এল্ কাস্তগির ৫৲, শ্রীমতী সূর্য্যকুমারী কাস্তগির ২৲, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও ৪৲, কোন বন্ধু ২৲, আমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

অমরাগড়িতে নববিধানপ্রচারব্রতে ব্রতী শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র রায় গুরুতররূপে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আশা ছিল না, আমরা তাঁহার জন্য অতিশয় দুঃখিত ও ভাবিত ছিলাম। আনন্দের বিষয় এই যে, ঈশ্বরকৃপায় এক্ষণ তিনি রোগমুক্ত হইয়াছেন। সে দেশের দুই জন বসন্তরোগের চিকিৎসক অতি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়াছেন, বন্ধুগণও সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি করেন নাই।

গত ১৯শে বৈশাখ উড়িষ্যার কমিশনর প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের নবনিযুক্ত পদে কটকে যাত্রার উপলক্ষে তাঁহার বালীগঞ্জস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা প্রার্থনা হইয়াছিল। বিগত ২০শে বৈশাখ ক্রীক রোডে স্বর্গগতা অন্নদাসুন্দরী দেবীর স্বর্গগমন-দিনস্মরণার্থ তাঁহার এক কন্যা ও জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ বিশেষ উপাসনায় মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উভয় স্থলে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের আত্মীয় সমবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের শিশু পুত্রটি জ্বর প্লীহা রোগে বহুকাল কষ্টভোগ করিয়া কয়েক দিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছে।

তাহার শোকসন্তপ্ত পিতামাতা ২১শে বৈশাখ তাহার আত্মার কল্যাণার্থ কলিকাতাস্থ স্বীয় আবাসে পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র ঘোষ আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, প্রতি রবিবারে তাঁহার আবাসে সামাজিক উপাসনা হইতেছে। দশ জন বাঙ্গালি ব্রাহ্ম যুবা সেই উপাসনায় যোগদান করেন। পালাক্রমে এক এক জন এক এক দিন উপাসনার কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইংলণ্ডস্থ বঙ্গীয় যুবকগণ ধর্ম্মভাবে চালিত হইলে তাঁহাদের জীবন অনেক নিরাপদ হইতে পারে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ঢাকা নগরস্থ শ্রীযুক্ত তারণীকান্ত চক্রবর্ত্তীর প্রেরিত সপারিষদ শ্রীচৈতন্য দেবের পরমসুন্দর আলেখ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই আলেখ্যসম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের পুরুষোত্তমে অবস্থিতির সময়, সুদক্ষ চিত্রকর দ্বারা মহাপ্রভুর এক খানা শ্রীমূর্ত্তি নরেন্দ্র-সরোবর-তীরে গদাধর ভাগবত পাঠ করিতেছেন, মহাপ্রভুর নয়নজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; নিত্যানন্দ যেন জগৎ ছাড়িয়া ব্রজের রসে বিভোর, অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ তদ্গত চিত্তে ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন, এই অবস্থায় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে যান, তখন প্রভু অপ্রকট। প্রভুর অদর্শন-জনিত শোকে পরম ভক্ত শ্রীনিবাস আকুল হইলের। রাজা শ্রীনিবাসের শোক অপনয়নার্থ উক্ত চিত্রপট খানি তাঁহাকে প্রদান করেন। চিত্রপট খানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের নিকটে ছিল। মহারাজ নন্দকুমার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর রূপদর্শনজন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার প্রপিতামহ কর্ত্তৃক আনীত ও বংশপরম্পরায় রক্ষিত সেই চিত্রপট খানি মহারাজকে প্রদান করেন। চিত্র খানি এখনো মহারাজ নন্দকুমারের মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার বাটীতে আছে। একে মহাপ্রভুর মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি, তাহাতে আবার ভক্তগণের সম্মিলনে ভাবাবেশাবস্থা। এই অবস্থার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে হৃদয়ের পাপ তাপ দূরে যায়, প্রাণে বিমলানন্দের উদয় হয়। যাহাতে ভক্তগণ এই ছবি গৃহে রাখিয়া মহাপ্রভুর রূপমাধুরী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে পারেন, এ জন্য উক্ত ছবির এক সহস্র লিথো কাপি অদ্য ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া আমি কৃতার্থতা লাভ করিলাম।"

সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—"সেবকসমিতির সেবকগণ গত ২৮শে এপ্রিল পাইকপাড়াস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সোম মহাশয়ের ভবনে প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ বিপিন মোহন সেহানবিশ মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। "আমি আমার শত্রু আমি আমার মিত্র" বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ দিবস বাটরাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী দাস মহাশয়ের ভবনে সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরকালী বাবু ও জনৈক সেবক প্রার্থনা এবং ভ্রাতা কালীনাথ ঘোষ মহাশয় সঙ্গীত করিয়াছিলেন। ৩০শে এপ্রিল রসার ক্যানাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে তাঁহারা গমন করিয়া প্রাতে ও বৈকালে উপাসনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় মধ্যাহ্নে এবং শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বৈকালে উপাসনা করেন। উপাসনান্তে গঙ্গাতটে বৃহৎ বটবৃক্ষতলে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ক্ষণকাল কীর্ত্তনের পর শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় "জীবন্ত ও জাগ্রৎ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিয়া তাঁহার পূজা কর" এবং বিপিন বাবু "ভক্তির সহিত হরিনাম-গ্রহণের পরিত্রাণপ্রদ ক্ষমতা" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। পরে কীর্ত্তন করিতে করিতে স্থানীয় জমীদারভবনে উপস্থিত হইলে গৃহস্থ সাদরে গৃহাভ্যন্তরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। প্রমত্ত সংকীর্ত্তনের সময় গৃহবাসী সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তথা হইতে যোগেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে যোগেন্দ্র বাবু ও ভ্রাতা কালীনাথ ঘোষ প্রার্থনা করিলে পর শান্তিবাচন হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কার্য্য শেষ হইল। তিন স্থানেই—বিশেষভাবে রসায় কালীনাথ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কীর্ত্তনকারিগণ প্রমত্ত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উপাসনা ও কীর্ত্তনের সময় যোগেন্দ্র বাবুর পুত্রদ্বয় হারমোনিয়ম ও খোল করতাল সহ সঙ্গীত করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু অসুস্থতাসত্ত্বেও সকলের সঙ্গে সমস্ত দিবস থাকিয়া উপাসনা ও কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন।"

আমাদের ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দের দ্বিতীয় পুত্রের আরোগ্যের পর যে উপাসনা হয়, তদুপলক্ষে তিনি যে একটি নূতন সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উপাসনা ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী নির্ব্বাহ করেন।

(সুর, কে গো ঐ দিয়ের দ্বারে।)
গৃহলক্ষ্মী হয়ে মাত, থেকে তুমি ঘরে ঘরে
(রয়েছ মা ঘরে ঘরে)
সকল কার্য্যই করিতেছ বুঝেছি এত দিন পরে।

তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্যে, গ্রামে নগরে অরণ্যে, কত দ্রব্য রেখেছ মা সাজাইয়ে থরে থরে।

তুমি আমাদের প্রয়োজন জেনে, নানাবিধ দ্রব্য এনে, রেঁধে বেড়ে সযতনে খাওয়াইতেছ আদর করে।

দেখিছি রোগ হয় যখন, কাছে কাছে থেকে তখন, কর মা সেবা শুশ্রূষা বহুবিধ রূপ ধরে।

ওমা তোমার ইচ্ছায় যাহা হয়, বিপদ হলেও বিপদ নয়, তোমার হাত হ'তে যা আসে তা সকলি মঙ্গলের তরে।

দীন সত্য দাস বলে মাতঃ, এবার ধরা পড়েছত, লুকাইয়ে আর থাক্‌বে কত, নর নারীর ভিতরে। (প্রকৃতির অভ্যন্তরে)

প্রেরিত।

নববিধান ও সম্মিলন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহর্ষি ঈশার তিরোধানের পর প্রেরিতমণ্ডলী ঈশার অভাবে নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় দীন হীন হইয়া পড়েন। সকলে

একত্র সমবেত হইয়া নিতান্ত কাতর ভাবে ব্যাকুল প্রাণে পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের সেই সমবেত কাতর প্রার্থনা পিতা বিফলে যাইতে দেন নাই। তিন দিন মধ্যে ঈশার আত্মা তাঁহাদের প্রাণে অবতারিত হয়। দীন প্রচারকগণ প্রাণে ঈশার তেজ, শক্তি ও পরাক্রম লাভ করিয়া নবোৎসাহে মহাপরাক্রমে নবধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া জীবন ও ব্রত সার্থক করেন। আজ সতর বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, নববিধানের সেবক কেশবচন্দ্র স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রেরিতমণ্ডলীতে আমরা তাঁহার আত্মার পুনরাবির্ভাব দেখিতে পাইতেছি না। পুত্রত্ববিধানে নিরক্ষর অশিক্ষিত ধীবর চণ্ডালাদি প্রেরিতত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা ও তজ্জনিত অভিমান ছিল না। নববিধানের প্রেরিতগণ দেশ বিদেশে খ্যাত গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত, সর্ব্বত্র সম্মানিত ও ক্ষমতাশালী। জানি না এই সকল ক্ষমতার অভিমান তাঁহাদের নিকট কেশবাত্মার পুনরুত্থানের অন্তরায় কি না? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। যদিও সম্মিলন জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা স্থায়ী না হইয়া বরং আরও নূতন নূতন বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, তাই মনে হয়, এসব বাহিরের চেষ্টা, প্রকৃত মিলনের ভূমিতে কেহই উপস্থিত হইতেছেন না। তিলমাত্র ক্ষমতাপ্রিয়তা কি অভিমান থাকিলে বিধানের ক্ষেত্রে মিলন সম্ভব নহে। দাস যিনি, তিনিই প্রভু হইতে পারেন। বিধানাচার্য্য চরিত্র ও জীবন দ্বারা সকলের সেবা করিয়াছেন, প্রকাশ্যে "সেবক" নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাতে ক্ষমতাপ্রিয়তা কি অভিমান বিন্দুমাত্র ছিল না, তাই তিনি আমাদের আচার্য্য হইতে পারিয়াছেন।

পরিশেষে নিবেদন, সর্ব্বদা যাঁহাদের পদতলে বসিয়া উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতেছি এবং অনন্তকাল যাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি, যাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভক্তি করি ও ভালবাসি, আজ মনের আবেগে ও কষ্টে অনধিকারী হইয়াও তাঁহাদেরই কার্য্যের সুতীব্র সমালোচনা করিতে হইল, এতদপেক্ষা আমার কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে? পূজ্যপাদ প্রেরিতমণ্ডলী, আমার এই মহাঅপরাধ ও ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি নিতান্ত দীন হীন অকিঞ্চন ক্ষীণ বিশ্বাসী, এ প্রাণ সততই তাঁহাদিগকে একত্র সম্মিলিত অবস্থায় বিধানের জয় ঘোষণায় রত দেখিয়া কৃতার্থ হইতে চায়। আহা! দীনজনের ভাগ্যে সেই শুভদিন সন্দর্শন কি সম্ভব?

শিলচর, কাছাড়। } প্রণত দাস
১২ই ফাল্গুন ১৮১৯শক। } শ্রী—

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

বিগত ৮ই চৈত্র শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইয়া ১৩ই চৈত্র শেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে আমরা ময়মনসিংহের নববিধানপ্রচারক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। উৎসবের দেবতা অভাবনীয়রূপে তাঁহাকে এখানে আনিয়া এবং আশাতীত উৎসবানন্দ সম্ভোগ করাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কালনা নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আগমনপূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

৮ই চৈত্রের পূর্ব্বে উৎসবে প্রস্তুত হইবার জন্য কয়েক দিন উষাকীর্ত্তন ও বিশেষভাবে উপাসনা করা হয়। ৮ই চৈত্র সায়ংকালে এখানকার প্রচারাশ্রমে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়। প্রচারক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৯ই চৈত্র প্রার্থনা-সমাজের উৎসব। আচার্য্য প্রচারক মহাশয়। ১০ই চৈত্র প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে আলোচনা। সন্ধ্যাকালে বড়বাজারে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার ও বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। উভয়েরই বক্তৃতা লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ১১ই চৈত্র দিনব্যাপী উৎসব। ১২ই চৈত্র প্রাতে উপাসনা, বৈকালে নগরসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং তৎপরে উপাসনা। বক্তা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বাবু। এই দিনকার বক্তৃতা শ্রোতাদিগের অতিশয় উপযোগী হইয়াছিল। বহুলোক ধীরভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। ১৩ই চৈত্র প্রাতে উপাসনা। সন্ধ্যাকালে উপাসনা ও প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তন। এই দিন উৎসবের সমাপ্তি।

প্রণত সেবক
শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক।

ভক্তিভাজন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়;—

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

আমার দ্বিতীয় পুত্রটীর রেমিটেণ্ট ফিবার হওয়ায় দয়াময়ী জগজ্জননীর লীলা দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়াছি।

"রাখেন হরি মারে কে
মারেন হরি রাখে কে?"

ইহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। ক্রমাগত দুই মাস পাঁচ দিনের পর ৬ দিনের দিনে অন্ন পথ্য পাইয়াছে। আমাদের ধর্ম্মবন্ধু মধুসূদন সেন মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ সেন বাবাজীবন বিনা ভিজিটে প্রত্যহ যত্নের সহিত দেখিয়াছেন ও ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আমার নিজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক (ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্সপেক্টর ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়ের পুত্র) মহাশয়ও প্রতিদিন দেখিয়াছেন। মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার ছাত্র শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল রায় বাবাজীবন দিন রাত্র উপস্থিত থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। আমি ইঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি এবং দয়াময়ী জননীর নিকটে এই উপকারী বন্ধুগণের চির উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি।

সেবকানুসেবক
শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব।

বিজ্ঞাপন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে ॥

৩৬ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে চিন্তাহরণ শ্রীহরি, সকল প্রকার অন্য চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিয়া তোমার চিন্তায় উহাকে নিযুক্ত না করিলে বুঝিতেছি, স্বর্গের দেবগণের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন সুদৃঢ় হয় না। যে সকল চিন্তার ভিতরে উদ্বেগের কারণ আছে, সে সকল চিন্তায় দেখিতেছি শরীর মন আত্মা সকলেরই ক্ষতি। চিন্তার বলে অমুক কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে, এ প্রকার ভ্রম মনে প্রবেশ করিয়া সে চিন্তা চিত্ত হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়, এরূপ বৃথা কর্ত্তব্যবোধ মনে উপস্থিত হয়। কার্য্যের সিদ্ধি আমাদের চিন্তায় নয় তোমার কৃপায়, একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। এ ভ্রমে, দেখিতেছি, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যে সময় অন্য চিন্তায় অতিবাহিত হয়, সে সময় যদি স্বর্গের চিন্তায় অতিবাহিত হইত, তাহা হইলে এত দিন অধ্যাত্মরাজ্য করতলস্থ হইত। আজ পর্য্যন্ত যে সকল চিন্তায় দীর্ঘকাল কাটাইলাম, তাহাতে যে ফললাভ হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও অধিক ফললাভ হইত যদি স্বর্গস্থ দেবসন্ততিগণের প্রতি সে চিন্তা নিযুক্ত থাকিত। আর গোলমালে দিন কাটান যেমন শোভা পায় না, তেমনি এ চিন্তায় ও চিন্তায় দিন কাটানও ভাল দেখায় না। বাহিরের কতকগুলি আড়ম্বর লইয়া পৃথিবীর লোকের আমোদ। এ আড়ম্বর দেখিলে আর তাহাদের দলস্থ হইতে রুচি হয় না। পার্থিব চিন্তায় আমোদলাভও যখন ঠিক সেই জাতীয়, তখন তাদৃশ চিন্তায় সময় কাটান অপরাধ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তুমি চিন্তামণি, যে সকল চিন্তা তুমি হৃদয়ে উদিত করিয়া দাও, সে সকল চিন্তায় মনের আশা বিশ্বাস উদ্যম বর্দ্ধিত এবং তোমার সঙ্গে আমাদের যোগ ঘনীভূত হয়। তুমি যদি পরের জন্য ভাবাও, সে ভাবনায় অধোগতি না হইয়া মন উন্নত ভূমিতে আরূঢ় হয়। তোমার পুত্র ঈশার মুখে হাসি ছিল না, সংসারের পরিত্রাণের চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা কাতর থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য জীবের জন্য কাঁদিয়া অস্থির; শাক্য রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনে জীর্ণ-শীর্ণ-দেহ; কেবল জীবের দুর্গতি ভাবিয়া ইঁহাদের এরূপ অবস্থা। দেব, আমাদের মনে যদি সেরূপ চিন্তা লাগিয়া থাকিত তাহা হইলে তো আক্ষেপ করিবার কোন কারণ থাকিত না। যদি কোন না কোন চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা মানসিক নিয়ম হয়, তাহা হইলে এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার অনু-

গত সন্তান হইলে যে চিন্তা আসিয়া মনকে ভারগ্রস্ত করিয়া তোমার সত্তাসাগরে উহাকে ডুবাইয়া দেয়, সেই চিন্তা আমাদের মনকে অধিকার করুক। তোমার কৃপায় আমাদের চিন্তা এই জাতীয় চিন্তা হইবে আশা করিয়া আমরা বার বার ভক্তিসহকারে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

নিত্য সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ বিনা জীবন কখন পবিত্র হয় না, বিশুদ্ধ হয় না, ব্রহ্মসহবাসের উপযুক্ত হয় না। সাধুসঙ্গ অতি দুর্লভ। পৃথিবীতে সাধুর অভাব, একথা আমরা বলি না, কিন্তু এখানে নিয়ত সাধুসঙ্গলাভ এক প্রকার অসম্ভব। একতো প্রথমতঃ সাধু বলিয়া কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, যদিও বা বিশ্বাস করে, চরিত্রে কোন একটি সামান্য দোষ প্রকাশ পাইলেই অমনি ভক্তিহ্রাস হয়। ভক্তিহ্রাস পাইলে আর সাধুসঙ্গের ফললাভ হয় না। যেখানে পরস্পরের প্রতি ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সেখানে কে কাহাকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিবে? ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিলেই সে সাধু, এ মত একালে সকল লোকে আদর করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। চরিত্র দ্বারা যে কালে সাধুতার বিচার, সে কালে কেবল ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিয়া সাধু বলিয়া পরিচিত হওয়া বড়ই কঠিন। ঈশ্বরের নাম যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, সে যদি সেই নামগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র না হইল, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিদিন নামাপরাধ ঘটিতেছে, এ মত এখন সকলের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দুদিন এক ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন নিজের অসন্তুষ্টিকর কোন আচরণ তাঁহাতে প্রকাশ পায়, অমনি আর তাঁহার সাধুত্বের প্রতি আস্থা থাকে না। সাধুনির্ব্বাচনবিষয়ে যখন এরূপ কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তখন পৃথিবীতে সাধু পাওয়া অসম্ভব বলিতে হইবে। আমরা মতে বলি, ঈশ্বর বিনা আর কেহ 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' হইতে পারেন না, কিন্তু কার্য্যকালে ঈশ্বরের এই স্বরূপ কোন ব্যক্তিতে দেখিতে না পাইলে তাঁহাকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই না। যখন ঈদৃশ মতবৈপরীত্য আমাদের সকলের মধ্যে একান্ত প্রবল, তখন অন্যত্র সাধু অন্বেষণ করা নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

পৃথিবীতে যদি কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধুর অন্বেষণে স্বর্গে প্রবেশ করা নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা এক দিন পৃথিবীতে ছিলেন, আজ আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহাদিগকে কে আর পৃথিবীতে অন্বেষণ করিবে? যদি কেহ অন্বেষণ করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন জীবিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঈদৃশ লোক খুঁজিয়া বাহির করিলেও, আমরা যে প্রতিদিন সমানভাবে তাঁহাকে স্বর্গীয় সাধুগণের সঙ্গে সমান দেখিব, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। পাঁচ দিন একত্র বাস করিলে ষষ্ঠ দিনে তাঁহার মধ্যে আমাদের রুচি ও ভাবের বিরুদ্ধ এমন কিছু প্রকাশ পাইবে, যাহাতে তৎপ্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা অটল রাখা দায় হইয়া পড়িবে। যাঁহারা এখন স্বর্গে তাঁহারা যখন পৃথিবীতে ছিলেন, পৃথিবীর লোকদের কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এখন পৃথিবী তাঁহাদের পূজা করিতেছে, জীবিত কালে পূজা না করিয়া ঘৃণাই করিয়াছে। চক্ষুর অন্তরালে না গেলে কাহারও প্রকৃত সাধুত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না, এ দেখিয়া যাঁহারা চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ করাই শ্রেয়। স্বর্গ কোথায়? চক্ষুর অন্তরালে। যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় তাহা স্বর্গ নহে, স্বর্গ অধ্যাত্মচক্ষু ভিন্ন দেখা যায় না। অতএব অধ্যাত্মদৃষ্টিতে স্বর্গ দেখিয়া সেই স্বর্গে প্রবেশপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে, অন্যথা নিত্য সাধুসঙ্গ তোমার আমার পক্ষে চির অসম্ভব থাকিয়া যাইবে।

চক্ষুর অন্তরালে স্বর্গ, সেই স্বর্গে প্রবেশ করিতে হইবে, এ সকল রহস্যবাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে ভয় হয়, কি জানি বা আমরা অচিরে স্বপ্নদর্শী হইয়া পড়ি। এরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। চক্ষুর অন্তরাল বলিলে, বাহিরের চক্ষুর অন্তরাল

বুঝায়। বাহিরের চক্ষুর অন্তরালে কিছু নাই, এই বিজ্ঞানপ্রধান সময়ে আর তুমি এ কথা বলিতে পার না। বাহিরের চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, তাহার কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, এ কথা বলিলে, বিজ্ঞান যন্ত্রাদিযোগে যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন তৎপ্রতি অনাস্থাবান্ হইতে হয়। এরূপ অনাস্থাবান্ হইবারও উপায় নাই, কেন না সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব দ্বারা বিজ্ঞান এরূপ সকল অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন যে, আপামরসাধারণ সকলকেই তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হইতেছে। তোমার আমার সকলেরই বহিশ্চক্ষু ছাড়া অন্তশ্চক্ষু আছে, যে অন্তশ্চক্ষু না থাকিলে বাহিরের চক্ষু বাহিরের বস্তুও আমাদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না। এ অন্তশ্চক্ষুকে মন বল বা হৃদয় বল বা আত্মা বল, যাহা বল তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বাহিরের চক্ষু ছাড়া যখন এ চক্ষু নিশ্চয় আছে, তখন অন্তশ্চক্ষু দ্বারা অন্তর্জগতের বিষয় সকল অবগত হওয়া তো স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহার মধ্যে আর রহস্যবাদ আসিল কোথায়? এ চক্ষু থাকিতেও যখন লোকে অন্তর্জগতের বিষয় দেখিতে পায় না, তখন অন্তশ্চক্ষু নাম দিয়া নূতন রহস্যবাদস্থাপনের যত্ন হইতেছে, ইহা কেন মনে করা হইবে না? কেন মনে করা হইবে না আমরা তাহার কারণ বলিতেছি।

দেখ সকল মানুষেরই চক্ষু আছে, কিন্তু সকল মানুষই সকল দেখিতে পায় না। তুমি বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী, তুমি এই এক হস্ত পরিমিত স্থানমধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য অদ্ভুত বস্তুর স্থিতিতে বিশ্বাস কর, সাধারণ লোককে সে কথা বল, তাহারা তোমাকে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। তুমি তো বিজ্ঞানবিশুদ্ধ চক্ষে যন্ত্রাদিযোগে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছ, যত ক্ষণ না সেইরূপ করিয়া তুমি তাহাদিগকে সে সকল দেখাইবে, তত ক্ষণ তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য তোমার সকল যত্ন বিফল হইবে। যন্ত্রাদিযোগে তোমার কথায় তাহাদের বিশ্বাস তুমি উৎপাদন করিতে পার, কিন্তু তোমার মনকে যে শিক্ষার অধীন করিয়া সূক্ষ্মবস্তুদর্শনে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছ, সে মন তুমি অন্য কাহাতেও সংক্রামিত করিতে পার না, সুতরাং তোমার বিশেষত্ব পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তাহা তেমনই রহিয়া গেল। তুমি নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিবে, তাঁহাদের কিছু আবিষ্কার করা দূরে থাকুক, তোমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাদের তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা ঘুচিবে না। অতএব অন্তশ্চক্ষুকে সাধন দ্বারা নূতন ভাবে প্রস্তুত করিয়া না লইলে সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইল। সাধুসঙ্গের জন্য এমন কি সাধন আছে, যাহা অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সঙ্গ আমাদের পক্ষে নিত্য সুলভ হয়।

ঈশ্বর চিন্তনানুধ্যানে ও তাঁহার ইচ্ছাপালনে রত হইলে ঈশ্বরসহ আসিয়া সাধুগণ সে হৃদয়ে বাস করিবেন, এই তাঁহাদের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার কি মিথ্যা? এ কি কেবল সান্ত্বনাবাক্য? আমরা এরূপ মনে করিতে চাই না, বা মনে করিতে পারি না। আমরা মনে করিতে চাই না বা পারি না বলিলেই যে উহা প্রমাণ হইয়া গেল, তাহা নহে, কেন চাই না, কেন পারি না তাহার হেতু দেখাইতে হইবে। ঈশ্বরসন্তান সাধুসজ্জনগণ কে, এক বার আমাদের তাহা জানা উচিত। তাঁহারা ঈশ্বর মানসজাত। ঈশ্বরের আবার মানস কি? ঈশ্বরের জ্ঞানকে আমরা তাঁহার মন বলিতেছি, সেই মনের জ্ঞেয় মানস। ঈশ্বরের জ্ঞানে জীব জ্ঞেয়রূপে বিদ্যমান। এই জীবের স্বভাবাদি সকলই ঈশ্বরের নিকটে বিদিত। যত সকল জীব জগতে প্রকাশ পাইতেছে, ঈশ্বরের জ্ঞেয় জীবের স্বভাবাদি তাহাতে ব্যক্ত হইতেছে। যে সকল সাধুসজ্জন সংসারে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগেতে সেই স্বভাবাদি অনেক পরিমাণে পরিস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছিল, সাধারণ জীবসকলেতে সে সকল অপরিস্ফুটাকারে স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বরের সহিত যতই জীবের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়, ততই ঐ সকল ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হয়। যে সকল সাধু মহাজনগণ পৃথিবীতে এক দিন

ছিলেন, তাঁহাদিগের দেহ তাঁহারা নহেন, তাঁহাদিগের ভিতরে যে নিত্য জীবভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাঁহারা তাহাই। দেহ যদি কিছু না হইয়া ভাবই সকল হইল, তবে ভাবে ভাবে মিলনে তাঁহাদের সহিত আমাদের যোগ, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। ভাব অতি সূক্ষ্ম, চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া উহা কিছুই নয় ইহা বলিতে পারি না, কেন না ঐ ভাবই আমাদিগের আত্মার স্বরূপ। দেহ ও বাহিরের বিষয় সমুদায় এই ভাবের অভিব্যক্তিপক্ষে বিঘ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই বিঘ্ন অপনয়নোদ্দেশেই সাধনাদি অবলম্বিত হইয়া থাকে, আর কোন উদ্দেশে নহে। ভাবরূপী আত্মার ভাবরূপী চিদাত্মাদিগের সহিত যোগ ঈশ্বরের সহিত যোগে সম্পন্ন হয়, এ কথার মধ্যে রহস্যবাদের কোন কথা নাই; যাহা নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য ইহাতে কেবল তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

সাধুসজ্জনগণের সঙ্গে এইরূপে যোগ যখন সম্ভবপর হইল, তখন 'নিত্য সাধুসঙ্গ' আমাদের পক্ষে আর অসম্ভব রহিল না। এখন কথা হইতেছে, এরূপে সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া আমরা জীবিতগণের অপমাননা করিতেছি, এবং আমরা আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় স্থাপন করিতেছি যাহাতে শীঘ্রই আমাদিগকে অভিমানী গর্ব্বিত করিয়া তুলিবে। জীবিতগণের অবমাননায় আমাদিগের কোন দিন কল্যাণ হইবার নহে, সুতরাং বাহিরে জীবিতগণেতে এই সাধুমহাজনগণের ভাবের অভিব্যক্তি আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্তরে ঈশ্বরদর্শন করিয়া বাহিরে যদি ঈশ্বরদর্শন না করি, তাহাতে যেমন আমাদের সাধন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি অন্তররাজ্যে সাধুসঙ্গ করিয়া যদি বাহিরের নরনারীতে তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে বাহিরে সেই সাধু সঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটাতে নিরবচ্ছিন্ন সাধুসঙ্গ অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে। নিরবচ্ছেদ সাধুসঙ্গ বিনা জীবনের পবিত্রতা রক্ষা অসম্ভব। অতএব যাহাতে তাদৃশ সঙ্গ সর্ব্বদা ঘটে সেইরূপ যত্ন সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য।

সত্যমূলক চিন্তা।

মন চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। চিন্তা করা মনের স্বভাব। ভাল হউক মন্দ হউক মন তাহার কোন না কোন একটা চিন্তা করিবেই। যদি ভাল চিন্তা হয় আত্মা তদ্দ্বারা উন্নত হইবে, যদি মন্দ চিন্তা হয়, তদ্দ্বারা আত্মার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। সাধন দ্বারা মনকে মন্দপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভাল পথে আনিলে চিন্তাও সেই ভাল পথে ধাবিত হয়। কতকগুলি বিষয় এমন আছে যাহা ভালও নয় মন্দও নয়। এসকল বিষয়ে চিন্তানিয়োগ করিলে কোন ক্ষতি নাই মনে হয়, কিন্তু যে চিন্তায় আমাদের জ্ঞান-পুণ্যাদি-সঞ্চয় না হয়, তাদৃশ চিন্তায় সময়ক্ষয় অপরাধ। আমাদিগেতে যে সকল শক্তি ও সামর্থ্য আছে, সে সকলের সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা উন্নত হইব, ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আমরা আমাদিগকে কি প্রকারে নিরপরাধ গণ্য করিব ?

চিন্তা অসৎপথে ধাবিত না হয়, নিষ্ফল চিন্তায় পরিণত না হয়, এজন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। কোন বৃথা চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র যদি আমরা উহাকে দূর করিয়া দি, তবে সে সময়ের জন্য নিষ্কৃতি হইল বটে, কিন্তু চির জীবনের জন্য তাহাতে নিষ্কৃতি সম্ভবপর নহে। চির-নিষ্কৃতির জন্য বাসনা থাকিলে একেবারে চিন্তার মূল সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষ যে বিষয়ে অনুরক্ত সেই বিষয়ের চিন্তা তাহার মনে সর্ব্বদা উত্থিত হয়। সে যতই কেন তদ্বিষয়ের চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিয়া দিতে যত্ন না করুক, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই চিন্তাই আসিয়া তাহার মনে উদিত হয়। যে বিষয় লইয়া চিন্তা উদিত হয়, সেই বিষয়ের প্রতি বিরক্তি উপস্থিত না হইলে চিন্তার স্রোত কিছুতেই অবরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। চিন্তা-সংশোধননিমিত্ত এই জন্য বৈরাগ্যপথ সাধকগণ অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রাথমিক অবস্থায় বৈরাগ্যদ্বারা আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হয়, কিন্তু যখন অনুরাগোদয় হয় তখন এ পথ

আমাদের শ্রেয়ঃসাধক হয় না। অনুরাগ উদিত হইলে চিন্তাকে কি উপায়ে নিয়োগ করিতে হইবে আমরা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে যত্ন করিব।

বৈরাগ্যে ত্যাগ অনুরাগে গ্রহণ, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি উপস্থিত হইলে সাধকে গ্রহণব্যাপার উপস্থিত হয়। যে সকল বিষয়ের সঙ্গে মিথ্যার যোগ ছিল, কল্পনার যোগ ছিল, মায়া ও আসক্তির যোগ ছিল বৈরাগ্য আসিয়া সে সকল উড়াইয়া দিয়াছে। এখন সাধকে সত্য-দৃষ্টি উপস্থিত। যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে তিনি সেই ভাবে ইতঃপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন যে বস্তু যাহা সেই ভাবে উহাকে গ্রহণ করিলেন। যিনি সকলের মূল, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বস্তু ও ব্যক্তির চিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়াতে মিথ্যা কল্পনা, মায়া ও আসক্তি আসিয়া বস্তু ও ব্যক্তির যথার্থ স্বরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সর্ব্বমূলাধারের সহিত এখন সাধকের যোগ হওয়াতে স্বয়ং তিনি যে দৃষ্টিতে বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকেন, সাধকও এখন সেই দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে প্রবৃত্ত। এরূপ দৃষ্টিতে বস্তু অবস্তু, ব্যক্তি মায়িক হইল না, কিন্তু শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের বিকাশস্থল হইয়া উহারা প্রকাশ পাইল। বস্তুতে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য যতটুকু প্রকাশ পাইবার তাহা পাইল, কিন্তু সকল ব্যক্তিতে ঐ সকলের সর্ব্বত্র সমান প্রকাশ সাধক দেখিতে পাইলেন না, কেন না মানবজীবনে উহাদের প্রকাশের প্রতিবন্ধক বিরাজমান। যদিও সমান দেখিতে পাইলেন না, তথাপি তাহাদের ভাবী প্রকাশের উপরে নিঃসংশয়বশতঃ সেই সকল ব্যক্তির উপরে তাঁহার সম্ভ্রমের হ্রাস হইল না, ঈশ্বরের পুত্রকন্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সমুচিত, তাহাদিগের প্রতি তিনি সেই প্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিলেন। ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণসম্বন্ধে যাদৃশ চিন্তা উপযুক্ত, তাহাদিগের সম্বন্ধে তাদৃশ চিন্তা মনে স্থান দেওয়াতে তাহাদের পাপ অপবিত্রতা তাঁহাতে সংক্রামিত না হইয়া তাঁহাতে কেবল দেবভাবই দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। এখন সাধকেতে বৈরাগ্যের স্থলে যে অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে, সে অনুরাগ এইরূপে তাঁহার বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হইল।

তুমি বলিবে, এরূপ দৃষ্টিতে নরনারীকে দেখা কি সত্যমূলক হইল? যেখানে পাপ আছে, নীচ-বাসনা আছে, সেখানে সে সকলের প্রতি দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া প্রচ্ছন্ন দেবভাবের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন-পূর্ব্বক সম্ভ্রমপ্রদর্শন কি সত্যের অবমাননা নহে, পাপীকে প্রশ্রয়দান নহে? এস্থলে সত্যের অবমাননাও হইতেছে না, প্রশ্রয়দানও হইতেছে না। নরনারী পৃথিবীর বিষয়সংস্পর্শে যতই মলিন হউন না কেন, তথাপি তাঁহারা ঈশ্বরের পুত্রকন্যা, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াই তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, সাধক যদি ঈশ্বরের অনুবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বরের পুত্রকন্যার উপযুক্ত ব্যবহার তাঁহাদিগের প্রতি করেন, তাহাতে সত্যের অবমাননা হইল কোথায়? বরং ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলেই সত্যের অবমাননা হইত। এই সম্ভ্রমের ব্যবহার যখন প্রচ্ছন্ন দেবত্বের উপরে স্থাপিত, পাপের সঙ্গে যখন সাধক কোন সংস্রব রাখিতেছেন না, তখন পাপের প্রতি প্রশ্রয় দেওয়া হইল কোথায়? সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর পরম সত্য, তৎপ্রতি অনুরাগ সত্যের প্রতি অনুরাগ। যেখানে এই সত্যের প্রকাশ, সেখানেই যদি অনুরাগ ধাবিত হয়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তার মূল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। চিন্তার মূল এইরূপে শুদ্ধ হইলে মন সর্ব্বত্র সত্যদর্শন করিয়া উহাকেই তাহার চিন্তার বিষয় করিয়া লয়। চিন্তা আর তখন সত্যকে অতিক্রম করে না, সত্যকে অতিক্রম না করিলেই ঈশ্বরকেও অতিক্রম করা হয় না, ফলতঃ তাঁহাকেই অনুসরণ করা হয়। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে নর-নারীর প্রতি যে সত্যদৃষ্টি উপস্থিত হয়, সেই সত্য-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে লইয়া যে অবিশুদ্ধ চিন্তা উপ-স্থিত হইবার সম্ভাবনা তাহা পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কেবল অবরুদ্ধ হয় তাহা নহে সর্ব্বত্র দেব

স্থাবলোকন করিয়া সমগ্র চিন্তা সেই দেবত্বে নিবিষ্ট হয়। এইরূপ অভিনিবেশ বন্ধনের নহে মুক্তির কারণ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তুমি আর এক বার অনন্তস্বরূপের আরাধনার যে অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহাতে প্রেমস্বরূপের আরাধনা নিতান্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যতিরেকপক্ষের আরাধনায় সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের সকল সম্বন্ধ কাটিয়া যায়, আবার পুনরায় প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া পূর্ব্বের সঙ্গে পরের যে একটা ফাঁক পড়ে, সে ফাঁক আর মিটে না। ব্যতিরেকপক্ষের পর অন্বয়পক্ষের যোগ হওয়াতে আর সে দোষ থাকে না, সহজে প্রেমস্বরূপের আরাধনা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। আজ তো প্রেমস্বরূপের আরাধনার কথা বলিবে?

বিবেক। হাঁ, আজ প্রেমস্বরূপের আরাধনাই বলিবার বিষয়। তুমি যে অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেক ও অন্বয়পক্ষের আরাধনার প্রয়োজন ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম। আমরা অনন্তস্বরূপের আরাধনায় দেখিতে পাইয়াছি, অনন্তের ভিতরে সকল জীব ও জগৎ লইয়া সাধক অবস্থিত। সে তাহার ভিতর হইতে আর কখন বাহিরে পদার্পণ করিতে পারে না। তাহার দেহ মন প্রভৃতি সেই অনন্তসাগরের ভিতরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে; ইন্দ্রিয়চেষ্টা, জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ সকলই সেই অনন্তের ভিতরে স্থিতি করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। প্রেমস্বরূপের আরাধনা করিতে গিয়া জগৎ ও জীবে ঈশ্বরের যে বিবিধ করুণা প্রকাশ পায়, সে সকলের উল্লেখ করিয়া আরাধনা করিতে হয়। ব্যতিরেকপক্ষের আরাধনায় ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিতে হয়, অন্বয়পক্ষের আরাধনায় যদি ঈশ্বরের ভিতরে স্থিতি না ঘটিত তাহা হইলে আবার বাহির হইতে আরাধনা উপস্থিত করিতে হইত। একবার বাহির হইতে ভিতরের দিকে গতি হইয়াছিল, আবার যদি ভিতরের দিক্ হইতে ঈশ্বরকে না লইয়া বাহিরে আসিয়া পড়া যায়, তাহা হইলে আবার উদ্বোধন হইতে আরাধনায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অন্বয়পক্ষের আরাধনায় যখন জগৎ ও জীব সকলই ঈশ্বরের অন্তর্ভূত হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, তখন প্রেমস্বরূপের আরাধনাকালে জগৎ, জীব ও সাধক, এ তিনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলে আর এ কথা বলিতে পার না, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন কেবল অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেকপক্ষের আরাধনা ছিল, তখন প্রেমস্বরূপের আরাধনাকালে জীব, জগৎ ও সাধক, এ তিনের সম্বন্ধঘটিত কথা ব্যাখ্যার মধ্যে আসিলে, অমুক ব্যক্তির আরাধনা বহির্মুখীন এই বলিয়া দোষারোপ হইত, এখন আর সেরূপ দোষ দেওয়ার কোন কারণ রহিল না। যদি সাধক সকলের সঙ্গে আপনাকে ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান তাহা হইলে বহির্মুখীনতার দোষ কিছুতেই ঘটিতে পারে না।

বুদ্ধি। আরাধনায় যে প্রবচন উচ্চারণ করা হয়, তন্মধ্যে প্রেম শব্দ নাই, সকল উপনিষৎ খুঁজিয়া প্রেম শব্দ পাওয়া যায় না. এরূপ স্থলে 'শিবং' বলিতে যে প্রেমই বুঝায় ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

বিবেক। উপনিষদে এক স্থলে হয়তো একটি স্বরূপবাচক শব্দমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে. সেখানে সে স্বরূপটির কোন ব্যাখ্যা নাই। সেই স্বরূপের ব্যাখ্যা অন্য উপনিষদ হইতে সংগ্রহ করিয়া সে স্বরূপে কি বুঝায় বুঝিতে পারা যায়। 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' এ বাক্যটি মাণ্ডুক্যোপনিষদ হইতে পরিগৃহীত। এখানে ব্রহ্মকে প্রপঞ্চের অতীতরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই শান্ত (প্রপঞ্চাতীত), শিব ও অদ্বৈত বলা হইয়াছে। প্রপঞ্চের অতীত হইয়া তাহার সঙ্গে না মিশিয়া তিনি 'শিব,' এরূপ বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, তিনি সকলের নিত্য কল্যাণ বিধান করিতেছেন, অথচ তাহাতে তিনি জগৎ ও জীবের সহিত লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন না; নির্লিপ্ত ভাবেই নির্ব্বিকার ভাবেই সকল করিতেছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদের যে স্থল হইতে এই বাক্যটি গৃহীত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যগুলির সঙ্গে ইহার যে সম্বন্ধ এই শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে পরমাত্মা সর্ব্বগত হইয়াও সর্ব্বাতীত ইহাই বুঝাইতেছে। সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত এ দুইটি ভাব একত্র করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি সকলের ভিতরে থাকিয়াও তখনই সকলের অতীত হন, যখন আপনার ভিতরে সকলকে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন তাঁহার বাহিরে একটি সামান্য অণুও থাকিতে পারে না। সর্ব্বান্তর্ভাবকত্ব বলিতে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অনন্তস্বরূপের অন্বয়পক্ষের ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বাপর বাক্যগুলির এই প্রকারে অন্বয় করিয়া যখন শিবশব্দের ব্যাখ্যাস্বরূপ অন্য উপনিষদের বাক্যগুলি ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া যায়, তখন শিবশব্দে যে প্রেম বুঝায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। "সমুদায় আনন, শির ও গ্রীবা ইহারই। ইনি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ ও সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং ইনি সর্ব্বগত শিব।" "ইনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থানে স্থিত, ইনি বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক রূপ, একমাত্র বিশ্বের পরিবেষ্টা, ইহাকে শিবরূপে জানিয়া সাধক অত্যন্ত শান্তিলাভ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ হইতে শিবস্বরূপের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে শিবস্বরূপের ব্যাখ্যাতে যে ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যা বিধিসিদ্ধ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। 'সমুদায় আনন, শির ও গ্রীবা ইহারই' এ কথা বলাতে বুঝাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি হইতে যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা সেই মঙ্গলস্বরূপ হইতে। দেখ এই এক কথাতেই পিতামাতা প্রভৃতি হইতে যে কোন কল্যাণ হয়, তাহা ঈশ্বরেরই মঙ্গলভাব হইতে সমাগত স্পষ্ট

বুঝাইতেছে। কেহ কেহ আনন্দস্বরূপের সহিত প্রেমস্বরূপকে এক করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তস্বরূপের অম্বয়পক্ষের ব্যাখ্যায় আনন্দস্বরূপের জগতে ও জীবে প্রকাশ দেখা গিয়াছে, শিবস্বরূপের সহিত উহার যোগ করিলে দুইয়ে মিশিয়া প্রেমস্বরূপ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

বুদ্ধি। উদ্ধৃত উপনিষদ্ বাক্য হইতে প্রেমস্বরূপ কি প্রকারে আসিল এ সম্বন্ধে আর অধিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এখন মূল কথা বল।

বিবেক। মূল কথা বলিতে গিয়া আর একটী কথা আসিয়া পড়িতেছে, সিটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া না দেখিলে প্রেমস্বরূপের আরাধনায় গোলি পড়িতে পারে। দেখ ঈশ্বরের প্রেমের ভিতরে কোন দৌর্ব্বল্য নাই, উহা শান্ত অর্থাৎ বিকারাতীত। রোগ শোক দুঃখ বিপদ পরীক্ষা এ সমুদায়ও সেই প্রেম হইতেই সমাগত হয়। এ সকল যে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু নহে, তুমি আপনি অনেকবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছ, সুতরাং ইহা আর অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না। তুমি ইহাও অবশ্য মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছ, অল্লাদনমধ্যে যদি কোন নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহাতেও কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ হইবার নহে। সুতরাং এই সকল পরীক্ষা হইতে যে কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও প্রেমস্বরূপের আরাধনার ব্যাখ্যার অন্তর্ভূত করিয়া লইতে হইবে। এ গুলি অন্তর্ভূত করিয়া লইলে আরাধনার বাক্য এইরূপ হইবে,— হে প্রেমস্বরূপ মঙ্গলময়, তুমি আমাদের কল্যাণের জন্য সকলই করিতেছ। আমরা বাল্যকাল হইতে তোমার করুণায় লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি, তুমি এক দিনের জন্যও আমাদিগকে বিস্মৃত হও না। জরায়ু শয্যা হইতে আমরা তোমাকর্তৃক লালিত পালিত হইয়া আসিতেছি; আজ পর্য্যন্ত তোমার কত স্নেহ করুণা আমরা সম্ভোগ করিলাম তাহার গণনা করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের প্রতিনিশ্বাসে প্রতিরক্তসঞ্চালনে তোমারই অসীম অনন্ত স্নেহ নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের জীবনে রোগ শোক বিপদ্ পরীক্ষা কত উপস্থিত হইল, কিন্তু তোমার করুণাগুণে সে সকল আমাদের আত্মার বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আমরা আমাদের জীবনে এমন একটী ঘটনাও স্মরণ করিতে পারি না, যাহা আমাদের সম্বন্ধে কল্যাণে পরিণত হয় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পালি। কিন্তি তে আনন্দ সুতং বজ্জি যেতে বজ্জিনং বজ্জিমহল্লকাতে সক্করোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞন্তীতি।

সংস্কৃত। কিং ত্বয়া, আনন্দ, শ্রুতং বৃজিনঃ যে তে বৃজিনাং বৃজিমহল্লকাঃ তান্ সংকুর্ব্বন্তি, গুরুকুর্ব্বন্তি, মানয়ন্তি, পূজয়ন্তি তেষাঞ্চ শ্রোতব্যং মনন্তি ইতি।

পা। সুতং মেতং ভন্তে বজ্জি যে তে বজ্জিনং বজ্জিমহল্লকা তে সক্করোন্তি গরুকরোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞন্তীতি।

সং। শ্রুতং ময়া এতদ্, ভবন্, বৃজিনঃ যে তে বৃজিনাং বৃজিমহল্লকা তান্ সংকুর্ব্বন্তি, গুরুকুর্ব্বন্তি মানয়ন্তি পূজয়ন্তি তেষাঞ্চ শ্রোতব্যং মনন্তীতি।

পা। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জি যে তে বজ্জিনং বজ্জিমহল্লকা তে সক্করিস্সন্তি, গরু করিস্সন্তি, মানেস্সন্তি, পূজেস্সন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা. নো পরিহানিম্।

সং। যাবন্তং কালং, আনন্দ, বৃজিনঃ যে তে বৃজিনাং বৃজিমহল্লকা তান্ সংকরিষ্যন্তি গুরু করিষ্যন্তি মানয়িষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ শ্রোতব্যং মনিষ্যন্তি, বৃদ্ধিমেব আনন্দ বৃজিনাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। কিন্তি তে আনন্দ সুতং বজ্জি যাতা কুলিত্থিয়ো কুলকুমারীয়ো তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেন্তীতি।

সং। কিং ত্বয়া, আনন্দ, শ্রুতং বৃজিনঃ যাঃ তাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ কুলকুমার্য্যঃ তা ন অবক্রোশ্য প্রসহ্য বাসয়ন্তি।

পা। সুতং মেতং ভন্তে বজ্জি যাতাকুলিত্থিয়ো কুলকুমারিয়ো তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেন্তীতি।

সং। শ্রুতং ময়া এতদ্, ভবন্, বৃজিনঃ যাঃ তাঃ কুলস্ত্রিয় কুলকুমার্য্যঃ তা ন অবক্রোশ্য প্রসহ্য বাসয়ন্তি।

পা। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জিযা তা কুলিত্থিয়ো কুলকুমারিয়ো তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেস্সন্তি বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা নো পরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালং, আনন্দ, বৃজিনঃ যাঃ তাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ কুলকুমার্য্যঃ তাঃ ন অবক্রোশ্য প্রসহ্য বাসয়িষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব আনন্দ বৃজিনাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

উপাসনাশ্রম।

আত্মা পাখী।

৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

যাহার পাখী উড়ে নাই, সে পাখী উড়ার কথা বলিবে কি প্রকারে? পাখী উড়ুক বা না উড়ুক, ঈশ্বরকৃপায় যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাহাতে দেখিতেছি, চিদাকাশে উড়িবার জন্য এ পাখী সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমরা ইহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, সংসারের কাদা পচা দুর্গন্ধ সামগ্রী খাওয়াইয়া ইহাকে কত ক্লেশ দিতেছি। ইহার অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়। এ পাখী স্বর্গের পাখী, স্বর্গের অমৃতপান করিবার জন্য ইহার জন্ম। ইহার উপরে আমরা কতই না অত্যাচার করিতেছি। সংসারের কাদা খাইয়া পাখী যে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। পাখী বলিতে চায় হরি হরি,

আমরা বলাইতে চাই উহাকে সংসার সংসার। যদি প্রথম বয়স হইতে হরিনাম গ্রহণ করাইতাম, আজ কি পাখীর এরূপ দুর্দ্দশা হইত। প্রাণের পাখীকে কোথায় অমৃত খাওয়াইব, তাহা না করিয়া উহাকে সংসারের বিষ খাওয়াইতেছি। আগে সংসার করি, পরে বৃদ্ধবয়সে অন্তিম সময়ে হরিনাম করিব, এ কুবুদ্ধি আমাদের কোথা হইতে আসিল। মহাভারত বলিয়াছেন, মনুষ্য মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছে. তাহা হইলে পাখীকে প্রথম হইতেইতো হরিনামামৃতপান করান উচিত ছিল, তাহাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবার দরকার কি? পাখী ভগবানের কাছে গেলে উহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। যদি কেউ বলে তোমার পাখী এখন উড়ে নাই, তখন তোমার এ কথা বলিবার অধিকার কি? হাঁ, পাখী উড়ে নাই, কিন্তু হরি এমন জ্ঞান দিয়াছেন, যে জ্ঞানে হরির কাছে গেলে সৌন্দর্য্য বাড়ে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আর যদি বলি, হরি কেবল জ্ঞান দিয়াছেন কিছু শেখান নাই, তাহা হইলেও হরির বিরুদ্ধে মিথ্যাভাষী হইব। হরি কি আপনি এই পাখীকে স্বহস্তে প্রতিদিন খাওয়াইতেছেন না? একটু একটু জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রতিদিন পাখীকে খাওয়াইয়া উহাকে পুষ্ট করিতেছেন, একথা যদি মিথ্যা বিনয় দেখাইবার জন্য স্বীকার না করি, তাহা হইলে ঘোর মিথ্যা ও অকৃতজ্ঞতায় পড়িয়া জীবন হারাইব। তিনি যে পাখীকে কত আদর করেন, তাহা কি মুখে বলিতে পারা যায়? এখন পাখী উড়ে নাই সত্য, কিন্তু যথাসময় উড়াইয়া লইবেন বলিয়া আদর যত্নে হরি তাহাকে পুষ্ট করিতেছেন।

হরি পাখীকে উড়াইবেন বলিয়া পুষ্ট করিতেছেন, এ কথা কি আমাদের পাখী আত্মার সম্বন্ধে বলিতেছি, না প্রতি সংসারীর সম্বন্ধে এ কথা বলিতেছি? সংসারী লোকেরা কাদামাটী খাওয়াইয়া পাখীকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেছে মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের পাখীর উপরে শ্রীহরির দৃষ্টি নাই? আছে বৈকি, কিন্তু আমরা হরির বিশেষ বিধানের লোক, আমাদের পাখী দিয়া যে তাঁহার বিশেষ কার্য্য আছে, তাই তিনি ইহাদিগকে দিন দিন পুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তবে কি তিনি পক্ষপাতী? না, ইহাতে তাঁহার পক্ষপাত ঘটিতেছে না। এই বিশেষ করুণার ফলভাগী যাহাতে সকল লোকে হইতে পারে, তাহার জন্যই তাঁহার এ বিশেষ যত্ন। তিনি কোথায় কাহার সঙ্গে এ মুহূর্ত্তে কি করিতেছেন, আমরা তাহার সংবাদ কি জানি? অসীম ব্রহ্মাণ্ড, অপরিমেয় জীবসংখ্যা, যাহারা নিজের সংবাদই ভাল করিয়া জানে না, তাহারা সে সকলের সংবাদ লইবে, ইহা কি সম্ভব? তবে এইটুকু আমরা নিশ্চয় জানি যে, কোন একটি পাখীই তাঁহার অনাদরের সামগ্রী নয়। সকলকেই স্বর্গধামের অমৃত ফল খাওয়াইয়া চিরসুখী এবং কান্তি-পুষ্টি-সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিবেন। কবে কার সে সময় হইবে, তিনিই জানেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ব্যবহার দেখিতেছি তাই আমাদের নিজের কথা বলিতেছি, অন্য কাহাকেও তাঁহার কৃপা হইতে বাদ দিতেছি না। যাহারা পৃথিবীতে তাঁহার বিশেষ কৃপা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিতেছি এইমাত্র। এখানে হরির পক্ষপাতের কোন কথা নাই। কোন পাখী তাঁহাকে বিনা বাঁচে না, যখন যে পরিমাণ আহার যাহার জন্য উপযোগী তিনি প্রতিদিন তাহা আপনি তাহাকে যোগাইতেছেন।

আমাদের এ পাখীর আহার কি? পৃথিবীর ছাই পাঁশ নহে, স্বর্গের অমৃতময় স্তন্য। কে না জানে, মার শরীর হইতে সন্তানের পুষ্টি। মাতৃস্তন্য বিনা কোন শিশু কি জীবন ধারণ করিতে পারে? মার শোণিতরসে যদি মানবদেহ পুষ্ট হয়, তাহা হইলে আত্মার পরিপুষ্টিতো পরমমাতা হইতে হইবে। তাঁহার তনু কি? শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য তবে আত্মার স্তন্য। আত্মা যতই এই স্তন্য পান করে ততই উহার কান্তি পুষ্টি সৌন্দর্য্য বাড়িতে থাকে। যাহার যাহা আহার্য্য নয়, তাহাকে তাহা খাওয়াইলে রোগ হয়, মৃত্যু হয়। আত্মার আহার্য্য সামগ্রী যাহা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য যদি আমরা বাধা দি, তাহা হইলে কি আত্মার সর্ব্বনাশ করা হয় না? আমরা আত্মার প্রতি যত অত্যাচার করিতে যাই, পদে পদে বাধা পাই কেন? ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখ শোক আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন? পরমমাতা আত্মার প্রতি অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না, তাই এ সকলকে প্রেরণ করিয়া আমাদের চেতনাসম্পাদন করিতে যত্ন করেন। আমরা সহস্র অত্যাচার করি না কেন, আত্মার প্রতি তাঁহার একটুও অনাদর নাই, গোপনে গোপনে তাহাকে স্তন্যদান করেন বলিয়া এত অত্যাচারেও আমরা তাহাকে বিনাশ করিতে পারি না। সে দুর্ব্বল হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়াও একেবারে মরে না, ইহা কেবল পরমমাতার গুণে।

দুঃখ এই যে আমরা কে, তাহা আমরা চিনিলাম না। আমরা অনেক সময়ে মনে করি, যোগী ঋষিদের আত্মা চিদাকাশে উড়িবে, চিদানন্দসাগরে ভাসিবে, আমরা কি সে প্রকার অবস্থা পাইবার উপযুক্ত? অনুপযুক্ততার কথা এখানে তোলা কি উচিত? যোগী ঋষিগণ কি আমাদিগকে উপযুক্ত মনে করেন? উপযুক্ত মনে করা কি অহঙ্কার নয়? মা সন্তানদিগকে উপযুক্ত করিয়া লন, ইহাই কি সত্য কথা নহে? যদি বলি তাঁহারা মার কাছে অনেক পাইয়া উপযুক্ত হইয়াছেন, আমরা তো আর কিছু পাই নাই যে তাঁহাদের মত হইবার জন্য যত্ন করিব? এ মিথ্যা কথাও তো আমরা বলিতে পারি না। আমরা কি তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পাই নাই? আমাদিগকে তিনি কি কিছুই দেন নাই? আমাদের কি বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই? তিনি কি আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান দেন নাই? আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান কি সেই অনন্ত জ্ঞানসিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া নাই? আমরা একেবারে প্রেমশূন্য, ইহাই বা কি প্রকারে বলিব? আমরা কাহাকেও কি ভাল বাসি না? আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম কি সেই অনন্ত প্রেম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন? যদি বিন্দুমাত্র জ্ঞান প্রেম তাঁহা

হইতে আমরা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে এই জ্ঞান প্রেম বাড়াইতে আমরা বাধ্য। মহর্ষি ঈশা যে একটী আখ্যায়িকা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সম্বন্ধে বিলক্ষণ খাটে। আখ্যায়িকায় আছে, এক জন প্রভু বিদেশযাত্রা করিবার সময়ে তাঁহার দাসদিগকে নিকটে ডাকিলেন, এবং কাহারও হাতে দশ, কাহারও হাতে বিশ, কাহারও হাতে পাঁচ মুদ্রা দিলেন। একটি দাসের হাতে কেবল একটী মুদ্রা দিয়াছিলেন। প্রভু বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগের নিকট গচ্ছিত মুদ্রা চাহিলেন। সকল দাসই বৃদ্ধিসহকারে মুদ্রা অর্পণ করিল, কিন্তু যে দাসকে তিনি একটী মুদ্রা দিয়াছিলেন সে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে সেই প্রোথিত মুদ্রাটী তুলিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন একটী মুদ্রা কেন? সে উত্তর দিল, জানি আপনি মুদ্রা ভাল বাসেন, কি জানি বা মুদ্রা হারাইয়া যায় এই ভয়ে আমি মৃত্তিকার নিম্নে উহা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রভু বলিলেন, যদি তুমি জান যে আমি মুদ্রা ভাল বাসি, তাহা হইলে তুমি তাহা বৃদ্ধি না করিয়া কেন মৃত্তিকার নিম্নে রাখিলে। দেখিতেছি, তুমি ইহার নিতান্ত অনুপযুক্ত। অতএব তোমার নিকট আর আমার মুদ্রা রাখা হইবে না। যে সকল দাস মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাদিগের হস্তে উহা অর্পণ কর। যাহারা ভগবানের নিকট জ্ঞান প্রেম পুণ্য পাইয়া তাহা বাড়াইবার জন্য যত্ন করে না, তাহাদের এই নির্ব্বোধ দাসের দশা হয়। যাহা পাই সদ্ব্যবহারে উহার বৃদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক জগতের এই নিয়ম। যে ব্যক্তি যে নিয়মের প্রতি অবহেলা করিল, তাহার তজ্জন্য দণ্ডভাজন হইতেই হইবে, হীন হইতেই হইবে।

যদি আমরা বলি আমাদের কিছুই নাই, আমরা কি করিয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিব, তাহা হইলে স্রষ্টার অবমাননা করা হয়। তিনি দিয়াছেন, অথচ আমরা বলিতেছি দেন নাই, ইহা কি ভয়ঙ্কর অসত্য নয়? এব্যক্তি পরকে ভালবাসিয়া তাহার জন্য দিবারজনী চিন্তা করিত না। এখন কি করিয়া সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, কিছুই সে বলিতে পারে না। যে ব্যক্তিকে অপ্রেমিক বলিয়া সকলে জানে, তাহার যদি এইরূপ ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানি না, যাহা নাই মনে করা হইতেছে তাহা পাইবার পক্ষে কাহার না আশা আছে? যখন সকলেরই আশা আছে, তখন এই অনুরোধ, আর যেন স্বর্গের পাখীকে পৃথিবীর কর্দ্দম পচা দুর্গন্ধ সামগ্রী আহার করান না হয়। আমরা সকলেই স্বর্গের জন্য সৃষ্ট, স্বর্গ আমাদের নিয়তি, আমাদের পরম জননী আমাদের জন্য অনন্ত সুখ, অনন্ত কল্যাণ, অনন্ত জীবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা তিনি আমাদের জন্য রাখিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বৃথা জীবন হরণ আমাদের কাহারও পক্ষে উচিত নয়। অতএব আত্মা পাখীকে মার হাতে সমর্পণ করিয়া যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় আমরা পূর্ণ করিতে পারি, এবং আমরা নিজেও কৃতার্থ হইতে পারি, তজ্জন্য যেন আমরা সকলে যত্নশীল হই।

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মগণের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান।

ব্রাহ্মদিগের উত্তরাধিকারিত্বের বিধানসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় আমরা যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সংহিতাপ্রিয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের ঐকমত্য না থাকিলেও আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম এ সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করুন এই আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কেন না আমরা বিশ্বাস করি, পবিত্রাত্মা ভগবান্ প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্রাহ্মহৃদয়ে বসিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়োত্থিত পবিত্র আলোক সমন্বয়ের ভূমিতে আনীত হইলেই প্রকৃত উত্তরাধিকারিত্বের বিধান গঠিত হইবে। এই বিষয়ে মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে ১৮৬১ সালের উত্তরাধিকার আইনের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান ব্রাহ্মদলের জানা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; নতুবা সমালোচনা অনুমানের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে ও তাহাও পদে পদে ভ্রমপ্রমাদের অধীন হইবে। এই ভ্রমনিবারণের উদ্দেশ্যে উক্ত আইনের উত্তরাধিকারিত্বের বিধানসম্পর্কীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের স্থূলমর্ম্ম আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আইনের অপরাপর অংশ প্রস্তাব্য বিষয় সম্বন্ধে অনাবশ্যক, এজন্য তৎসম্বন্ধে কিছু লিখা হইল না। যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন ভ্রম হইয়া থাকে, ভরসা করি আইনজ্ঞ পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের ভ্রম সংশোধন করিবেন। যাঁহাদের সুবিধা ও সুযোগ আছে, তাঁহারা ১৮৬১ সালের উত্তরাধিকারবিষয়ক মূল আইন পাঠ করিলে আমরা সুখী হইব।

সংহিতাপ্রিয় ভ্রাতা ১৮৬১ সালের আইনের একটি বিধানসম্বন্ধে আমাদের ভ্রমসংশোধন করাতে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই আইন অনুসারে প্রতিনিধিত্ব right of representation স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ কোন ধনী পুত্র ও কন্যা এবং মৃত পুত্র কন্যার সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে মৃত পুত্র কন্যার সন্তানগণও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবে।

যে সকল শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উপরিউক্ত বিষয়সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে কিংবা কোন প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন যুক্তিসহকারে ধীর ভাবে লেখনী চালনা করেন; কখনও যেন তীব্রভাষায় অপরের মনোবেদনা উৎপাদন না করেন, সত্যকে যেন মাধুর্য্যের ভূষণে ভূষিত করিয়া পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করেন। তীব্র ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অনেক অকল্যাণ ও বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে অশান্তি ও অনৈক্য প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ কোন তত্ত্বের যথাযথ মীমাংসা করিতে হইলে চিত্তকে প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার রাখা প্রয়োজন, নির্ব্বিকার হৃদয় ভিন্ন অন্য কোথাও নির্ম্মল

ব্রহ্মজ্ঞান ও বিশুদ্ধ আদেশ প্রকাশিত হয় না। বিকারযুক্ত উত্তেজিত হৃদয়ে যেন কেহ প্রস্তাবিত সুমহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন। পবিত্রাত্মা শ্রীহরি এ বিষয়ে আমাদিগের সকলকে সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন।

শ্রীশ—

১৮৬৫ সালের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান-সম্বন্ধে স্থূলমর্ম্ম।

১। এই আইনের বিধান হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না (৩৩১ ধারা)।

২। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল মহোদয় সময়ে সময়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন জাতি, সম্প্রদায় কিংবা শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণকে এই আইনের বিধান হইতে বর্জ্জন করিতে পারেন (৩৩২ ধারা)।

৩। কোন ব্যক্তি বিবাহ দ্বারা স্ত্রী কিংবা স্বামীর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব লাভ করিতে পারিবে না (৪ ধারা)।

৪। কোন ব্যক্তি উইল করিয়া সম্পত্তির বিনিয়োগ না করিয়া পরলোক গমন করিলে এই আইনের উত্তরাধিকারিত্বের বিধান উক্ত ধনীর ত্যক্ত সম্পত্তিসম্বন্ধে খাটিবে (২৫ ধারা)।

৫। কেহ উইল না করিয়া পরলোকগত হইলে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তদীয় স্ত্রী, স্বামী অথবা তাঁহার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতি (kindred) গণের উপর এই আইনের বিধানানুসারে পর্য্যাপ্ত হইবে, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে যদি কোন আইনসিদ্ধ চুক্তি দ্বারা স্ত্রীকে সম্পত্তির অংশ হইতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে তবে পত্নী কোন সম্পত্তি পাইবেন না (২৬ ধারা)।

৬। মৃত ব্যক্তির যদি পত্নী এবং বংশধর (lineal descendants) থাকে, তবে তাঁহার সম্পত্তির ⅓ অংশ পত্নী পাইবেন ও অবশিষ্ট সম্পত্তি এই আইনের বিধানমতে বংশধরগণ পাইবে। যদি বংশধর না থাকে কিন্তু অন্য জ্ঞাতি থাকে (kindred) তবে সম্পত্তির ½ অর্দ্ধাংশ পত্নী ও অপরার্দ্ধ জ্ঞাতিগণ পাইবে। কোন জ্ঞাতি না থাকিলে সমস্ত সম্পত্তিই পত্নী পাইবেন (২৭ ধারা)।

৭। যদি কাহারও পত্নী না থাকেন সমস্ত সম্পত্তি এই আইনের বিধানমত বংশধরগণ পাইবে, বংশধর না থাকিলে অপর জ্ঞাতিগণ পাইবে এবং জ্ঞাতির অভাবে সমস্ত সম্পত্তি রাজা অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট পাইবেন (২৮)।

সম্পত্তিবিভাগ।

৮। প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে পত্নীর সম্পত্তি বাদ দিতে হইবে। বাদ দেওয়ার পর যদি তাঁহার একটি সন্তান থাকে অবশিষ্ট সমুদায় সেই পাইবে, একাধিক থাকিলে সন্তানগণ তুল্যরূপে পাইবে। সন্তান অর্থে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই বুঝায় (২৯ ধারা)।

৯। মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে কিন্তু সন্তানের সন্তান থাকে তবে সন্তানের একমাত্র সন্তান থাকিলে সেই সম্পত্তি পাইবে, একাধিক হইলে তাহারা সকলে তুল্যাংশে পাইবে (৩১ ধারা)।

১০। পৌত্র বা দৌহিত্র ও পৌত্রী বা দৌহিত্রী অর্থাৎ সন্তানের সন্তান না থাকিলে প্রপৌত্র প্রপৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রীগণ ও তাহাদের অভাবে আরও দূরবর্ত্তী বংশধরগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাইবে (৩২ ধারা)।

১১। যদি কেহ দূরবর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী বংশধর রাখিয়া পরলোক গমন করেন, যেমন কেহ এক পুত্র ও এক মৃত পুত্রের তিন পুত্র বা কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, এস্থলে পুত্র সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এবং অপর পুত্রের তিন পুত্র কন্যা অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইবেন (৩৩)।

১২। যদি কেহ বংশধর না রাখিয়া পরলোক গমন করেন স্ত্রীর অংশবাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পিতা পাইবেন (৩৫ ধারা)।

১৩। যদি পিতা না থাকেন এবং মৃত ধনীর মাতা ও ভ্রাতা ভগ্নী থাকেন তবে মাতা ও ভ্রাতা ভগ্নী মৃতব্যক্তির সম্পত্তি তুল্যাংশে পাইবেন (৩৬ ধারা)।

১৪। মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীর সমকালে কোন মৃত ভ্রাতা ভগ্নীর যদি সন্তান থাকে তাহা হইলে উক্ত মৃত ভ্রাতা ভগ্নী তাহাদের মৃত পিতা মাতার অংশানুসারে ও মাতা ভ্রাতা ভগ্নী তুল্যাংশে সম্পত্তি পাইবে (৩৭ ধারা)। কিন্তু যেস্থলে মাতা বিদ্যমান আছেন কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নী জীবিত নাই অথচ তাহাদের সন্তান জীবিত আছে, সেস্থলে মাতা ও ভ্রাতার ও ভগ্নীর সন্তানগণ সম্পত্তি পাইবে কিন্তু ভ্রাতা ও ভগ্নী জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইতেন, তাঁহাদের সন্তানগণও তাহাই পাইবে (৩৮)।

১৫। ভ্রাতা ভগ্নী কিংবা মৃত ভ্রাতার পুত্র কন্যা জীবিত না থাকিলে মাতাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন (৩৯ ধারা)।

১৬। পিতা ও মাতা না থাকিলে এবং ভ্রাতা ভগ্নী ও মৃত ভ্রাতা ভগ্নীর সন্তানগণ থাকিলে তাহারা সম্পত্তি পাইবে, কিন্তু মৃত ভ্রাতা ভগ্নীর সন্তানগণ তাহাদের পিতা মাতা যে অংশ পাইতেন তাহাই পাইবে (৪০ ধারা।)

১৭। যদি মৃত ধনীর বংশধর কিংবা পিতা মাতা কি ভ্রাতা ভগ্নী না থাকে, তবে স্বগণদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞাতিত্বে (kindred) সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম তাহারাই সম্পত্তি পাইবে (৪১)।

জ্ঞাতিত্ব (consanguinity)

১৮। যাঁহারা একই বংশ বা এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে জ্ঞাতি বলে।

১৯। জ্ঞাতি দুই প্রকার, মুখ্য বা বংশানুক্রমিক (lineal) এবং গৌণ (collateral)। পিতামাতা পুত্র কন্যা ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর এবং ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞাতি।

২০। উত্তরাধিক রিক্তসম্বন্ধে পিতার সহিত সংসৃষ্ট কিংবামাতার সহিত সংসৃষ্ট সহোদর কি অন্যরূপ (of full blood or half blood) অথবা যাঁহারা মৃত ধনীর জীবিত কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার জীবিত কালে মাতৃগর্ভে ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আকাশেশ্বর।

(১ আশ্বিন ১৮২১ শকের ধর্ম্মতত্ত্বের অনুবৃত্তি।)

স্থির বুদ্ধিরসং মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
বহির্ব্যোমস্থিতং নিত্যং নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতং।
নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ শ্বাসো যত্র লয়ং গতঃ॥ ১০।

উল্লিখিতরূপে যোগ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে বলা হইতেছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করত স্থিরবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া যাহাতে নিশ্বাস বায়ুর লয় হয়, সেই নাসাগ্রের বহিরাকাশ এবং অন্তরাকাশ এই দুই স্থানে নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন ইহা জ্ঞাত হইতে পারে। ১০।

জ্ঞানানন্দ লহরীধৃত উত্তরগীতাবচন।

পূর্ব্ব বচনে বলা হইয়াছে, যে আত্মাকে আকাশস্থ করিতে পারিলেই অন্য কিছু চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, এই কথার সহিত ঐক্য করিয়া অর্থ করিলে উপরিউক্ত ব্রহ্মস্বরূপের আকাশ অর্থই করিতে হইবে। যদি বল, তাহাতে নাসাগ্রের বহিরাকাশে ও অন্তরাকাশে পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, একথা আছে কেন? একথার উত্তর এই যে, আকাশে পরব্রহ্ম বিরাজমান একথা আদৌ হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মে যে সকল দোষস্পর্শ হয় তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আমরা বলিয়াছি। অতএব উহা বলিবার প্রণালীমাত্র, উহার অর্থ নাসাগ্রের বহির্ভাগে ও অন্তর্ভাগে (অর্থাৎ তোমার বাহিরে ও ভিতরে) আকাশ পরব্রহ্ম যে বিরাজমান তাহা তুমি জ্ঞাত হইতে পারিবে।

পুটদ্বয়বিনির্ম্মুক্তো বায়ুর্যত্র বিলীয়তে।
তত্র সংস্থং মনঃ কৃত্বা তং ধ্যায়েৎ পার্থ ঈশ্বরং॥ ১১॥

হে ধনঞ্জয়, নিশ্বাসবায়ু নাসাপুট হইতে বিনির্গত হইয়া যে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয় মনকে সেই স্থানে সংস্থাপনপূর্ব্বক পরাৎপর ঈশ্বরের ধ্যান করিবে। ইত্যাদি। ১১।

এখানে স্পষ্টই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, নাসাপুটদ্বয় হইতে বায়ু নির্গত হইয়া যে আকাশে লয় হয়, তাহাতে মন সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। এ কথায় আকাশকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

'আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃকৃত্বা নিরাস্পদং।
ইত্যাদি ২। ৩১।

অর্থাৎ মনকে সংকল্পাদিরহিত ও আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী এবং নির্লিপ্ত করিতে পারিলেই পরমাত্মাকে অবগত হওয়া যায়। ৩১।

এখানে আকাশকে সর্ব্বব্যাপী ও নির্লিপ্ত বলায় আকাশের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

"ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্। ৩৩॥

যাঁহার ঊর্দ্ধ শূন্য, মধ্য শূন্য ও অধঃশূন্য, অর্থাৎ যাঁহার ঊর্দ্ধভাগ শূন্যমাত্র চন্দ্রাদি কিছুই নাই, মধ্যভাগ শূন্য অর্থাৎ শরীরাদি নাই এবং নিম্ন শূন্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কোন বস্তুই নাই, তিনিই পরমাত্মা। ইত্যাদি ইত্যাদি। ৩৩।"

'শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩৪।

এই প্রকারে সর্ব্বশূন্য পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলেই পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। ৩৪।'

এখানে শূন্য শব্দে আকাশকেই বুঝা যাইতেছে। আকাশের অতিরিক্ত শূন্যের অস্তিত্ব নাই। ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃপ্রভৃতি সমুদায়ই যে অনাদি অনন্ত আকাশময় তাহা বলা বাহুল্য, অতএব এখানে আকাশকে স্পষ্টই ঈশ্বর বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ—ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং। ৩৬।

হে পার্থ! যিনি ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, তিনি আত্মা এবং যিনি এই আত্মাকে তাদৃশ ভাবে চিন্তা করেন, তিনিই সমাধিস্থ, আর তাদৃশ চিন্তাকেই সাবলম্ব সমাধি কহে। ৩৬।

জ্ঞানানন্দলহরীধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় উত্তর গীতা।

ঊর্দ্ধাধঃ সমুদায় স্থানেই আকাশ পরিপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন স্থান নাই যেখানে আকাশ নাই। অতএব এখানে আত্মা শব্দে আকাশকেই বুঝাইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ—মুখনাসিকয়োর্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।
আকাশঃ পিবতি প্রাণং স জীবঃ কেন জীবতি। ৪৫।

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! বদন ও নাসা ইহাদের অভ্যন্তরে যে প্রাণবায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পঞ্চত্বকালে আকাশ সেই প্রাণবায়ুকে সংহার করত আপনাতে বিলীন করে; ইত্যাদি ইত্যাদি। ৪৫।

জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে যে কোন ব্যবধান নাই, জীবাত্মাতে আর পরমাত্মাতে যে একান্ত গাঢ় যোগ, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। এখানে জীবাত্মার লয় আকাশে হয় বলাতে আকাশকে স্পষ্টতই ঈশ্বর বলা হইতেছে। এই শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকে অর্জ্জুন, জীবাত্মার ভ্রমরূপ জীবত্বের কিরূপে পরিহার হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করাতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মাকে আকাশে লয় করিয়া অর্জ্জুনকে জীবাত্মার জীবত্বের পরিহার দেখাইতেছেন। যদি এ আকাশ শব্দে আমরা ঈশ্বরকে গ্রহণ না করি, আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আকাশকে

সংস্থাপন, করি তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে আকাশরূপ ব্যবধান থাকা হেতু জীবাত্মার ব্রহ্মে লয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কথা কেবল আমাদের নহে, অর্জ্জুনের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন;

অর্জ্জুন উবাচ—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চাবেষ্টিতং জগৎ।
অন্তর্ব্বহিস্ততো ব্যোম কথং দেবো নিরঞ্জনঃ। ৪৬।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে, আকাশ যেরূপ বিশ্বব্যাপী, সেইরূপ এই অখিল জগৎ আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি জগতের কি বাহ্য কি মধ্য সকল স্থলেই আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল তাহা হইলে আকাশাতিরিক্ত পরমাত্মা কোথায় অবস্থিতি করেন। ৪৬।

শ্রীভগবানুবাচ—আকাশোহ্যবকাশশ্চ আকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে। ৪৭। *

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! আকাশ শূন্যস্বভাব, শব্দ উহার গুণ। এখন বিবেচনা কর, যখন আকাশের গুণ শব্দ তখন আকাশ অদৃশ্য বস্তু। যে বায়ুর রূপ নাই, উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্পর্শ দ্বারা উহার অনুভব হয়, সেইরূপ আকাশ অদৃশ্য পদার্থ, কেবল শব্দ দ্বারা উহার অনুমান করিতে হয়। যে বস্তু শূন্য তাহার গুণ কখনই সম্ভব হয় না। পরমাত্মা শব্দশূন্য ও সর্ব্বব্যাপী, এই বৃহৎ আকাশ যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকলই সেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি আকাশাদিসম্পন্ন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে বৃহৎ এই জন্যই তিনি ব্রহ্মনামে পরিকীর্ত্তিত। ৪৭।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান্ রাজকুমার দাসের অষ্টম বৎসরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মাখন কয়েক মাস যাবৎ জ্বর ও প্লীহা রোগে কষ্ট পাইয়া গত ২৬শে বৈশাখ রাত্রিতে পরলোকগমন করিয়াছেন, আমরা এ সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। শান্তিদাতা পিতা শোকভারাক্রান্ত জনকজননী এবং আত্মীয়বর্গের মনে শান্তি বিধান করুন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ২ সপ্তাহের অধিককাল ভাগলপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতে তিনি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা করিয়া থাকেন। স্থানীয় বন্ধুগণের সহিত সৎপ্রসঙ্গ ও সামাজিক উপাসনা করিতেছেন।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গমন করিয়াছেন। মাকচি, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ হইয়া তিনি শিলংয়ে গিয়াছেন। সকল স্থানেই উপাসনা বক্তৃতা করিতেছেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় আসিয়াছেন; আসিবার সময় কয়েক দিন ছাপরায় অবস্থান করেন। শ্রীমান্ রাধিকা প্রসাদ ঘোষের কন্যার জন্মোৎসবোপলক্ষে তথায় বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক উহাতে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা বি, বি, নগরকার গত ১৯ মে তারিখে হায়দ্রাবাদে আপনার পত্নীকে এ পৃথিবীতে হারাইয়া বিশেষ শোকাক্রান্ত হইয়াছেন। দয়াময় শ্রীহরি আমাদের ভ্রাতার মনে বল বিধান করুন। হাইদ্রাবাদস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও ভাই বলদেব নারায়ণ ভ্রাতার এই শোকের সময় বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। নবসংহিতামতে ভাই বলদেব নারায়ণ কর্ত্তৃক মৃতদেহের সৎকারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

আমাদের ফুলবাড়ীস্থ উপকারী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, এ পৃথিবীতে আর নাই। ভয়ানক জ্বররোগে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এ সংবাদে বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের ইনি একজন বিশেষ উৎসাহী বন্ধু ছিলেন, ইঁহার গমনে ইঁহার পরিবারস্থ সকলে এবং অপর দুইটি ভ্রাতা বিশেষ অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। দয়াময় পিতা এই সকল শোকের ঘটনার মধ্যে সকলকে শিক্ষা দিয়া সকলের প্রাণকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়া লউন। পরিবার ও সন্তানগণের মনে তিনি শান্তি বিধান করুন।

শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ প্রায় ৩ মাস কাল জ্বর রোগে কষ্টভোগ করিয়া দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করায় গত শুক্রবার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কলিকাতাস্থ বাসভবনে বিশেষ উপাসনা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছিল। উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী খরস্ যাইয়া বাত, জ্বর প্রভৃতি রোগে বড় কষ্ট পাইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, কেবল একটু দুর্ব্বল আছেন। শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সপরিবারে এবং শ্রীমান্ প্রমথলাল রোগীর সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন।

সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "সেবকসমিতির সেবকগণ বিগত ২৭শে মে কলিকাতার পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ বসুর বাগ্‌বাজারস্থ ভবনে উপাসনা করিয়াছিলেন। মিষ্টার নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় সমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উপাসনা ও উপদেশাদির কার্য্য দ্বারা সেবার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর উপাসনা ও উপদেশ এবং ভ্রাতা কালীনাথ ঘোষের তৎকালোপযোগী সঙ্গীতে উপস্থিত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ উপকৃত হইয়াছিলেন। উপদেশে অনেক নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। উপদেশের ভাবার্থ এইরূপ;—দাতা ভগবান্ দয়া করিয়া যে সকল স্বর্গীয় রত্ন আমাদিগকে দিয়াছেন তৎসমুদায় দাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করাই আমাদিগের জীবনের কৃতার্থতা।"

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর পত্নীর চিকিৎসার্থ নিম্নলিখিত দান আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুকড়ি ঘোষ ২৲, ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র ২৲, মন্দিরফণ্ড হইতে ১০৲, বাবু বেণীমাধব দাস ২।০।

---

* এই শ্লোকে পরমাত্মাকে আকাশ হইতে স্পষ্ট স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। বন্ধুও ইহার যথার্থ অর্থের অপলাপ করেন নাই। স।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ।
১১ সংখ্যা।

১লা আষাঢ় শনিবার, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, আমাদের এই জীবন তোমারই চরণ হইতে প্রবাহিত। এ জীবন তোমা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহার মধ্যে এমন কিছু উপাদান নাই, যাহাতে আমাদের কোন প্রকার অকল্যাণ উপস্থিত হইতে পারে। দৈহিক প্রবৃত্তিসকলের অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরাইতে যাই, তাই আমাদের বিবিধ পাপ পরীক্ষায় পড়িতে হয়। তুমি জীবনের মূলে থাকিয়া উহার গতি নিয়মিত করিতেছ, আমরা তোমার বিরোধী হইয়া জীবনকে সে দিকে যাইতে দি না, ইহাতেই তো আমাদের দুর্দ্দশা উপস্থিত। আমরা কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের কল্যাণ অকল্যাণ সেই সকল অবস্থা দ্বারা নিয়মিত, যে দিন হইতে আমরা তোমায় জানিয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের মন হইতে সে সংস্কার চলিয়া গিয়াছে। তোমা হইতে উৎপন্ন জীবন যদি আমরা তোমার হাতে রাখি, তাহা হইলে কি আর অবস্থা আমাদিগকে তাহার দাস করিতে পারে? দেখ, আমাদের অবিশ্বাস আমাদিগকে নানাপ্রকার কুসংস্কারে জড়িত করিয়া ফেলিতেছে। উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তোমায় দেখিলে সকল অবস্থা সকল ঘটনার মূলে আমরা তোমায় দেখিতে পাই। তোমাকে দেখিলেই আর আমাদের ভয় থাকে না। তুমি সেই সকল অবস্থা ও ঘটনাকে আমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করিতেছ, ইহা যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন আর ভয় থাকিবে কেন? ভয় হইতে কুসংস্কারের জন্মী, ভয় গেলে কুসংস্কারও সমূলে বিনষ্ট হয়। হে দেবাদিদেব, আমরা অবিশ্বাস, কুবাসনা, ও আসক্তির ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি এই সকলের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আমাদের অন্তরের দৃষ্টিকে পরিষ্কৃত করিয়া দাও। আমরা আসক্তি, কুবাসনা ও অবিশ্বাসের কুহকে পড়িয়া কত প্রকারে লাঞ্ছিত হইতেছি, তুমি দেখিতেছ। এক এক সময়ে এই লাঞ্ছনায় জীবন ভারবহ হইয়া উঠে, সকল সংসার অশান্তির আলয় বলিয়া প্রতীত হয়। তোমার সংসারকে অশান্তির স্থান মনে করা আমাদের মনের অবস্থায় ঘটায়, বাস্তবিক তাহাতে অশান্তির কারণ অতি অল্প বিদ্যমান। রোগ শোক বিপদ এ সকলেতে যে ক্ষণিক অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহাতে তোমার বিশ্বাসিগণের মনের তেজস্বিতা ও উদ্যম বাড়ে, এবং সে অশান্তি তাঁহাদের নিকট

অশান্তি বলিয়াই প্রতীত হয় না, বরং যদি সে সকল না থাকিত তাহা হইলে জীবন মৃতোপম হইয়া যাইত, এই তাঁহাদিগের ধারণা। হে প্রভো, তোমার চরণে এই জন্য ভিক্ষা করি, আমাদের দৃষ্টি যাহাতে সর্ব্বদা তোমার উপরে স্থাপিত থাকিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দাও। তোমার কৃপায় আমাদের এই প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হইবে আশা করিয়া আমরা বার বার তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি।

নাস্তিকতা।

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা এ দুইয়ের মাঝামাঝি আর দ্বিতীয় পথ নাই, হয় নাস্তিক নয় আস্তিক লোকদিগকে হইতেই হইবে। যদি বল, এমন সকল বিষয় আছে, যাহার সম্বন্ধে সংশয় অবশ্যম্ভাবী। সে সকল বিষয়ে কোন একটা মত দৃঢ় করিয়া অবলম্বন করিলে তাহা হইতে মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং নাস্তিকতা ও আস্তিকতা এ দুইয়ের মধ্যে সংশয়ের অবস্থা আছে, এই সংশয় হইতে আস্তিকতায় উপস্থিত হওয়া, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। নাস্তিকতা ও আস্তিকতা এ উভয়ের মধ্যে সংশয় বলিয়া কিছু আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। যিনি আস্তিক তাঁহাতে সংশয় নাই, বিশ্বাস ও নির্ভর আছে। তিনি জানেন তাঁহার দৃষ্টি অতি সঙ্কুচিত। সকল বিষয় একই সময়ে তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে না, সুতরাং তিনি যত জানেন তদপেক্ষা অজ্ঞাত বিষয় অধিক। তবে তিনি যে সকল বিষয় জানেন না, ঈশ্বর তাহা সকলই জানেন এবং সেই সকল বিষয় যখন তাঁহার নিকটস্থ হইবে, জ্ঞানের বিষয় হইবে, তখন তিনি দেখিতে পাইবেন, উহা হইতে কল্যাণ প্রসূত হইয়াছে। কল্যাণ প্রসূত হইবেই যে স্থলে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সেখানে সংশয় কোথায়, বিশ্বাস বিদ্যমান। যাহা জানি না, যাহা এখনও জ্ঞানের অতীত ভূমিতে আছে, তৎসম্বন্ধে সংশয় নাস্তিকতামূলক। অজ্ঞাত বিষয়ে যে বিশ্বাস ও আশা প্রকাশ পায় উহা আস্তিকতা মূলক।

যদি বল, যাঁহারা আপনাদিগকে আস্তিক বলিয়া পরিচিত করেন, তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অনেক সময়ে যখন ভয় সংযুক্ত থাকে, তখন উহাকে প্রকৃত আশা ও বিশ্বাস কি প্রকারে বলিতে পারা যায়। আশা ও বিশ্বাস তখনই প্রকৃত আশা ও বিশ্বাস, যখন ভবিষ্যচ্চিন্তায় মন আনন্দিত হয়। যেখানে ভয় আছে, সেখানে অবশ্য সংশয় আছে। এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে বলিতে পারে, ভবিষ্যতের বিপদ্ বা অনভিমত ঘটনার ভয়ে সে সঙ্কুচিতমনা নহে? যাহা ঘটিবে তাহাতে মঙ্গল হইবেই হইবে, ইহা মনে করিয়া কে কবে উৎফুল্ল মনে বাস করিয়াছে? যখন এরূপ ব্যক্তি নাই বলিলে হয়, তখন নাস্তিক, সংশয়ী ও আস্তিক এই তিন শ্রেণী করাই সমুচিত। যদি কোন আস্তিকের অন্তঃকরণে ভবিষ্যতের চিন্তায় ভয় প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই যে তাহার আস্তিকতার ক্ষতি হয়, ইহা কখন মনে করিতে পার না। ঈশ্বর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন চিন্তা, ভাব বা অভিলাষ মনে পোষণ তিনি অত্যন্ত ভয়ের কারণ মনে করেন। অন্য দশ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মনেও চিন্তা, ভাব বা অভিলাষের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহার নিয়ত প্রার্থনা এই, এ সকল যেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত হয়। তাঁহার ভয় এই যে, কি জানি বা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় তিনি এমন কোন চিন্তা, ভাব বা অভিলাষ হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত নয়। সকল প্রকারের চিন্তা, ভাব ও অভিলাষ ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত করিয়া লইতে গিয়া যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সে সংগ্রাম সংশয়মূলক নহে বিশ্বাস ও আশামূলক। যে কোন চিন্তা, ভাব বা অভিলাষ অণুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী ছিল, তাহা এই সংগ্রামে বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। যদি এরূপ সংগ্রাম না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে জীবনের চিহ্ন থাকিত না।

ফলকথা এই, নাস্তিকতার সহিত যেমন সংশয়,

অবিশ্বাস, ভয়, আসক্তি থাকে, তেমনি আস্তিকতার সহিত আশা, বিশ্বাস ও প্রেম নিয়ত বিদ্যমান থাকে। মানুষের স্বভাব এই, কার্য্য দেখিলেই সে তাহার একটা কারণ নির্দ্ধারণ করিবে। একারণ কত দূর ঠিক, তাহা বিবেচনা না করিয়াই সাধারণ লোকে একটা কোন না কোন কারণ নির্দ্ধারণ করে। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজেরা যুক্তাযুক্ত কিছু বিচার করিতে পারে না, কোন্‌টির পর কোন্‌টি ঘটিল তাহা দেখিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তিটিকে পরবর্ত্তিটির কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া বসে। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা একটি স্থূল বিষয়কে আর একটি স্থূল বিষয়ের কারণ নির্দ্ধারণ না করিয়া স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম এই যুক্তিতে অদৃশ্যকে দৃশ্যের কারণ নির্দ্ধারণ করেন। ভাগ্য, অদৃষ্ট, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম, কালপ্রভাব, এইরূপ কতকগুলি চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম বিষয় দৃশ্য ব্যাপারসমূহের কারণ, তাঁহারা স্থির করেন। পণ্ডিতেরা যাহা স্থির করিলেন, সাধারণ লোকে উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়, সুতরাং তাহারা ঐ কথাগুলিকে দৃশ্য ঘটনাসমূহের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া লয়। অদৃশ্য যদি চির দিন অদৃশ্য থাকিয়া যায়, কোন একটি আধার না পায়, তবে উহার কার্য্য প্রকাশ পাইবে কি প্রকারে? তাই ভাগ্য, অদৃষ্ট, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম, কালপ্রভাব এ সকল নরনারীকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। অমুকের ভাগ্য, অমুকের অদৃষ্ট, অমুকের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম, অমুকের উপরে কালের প্রভাব ভাল বা মন্দ, এইরূপ লোক সকল নিরন্তর নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যে নাস্তিকতা অবস্থান করিতেছে, ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত লোকেরাও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এ সকল শব্দ যে ঈশ্বরকে সরাইয়া রাখিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা অল্প লোকেই ভাবিয়া দেখেন। বরং তাঁহারা মনে করেন, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরকে নিন্দা হইতে রক্ষা করা হইতেছে, কেন না ঈশ্বর যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকল ঘটনার নিয়ন্তা হন, তাহা হইলে তাঁহার নিষ্ঠুরতার আর পারাবার থাকে না।

ঈশ্বরকে বাঁচাইতে গিয়া যে নরনারীর সর্ব্বনাশ করা হইল, ইহা অতি অল্প লোকেই ভাবিয়া দেখেন। একটি নির্দ্দোষ শিশু জন্মগ্রহণ করিল, জন্মগ্রহণ করার কতক দিন পরেই তাহার পিতা বা মাতার মৃত্যু হইল। প্রতিবাসী আত্মীয়গণ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, হায় ইহার অদৃষ্ট কি মন্দ! এই যে একবার তাহার সঙ্গে 'অদৃষ্ট মন্দ' যোগ করা হইল, সমুদায় জীবন আর উহা কিছুতেই ঘুচিল না। সে ধার্ম্মিক হউক, ঈশ্বরভীরু হউক, যাহা হউক, যে কোন অনভিমত ঘটনা ঘটিলেই, সেই ব্যক্তির অদৃষ্ট উহার কারণ এই বলিয়া লোকে তাহার মুখের উপরে দুকথা বলিয়া দেয়। এরূপ অভিযোগ শুনিতে শুনিতে তাহারও একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আর এই বিশ্বাস হইতে চির দিনের জন্য তাহার মন হইতে আশা বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল। যদি এই পর্য্যন্ত হইয়াই থামিত, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি রক্ষা পাইত। কালক্রমে অন্যের বাড়ীতে যদি সে কোন দিন পদার্পণ করে, আর তাহার পরেই সে বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে, অমনি সেই প্রতিবেশী সেই ব্যক্তির পদার্পণকে উহার কারণ নির্দ্ধারণ করে। দুএকটা এইরূপ ঘটনা ঘটিলেই, সে ব্যক্তি 'ডাইন' হইয়া পড়িল, কাহারও যেন বাড়ীতে সে পদার্পণ না করে, তাহারই জন্য যত্ন হইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে 'ডাইনকে' পুড়িয়া মারা ইউরোপে প্রচলিত ছিল, বিদ্বান্ পণ্ডিত লোকেরাও 'ডাইনে' বিশ্বাস করিতেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিতেন। এখন ইউরোপে সামান্য লোকের মধ্যে ডাইনে বিশ্বাস থাকিলেও পুড়িয়া মারা আইনবিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এদেশে 'ডাইন' পোড়ান না হউক, কিছু দিন পূর্ব্বে অনেকের 'ডাইনে' বিশ্বাস ছিল। এখনও ছোটখাট গোছের 'ডাইন' পাওয়া যায়। তাহারা কে? তাহারা সেই সকল ব্যক্তি যাহাদের অদৃষ্ট মন্দ।

যাহা অসত্য, মিথ্যা, যাহা নাস্তিক্যপ্রণোদিত, তাহা হইতে যে ঘোর অনিষ্ট প্রসূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোন এক জন নির্দ্দোষ ব্যক্তির

উপরে ভাগ্যের দোষ দিয়া তাহাকে নীচ করিয়া ফেলা, ইহার তুল্য অধর্ম্ম আর কি আছে? রোগ, শোক,বিপদ্,মৃত্যু কোথায় নাই, কোন্ সময়ে নাই? বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলের সম্বন্ধে ইহারা ঘটিতেছে। ইঁহাদের কালাকাল বিচার নাই, ইহারা আইসে এবং চলিয়া যায়, কিন্তু কাহারও কোন দিন ইষ্ট বিনা ইহারা অনিষ্ট করে নাই, করিতে পারে না। কেন পারে না জান? ইহারা ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত, ঈশ্বরের দূত, প্রচ্ছন্নভাবে কল্যাণ সাধন করা ইহাদের কার্য্য। যাঁহারা আস্তিক, তাঁহারা এ সকলের মর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ সকলকে তাঁহারা মন্দ অদৃষ্টের ফল বলেন না, সৌভাগ্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন। দেখ নাস্তিক ও আস্তিক এ দুইয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। এক জন সংসারপ্রবণ হইয়া সংসারের ক্ষতিবৃদ্ধি গণনা করিতেছে, আর এক জন স্বর্গে বসিয়া সকল ঘটনার মধ্যে কেবল সুখ সৌভাগ্য দর্শন করিতেছে। আস্তিক ও নাস্তিক এ দুইয়ের ঈদৃশ প্রভেদ যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা আস্তিক্যের প্রতি সমাদর এবং নাস্তিক্যের প্রতি হৃদ্গত ঘৃণা পোষণ না করিয়া কি কখন থাকিতে পারেন?

আমাদের মণ্ডলী।

আমাদের মণ্ডলীর মৃত্যু নাই, ইহা চির অমর। যাহারা ইহার মৃত্যু ঘোষণা করে, তাহারা জীবিত নয় মৃত, সুতরাং তাহাদের কথায় কে কর্ণপাত করিবে? মানবজাতির আরম্ভ হইতে যে বিধানের উপাদানসকল জনসমাজে ক্রমে সঞ্চিত হইয়াছে এবং পূর্ণ সময়ে সেই সকল উপদান একীভূত হইয়া যে মণ্ডলীকে গঠন করিয়াছে, তাহার মৃত্যু, একি ঘোর মিথ্যারটনা! ঈশ্বর যাহা আপনি রচনা করিয়াছেন, তাহার বিনাশ কি প্রকারে হইবে? এ মণ্ডলী কি কোন মানবরচিত যে ইহার ধ্বংস হইবে? 'যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্মস্থাপন করিতেছেন, সেই স্থানে যথার্থ বিধানভূমি।' বিধানভূমিতে আর কেহ কর্ত্তা নাই, ইহার সকল লোকেরা 'ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত', 'ঈশ্বরের নিশ্বাস' ইহাদিগকে 'প্রত্যাদিষ্ট করে।' এই বিধানমণ্ডলী তুমি আমি না থাকিলে আর থাকিল না, এরূপ মনে করিও না, কেন না 'এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, য়িহুদিধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম এই বিধানে অন্তর্গত।' আমাদের মণ্ডলী জনকয়েক লোকে বদ্ধ নহে, 'কি হিন্দু সমাজে কি মুসলমান সমাজে যিনি শুদ্ধতার নেতা অথবা যথার্থ যোগী, তিনি এই নববিধানরাজ্যে এক জন প্রধান লোক।' আমাদের সমাজ যখন এত প্রশস্ত ও উদার, তখন আমাদের মণ্ডলীর মৃত্যু হইবে কি প্রকারে?

তুমি বলিবে, জমাট মণ্ডলী না থাকিলে মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য এই সকল কথা অনেকেই বলিয়া থাকে। যখনই এ সকল কথা আমরা শুনিতে পাই, তখনই আমরা বুঝিতে পারি, মণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আপনার দলে লোক না পাইলেই, এইরূপে হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সমাজে লোক খুঁজিয়া বেড়ান হয়। তোমার এ সকল কথায় বুঝিতে পারিতেছি, নববিধান ধর্ম্ম তুমি আজও গ্রহণ কর নাই, তোমার নববিধানধর্ম্মগ্রহণ সামাজিক ভাবে। সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারগুলি ভাল করিয়া নির্ব্বাহিত হইবার উপায় দেখিলে তোমার বিশ্বাস বাড়ে। যখন দেখ যে, সে বিষয়ে তত সুবিধা নাই, তখন তুমি এমন সকল পথ খোঁজ, যে পথ দিয়া তুমি এক দিন এ ধর্ম্ম হইতে সরিয়া পড়িতে পারিবে। এখানে এক জন সেখানে এক জন, এ সম্প্রদায়ে এক জন সে সম্প্রদায়ে এক জন,এরূপ করিয়া যদি ঈশ্বরদর্শী ঈশ্বরাদেশপালননিষ্ঠ যোগী ভক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে তুমি বিধানরাজ্যযুক্ত মণ্ডলীর লোক বলিতে প্রস্তুত নও, কেন না তদ্দারা তোমার সামাজিক কোন সুবিধা বা উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার মনে রাখা উচিত যে, বিধানপ্রবর্ত্তন কালে যাহারা

সামাজিক সর্ববিধ সুবিধায় জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র ঈশ্বর ও তাঁহার ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে তাহারাই বিধানের লোক, তাহারাই বিধানগৃহের স্তম্ভ। তুমি যদি তাঁহাদের পথাবলম্বী না হও, তাহা হইলে তোমার বিধানের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা।

তুমি বলিবে, এ বিধান তো কতকগুলি সন্ন্যাসী ফকিরের বিধান নহে, এ যে সংসার গৃহ সমস্ত লইয়া বিধানের মণ্ডলী। হাঁ তাহা জানি, কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য সকল সুবিধা ত্যাগ করিয়াছেন, ঈশ্বর কি তাঁহাদের সকল সুবিধা করিয়া দেন নাই? বিধানে যতগুলি লোক আসিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমানাবস্থার তুলনা কর, দেখিবে তাঁহারা সংসারে যে অবস্থার কোনরূপে যোগ্য ছিলেন না, বিধানস্থ হইয়া তাঁহারা সেই অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। যদি বল কোন বিষয়ে কোন কোন ব্যক্তির অসুবিধা ঘটিতেছে, এ কথা বলিয়া তুমি পার পাইতে পার না। জিজ্ঞাসা করি, সেই সেই ব্যক্তি বিধাতার বিধান মানিয়া অসুবিধায় পড়িয়াছে, না বিধান না মানাতে অসুবিধায় পড়িয়াছে। আমাদের চক্ষে যতগুলি এরূপ ঘটনা বিদ্যমান আছে, তৎসম্বন্ধে আমরা অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারি, এরূপ অসুবিধা বিধান না মানার ফল। বিধান, মানিব না, অথচ ষোল আনা বিধানের সুবিধা সম্ভোগ করিব, ইহা অসম্ভব। পূর্ণ পরিমাণে বিধান মান, দেখ ঈশ্বর তোমার সকল অসুবিধা দূর করিতে পারেন কি না? যখন বলিতেছি বিধান মান, তখন শুধু তোমার প্রতি এ কথা বলিতেছি না, তোমার পরিবারের সকলকে লইয়া বিধান মান, ইহাই বলিতেছি।

ঈশ্বরতনয় ঈশা বলিলেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।" আজ পর্য্যন্ত এ কথার একটি অক্ষরেরও ব্যতিক্রম আমাদের চক্ষে নিপতিত হয় নাই। যে নবীন রাজ্যের তুমি প্রজা হইয়াছ, সে রাজ্যে চিরদিন বাস করিতে হইলে যে পথ অবলম্বন করিতে হয়, সে পথ যদি তুমি অবলম্বন না কর, তোমার মনে যদি তদ্বিরুদ্ধ ভাব তুমি পোষণ করিয়া বাহিরে বিশ্বাসীর ন্যায় দেখাও, কার্য্যকালে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, পথ ছাড়িয়া তুমি বহু দূরে গিয়াছ, এবং তোমার জীবন শত পরীক্ষায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি বলিবে, নূতন পথে আসিয়া তুমি বিপজ্জালে আবৃত হইয়া পড়িলে, তোমার এ কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না, কেন না সকলেই জানে ঈশ্বর কখন বিশ্বাসঘাতক হইতে পাবেন না, অবশ্য কোথাও তোমারই বিশ্বাসের ত্রুটি ঘটিয়াছে। বিধানপ্রবর্ত্তক বিধাতা তাঁহার লোকদিগের সঙ্গে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ সে অঙ্গীকার পালন করেন নাই, ইহার প্রমাণ ইতিহাসে নাই, আজ তুমি সেরূপ দৃষ্টান্ত পাইবে কোথায়? তুমি আপনি যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছ, সে অঙ্গীকার প্রাণপণে সিদ্ধ করিতে যত্ন কর, যাঁহার ত্রুটি নাই তাঁহার ত্রুটি ধরিতে কেন বৃথা প্রয়াস পাও।

তুমি বলিবে, এ সকল কথা মানিলাম, কিন্তু বৎসরে বৎসরে যে লোক সরিয়া পড়িতেছে, তাহার কি? এ যে দেখিতেছি লোকে বাড়ে না, লোক কেবলই কমে? লোক কমিতেছে তুমি দেখিতেছ, অন্য দিকে লোক ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, তাহার দিকে তোমার দৃষ্টি নাই। প্রথমে বিধান মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে ছিল। এখন যে উহা সকল সম্প্রদায়ে সকল জাতিতে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া চারিদিকে কত লোক প্রস্তুত করিতেছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে দৃষ্টি বদ্ধ রাখিলে এই প্রকারই গোলে পড়িতে হয়। যাহারা বিরোধী ছিল, তাহাদের শিবিরে বিধান গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের দুর্গ অধিকার করিতে বসিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইলে, বল, তোমার কি আহ্লাদ হয় না? ঘরের লোক যদি বিরোধী হন, বিধানের পথে না চলেন, তবে তাঁহারা বাহিরে গিয়া পড়েন, আবার বাহিরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা

ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হন, বিধানের এ লীলা চির দিন হইয়াছে, আজও হইবে। "যে কেহ ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগের সহিত মিলিত হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিশ্বাসী আছেন, পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐক্য হইল। এই যে বিশ্বাসি-দিগের ঐক্য ইহারই নাম নববিধান।" এই কথা গুলি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখ, তাহার পর বল, মণ্ডলী আছে, না মণ্ডলী অন্তর্হিত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আজ তো অদ্বিতীয়স্বরূপের কথা বলিবে ?

বিবেক। দেখ স্বরূপনির্দ্ধারক শ্রুতিতে 'অদ্বিতীয়' শব্দ নাই, 'অদ্বৈত' শব্দ আছে। প্রথমতঃ 'অদ্বিতীয়' ও 'অদ্বৈত' এ দুই শব্দের প্রভেদ বুঝা প্রয়োজন।

বুদ্ধি। কোন একটা কথা তোমায় বলিলেই তা নিয়ে আলাতন হইতে হয়। 'অদ্বিতীয়' 'অদ্বৈত' এ দুইয়ের প্রভেদ ভাবিতে, বল, তোমা বিনা আর কাহার এত মাথার ব্যথা।

বিবেক। শব্দপ্রয়োগের দায়িত্ববোধ যাহাদের নাই, তাহারাই এরূপ কথা বলে। যাহারা সত্যের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহারা কখন এরূপ কথা বলিতে পারে না। শব্দব্যবহারের মধ্যে যখন সত্যাসত্য উভয়ই আছে, তখন ধর্ম্মার্থিগণের শব্দব্যবহারে নিরতিশয় সাবধান হওয়া উচিত।

বুদ্ধি। তোমার মতে তবে মূর্খদের এ সকল শব্দব্যবহারে কোন অধিকার নাই ?

বিবেক। মূর্খেরা পণ্ডিতদের মুখে শুনিয়া এ সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দায়িত্ব মূর্খদের নহে, পণ্ডিতদের! যাহারা লোকের নিকটে পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাদের সেই প্রসিদ্ধির জন্য তাহাদের দায়িত্ব আরও অধিক। যে কোন নূতন শব্দ তাহারা ব্যবহার করে, তাহার তত্ত্ব তাহাদিগের ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। কি জানি বা তাহাদিগের আলস্যে জনসমাজে একটা মিথ্যা চলিয়া যায়, এবং জ্ঞানবিস্তারের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতাবিস্তার হইয়া পড়ে, এ সম্বন্ধে তাহাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। অনুসন্ধান করিলে যাহার তত্ত্ব নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করা ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী। পণ্ডিত হইলেই সে ব্যক্তি বিবেকী হয়, ইহা যখন শব্দব্যবহারেও স্বীকার্য্য, তখন পণ্ডিত হইয়া অবিবেকী হওয়া কি উচিত ?

বুদ্ধি। তুমি এ কি বলিতেছ? কত পণ্ডিত আছেন, কৈ তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি বিবেকী ?

বিবেক। যে ব্যক্তি বিবেকী নয় সে ব্যক্তি পণ্ডিত নয়, ইহা দেখিয়াই শাব্দিকগণ বিবেকী ও পণ্ডিত একপর্য্যায়শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে কথা যাউক, এখন 'অদ্বিতীয়' ও 'অদ্বৈত' এ দুই শব্দের প্রভেদ শোন। 'অদ্বিতীয়' এ শব্দটি আসিয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুতি হইতে। ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভে এই শ্রুতিই গৃহীত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ব্যক্তি "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এই শ্রুতি হইতে 'অদ্বৈত' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ দ্বিতীয় নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, এ অদ্বিতীয় শব্দের এই অর্থ। এই অর্থ ধরিয়াই অনেক পণ্ডিত, ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায় সে সকলই মিথ্যা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছু ছিল না, এক ব্রহ্ম ছিলেন, লয় হইয়া গেলে কিছুই থাকিবে না, কেবল তিনিই থাকিবেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এই শ্রুতি। যদি যোগে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সব উড়াইয়া দিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে 'অদ্বিতীয়' শব্দ ব্যবহার করিতে পার। এ কিন্তু অনন্তস্বরূপের ব্যতিরেক পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই রূপান্তরমাত্র। প্রেমের পর যে অদ্বৈত স্বরূপের ব্যাখ্যা হয় তাহাতে 'তুমি সকলের রাজা সকলের প্রভু' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করাতে দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্বৈতের সঙ্গে সকল জীব ও জগৎ অনুস্যূত রহিয়াছে, এই ভাবেই উহার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। হঠাৎ যদি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ 'তুমি অদ্বিতীয়' এই শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'তোমার সমান কেহ নাই' এ কথাও উচ্চারিত হইয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি অদ্বিতীয়, একথা বলিলে তাহার সমান আর কেহ নাই লোকে এইরূপ বুঝিয়া থাকে। সুতরাং জানিও এখানে লৌকিক ব্যবহার অনুসরণ করিয়া অদ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে, শ্রৌত ব্যবহার নহে।

বুদ্ধি। এই বারতো তুমি গোলে পড়িলে। লৌকিক ও শ্রৌত এই দুটা বড় শব্দ দিয়া দেখিতেছি, গোলটা চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছ।

বিবেক। আমি গোল চাপা দিতেছি তাহা নহে। যখন সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ধরিয়া আরাধনা চলিতেছে, তখন সে স্থলে শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিলে লোকের এই ধারণা হয় যে, এ বাক্য সকল শ্রুতিতে যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইবে।

বুদ্ধি। তুমি এই বা কি বলিতেছ ? এখন যেরূপে উপাসকগণ আরাধনায় ঐ সকল বাক্যের ব্যাখ্যা করেন, শ্রুতির কোথাও তো সে প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না, এ যে একেবারে নূতন।

বিবেক। নূতন হইলেও শ্রুতিবিরোধী নয়, তাহারই বিস্তৃত প্রয়োগমাত্র। যাউক, এখনও 'অদ্বৈত' শব্দে কি বুঝায় বলি নাই,

কথার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছি। অদ্বৈত শব্দের অর্থ—যাঁহার দুই ভাব নাই (অ+দ্বি+ইত+অণ্). একই ভাব। প্রথমতঃ প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যার সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে প্রেমের কতই ভাব। পৃথিবীর নরনারীর যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্য দিয়া যে প্রেম প্রকাশ পায় সে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন আধার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। 'তোমার প্রেম হইয়া শতধা' ব্রাহ্মসমাজের এই সঙ্গীত এই সত্যই প্রকাশ করে। পাত্রভেদে গ্রাহকভেদে প্রেমের যে বিচিত্রতা প্রকাশ পায়, তাহাতে লোকে আপনার আপনার ইষ্টদেবতাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে, এক জনের ইষ্টদেবতার সঙ্গে অন্য জনের ইষ্টদেবতার মিল হয় না, মানুষে মানুষে নয় এইরূপে ইষ্টদেবতায় ইষ্টদেবতায় কলহ উপস্থিত। পুরাণে এরূপ বিরোধ যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মূল এই। এখন 'অদ্বৈত' স্বরূপের আরাধনা কালে দেখিতেছি, এই যে প্রেমের শত ভাব, উহা শত ভাব নহে, একই ভাব। এক অখণ্ড প্রেমকে পাত্র ও গ্রাহকভেদে বহু বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। এখানে যদি 'অদ্বৈত' না বলিয়া 'অদ্বিতীয়' বল, তাহা হইলে সেই বিবিধ প্রকাশ মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায়, 'অদ্বৈত' বলিলে সেগুলি মিথ্যা হয় না কিন্তু একত্বে পরিণত হয়। বুদ্ধি, এ সকল প্রভেদ তোমার ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। কেন না কথা ব্যবহারে অসত্য না হয়, এ সম্বন্ধে যখন সর্ব্বত্র সাবধান হওয়া উচিত, তখন আরাধনাকালে যাহা তাহা করিয়া শব্দ ব্যবহার করিবে; ইহা কি কখন উচিত?

বুদ্ধি। 'অদ্বৈত' শব্দের প্রথম ব্যবহার কি তাহা বলিলে,উহার দ্বিতীয় ব্যবহার কি বল শুনি।

বিবেক। অগ্রে যে প্রেমস্বরূপের ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ প্রথম ব্যবহারের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ব্যবহার স্বয়ং স্বরূপসম্বন্ধে। ব্রহ্মের দুই ভাব নাই একই ভাব, একথা বলাতে তিনি নিত্যকাল যে একই ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এবং কোন কালে কোন হেতুতে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, ইহাই বুঝাইতেছে। আজ তিনি সন্তুষ্ট কাল তিনি অসন্তুষ্ট, আজ তিনি এইরূপে কার্য্য করিলেন, কল্য তিনি যে সেইরূপে কার্য্য করিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই, ইত্যাদিরূপ যদি ঈশ্বরেতে পরিবর্ত্তন থাকিত, তাহা হইলে স্থিরতর নিয়ম বিধি ব্যবস্থা কিছুই থাকিত না; যাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হইতেন তাহার প্রতি এক প্রকার ব্যবহার করিতেন, যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইতেন, তাহার প্রতি অন্য প্রকার ব্যবহার করিতেন। আর এই প্রসন্নতার উপরেই বা নির্ভর কি? কোন্ দিন কোন্ সামান্য কারণে সে প্রসন্নতা অপ্রসন্নতাতে পরিণত হইবে কে জানে? তিনি স্রষ্টা পাতা পিতা মাতা বন্ধু সুহৃৎ গুরু রাজা ইত্যাদি সম্বন্ধে যখন সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁহা ভিন্ন যখন এ সকল সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে নিত্যকালের জন্য সম্বন্ধ আর কেহ নাই, তখন তিনি যদি এ প্রকার অব্যবস্থিত হন, তাহা হইলে না আমাদের কোন মঙ্গল আছে, না সমগ্র জগতের কোন স্থিরতা আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই ব্যবহার একত্র করিয়া এই স্বরূপের এইরূপ আরাধনা হইয়া থাকে:—"তুমি এক, তোমাতে কোন ভাবান্তর নাই, তুমি পিতা হইয়া সকলকে পালন করিতেছ, মাতা হইয়া সকলকে আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, স্তন্য দান করিতেছ, গুরু হইয়া সকলকে শিক্ষা দিতেছ, নেতা হইয়া সকলের পথ প্রদর্শন করিতেছ, রাজা হইয়া সকলকে শাসন করিতেছ; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তোমার অখণ্ড নিয়ম সকল জগৎ ও জীবকে নিয়মিত করিতেছে; তোমারও যেমন কোন পরিবর্ত্তন নাই, তেমনি তোমার শাসন, বিধি,ব্যবস্থা, কিছুরই পরিবর্ত্তন নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পা। কিন্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জী যানি যানি বজ্জিনং বজ্জি চেতিয়ানি অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ তানি সক্করোন্তি গরুকরোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেন্তীতি।

সং। কিং ত্বয়া, আনন্দ, শ্রুতং বৃজিনঃ যানি যানি বৃজিনাং বৃজিচৈত্যানি আভ্যন্তরাণি চৈব বহিঃস্থানি চ তানি সৎকুর্ব্বন্তি, গুরু কুর্ব্বন্তি, মানয়ন্তি, পূজয়ন্তি, তেষাঞ্চ দত্তপূর্ব্বং কৃতপূর্ব্বং ধর্ম্মার্থং বলিং ন পরিহাপয়ন্তীতি।

পা। সুতং মেতং ভন্তে যানি যানি বজ্জিনং বজ্জি চেতিয়ানি অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ তানি সক্করোন্তি গরুকরোন্তি মানেন্তি পূজেন্তি তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেন্তীতি।

সং। শ্রুতং ময়া এতৎ,ভবন্, যানি যানি বৃজিনং বৃজিচৈত্যানি আভ্যন্তরাণি চৈব বহিঃস্থানি চ তানি সৎকুর্ব্বন্তি, গুরু কুর্ব্বন্তি, মানয়ন্তি, পূজয়ন্তি তেষাঞ্চ দত্তপূর্ব্বং কৃতপূর্ব্বং ধর্ম্মার্থং বলিং ন পরিহাপয়ন্তীতি।

পা। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যানি যানি বজ্জিনং বজ্জি চেতিয়ানি অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ তানি সক্করিস্সন্তি গরুকরিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেস্সন্তি তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেস্সন্তি বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানীতি।

সং। যাবন্তং কালং আনন্দ বৃজিনঃ যানি যানি বৃজিনাং বৃজিচৈত্যানি আভ্যন্তরাণি চৈব বহিঃস্থানি চ তানি সৎ করিষ্যন্তি গুরু করিষ্যন্তি মানয়িষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ দত্তপূর্ব্বং কৃতপূর্ব্বং ধর্ম্মার্থং বলিং ন পরিহাপয়িষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব আনন্দ বৃজিনাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। কিন্তি আনন্দ সুতং বজ্জিনং অরহন্তেসু ধম্মিকা রক্খাবরণগুত্তী সুসংবিহিতা।

সং। কিং ত্বয়া আনন্দ শ্রুতং বৃজিভিঃ অর্হতাং ধার্ম্মিকা রক্ষাবরণগুপ্তী সুসংবিহিতা।

পা। কিন্তি অনাগত চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছয়ুং।

সং। কিং তত্র অনাগতাশ্চ অর্হন্তঃ বিজিতং (রাজ্যং) আগমনশীলাঃ।

পা। আগতাচ অরহন্তো বিজিতে ফাসু বিহর য়্যন্তি।

সং। আগতাশ্চ অর্হন্তঃ বিজিতে সুখং বিহরন্তি।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

জীব-পরিচয় ও জীব-সাধন।

হে অমর ধামের যাত্রিগণ! তোমরা যে পথের যাত্রী, আমিও সেই পথের যাত্রী। সহযাত্রী বলিয়া তোমাদিগের নিকটে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে আমার অধিকার আছে। বহু বৎসর অতীত হইল, এক দৈবকণ্ঠে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল,—"উপাসকগণ! আমার মাকে কি তোমরা দেখিয়াছ?" বিশ্বজননীর যথার্থ পরিচয় কত লোক প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি কত লোকে নিরীক্ষণ করিলেন, সত্য করিয়া তাহা ব্যক্ত করিবার কথা ছিল; কয় জন সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। তাদৃশ কোন উচ্চ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আজ আমার সাহস নাই। তোমরা কত কাল ব্রহ্মপ্রসঙ্গ করিলে; কত যোগ ভক্তির গম্ভীর তত্ত্ব আলোচনা করিলে; আমি সেই জন্যই তোমাদিগের নিকটে সে সকল কথা বলিতে ভীত হই। আজ জিজ্ঞাসা করিতেছি, বন্ধুগণ! জীবের পরিচয় কি প্রাপ্ত হইয়াছ? জীবকে কি চেন? জীবকে কি দেখিয়াছ? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিকে যে তোমরা দেখিয়াছ, তাহা আমি জানি। তাহাদিগের পরিচয় পাইয়াছ কি না, সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। জীবশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, অতি নিম্ন অবস্থা হইতে জীব ক্রমে ক্রমে কি উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উন্নতি যদি না বুঝিয়া থাক, কিরূপে বলিব, জীবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ? এই জীব শৃঙ্খলার শীর্ষদেশে কার আসন, কার স্থিতি, তাহা কি বলিতে পার? সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের কথাই বলিতেছি, তাঁহার পরিচয় কি প্রাপ্ত হইয়াছ? সেই জীবকে তোমরা জীবাত্মাই বল, ব্রহ্মসন্তানই বল, অথবা নরহরিই বল; যে শব্দেই অভিহিত কর না কেন, তাঁহার পরিচয় না পাইলে জীবের সমগ্র পরিচয় পাওয়া হয় না। সেই জীবে ব্রহ্মের কি উজ্জ্বল প্রকাশ! চারি দিকে যে মানবাত্মা দেখিতে পাও, সে মানবাত্মাকে দেখিয়া এই মহাজীবাত্মার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের পরিমাণ করিও না। ক্ষুদ্র শিশুর আকৃতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া কেহ পূর্ণাবয়ব পূর্ণবিকশিত মানবের আকৃতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতার সীমা নির্দ্ধারণ করে না। রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তিশালী পুরুষের পরিচয় কে লাভ করিতে পারে? বীজ দেখিলেও বৃক্ষের সমগ্র পরিচয় লাভ হয় না; নদীর মূলমাত্র অবলোকন করিলে তাহার প্রভাব ও তরঙ্গ অবধারণ করিতে পারা যায় না। বন্ধুগণ! তোমরা কি বৃন্তচ্যুত শুষ্ক ধূলিধূসরিত কুসুম পল্লব নিরীক্ষণ করিয়া কুসুমের সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের কোন পরিচয় প্রাপ্ত হও? আমাকে দেখিয়া, চারিদিকের লোকগুলিকে দেখিয়া সেই শ্রেষ্ঠ জীবের প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পার না। এই ক্ষুদ্র জীব ঐ মহাজীবে পরিণত হয়, এই মলিন মানবের ভিতর হইতে ঐ সুন্দর মানবের উত্থান হয়। দেখ, ঐ জীবাত্মা নিরন্তর ব্রহ্মেতেই স্থিতি ও বিচরণ করিতেছেন; ব্রহ্মেতেই উঁহার বাস। দেখ, ঐ জীবাত্মার মুখ নিরন্তর ব্রহ্মেরই দিকে স্থাপিত। দিগ্‌দর্শনের মুখ নিরন্তর উত্তরদিকে স্থিতি করে; সেই জন্য তাহার কত ক্ষমতা। অকূল সাগরে কাহার প্রভাবে তরণী গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হয়? এই সামান্য যন্ত্র দিবানিশি এক দিকে মুখ করিয়া থাকে, সেই জন্যই ইহা কর্ত্তৃক অকূল বিশাল সমুদ্রে পথ প্রদর্শিত হয়। ঐ জীবাত্মার মুখ নিরন্তর ব্রহ্মেরই দিকে; ঐ মুখ দেখিয়া আমরা এই ভবসাগরে যদি আমাদিগের পথ নির্ণয় না করি, তবে আর কিরূপে করিব? বায়ু যখন এক দিকে প্রবাহিত হয়, তখনই সে তরণীর গতিকে সাহায্য করিতে পারে; যে স্থানে বায়ু চঞ্চল, প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, সে স্থানে তরণীর মহাবিপদ। ঐ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি ঘনিষ্ঠ যোগ দেখ; জীবাত্মা পরমাত্মার দিকেই নিরন্তর চলিতেছে। ঐ আকর্ষণে যাঁহারা আকৃষ্ট হন, তাঁহারা ধন্য! তোমার আমার ভিতরে কত পাপ, কত কুপ্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; ঐ জীবাত্মার ভিতরে পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুই যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। বিশুদ্ধ রক্ত যেমন দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, পরমাত্মা তেমনই ঐ জীবাত্মার লাবণ্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রহ্মের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শক্তি নিরন্তর ঐ জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান, এই জীবাত্মাকে, হে উপাসকগণ, তোমরা কি বিশ্বাস কর? তোমরা ব্রহ্মবিশ্বাসী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছ; এখন বল, এই জীবকে কি তোমরা বিশ্বাস কর? যে সুন্দর জীবাত্মার শ্রী বর্ণনা করিলাম, সেই জীবাত্মা যে পৃথিবীতে বাস করিতে পারে, এ কথা কি তোমরা বিশ্বাস কর? ব্রহ্মবিশ্বাসী হইয়াছ, এখনও জীবে বিশ্বাসী হও নাই, এ কথা কিরূপে বলিব? তোমাদের মলিন অন্তঃকরণ হইতে এই মহাজীবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর? জীবকে যদি বিশ্বাস কর, তবে এমন নির্জ্জীবের মত হইলে কেন? যে চরিত্র লাভ করিয়াছ, তদপেক্ষা উচ্চ মহৎ চরিত্র হইতে পারে, এ কথা মনে স্থান দিতে পারিতেছ না কেন? যে প্রেম, ভক্তি, নিঃস্বার্থতা ও পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আরও অর্জ্জন করিবার আছে,

একথা মনে করিতে পারিতেছ না কেন? যে প্রগাঢ় উপাসনায় পরিতৃপ্ত হইতেছ, উপাসনার তদপেক্ষাও প্রগাঢ়তা হইতে পারে, উপাসনা দ্বারা তদপেক্ষাও অধিকতর তৃপ্তিলাভ সম্ভব, ইহা কেন তোমাদের ধারণা হয় না? জীবে বিশ্বাস নাই বুঝি? ব্রহ্মসন্তানে বিশ্বাস কর না বুঝি? ব্রহ্মসন্তানকে যদি বিশ্বাস করিতে, তবে নিশ্চয়ই সে অবস্থা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে। যেখানে বিশ্বাস, সেখানে আশা ও উদ্যম। ঐ অবস্থা লাভের আশা সত্য কি তোমাদিগের হৃদয়ে আছে? আশা ও উদ্যম না থাকিলে কিরূপে বলিব, তোমরা শ্রেষ্ঠ জীবকে বিশ্বাস কর? তোমরা মণ্ডলী গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; তোমরা স্বর্গরাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছ, তোমাদের উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়াছে। যে জীবের কথা বলিতেছি, সেই জীব ভিন্ন অন্যে মণ্ডলী গঠন করিতে পারিবে না; সেই জীব ভিন্ন কে আর স্বর্গরাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইবে? আমি এখন তোমাকে আমা হইতে ভিন্ন মনে করি, তুমি এখন আমাকে তোমা হইতে পৃথক বোধ কর। জগতের সকল নর নারীর সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সকলের সুখের উপরি যে আমাদের সুখ নির্ভর করে, সকলের দুঃখে যে আমাদিগের দুঃখ বৃদ্ধি পায়, অন্যের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যতিরেকে যে তোমার আমার কল্যাণ শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব, এ কথা অন্তঃকরণে ধারণ করিতে পারি না। আমরাই আবার মণ্ডলী গঠন করিব? আমরাই আবার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব? অসম্ভব; অসম্ভব। আমাদিগের ভিতর হইতে যদি প্রেম পবিত্রতার বিকাশ হয়, আমাদিগের আত্মার যদি স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতিজনের বিকাশ হইতে হইতে এক অখণ্ড বিরাট্ মানবাত্মার আবির্ভাব হইবে। সেই মানব, সেই ব্রহ্মসন্তান মণ্ডলী গঠন করিবেন; স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। অপ্রেম ও অশুদ্ধতা লইয়া আমরা যদি এই মহাব্যাপার সাধন করিতে অগ্রসর হই, চিরকালই নিরাশ ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে। এখন যতটুকু প্রেম আছে, এখন যতটুকু শুদ্ধতা আছে, ইহাতে স্বর্গরাজ্য সংগঠিত হইল না। এই আত্মার যখন একটুও স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তখন আপনাকে অন্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বোধ করিতাম, অন্যের মঙ্গলে উদাসীন হইয়া আত্মমঙ্গল অন্বেষণ করিতাম; ক্রমে আত্মার স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়বর্গের মঙ্গল ভিন্ন আমার স্বতন্ত্র মঙ্গল নাই। তাঁহাদের শান্তি ভিন্ন আমার শান্তি নাই; তাঁহাদের পবিত্রতা ভিন্ন আমার পবিত্রতা নাই। আত্মস্ফূর্ত্তির এখানে শেষ নয়। বন্ধুগণ! সকল মানবের ব্যথাতে কি ব্যথা বোধ কর? সকলের শ্রীবৃদ্ধিতে কি উল্লাস অনুভব কর? অন্যে পাপ করিলে তুমি কি আপনাকে পাপী বলিয়া মনে কর? সকল মানব যে এক মানব, তুমি যে অখণ্ড মানবের অংশমাত্র, তাহা কি বুঝিতে পার? পুরাকালে দেবর্ষি নারদ রত্নাকরকে বলিয়াছিলেন, এ জগতে কেহ কাহারও পাপ ভার বহন করে না। রত্নাকর যখন আপনার স্ত্রী ও পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি আমার পাপের অংশভাগী হইবে?" তাঁহারা সকলেই পাপভারগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মোপাসকগণ! তোমরাও কি বলিতেছ, কেহ কাহারও পাপভার মস্তকে লইবে না? পিতা মাতাকে পাপী রাখিয়া পুত্র কন্যারা কি স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারেন? আত্মীয় ও স্বজাতীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ কি নিষ্পাপ হইয়া অমরধামে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন? আমি ত আর মনে করিতেছি না, বন্ধু! তোমার মঙ্গল না হইলে আমার মঙ্গল হইতে পারে। তুমি পীড়া ভোগ করিবে, আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিব; তুমি দুঃখে ক্রন্দন করিবে, আমি সুখে হাস্য করিব; তুমি পাপে জড়িত থাকিবে, আমি পবিত্রতার বিমলানন্দ আস্বাদন করিব; ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রতিবেশীর দুঃখে আমাকে দুঃখ বোধ করিতে হইতেছে; পিতা মাতার পাপভার সন্তানের মস্তকে পড়িতেছে। তুমি আমি পরস্পর যত ভিন্ন মনে করি, বস্তুতঃ আমরা তত ভিন্ন নই। জগদ্বাসী নর নারীর মুক্তি না হইলে তোমার আমার মুক্তি কোথায়? আমাদিগের প্রতিজনের পাপে অন্যের পাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অন্যের পাপে আমাদেরও অপরাধ অধিকতর হইয়া উঠে। তবে আর কাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিব? কাহার নিকটে অহঙ্কার প্রকাশ করিব? আমার শ্রীবৃদ্ধিতে অপরের শ্রীবৃদ্ধি হয়; অন্যের শ্রীবৃদ্ধিতে আমার শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিরূপে তবে আর অখণ্ড মানবকে অস্বীকার করি? এই অখণ্ড মানবে অবিশ্বাস ও আত্মহত্যার চেষ্টা একই। হে বন্ধু! তুমি যে অন্যের সহিত কলহ করিতেছ, অন্যকে পরিত্যাগ করিতেছ, অপমান করিতেছ, ঘৃণা করিতেছ; ইহাতে যে আপনারই অকল্যাণ হইতেছে, তাহা কেন বুঝিতেছ না?

আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে কিরূপে উদ্ধার লাভ করিব? কোন্ সাধনপন্থা অবলম্বন করিয়া জীবের ঐ শ্রেষ্ঠ প্রকাশকে উপার্জ্জন করিব? ব্রহ্মসাধন করিতে হইলে যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন, জীবসাধন করিতে হইলে তদ্রূপ জীবজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। যে অবস্থায় আমরা স্থিতি করিতেছি, এ যে জীবের প্রকৃত অবস্থা নয়, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান যেমন শ্রেষ্ঠ, জীবজ্ঞানও তেমনই অসাধারণ। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মসাধনের সহায়; ব্রহ্মসাধনও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপোষক। জীবজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবসাধন অসম্ভব; জীবসাধনও জীবজ্ঞানকে অধিক কার্য্যকর ও ফলপ্রদ করে। যোগ, ভক্তি ও সেবা যেমন ব্রহ্মসাধনার প্রণালী; যোগ, ভক্তি ও সেবা তেমনই জীবসাধনার প্রণালী। ব্রহ্মযোগ সাধন কর; জীবের সহিত যোগ সাধন করিবে না? যে জীবের কথা বলিলাম, সেই আদর্শ জীবকে সম্মুখে রাখিয়া অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ কর; তাঁহার গুণরাশি, রূপরাশি ধ্যান কর; ক্রমে তুমি যাহাতে ঐ জীবে বিলীন হইতে পার, তাহার চেষ্টা কর। ব্রহ্মযোগসাধনের যে উপায়, জীবযোগ-

সাধনেও সেই উপায়। সকল মানবাত্মাকে একত্র গ্রহণ কর; সকলের মধ্যে এক জীবকে অনুভব কর। নির্জ্জনে বসিয়া যেমন ব্রহ্মচিন্তা কর, ব্রহ্মস্থিতিতে নিমগ্ন হও, তেমনই জীবচিন্তা করিতে থাক. আদর্শ ব্রহ্মসন্তানের চিত্র হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দেখিতে থাক; ব্রহ্মসন্তানে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া স্থিতি কর। যোগী হইতে হইবে; কিন্তু কেবল ব্রহ্মযোগী নয়, জীবযোগীও হইতে হইবে। ব্রহ্মের প্রতি যাহাতে ভক্তি উদ্দীপন হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু এই জীবাত্মা ব্রহ্মসন্তানকে কি ভক্তি করিবে না? এ ভক্তিও সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মভক্তি উদ্দীপনের জন্য যে চেষ্টা কর, এখানেও সেই চেষ্টার আবশ্যক। জীবের ভিতরে ব্রহ্মের জীবন্ত প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া জীবকে ভক্তি কর। ব্রহ্মসন্তানের নিকট প্রণত হও। সকল মানবে দেবশিশু জীবকে দেখিতে অভ্যাস কর। ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলে জীবে প্রীতি সঞ্চারিত হইবে কেন? ভক্তির সঙ্গে অনুরাগ; ভক্তির সঙ্গে সেবা। এই জীবভক্তিতে ব্রহ্মভক্তি পরিপুষ্ট হয়। আর জীবকে ছাড়িয়া কখনও কি সেবা সাধন হইতে পারে? ব্রহ্মসেবা ও জীবসেবা এ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কৈ? ব্রহ্মের কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হও, জীবের কর্ম্ম করিতে হইবে। জীবের কর্ম্ম কর, জীবের সেবাতে নিযুক্ত হও, জীবের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ কর, ব্রহ্মসেবা উদ্যাপিত হইবে। জীব ছাড়িয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর যে কল্পনা করিতে পারি না। জীবজ্ঞান, জীবযোগ, জীবভক্তি ও জীবসেবা,—সাধনের পথ খুলিয়া গিয়াছে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, সেবা ব্রহ্মকে ধরিয়া সাধন করিতে হইত; এখন জীবকে ধরিয়াও সাধন করিতে হইবে। যখন ব্রহ্মের নামে অনেক ক্রিয়াকাণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু জীবের নামে কিছুই হয় নাই, তখনই শ্রীবুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "সব কথা বন্ধ কর, সকল আড়ম্বর হইতে নিবৃত্ত হও; জীবে প্রীতি স্থাপন কর।" ব্রহ্মসাধনা করিতেছ, অথচ ব্রহ্মসাধনার ফল নাই, এই বলিয়া শাক্যবুদ্ধ কেবল ফলের কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা অনেক উচ্চতত্ত্ব আলোচনা করি, অনেক উচ্চ সাধন অবলম্বন করি; জীবের কথা সামান্য কথা বলিয়া মনে করি। এখন আর উচ্চ কথা উচ্চারণ করিব না; একবার নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া জীবকে দেখি, জীবকে সাধন করি।

হে প্রাণেশ্বর! তুমি ভিন্ন জীবের পরিচয় আমাদিগের নিকটে আর কি দিবে? তুমি যদি জীবকে চেনাও তবেই চিনিতে পারি; তুমি যদি জীবের সঙ্গে যোগ বাঁধিয়া দাও, তবেই যোগ হওয়া সম্ভব। তোমার শরণাপন্ন হই। হে নাথ! জীব হইব কিরূপে? ব্রহ্মসন্তানরূপে পরিচিত হইব কিরূপে? আমাদের অপ্রেম ও অশুদ্ধতা তুমি দূর করিয়া দাও। সকল লোকের তৃষ্ণাতে যেন আমি তৃষ্ণা অনুভব করি; সকলের ক্ষুধাতে যেন আমি ক্ষুধিত হই। সকলের ক্লেশ আমার ক্লেশ হউক; সকলের ব্যথা ও দারিদ্র্য আমারই ব্যথা ও দারিদ্র্য হউক; সকলের অপমান আমার অপমান হউক। সকলের পাপের জন্য আমিও যে পাপী, তাহা অনুভব করিতে দাও। আমি নিজে পাপ ও অপরাধ করিয়া যেন জগতের নর নারীর পাপ-অপরাধ বৃদ্ধি না করি। আমরা সকলে দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অহঙ্কার, কুরুচি, কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, প্রেম পবিত্রতাতে একীভূত হইয়া অখণ্ড মানবরূপে যাহাতে তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

আকাশেশ্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখানে অর্জ্জুনের কথার সহিত আমাদের অনেকাংশেই একতা আছে; কারণ আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলে ব্রহ্মের স্থান কোথায়? আকাশের সর্ব্বব্যাপকতা ও নিরঞ্জনতা প্রভৃতির যে কোন অভাব নাই তাহা আমরা পূর্ব্বে বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি। আকাশ যে উৎপন্ন (ভৌতিক) পদার্থ নহে, আকাশের গুণ যে শব্দ নহে, আকাশ যে নিত্য পদার্থ তাহাও পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। এখন ভগবান্ শব্দকে আকাশের গুণ বলিয়াছেন তাহাতে আমরা একমত হইতে পারি না। আর আকাশকে ও বায়ুকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়া তাহাদের কোন রূপ নাই বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ সূক্ষ্মতা হেতু কোন বস্তু আমাদের অদৃশ্য হইলেই যে তাহার রূপ নাই, এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই মূলশূন্য। এখানে ভগবান্ আকাশকে শূন্যস্বভাব ও ব্রহ্মকে শূন্য বলিতেছেন, ইহাতে উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন দুইটি আকাশ হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, উৎপন্ন অর্থাৎ ভূত বা ভৌতিক পদার্থ হইলেই তাহা সীমাবিশিষ্ট হইল। অনুৎপন্ন অসীম আকাশ (শূন্য) ব্রহ্মের মধ্যে আবার উৎপন্ন সীমাবিশিষ্ট আকাশ (শূন্য) কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা শূন্য তাহা সীমাবিশিষ্ট কিছুতেই হইতে পারে না।

এখানে অর্জ্জুন আকাশের সর্ব্বব্যাপকতানিবন্ধন ব্রহ্মের স্থানাভাবের আশঙ্কা করিয়া ভগবান্‌কে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাতে ভগবান্ উক্তরূপে আকাশের সর্ব্বব্যাপকতার খর্ব্বতা সাধন করত অর্জ্জুনের আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কথায় অর্জ্জুনের সে আশঙ্কা দূর হয় নাই; কারণ পূর্ব্বোদ্ধৃত অনেক শ্লোকেই তিনি আকাশকেই পরমাত্মা বলিয়াছেন। যদি শূন্য অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে একটি উৎপন্ন আকাশ থাকিবে, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪৫ শ্লোকে 'আকাশঃ পিবতি প্রাণং' এই কথা বলিয়া জীবাত্মার ব্রহ্মে লয় হওয়া অর্জ্জুনকে দেখাইবেন কেন? এখন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই আকাশ কি ব্রহ্ম, আপনি অনন্ত? এখানে (৪৭ শ্লোক) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আকাশের সর্ব্বব্যাপকতার খর্ব্বতা সাধন করিয়াছেন, আকাশকে অদৃশ্য পদার্থ বলিয়াছেন, কিন্তু অন্যত্র বলিতেছেন;

দৃশ্যন্তে দৃশি রূপাণি গগনং ভাতি নির্ম্মলং।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ং॥ ১০॥

বিমল আকাশ যেরূপ নেত্রে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়, আর তত্রস্থ নামরূপাদি দ্রব্যসমূহ যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ যে ব্যক্তি "আমিই অক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপ" এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অদ্বয়স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন; ইত্যাদি।

জ্ঞানানন্দলহরীধৃত ৩ অ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় উত্তরগীতা।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গগতা শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।

আমাদের ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময়, তিনমাস কাল দারুণ রোগের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। সরলহৃদয়া ভগ্নী ১৪ বৎসর কাল আমাদের গৃহে বাস করিয়াছেন, আমাদের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হইয়া জীবনের ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা শ্রীমতী কৃপাকুমারীকে হারাইয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন, এমন কি সেই সময় হইতেই তাঁহার শরীরও ভগ্ন হইতে আরম্ভ করে। প্রার্থনা উপাসনা সংগীতাদির দ্বারায় তিনি মনে অনেক সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু কৃপাকুমারীকে দেখিবার জন্য তাঁহার আত্মা বড়ই ব্যাকুল ছিল। তিনি যখন তখনই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেন, কবে কৃপার কাছে যাইব? এবার যখন রোগের প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন ডাক্তরগণ তাঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার পরামর্শ দেন, কারণ তাঁহার সে রোগের চিকিৎসা বাড়ীতে ভালরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমতঃ তাঁহাকে লেডি ডফারিন হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। সেখানকার গুণবতী দয়াশীলা ডাক্তার শ্রীমতী কুষ্টি বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার চিকিৎসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার যে পীড়া হইয়াছে তাহাতে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন, তিনি নিজেই ইডেন হাঁসপাতালের বিচক্ষণ ডাক্তর পেক সাহেবের দ্বারা এই অস্ত্রচিকিৎসা করাইবার পরামর্শ দেন এবং যত্নের সহিত রোগীকে বাটীতে আনাইয়া ডাক্তার পেক্‌, ডাক্তার এন দাস এবং তিনি নিজে রোগীকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষাতে সকলে একমত হইয়া স্থির করেন, ইডেন হাঁসপাতালে লইয়া যাইয়া সেখানেই অস্ত্র হইবে। হাঁসপাতালে যাইবার পরদিনই সাংঘাতিক অস্ত্র হইয়াছিল, শ্রীমতী খুব সহ্য করিয়া সে সকল কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিয়াছিলেন। প্রায় ৩ মাস কাল হাঁসপাতালে চিকিৎসার অধীন থাকিয়া বেশ আরোগ্যলাভ করিলেন, ক্ষতস্থান সকল বেশ শুকাইয়া গেল। একটু শরীরে বল আসিল, বাটীতে আনিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীদের ঘরে দুই তিন পা করিয়া তিনি অল্প অল্প হাঁটিতে লাগিলেন। শরীরের সুস্থতার সঙ্গে মনের বলও বেশ বিকাশ পাইতে লাগিল, স্বামীর সহিত তিনি প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেন। প্রথমে স্বামী প্রার্থনা করিতেন তিনি যোগ দিতেন। এক্ষণ তিনিই আচার্য্যের প্রার্থনা পুস্তক হইতে প্রতিদিন একটী একটী প্রার্থনা পাঠ করিয়া স্বামীকে শুনাইতেন। সঙ্গীত পুস্তক হইতে গান গাহিতেন, হাঁসপাতালে অন্য রোগীদের জন্য উচ্চস্বরে গান গাওয়া নিষেধ, ইহা শুনিয়া তিনি মৃদুস্বরেই গান করিতেন। লোকজনের প্রতি আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ অনুরাগ পুনরায় বেশ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কাল বুধবার বাটীতে বাড়ী আসিবেন সব স্থির। হঠাৎ মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় কম্প দিয়া জ্বর আসিল। কেন এরূপ হইল কারণ জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তারগণ ঠিক কারণ বলিতে পারিলেন না। সেই জ্বর ক্রমে বাড়িতে লাগিল, বুধবার বৈকাল হইতে বাক্‌শক্তি বন্ধ হইল, বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। ডাক্তারগণ ঘন ঘন দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে কিছুই ত্রুটী করিলেন না। মানুষের সাধ্য যাহা তাহা হইল। বিধাতার অভিপ্রায় যাহা তাহা কে খণ্ডন করিতে পারে? আমাদের বন্ধু ডাক্তারগণ যাইয়া দেখিলেন, বুঝিলেন আর বিলম্ব নাই, শ্রীমতী আর এ পৃথিবীতে থাকিবেন না। আস্তে আস্তে মহানিদ্রায় ভগ্নী ভুবনমোহিনী স্বামী ও বন্ধুগণকে এই পৃথিবীতে রাখিয়া স্বধামে যাইয়া সকল রোগ শোক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ গৃহে আনীত হইল। সেখানে বন্ধুগণ সমবেত হইলে, তাঁহার দেহ পুষ্পাদিতে সজ্জিত এবং অন্ত্যেষ্টিসমুচিত উপাসনা হইল। লীলাময়ী মা আমাদের ন্যায় দুঃখী কাঙ্গাল সন্তানগণকে লইয়া কত লীলাই করিতেছেন, তাঁহার এই সকল লীলার ভিতর বাস করিয়া আমারা যেন তাঁহার প্রসন্ন মুখ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এ বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ নহে, ভবিষ্যৎ মিলনের আশাই আমাদিগের প্রাণকে অনন্তের দিকে টানিতেছে। সে দেবলোকে আচার্য্য সপরিবারে পরমমাতাকে লইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, আমাদের ভগ্নী আজ সেই লোকে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আত্মা দেবসহবাসে দিন দিন আরও উন্নতি লাভ করুক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিগত শনিবার তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতাস্থ প্রচারকবর্গ এবং অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা সমবেত হইয়াছিলেন। ভাই প্যারীমোহন যে প্রার্থনা করেন, ও তাঁহার পত্নীসহ কথোপকথনের গুটী কয়েক কথা পাঠ করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পরমেশ্বর; তুমিই দিয়াছিলে এবং তুমিই লইয়া গেলে। আমার প্রিয়তমা পত্নীকে তুমি সেই অপরিচিত অজ্ঞাত দেশে লইয়া গিয়াছ, যে দেশ হইতে কেহই আর কখন ফিরিয়া আসে না। তোমার কৃপায় তিনি ভয়ানক রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। অন্তর্যামী হৃদয়ের স্বামী, তুমি দয়া করিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে স্বর্গের আরাম, শান্তি, সুখ এবং সান্ত্বনা দান কর। তাঁহাকে তুমি প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছ।

কন্যার শোকে তিনি অধীরা হইয়াছিলেন; কিন্তু তুমি তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস দিয়াছিলে যে আনন্দধামে তাঁহার কন্যাকে তুমি সুখে রাখিয়াছ। আড়াই বৎসর পূর্ণ না হইতেই তুমি তাঁহাকেও সেই চিদানন্দ রাজ্যে লইয়া গেলে। ধন্য স্বর্গরাজ্যেশ্বর, জয়, জয়, তোমারি জয়।

তোমার আদেশে যথা সময়ে আমিও সেই সুখ-নিকেতনে আমার শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় অশরীরী অমরাত্মাগণের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইয়া নিত্য ব্রহ্মোৎসব ভোগ করিব। আমাকে তুমি পবিত্রাত্মা করিয়া সেই গৌরবের রাজ্য, সেই নিত্যধামে বাস করিবার জন্য উপযুক্ত কর। ধন্য তোমার পূর্ণ প্রেম! ধন্য তোমার নিত্য প্রেম! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পতি। প্রিয়ে, আমা হইতে তোমার প্রিয়তর কে আছেন?

সতী। পৃথিবীতে তোমা হইতে আমার প্রিয়তর কেহই নাই; কিন্তু স্বর্গের ঈশ্বর তোমা হইতে আমার প্রিয়তর। তিনিই আমার প্রিয়তম প্রাণপতি।

পতি। তবে আমাকে কেন পতি বল?

সতী। তুমি তাঁহার ছায়া। তিনিই আমাকে তোমার কাছে আনিয়াছেন।

পতি। অনেক দুষ্ট রাবণ সাধুর বেশে তোমার নিকটে আসিবে। কিরূপে তাহাদের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে?

সতী। যিনি এত কাল রক্ষা করিয়াছেন তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন।

পতি। ঈশ্বরের কাছে তুমি কি বর প্রার্থনা কর?

সতী। ঈশ্বরের কাছে আমি কিছুই চাহি না; কেবল তাঁহাকেই চাহি।

পতি। তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

সতী। ঈশ্বরসন্তানগণের সেবা করা; কিন্তু কাহারও প্রতি আসক্ত না হওয়া।

পতি। তুমি ঈশ্বরকে কি বলিয়া ডাকিতে ভালবাস?

সতী। তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতে ভাল লাগে।

সংবাদ।

বঙ্গ মহিলাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে বিশুদ্ধ পন্থা প্রদর্শন করিয়া ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে একটি বিদ্যালয় বহুকাল পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া তাহার শিক্ষাকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন; নানা কারণে সেই কলেজ এক্ষণে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী নারীসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বিদ্যার্থিনী মহিলাগণ এক্ষণে পুরুষদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত ব্যবস্থামত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যত দূর স্বীয় জীবনকে তাঁহাদের নারীস্বভাবসুলভ করিতে পারিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অপর পক্ষে আমারা যত দূর দেখিতেছি, আধুনিক শিক্ষিত নারীগণ প্রায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। সন্তানাদিপ্রতিপালন, সংসারের শ্রীসৌন্দর্য্যসাধন, আত্মীয় কুটুম্বদিগের সেবা প্রভৃতি কার্য্য হইতে তাঁহারা বিমুখ হইতেছেন। এই সকল অনিষ্ট নিবারণ জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজপুনঃস্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে আমাদের মফস্বলস্থ জনৈক সমবিশ্বাসী ভ্রাতা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি তাঁহার মনের ভাব কিয়ৎপরিমাণে 'ইণ্টারপ্রিটার আণ্ড নিউ ডিস্পেন্সেসন' কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের ভ্রাতার সহিত আমরা একহৃদয় হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করি। কি ভাবে কি করিয়া এই মহান্ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য কলিকাতায় কয়েকটি বন্ধু একত্র হইয়া পরামর্শ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায় হউন।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রায় মাসাবধি কাল পূর্ব্ববাঙ্গালায় নববিধান প্রচার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ভাই উমানাথ গুপ্ত কয়েক দিন যাবৎ উলুবেড়িয়ার সন্নিকট বাগনন নামক পল্লিগ্রামে বাস করিয়া শারীরিক অনেক সুস্থতা অনুভব করিতেছেন। ডাক্তার রসিকলাল দে মহাশয় এবং স্থানীয় বন্ধুগণ তাঁহার সেবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বন্ধুদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল করুন। ভাই উমানাথ তমলুক গিয়াছেন।

আমাদিগের গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্, এ, প্রচারার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া ৬ই জুন বৃহস্পতিবার ফরিদপুরে উপস্থিত হন। ঢাকা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় তৎপূর্ব্বেই কার্য্যবশতঃ ফরিদপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ৬ই জুন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের এক বিশেষ উপাসনা সম্পন্ন হয়। উপাসনা-কার্য্য শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়। "ভয় ও প্রেম" উপদেশের বিষয় ছিল। ৭ই জুন প্রাতঃকালে সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনা হয়; ভাই বঙ্গচন্দ্র উপাসনা করেন। ভীতি ও প্রীতি লইয়া যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তি প্রার্থনার বিষয় ছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণে শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কর্তৃক বাঙ্গালা বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়,—"ধর্ম্মের প্রাচীন ও নবীন আদর্শ।" তৎপর দিন অপরাহ্ণে তিনি Essentials in Religion বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় আর একটী বক্তৃতা করেন। উভয় বক্তৃতাই শতাধিক লোক সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় দুই দিনই সভাপতির কার্য্য করেন।

মধ্যবিত্তাবস্থার লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কুচবিহার মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা। তিনি তাঁহার কলেজে বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। সম্প্রতি তিনি একটি ব্রাহ্মনিকেতন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটি বাড়ী প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, এই জুলাই মাস হইতেই ঐ নিকেতনটি খোলা হয়। যত দিন বাটী প্রস্তুত না হয় একটী বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে ছয়টি ছাত্র বেশ থাকিতে পারিবেন। ছাত্রদিগকে চাকরের বেতন বাড়ীভাড়া কিছুই দিতে হইবে না, কেবল তাঁহারা আহারের জন্য যাহা খরচ লাগিবে তাহাই ব্যয় করিয়া অনায়াসে নির্ভাবনায় লেখা পড়া করিতে পারিবেন। ছাত্রদিগকে ব্রাহ্মনিকেতনের নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা নিকেতনে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন শীঘ্র কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবের নিকট 'সাবিত্রীলজ' ঠিকানায় দরখাস্ত করেন।

আমাদের লাহোরবাসী সমবিশ্বাসী ভ্রাতা লালা কাশীরাম তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুসংবাদ দিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন, এই ঘটনা লাহোরে ১৪ই জুন সন্ধ্যা ছয়টার সময় হইয়াছে। পরলোকগত আত্মা স্বর্গধামে শান্তি আরাম ভোগ করিয়া সুখী হউন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ১২ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ় রবিবার, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, মনের চিন্তা মনের ভাব তোমার অনুমতিব্যতিরেকে ভাবপ্রবণতায় যখনই সংসারের নিকটে আমরা প্রকাশ করিতে গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, উহার সহিত অসত্য, দুঃখ ও ক্লেশের বীজ সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক বার চিন্তা ও ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলে আর তাহা ফিরাইয়া লওয়া যায় না, সংসারের লোকের উপরে উহার যে ক্রিয়া প্রকাশ করিবার তাহা করেই করে, এবং তদ্দারা যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা সে অনিষ্ট ঘটেই ঘটে; এই অনিষ্টের জন্য যে অপরাধ জন্মায়, তাহার ভাগী হইতেই হয়। যখনই সেই চিন্তা ও ভাব স্মরণে পড়ে, তখনই তজ্জন্য মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। পৃথিবীর সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া বাক্‌সংযম করা যেরূপ কঠিন, চিন্তা ও ভাবের সংযমও তেমনি কঠিন। অসংযম সকল দুঃখ ও পাপের মূল। স্নেহ, অনুরাগ, ভালবাসায় চিন্তা, ভাব ও কথা স্রোতের ন্যায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, এখানে গণনা করিয়া চিন্তা করা, ভাব প্রকাশ করা বা কথা বলা কখন সম্ভব নয়। এজন্য পূর্ব্বতন সাধকেরা, হে দেব, স্নেহ অনুরাগ ও ভালবাসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা এ সকলকে সাধনপথের কণ্টক বলিয়া মন হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে যত্ন করিতেন। হে প্রভো, আমাদের প্রতি তোমার আদেশ স্বতন্ত্র। আমরা স্নেহ প্রেম অনুরাগ কিছুতেই সঙ্কুচিত করিতে পারি না। এ সকলকে আমাদিগকে ক্রমান্বয়ে বাড়াইতে হইবে, অন্যথা তোমার অনন্ত প্রেমের পাত্র আমরা কি প্রকারে হইব? চিন্তা, ভাব ও কথার স্রোত কি সংযত ভাবের বিরোধী? যেখানে তোমার সঙ্গে যোগ কাটিয়া যায়, সেখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংযত ভাবও অন্তর্হিত হয়। তুমি যদি আমাদের চিন্তাদির মূলে থাক, তাহা হইলে সে সকল শান্তি,সুখ ও কল্যাণের হেতু অবশ্যই হয় এবং তন্মধ্যে মিথ্যাদি কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না। হে দেব, তুমি যদি আমাদের চিন্তাদির প্ররোচক না হও, তাহা হইলে আমাদের অনিষ্ট তো ঘটিবেই। যদি আমাদের পরস্পরের দেবভাব আমাদের প্রীতি স্নেহ অনুরাগ উদ্দীপন করে, সংসারের কিছু আসিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে পশ্চাত্তাপ করিবার কিছু থাকে না। তুমি আমাদের সঙ্গে নিয়ত না থাকিলে দেখিতেছি আমরা সংযত হইতে গিয়া হয় অনুরাগপ্রণোদিত ভাব চিন্তা ও কথার স্বাভাবিক

গতি অবরোধ করিয়া হৃদয়কে শুষ্ক ও কঠোর করিয়া ফেলি, নয় ভাব চিন্তা ও কথার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া অসংযত হইয়া পড়ি। তুমি বিনা আমাদিগকে এ বিপদ্ হইতে বল কে আর রক্ষা করিবে? হে কৃপানিধান, সংযম ও প্রেমের উদ্দামভাব আমরা কিছুতেই এক করিতে না পারিয়া কাতরভাবে তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদিগকে এ দুইয়ের একত্বরক্ষার পক্ষে সাহায্য কর, অন্যথা আমরা তোমার নবধর্ম্মের নব ভাব জীবনে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আজ হইতে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যে, কোন সময়ে যেন তোমার প্রভাব হইতে আমাদের আত্মা অপসৃত না হয়। তোমার প্রভাবাধীনে থাকিয়া সংযতান্তঃকরণ এবং উদ্দামপ্রেমযুক্ত হইব, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে আমরা প্রণাম করি।

—

কে আমাদের আপনার?

মহামতি শাক্য যখন চরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, তখন কে তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্ভ্রম অর্পণ করিল তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, দেবগণের পুষ্পবর্ষণ বা বাহ্য নানা প্রকার উপচার দিয়া বুদ্ধের সেবা তৎপ্রতি যথার্থ সম্ভ্রম প্রকাশ নয়, তিনি যে সকল নিয়ম বিধি অনুশাসন স্থাপন করিয়া গেলেন, যে সকল ব্যক্তি প্রাণগত যত্নের সহিত সেই সকল প্রতিপালন করিবে, তাহারাই বুদ্ধের প্রতি সমুচিত সম্ভ্রম প্রকাশ করে। একা শাক্য এ কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, সকল সাধু মহাজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের এই একই কথা। এ কথা তাঁহাদের স্বার্থ-বা-গৌরবাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত নহে, কেন না তাঁহারা সেই সকল নিয়ম বিধি অনুশাসন সর্ব্বজনশাস্তা হইতে প্রাপ্ত হইয়া নিজেরা জীবনে পালনপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়াছেন, এবং যাঁহারা তাঁহাদের মত সেই সকল পালন করিবেন, তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইবেন, ইহাই তাঁহাদের হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ ছিল। এই সকল নিয়ম বিধি অনুশাসন ছাড়া তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, এ সকলের সঙ্গে তাঁহারা আপনাদিগকে এমনই একীভূত করিয়াছিলেন যে, সে সকলের প্রতি সম্মান, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও সর্ব্বজনশাস্তার প্রতি সম্মান তাঁহারা একই মনে করিতেন। তাঁহাদের এ কথা, তাঁহাদের মধ্যে যে আমিত্ব কিছুমাত্র ছিল না, ইহাই প্রদর্শন করে।

আমরা সাধু মহাজন বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহি, আমরা তাঁহাদের সম্ভ্রম গৌরব আকাঙ্ক্ষা করি না, কোন কালে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু 'কে আমাদের আপনার', ইহা আমরা সকলেই জানিতে চাই। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি 'কে আমার আপনার' অন্বেষণ না করেন। সংসারে বাস করিতে গেলে আপনার লোক চাই। আর কোন কারণ বাহির করিতে না পারিলেও দূরতর রক্তমাংসের সংস্রব আছে কি না, ইহা দেখিয়া লোকে আপনার লোক স্থির করে। যদিও এ আত্মীয়তা অতি দুর্ব্বল, তথাপি এতদ্দ্বারা ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস হয় বলিয়া লোকে উহা পরিহার করিতে পারে না। দূরতর, নিকট, ঘনিষ্ঠ শোণিতসম্পর্কানুসারে আত্মীয়তা নির্দ্ধারণ সর্ব্বত্র সমান। ঈদৃশ আত্মীয়তানির্দ্ধারণের মধ্যে আর কোন ভ্রম নাই এই ভ্রম বিদ্যমান যে, উহাকে লোক যাদৃশ দৃঢ় মনে করিয়া থাকে উহা সেরূপ দৃঢ় নহে। শোণিতসম্পর্কের সম্ভ্রম করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কেন না উহা স্বয়ং ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি সে সম্পর্কের অনাদর করে, সে ব্যক্তি উচ্চতম সম্পর্কের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু জানিতে হইবে, শোণিতসম্পর্ক হইতে আত্মিক সম্পর্ক অতি সুদৃঢ় এবং নিত্যকাল স্থায়ী। দম্পতীর সম্পর্ক শোণিতসম্পর্ক নহে, নিকট শোণিতসম্পর্ক থাকিলে দম্পতীসম্পর্ক হইতেই পারে না। এ সম্পর্ক আত্মিক সম্পর্কে আরম্ভ হইয়া পরিশেষে একশোণিতসম্পর্কে পরিণত হয়। এখানে 'আপনার' বলার মধ্যে যদিও ভ্রম নাই, কিন্তু যে কারণে পর আপনার হয় তাহা না

থাকিলে এ সম্পর্কও নামেতে 'আপনার' বলিয়া স্বীকৃত হয়।

সাধু, মহাজন ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ যে সকল নিয়ম, বিধি অনুশাসন জনসমাজে স্থাপন করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি সেই সকল প্রতিপালন করেন, তাঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হন। তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ, তাঁহাদের আত্মীয়তা সাংসারিক কোন কারণে বিনষ্ট হয় না। এই সকল বিধি প্রভৃতি প্রতিপালনের দৃঢ়তানুসারে ইঁহাদিগের আত্মীয়তা দৃঢ়তর হয়। জিজ্ঞাসা এই, মানুষ কি বাহিরের বিধি বিধি বলিয়া প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারে? বাহিরের বিধি যদি ভিতরের বিধি না হয়, বাহিরের নিয়ম যদি ভিতরের নিয়ম না হয়, বাহিরের অনুশাসন যদি ভিতরের অনুশাসন না হয়, তাহা হইলে সে সকল প্রতিপালন কখন সম্ভবপর নহে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের মিল না হইলে, ভিতরে যে আছে সেই যখন প্রতিকূল হইল, তখন ভয়ে ভয়ে বা অন্য কারণে কয়েক দিন ঐ সকল মানিয়া চলিলেও ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন প্রথমতঃ গোপনে গোপনে পরিশেষে প্রকাশ্যে ঐ সকলকে সে ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। সুতরাং বাহির ও ভিতর এ দুই এক না হইলে আত্মীয়তার মূল কিছুতেই সুদৃঢ় হইতে পারে না। বাহির হইতে ভিতরই যে এ সম্বন্ধে প্রবলতর তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি কারণ আছে?

ভিতরে, তবে কে আছে, যাহার সঙ্গে মিল হইলে আত্মীয়তার সূত্র দৃঢ় ও অচ্ছেদ্য হয়? বিবেক। বাহিরের বিধি, নিয়ম ও অনুশাসন সকল অন্তরের বিবেকের সহিত যখন এক হয়, তখন উহাদের তৎ-প্রতিপালন কষ্টসাধ্য থাকে না, বরং প্রতিপালন না করিলেই কষ্ট উপস্থিত হয়। যে সকল ব্যক্তির বিবেক এইরূপ একই বিধি, নিয়ম ও শাসনের অধীন, তাঁহারা পরস্পর অতি নিকটসম্বন্ধে আবদ্ধ হন, এ সম্বন্ধ আর কোন কালে ছিন্ন হয় না। ছিন্ন হয় না কেন জান? বিধি, নিয়ম ও অনুশাসনের মধ্যে প্রেমের বিধি, নিয়ম ও অনুশাসন আছে, এই জন্য। যখনই ইঁহাদের কোন ব্যক্তি প্রেমের বিধির বিরোধে কিছু করিবেন মনে করেন, অমনি অন্তর হইতে গভীর ভর্ৎসনা উত্থিত হয়, এবং সে ভর্ৎসনায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না, কেন না তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে সমগ্র অধ্যাত্ম জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ে। বিবেকের অপর নাম ভগবন্নিদেশ। ভগবন্নিদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কে আত্মার সম্বন্ধে নিরাপদ থাকিতে পারে? প্রেমের বিধিপ্রতিপালন করিতে গিয়া হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়, এই প্রেম বিবেকের ভূমিতে সংস্থাপিত বলিয়া কখন বিকারগ্রস্ত হয় না, এক বার যাহার প্রতি প্রেম স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে সে প্রেম আর কোন কারণে প্রত্যাহৃত হয় না। এই প্রেম ইহকাল পরকাল উভয়কে এক করিয়া ফেলে, সুতরাং মৃত্যুতেও এ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় না।

এক বার বিবেকমূলক প্রেমেতে কাহার আত্মীয়তা স্থাপিত হইলে আর সে আত্মীয়তার তিরোধানের সম্ভাবনা থাকে না। তিনি নিকটেই থাকুন বা দূরেই থাকুন, ইহলোকেই থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, তিনি আমাদের চিরকালের জন্য আত্মীয়। মৃত্যুতে যখন এ আত্মীয়তা বিনষ্ট হয় না, তখন এ সংসারে এমন কোন্ ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে এ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে? ইঁহাদের একজনের পাপাচরণে আত্মীয়তা ছিন্ন হইয়া যাওয়া সম্ভব, কেন না এ প্রেম যে বিবেকমূলক, কিন্তু তাহাও হয় না, কেন না পাপাচরণ দ্বারা বাহ্য ভাবে বিচ্ছিন্ন হইলেও যে ব্যক্তি বিবেকমূলক প্রেমে প্রেমিক তাঁহার মন হইতে আত্মীয়তা কি প্রকারে অন্তর্হিত হইবে? তাহা হইলে যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের আধিপত্য সে ব্যক্তি হইতে চলিয়া যায়। 'কে আমাদের আপনার?' এ প্রশ্নের তবে এই উত্তর,—যাঁহারা বিবেকী। কে আমাদেরে ভালবাসেন? যিনি বিবেকী। কাহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কোন কালে ভাঙ্গিবার নহে? যিনি বিবেকী। দৈবক্রমে শতক্রোশ দূরে বাস করিতে হইলেও, জীবনে শরীরসম্বন্ধে দেখা

সাক্ষাৎ আর না ঘটিলেও, কাহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে? যিনি বিবেকী। যিনি বিবেকী তিনি আমাদের তবে আপনার। যিনি বিবেকী নহেন, তিনি এক গৃহে থাকিয়াও আপনার নন, একশোণিতমাংসের হইয়াও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নহেন।

বাক্‌সংযম।

অন্যান্য সংযমের পূর্ব্বে বাক্‌সংযমের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সকল সময়ে আমাদিগকে বাক্যব্যবহার করিতে হয়। এই বাক্য হয় আমাদিগকে স্বর্গে, নয় নরকে লইয়া যায়। আমাদিগের বাক্য হয় রুক্ষ ও কঠোর, নয় মৃদু ও মধুর হইতে পারে। রুক্ষ ও কঠোর কথা পরিহার করিয়া সর্ব্বদা মৃদু ও মধুর বাক্য এক জন ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সে বাক্য যদি সত্য দ্বারা প্রণোদিত না হয়, কেবল লোকরঞ্জনজন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে বাক্য মৃদু ও মধুর হইলে কি হইবে, তদ্দ্বারা নরকে গমন নিবারিত হয় না। সত্যমূলক মৃদু ও মধুর বাক্য সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইবে, রুক্ষ ও কঠোর বাক্য কাহারও উপরে প্রয়োগ করা হইবে না, এ নিয়ম সর্ব্বদা প্রতিপাল্য। সন্তানাদির শাসনকালে রুক্ষ ও কঠোর বাক্য ব্যবহার না করিলে চলে না, এ আপত্তি মিথ্যা, কেন না আন্তরিক দৃঢ়তার সহিত বাক্য উচ্চারণ, এবং উচ্চারিত বাক্যে অবিচলিত ভাবে স্থিতি, ইহাতে যেমন শাসন সফল হইয়া থাকে, রুক্ষ ও কঠোর বাক্যে কখন তেমন হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, রুক্ষ ও কঠোর বাক্য মানসিক বিচলিত ভাব প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি আত্মসংবরণ করিতে পারে না, সে অপরকে আত্মসংবরণের অভাবজন্য শাসন করিতেছে, ইহা উপহাসের বিষয়। মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাবতঃ ইহাতে উপহাস না করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং সেরূপ শাসনে অশাসিত ভাব হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, আরও দিন দিন বাড়িয়া যায়। কঠোর শাসন দ্বারা অনেক বালক ও বালিকা নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত এজন্যই বিরল নহে।

কঠোর ও রুক্ষ বাক্য কি তবে কোথাও প্রয়োগ করা উচিত নয়? যদি উচিত নয় কঠোরতা ও রুক্ষতা আসিল কোথা হইতে? কঠোরতা ও রুক্ষতা দৃঢ়তা ও অবিচলিত ভাবের অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। দৃঢ়তা ও অবিচলিত ভাব রক্ষা করিতে না পারিয়াই তৎপরিবর্ত্তে কঠোর ও রুক্ষভাব নরনারীতে উপস্থিত হয়। কঠোরতা ও রুক্ষতা যখন দৃঢ়তা ও অবিচলিতভাবের বিকারমাত্র, তখন বিকারপরিহার করিয়া যাহা প্রকৃতি তাহাতেই স্থিতি করা সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন, ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও প্রতি কঠোর বা রুক্ষ বাক্য ব্যবহার করা উচিত না হইলেও সাধারণ ভাবে যখন পাপ অপবিত্রতার আক্রমণ করিতে হইবে, তখন কঠোর তীব্র বাক্যে আক্রমণ করা উচিত, কেন না যে হৃদয়ে পাপের প্রতি ঘৃণা অতি প্রবলতর, সে হৃদয় হইতে তাদৃশ বাক্য নিঃসৃত হওয়া স্বাভাবিক। অনেক সাধু সজ্জন ঈদৃশ বাক্যে পাপের আক্রমণ করিয়াছেন যখন দেখা যায়, তখন এরূপ স্থলে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ না করিলে পাপের প্রতি ঘৃণা উদ্রিক্ত হইবে কি প্রকারে? আমরা বলি এখানেও দৃঢ়তা ও অবিচাল্য ভাব সমধিক কার্য্যকর, রুক্ষ ও কঠোর বাক্য নহে। পাপের কি ভয়ানক ফল দৃঢ় ও অবিচলিত বাক্যে বর্ণন করিলে উহা যেমন সহজে চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধন করে, তেমন কঠোর ও রুক্ষ বাক্যে করিতে পারে না। আগুনে হাত দিলে উহা পুড়িবে, ইহাতে যেমন কোন সংশয় নাই, তেমনি পাপের বিষময় ফলসম্বন্ধে যাঁহার গভীর প্রত্যয় আছে, তিনি তৎসম্বন্ধে যে সকল কথা বলিবেন তাহা এমনই দৃঢ় ও অবিচলিত হইবে যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করা লোকের পক্ষে সহজ হইবে না।

সত্যমূলক মৃদু ও মধুর, দৃঢ় ও অবিচলিত বাক্য বলিতে গেলে যথেচ্ছ বাক্যব্যয়ের সংযম করিতে হইবে। এক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত সকলের সঙ্গে মৃদু

ও মধুর বাক্য বলিতে পারে, কিন্তু তন্মূলে সত্য না থাকিলে উহার কিছুই আকর্ষণ থাকিবে না। যে সকল কথা সে বলে, উহা যদি নিয়ত অসত্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে, এ ব্যক্তি কেবল সকলের তোষামোদ করিতে চায়, এই নিন্দা তাহার সম্বন্ধে অপরিহার্য্য হইবে এবং তাহার সে বাক্যের কোন সমাদর থাকিবে না। দৃঢ় বাক্য যদি সত্যমূলক না হয়, তাহা হইলে এ ব্যক্তি বৃথাভিমানী,কেবলই আপনার শ্রেষ্ঠত্বপ্রদর্শন করিতে চায়, এই নিন্দার পাত্র হইয়া সে তাহার বাক্য দ্বারা কাহারও উপরে কোন প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারিবে না। কাহারও অবিচাল্য ভাব সত্যমূলক না হইলে লোকে তাহাকে একান্ত মতান্ধ বলিয়া স্থির করিবে, এবং তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। বাক্যের কোন প্রভাব নাই, প্রভাব সত্যের,সুতরাং সত্যাশ্রয় করিয়া বাক্য উচ্চারণ করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। মন সংযত না হইলে তাহাতে সত্য অবতরণ করে না, সত্য দ্বারা সমগ্র জীবন আচ্ছাদিত হয় না, কথা বলিবার সময়ে সহজে সত্য তৎসহকারে প্রকাশ পায় না। সত্য দ্বারা জীবন সম্পূর্ণ অধিকৃত হইলে বৃথাবাক্যব্যয় আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং সহজে মনুষ্য সংযতবাক্ হইয়া থাকে। বাক্সংযম বলিতে একেবারে বাক্য উচ্চারণ না করা বুঝায় না, কিন্তু সত্য প্রিয় বাক্য উচ্চারণ বুঝায়। সত্য বাক্য কখন প্রিয় হইতে পারে না, লোকের এইরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছে। সত্যের সঙ্গে যেন কঠোরতা লাগিয়াই রহিয়াছে, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। এরূপ ধারণা হইবার কারণ এই যে, লোক সত্যভাষী তাহাকেই বলে, যে ব্যক্তি এক জনের মুখের উপরে পাঁচ জনের সাক্ষাতে তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়। এরূপ ব্যবহার সত্যমূলক নহে অভিমানমূলক, ইহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অমুক ব্যক্তি বড় স্পষ্টবক্তা, অমুকে সত্য বলিতে কাহাকেও ভয় করে না, ইত্যাদি অভিমানোদ্দীপক প্রশংসাবাক্যের অধীন সে ব্যক্তি, সত্যের অধীন নহে। সত্যের ভিতরে সকল ভাবের সামঞ্জস্য আছে, কেন না সকল ভাব সত্যমূলক। যেখানে সত্য প্রেমকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয় নাই, সেখানে সে সত্য আংশিক। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আংশিক সত্য যে সত্যই নহে,সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সত্যের সঙ্গে যদি প্রেম অবিচ্ছিন্ন যোগে সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে সত্য প্রিয় বাক্য উচ্চারণ কি অসম্ভব?

ফলতঃ সত্য যদি আমাদের জীবনের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে কখন কথা বলিতে হইবে, কখন নির্ব্বাক্ থাকিতে হইবে, ইহা আর যত্ন করিয়া স্থির করিতে হয় না। সত্য আপনি কোন স্থলে কথা কওয়ায়, কোন স্থলে কথা বন্ধ করিয়া দেয়। প্রেম কথার আধিক্য উপস্থিত করে, কিন্তু সত্য যদি উহার মূলে থাকে তাহা হইলে সে আধিক্যও সংযত হইয়া আইসে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, সত্যানুরাগই বাক্সংযমের হেতু। যিনি সত্যকে খণ্ডশঃ গ্রহণ না করিয়া অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে অসামঞ্জস্য প্রকাশ পায় না। তিনি সংযতবাক্, সংযতমনা, সত্যের আলোকে প্রেমের মধুরতায় পূর্ণ; মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হইয়াছে। অখণ্ড সত্য গ্রহণ করিতে হইলে বহুকালের অভ্যাসবশতঃ আমরা যে বাগ্‌ব্যবহারে নিতান্ত অসংযত হইয়া পড়িয়াছি সেইটি নিবারণ করা প্রয়োজন; কেন না এই বাগ্‌ব্যবহারে আমাদিগকে নিয়ত মিথ্যায় পড়িতে হয়। বাক্সংযম হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা যাহাতে সত্যের সর্ব্বসামঞ্জস্য অধিকার করিতে পারি, এজন্য আমাদের সবিশেষ যত্ন করা আবশ্যক।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। অদ্য পুণ্যস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইবার কথা। প্রেমের বিবিধ প্রকাশের একত্বসাধনের উদ্দেশে অদ্বৈতস্বরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত,ইহা বুঝিলাম, কিন্তু অদ্বৈতস্বরূপের অব্যবহিত পরেই পুণ্যস্বরূপের আগমন কেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, ভরসা করি সেইটি বুঝাইয়া দিয়া পুণ্যস্বরূপের ব্যাখ্যা করিবে।

বিবেক। আর এক দিন অদ্বৈতস্বরূপের যে দ্বিতীয় ব্যবহার

বলিয়াছি, তন্মধ্যেই পুণ্যস্বরূপের সহিত অদ্বৈতস্বরূপের কি যোগ তাহা এক প্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় আমি বলিয়াছি, "ব্রহ্মের দুই ভাব নাই একই ভাব, এ কথা বলাতে তিনি নিত্য কাল যে একই ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এবং কোন কালে কোন হেতুতে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, ইহাই বুঝাইতেছে।" এই যে অপরিবর্ত্তনীয়তা, একই ভাবে কার্য্য করা, কিছুতেই এ দিক্ ও দিক্ না হওয়া, উহাই পুণ্যের মূল। দেখ প্রেমের ন্যায় পুণ্যের প্রকাশেরও বহুত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধানুসারে যেমন প্রেমের বিবিধ প্রকাশ, তেমনি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধানুসারে পুণ্যের বিবিধ বিধি। এই সকল বিধি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও ঐ সকল বিধির একত্ব এক অপরিবর্ত্তনীয়তা দ্বারা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। বিধি কি করে? তোমায় বিচলিত হইতে দেয় না। তুমি পৃথিবীতে যাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধে বদ্ধ, এবং সেই সম্বন্ধ জন্য তোমার যে বিধি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় সে বিধি তোমায়, প্রলোভন পরীক্ষা উপস্থিত হইলেও, এদিকে ওদিকে যাইতে দেয় না, ঠিক একই দিকে তোমার গতি রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্থলে পতিপত্নীর সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারি। দেখ তুমি পরিণয়সঙ্কল্পবতী হইয়া এক নূতন বিধির অনুগত হইলে। এই বিধিতে অব্যভিচারী প্রেম রক্ষা করিতে তুমি বাধ্য। তোমার নিকটে ধনাদির বিবিধ প্রলোভন, দারিদ্র্যাদি বিবিধ পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু কিছুতেই দুঃস্থ পতি হইতে তোমার মন ফিরাইতে পারিবে না। পতিপত্নীর সম্বন্ধমধ্যে এমন সকল কঠিন পরীক্ষা ও প্রলোভন আছে যে, বাহিরে না হউক মনের মধ্যেও প্রেমের বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়। যদি তুমি যথার্থ পরিণয়ব্রতধারিণী হও, তাহা হইলে সেরূপ বিরোধী ভাব তোমার মনে কখন প্রবেশও করিতে পারিবে না। তুমি পতির নিমিত্ত শরীর মনের সকল প্রকারের ক্লেশ দুঃখ অনায়াসে বহন করিতে পার কেন? বিবাহবিধি তোমায় অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া তুলিয়াছে এই জন্য।

বুদ্ধি। এই অপরিবর্ত্তনীয়তা আমাদের মনের কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত?

বিবেক। ইচ্ছাশক্তির সহিত উহা চিরসংযুক্ত। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি চির অপরিবর্ত্তনীয়, সেই এক ইচ্ছাশক্তি জীবের বিবিধ সম্বন্ধানুসারে বিবিধ বিধির আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দুই নহে একই, সে শক্তির ভাবেরও কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তুমি বিধির অনুসরণ করিয়া যত চল, তত তোমার ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হয়। যত ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় হয়, তত তোমাতে শুদ্ধতা বা পুণ্য বাড়ে। বাড়ে কেন বলিতেছি, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব তোমাতে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধি। তুমিতো পুণ্য আর ইচ্ছাশক্তিকে এক করিয়া ফেলিলে। কৈ 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' এ বাক্যের মধ্যে এমন কোন্ কথা আছে, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বুঝাইতে পারে। তুমি বল শ্রুতিবাক্য ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এইবার তোমায়, দেখিতেছি, গোলে পড়িতে হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তি বলিলেই ব্যক্তিত্ব বুঝায়। এখানে ব্যক্তিত্ব কৈ?

বিবেক। মনে রাখিও, গোলে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে পুণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ববোধক ইচ্ছাশক্তির যোগ করিতাম না। 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' এ দুটি কি বিশেষণ শব্দ নয়?

বুদ্ধি। অবশ্য বিশেষণ। বিশেষণ হইলেই ব্যক্তির বিশেষণ হইবে কে বলিল? গাছ পাথর, সকলেরই তো বিশেষণ আছে। অব্যক্তিবাচক উদাসীন ব্রহ্মের ইহারা বিশেষণ, একথা বলিলে ক্ষতি কি?

বিবেক। তুমি ফাঁকি ধরিতে শিখিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু যে শ্রুতির ইটি অংশ সেই সমুদায় শ্রুতির অর্থ কি জানিলে আর তোমার মনে গোল থাকিবে না, সে শ্রুতির অর্থ এই:—"তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু, তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যে যেমন তেমনি ভাবে অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।" দেখ, যাঁহাকে 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ' বলা হইয়াছে, তিনি ব্যক্তি কি না?

বুদ্ধি। এশ্রুতিতে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব যেমন সুস্পষ্ট এমন আর উপনিষদের কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

বিবেক। অন্যত্রও ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি যেমন পরিস্ফুট তেমন অন্যত্র উহা বিরল। তবে আজ যে সকল কথা বলা হইল তদনুসারে পুণ্যস্বরূপের আরাধনা কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া আলাপ বন্ধ করা যাউক:—হে পুণ্য, তুমি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। তোমার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবসকল বিবিধ বাসনায় পরিচালিত হইয়া নিরন্তর বিপথে গমন করে, নানাবিধ পাপকলঙ্কে কলঙ্কিত হয়। যতক্ষণ না তোমায় একমাত্র হৃদয়ের ঈশ্বর জানিয়া তোমার দিকে তাহারা মন না ফিরায়, কিছুতেই তাহাদিগের পাপ মলিনতা ঘোচে না। তুমি তাহাদিগকে পাপের বন্ধন হইতে মোচন করিবার জন্য বিবিধ বিধির অর্পণ করিয়াছ। যদি তাহারা সেই সকল বিধি প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা চির অপরিবর্ত্তনীয় ভাব ধারণ করে এবং তোমার সঙ্গে এক হয়। যখন তাহারা তোমার সঙ্গে এক হয় তখন তাহাদিগের হৃদয় মন আত্মা শুদ্ধ হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়, দেবগণের সহিত একত্ব লাভ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

পালি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জিনং অরহন্তেসু ধম্মিকা রক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা ভবিস্সন্তি কিন্তি অনাগতাচ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছেয়্যুং আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং বিহরেয়্যুন্তি বুদ্ধিরেব আনন্দ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা নো পরিহাণিতি।

সংস্কৃত। যাবন্তং কালং আনন্দ বৃজিনাং রক্ষাবরণগুপ্তিঃ অর্হৎসু সুসংবিহিতা ভবিষ্যতি, কিং চ তত্র অনাগতাশ্চ অর্হন্তঃ বিজিতং আগমনশীলাঃ আগতাশ্চ অর্হন্তং বিজিতে সুখং বিহরিষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব আনন্দ বৃজিনাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্ ইতি।

পা। অথখো ভগবা বস্‌সকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামত্তং আমন্তেসি।

সং। অথ খলু ভগবান্ বর্ষকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামাত্যং আমন্ত্রয়সি।

পা। একমিদাহং ব্রাহ্মণ সময়ং বেসালিয়ং বিহরামি সারন্দদে চেতিয়ে

সং। একং সময়ং ব্রাহ্মণ অহং বৈশাল্যাং বিহরামি স্ম সারন্দতে চৈত্যে।

পা। তত্রাহং বজ্জিনং ইমে সত্ত অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসেসিং।

সং। তত্রাহং বৃজিভ্যঃ ইমান্ সপ্ত অপরিহাণিধর্ম্মান্ অদিশম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ব্রাহ্মণ ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা বজ্জিসু ঠস্‌সন্তি ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু বজ্জী সন্দিস্‌সন্তি বুদ্ধিয়েব ব্রাহ্মণ বজ্জিনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানিতি।

সং। যাবন্তং কালং ব্রাহ্মণ ইমে সপ্ত অপরিহাণিধর্ম্মাঃ বৃজিষু স্থাষ্যন্তি, এষু চ সপ্তসু অপরিহাণিধর্ম্মেষু বৃজিনং সংদেক্ষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব ব্রাহ্মণ বৃজিনাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিমিতি।

পা। এবং বসসকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামত্তো ভগবন্তং এতদবোচ।

সং। এবং উক্তঃ বর্ষকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামাত্যঃ ভগবন্তং এতদুবাচ।

পা। একমেকেনপি ভো গোতম অপরিহানিয়েন ধম্মেন সমন্নাগতানং বজ্জিনং বুদ্ধিয়েব পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। একৈকেনাপি ভোঃ গোতম অপরিহাণিধর্ম্মেণ সমন্বাগতানাং বৃজিনাং বৃদ্ধিমেব প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

(ক্রমশঃ)

উপাসনাশ্রম।

হরণে অভিপ্রায় কি?

২৯শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৯ শক।

ভক্তদের সমুদয় উল্টো। হরি যদি সাধারণ লোকের সর্ব্বস্বান্ত করেন তবে তাহারা বলে হরি বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু ভক্তের সর্ব্বস্বান্ত করিলে ভক্ত বলেন, হে হরি, আমি কি এমন পুণ্য করিয়াছিলাম, যাহার জন্য তুমি আমায় সর্ব্বস্বান্ত করিলে? যাহারা সংসারী সংসার তাহাদের সর্ব্বস্ব। সংসারের একটু কিছু ক্ষতি হইলে, তাহারা বলে, নির্দ্দয় বিধাতার রাজ্যে বাস করিতেছি, যাই কোথায়? পালাই কোথায়? তিনি যে বড় আমাদের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হরি কিন্তু এ কথায় কাণ দেন না। এমন কাহার বাড়ী আছে, যাহার সর্ব্বস্বান্ত করিতে তিনি চেষ্টা করেন না। সাধু অসাধু, ভক্ত অভক্ত, এরূপ বাদ বিচার তাঁহার কাছে নাই। অন্যেরা হরির এ ব্যবহার দেখিয়া অন্য কথা বলে, ভক্তেরা বলেন, জীবের প্রাণ মন হরণ করিবার জন্য হরি সুরু নিলেন। এক দিন যে ধনী ছিল, কত লোককে অন্ন দিত, আজ তাহার অন্ন কষ্ট। সে আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, যাহাদের এক দিন সে কত উপকার করিয়াছিল, আজ তাহাকে একমুষ্টি অন্ন দিতে তাহাদের কষ্ট বোধ হয়। সংসারে বিপদ্ পরীক্ষা সর্ব্বদা লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আবার জরা ব্যাধি মৃত্যু গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া শরীর মনের উপরে নিয়ত উৎপাত করিতেছে। সংসারে এক মুহূর্ত্ত সুস্থ থাকিবার উপায় নাই। হঠাৎ কোথা হইতে রোগ আসিল, স্বাস্থ্যসুখ চিরদিনের জন্য হরণ করিল। অকালে জরা আসিয়া উপস্থিত, জরার আঘাতে ভোগের স্পৃহা থাকিতেও ভোগের সামর্থ্য চলিয়া গেল। আর এক দিন আমাদের বাড়ীতে অতর্কিত ভাবে মৃত্যু প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রাণের প্রিয়ধন হরণ করিয়া লইয়া গেল। হরির এই বিচিত্র লীলা দেখিয়া হাসি কান্না উভয়ই পায়। হরি আপনার সন্তানের গৃহে এইরূপে চুরি করেন। ধন লন, মান লন, স্বাস্থ্য লন, স্ত্রী লন, কন্যা লন। ভক্তেরা এই সব চুরীর ব্যাপার দেখে আনন্দ করেন, আমরা কি তেমন আনন্দ করিতে পারি? তিনি যাহা করিলেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিলেন, এ কথা কি আমরা প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারি? আমরা বলি হরি এরূপ করিলেন কেন? এরূপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা যতই কেন বলি না, চুরি করা যাঁহার স্বভাব, তিনি চুরি করিবেনই করিবেন। আমরা প্রশংসাই করি, আর নিন্দাই করি, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন কেন? তিনি নিজে জানেন কেন এরূপ করিতেছেন? তিনি কেন এরূপ তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে নিয়ত ব্যবহার করেন, ভক্তি জন্মিলে তবে তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

আমরা কে, আমরা কি, ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে তাঁহার এরূপ ব্যবহার। আমরা তাঁহার পুত্র কন্যা, আমরা চিদাত্মা। আমরা ধনের চেয়ে, মানের চেয়ে, সব চেয়ে, বড়। আমরা আমাদের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কি সন্তানের অগৌরব দেখিতে পারেন? হরিসন্তানের নীচতা হীনতা দেখিয়া হরির প্রাণ কেনই বা আকুল হইবে না? আমরা বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম কি? ধন সম্পৎ সঞ্চয়, পান ভোজন, আমোদ প্রমোদ করাই তো জীবনের সার। যদিই বা ধর্ম্মের নামে কিছু করি, দুবার চারিবার হরিনাম করিলেই মনে হয় বিলক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইল। হরি বলেন, 'তোরা আমার নাম করিস্ আর না করিস্, একবার তোরা বুঝে দেখ্ তোরা কে?' আহা, আমাদের মোহ

নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার কত যত্ন! আমাদের বাড়ীতে এবার যে বিষম চুরী হইয়া গেল, তাহাতে আমাদের কত টুকু চৈতন্যোদয় হইল হরি দেখিতে চান। আমরা আবার ভুলে হরিকে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিব, ইহা তিনি দেখিতে পারেন না। তিনি বলেন, 'তোর প্রাণ অধিকার করাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তুই আমার হইলে তোরই সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য বাড়ে।' আত্মার সুখ বাড়াইবার জন্য তাঁহার কত যত্ন। এই যে সমুদায় ভীষণ ঘটনা ক্রমান্বয়ে দেখা দিতেছে, সে সকলের অভিপ্রায় কি অর্থ কি, তাহা কি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিব না? ভূকম্প, মহামারী, ঝটিকাজনিত ঘোর বিপ্লাবন, এ সকল কি দেখাইয়া দিতেছে? আমাদের এ সংসারই সর্ব্বস্ব নয়, এ দেহই চরম আদরের সামগ্রী নয়, ইহার অতীত কিছু আছে, যাহার প্রতি আমাদের সমগ্র আদর নিয়োগ করা উচিত। এই যে চট্টগ্রামে প্রবল ঝটিকা জন্য ঘোর ক্লেশ উপস্থিত, ইহা কি তিনি কতকগুলি লোককে মারিয়া আমোদ দেখিবার জন্য করিলেন? অবোধ বালকেরা যেমন মক্ষিকাদির পক্ষ ছেদন করিয়া তাহাদের অঙ্গবিক্ষেপজন্য বিকৃত গতিতে আমোদ লাভ করে, ঈশ্বরও কি সেইরূপ? এই সকল মানব মানবীর যদি দেহই সর্ব্বস্ব হইত, দেহের অতিরিক্ত যদি চিদাত্মা না থাকিত, তাহা হইলে এ সকল ঘটনা প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা-সম্ভূত বিনা আর কি বলা যাইতে পারিত। নরনারীকে কষ্ট দিয়া হরি আমোদ করেন, ইহা বলিলে তাঁহাকে অবোধ বালক, পাগল, বা নিষ্ঠুর মানুষের মত করা হয়। তিনি ঘোর বিপদে ফেলিয়া কেন আমাদের সর্ব্বস্বহরণ করেন, তাহার মর্ম্ম বোঝা আমাদের নিতান্তপ্রয়োজন।

আমরা সমস্বরে হরিকে বলিতেছি, হরি, তুমি দেও বা কেন, আবার লইয়া যাও বা কেন? এক যদি কিছু না দিতে তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। তুমি ধন দিলে, জন দিলে, পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন দিলে, আবার একটি একটি করিয়া সকল হরণ করিলে। এ তোমার কি রীতি? চির দিন পৃথিবী কি তোমার নামে দত্তাপহারী অপবাদ দিবে? হরি আমাদের এ কথার উত্তর কি দেন? তিনি বলিতেছেন, 'তোরা আত্মায় আত্মায় মিল কর্। আত্মায় আত্মায় মিলন করিয়া আমাকে লইয়া তোদের আমোদ হউক। যদি এরূপ করিস্, তাহা হইলে দেখিতে পাইবি, আমি দেই বা কেন, আবার লই বা কেন?' আমরা শ্রীহরির এ কথার মর্ম্ম কি কিছু বুঝিতে পারিতেছি? বাহিরে যে সকল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের যোগ, তাহারা আমাদের চিরসঙ্গী নয়। আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের যাহা করিবার তাহা করিয়া দিয়া তাহারা বিদায় লয়, আর আমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না। হয় তো অন্যের সম্বন্ধে যাহা করিবার তাহা করিবার জন্যই তাহারা বিদায় লয়। প্রচুর ধন হারাইয়া আমি কাঙ্গাল হইলাম, সে ধন গিয়া অন্যকে ধনী করিল। সে ধনে যত দিন সে ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা হইবে, তত দিন তাহার থাকিয়া হয়তো উহা আবার অন্যের হস্তগত হইবে। বাহিরের সকল বিষয়ের সঙ্গে এইরূপ দুদিনের সম্বন্ধ। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধতো দুদিনের নয়। হরির যত লীলা, সকলই আত্মার আদর বাড়াইবার জন্য। মৃত্যু শরীরের আত্মার নয়, এই কথা বুঝাইবার জন্য হরি কত বিচিত্র লীলা নিরন্তর বিস্তার করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা তাঁহার লীলার মর্ম্ম বুঝিয়া আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে বদ্ধ হন।

আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া হরির সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে হইবে, ইহার অর্থ কি? আমি, ইনি, উনি, এ তিনের যোগ ভিন্ন কি কোন দিন পূর্ণ যোগ হয়। আমি ইনি, উনি, এ তিনই আত্মা, কেবল বিশেষণে পৃথক্। আমিও আত্মা, ইনি ঈশ্বরপুত্র, ইনিও আত্মা; উনি পিতা, উনিও আত্মা। এক আত্মাকে দেখিলেই তিন আত্মা আমাদের নিকটে প্রকাশ পান, এবং প্রথম দুই আত্মা মিলিত হইয়া পিতার আত্মার সঙ্গে এক হন; আর কোন দিন বিচ্ছেদ ঘটে না। এই যোগের দিকে সকলেরই মতি যায়, এজন্য হরি নিয়ত আমাদিগকে কত শিক্ষা দিতেছেন। আমরা শিক্ষা পাই আবার শিক্ষা ভুলিয়া যাই। এই বিস্মৃতিই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু। আমরা যখন যে শিক্ষা পাই তাহাতেই যদি আমাদের চৈতন্যোদয় হয়, তাহা হইলে কি আর আমাদের জীবন বিফলে যায়। আমাদের চৈতন্য হয় না, এ জন্য হরিকে ক্রমান্বয়ে হরণ করিতে হয়। আমাদের উচিত, হরি যাহা চান, তাহা হইতে দিয়া আমাদের সম্বন্ধে চিত্তহরণ বিনা অন্য হরণের ব্যাপার বন্ধ করিয়া দি, আর তাঁহাতে তাঁহার সন্তানগণেতে চির-যোগে মিলিত হইয়া কৃতার্থ হই। হরণে হরির অভিপ্রায় কি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া হৃদয় মন প্রাণ সকলই তাঁহার অনন্ত প্রেমের নিকটে বিক্রয় করিয়া ধন মান প্রভৃতির জন্য আর লালায়িত না হই; হরি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রাপ্ত।

[বন্ধু হইতে]

ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা গিয়াছে তাহার ফল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কি হইল জানিতে পারি নাই, কিন্তু একজন হিন্দু বিধবা রমণীর উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, তাঁহার বাস পল্লিগ্রামে, ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন ধার ধারেন না, ভিক্টোরিয়া কলেজের কিংবা লেখা পড়ার কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি নিস্বার্থ উৎসাহ দেখাইয়া ইহার মধ্যে ২৫৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা অল্প আশার কথা নহে। সবাই জানে লক্ষ টাকা এক দিনে সংগ্রহ হইবার নহে, এবং এক রাত্রের মধ্যে হইতেও পারে। বাঙ্গালীরা সহজেই বলে ছেড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকায় স্বপন, কিন্তু তখন দেশ অত্যন্ত গরিব ছিল, সে জন্য লক্ষ টাকাকে অত্যন্ত

দুর্লভ মনে করিত। কিন্তু এখন গলিতে গলিতে লাখ টাকার মানুষ, বিশেষতঃ কলিকাতায় দেখা যায় দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। যাহার পিতামহ কখন জুতা পায়ে দেয় নাই তাহার ৮।১০ টাকার বুট পায়ে, যাহার দুই আনার চসমা জোটে নাই তাহার প্রপৌত্রের সোণার চসমা, যাহারা সূর্য্য দেখিয়া সময় নির্ণয় করিত তাহার বংশধরদের সোণার ঘড়ি না হইলে চলে না, যেখানে একটু গুড় খাইয়া জল খাইলে চলিত সেখানে এখন চা, চকলেট পাঁওরুটি বিস্কুট নানাপ্রকার বিলাতি মিঠাই। যেখানে স্ত্রীলোকেরা মাটী দিয়া মাথা পরিষ্কার করিত, এখন সেখানে মূল্যবান সাবাং, সুগন্ধি তৈল, মুখে পাউডার, নানাপ্রকার বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা উপস্থিত। এখন এসমস্ত অত্যাবশ্যক বলিয়া মেয়ে পুরুষেরা ধারণা, না জানি বিধাতা আরও কপালে কি লিখিয়াছেন মেয়েদেরও মাংস না খাইলে চলে না। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজ যদি কিছু বৈরাগ্য দেখাইতে পারেন, (অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তাহা হইলে ভিক্টোরিয়া কলেজের ফণ্ড হইতে পারে। শুনিতেছি এখানকার সহৃদয় স্ত্রীলোকের শীঘ্রই ৫০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। ইহাতে অনেক হিন্দু স্ত্রীলোক আছেন। কেহ কেহ রোজ রোজ খরচের চাউলের মধ্যে ১ মুষ্টি জমাইতে এবং প্রত্যেক টাকা যাহা সংসার খরচের জন্য ভাঙ্গান হয় তাহার মধ্যে ১ পয়সা রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা মাসে ২৲ টাকা জমিবার খুব সম্ভাবনা এবং প্রত্যেক গরিব ব্রাহ্ম তাহা করিতে পারেন, কিছু কষ্টও হইবে না, ইহা কি আশাপ্রদ নহে। যদি কলিকাতার খুব কম একশত ব্রাহ্মপরিবার থাকেন,তবে মাসিক ১০০৲ টাকা কি আদায় হয় না, এই এক প্রকার সাধারণ উপায়। দ্বিতীয়; প্রতিপরিবারে যদি ৪টী বয়স্থা ব্যক্তি থাকেন তবে প্রত্যেকের শারীরিক বিলাসের জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহা হইতে ১৲ টাকা করিয়া বাচাইলে ১০০ পরিবারে ৪০০৲ টাকা মাসিক বাঁচিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা উক্ত কলেজের আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যয়সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হইবেন। কার্থেজ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা একদিন দেশের জলের জন্য নিজ নিজ সৌন্দর্য্য মাথার চুল পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধজাহাজের রজ্জু প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন! ব্রাহ্ম স্ত্রীপুরুষগণকে তাহা কিছুই করিতে হইবে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ সাবাং চা যাহা মেয়ে পুরুষের মধ্যে চলিতেছে, কিঞ্চিৎ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বৈরাগ্য দেখাইলে নিশ্চয়ই অনেক উপকার হইতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে নবমীতে লাউ খাওয়া নিষেধ,ত্রয়োদশীতে বেগুন,ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে; সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিছু নাই। যাঁহার বাটীতে ।০ মৎস্য দৈনিক খরচ হয়, তাঁহারা ৪টি রবিবারে মাছ পরিত্যাগ করিলে ২৲ টাকা মাসিক দান করিতে পারেন। হিন্দুরা জগন্নাথকে চিরজীবনের জন্য অতি প্রিয় বস্তু দান করেন, ব্রাহ্মরা কি অল্পদিনের জন্য উদ্ভট বিলাতি বিলাসিতার কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা বাটী নির্ম্মাণের জন্য ১০।১৫ সহস্র টাকা ব্যয় করেন, যাঁহারা সন্তানাদির বিবাহে ৫।৬ সহস্র টাকা গ্রহণ করেন কিংবা ব্যয় করেন, তাঁহারা কি তৎসঙ্গে তাঁহাদের কন্যাদিগের শিক্ষা ও ভাবি কল্যাণের জন্য ১০০৲ টাকা দান করিতে পারেন না? হিন্দুরা দরিদ্রাবস্থায় পরহিতার্থে যাহা দান করিতে পারেন এবং যে সকল সৎকার্য্য করিতে পারেন, ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে নানা বিলাসিতার ফাঁদে পড়িয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং সামাজিকতা জন্য একেবারে ব্যয়কুণ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহারা অল্প আয়ে কোন প্রকারে সংসার নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের ব্যয়েও বিলাতি অনাবশ্যক পোষাক সাবাং চা চোকোলেট পাউডার প্রভৃতির ছড়াছড়ি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। অধিক লিখিতে গেলে আকাশে থুথু ফেলার ন্যায় আপনার গায়ে পড়ে এই জন্য আর লিখিলাম না। যাহা হউক বোঝাযায় যে ব্রাহ্মগণ বদ্ধপরিকর হইয়া কিঞ্চিৎ বিলাসিতা কমাইলে অথবা উপযুক্ত বিষয়ে ব্যয় প্রবাহ চালাইলে কলেজ ফণ্ড দুই দিনেই আরম্ভ হইয়া মূল ধনের সংস্থান হইয়া যাইতে পারে; ১ বৎসরের মধ্যেই ২৫০০০ টাকা জমিতে পারে। তবে আন্দোলন চাই, সকলের মনে মনে আলোচনা করা চাই, নিশ্চেষ্টকে সচেষ্ট করা চাই। টাকার অপ্রতুল কিছুমাত্র নাই, ভিক্ষা করিবার লোক চাই, ব্রাহ্মসমাজ ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করেন না, কৃতবিদ্য অনেক আছেন, তাঁহারা পরলোকের কথা ও স্বর্গে গেলে কি হয় বলিতে পারেন, কিন্তু কি হইলে ইহলোকে সুখ হইবে তাহা যদি লোককে বুঝাইয়া দিতেন তাহা হইলে অনেক কল্যাণ হইত। বিলাতি বর্ত্তমান সুখের কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না, তাহা আপনা আপনি আসিতেছে এবং গড্ডলিকাপ্রবাহে তাহা সকলেই গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সে দিন Sir Roper Lethbridge সাহেব ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা কি কেহ স্মরণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য আন্দোলন করিয়াছেন। আজ কাল কলেজের ছেলেরা ফুটবল টেনিশ ক্লব প্রভৃতির খরচের জন্য যে টাকা ব্যয় করে তাহা কোথা হইতে আইসে? ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্য তাঁহারা কি কিছুমাত্র দিতে পারেন না, নিশ্চয়ই বিশেষ আন্দোলন হইলে যাহা এক্ষণ অসম্ভব বোধ হইতেছে তাহা সম্ভব হইবে। যদি ব্রহ্মকৃপার উপর ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস থাকে তবে "অসম্ভব সম্ভব" হইবে। যদি ইহলোকের এ কথায় বিশ্বাস না থাকে তবে পারলৌকিক ধূমাচ্ছাদিত আশা বাক্যকে বিশ্বাস করিবে কিরূপে; এ বিষয় মহিলায় বিশেষরূপে এবং ইংরেজি ও বাঙ্গালা কাগজে এবং সহরের প্রত্যেক সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে তাঁহাদের বিদেশীয় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে, এক্ষণে না হইলে কখনও আর হইবে না। সকলকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি চাও, তবে স্ত্রীশিক্ষা তাহার বিশেষ অঙ্গ— এ বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে হইবে। অনেক কথা বাকি রহিল, আর লিখিতে পারিলাম না

আপনাদের চরণে বিনীত নমস্কার করিয়া এবং আশা রাখিয়া বিদায়।

আকাশেশ্বর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনে আকাশকে অদৃশ্য বস্তু বলা হইয়াছে, কিন্তু এখানে আবার দৃশ্য বস্তু বলা হইতেছে। তার পর আকাশের সহিত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার তুলনা করাতে আকাশকেও সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে।

'অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখং।
দৃশ্যতে তৎ খগাকারং খগ্লাকারং বিচিন্তয়েৎ ॥১১॥

ঐ ৩ অঃ— উত্তরগীতা।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি যোগতত্ত্বজ্ঞ, ইত্যাদি ইত্যাদি—ঐ অবস্থায় তিনি যৎকালে আপনাকে অখণ্ড আকাশরূপে দর্শন করেন, তৎকালেই পরমাত্মাকে আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ধ্যান করিয়া থাকেন। ১১।

এখানে আকাশকে অখণ্ড বলাতে আকাশের ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইতেছে, আর পরমাত্মাকে এখানে স্পষ্টতঃ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী বলায় পূর্ব্ববচনে যে আকাশের সর্ব্বব্যাপকতার খর্ব্বতা করা হইয়াছিল তাহার সহিত বিরোধ হইতেছে। এ বচনের অনুবাদে 'খগাকারং' এই বাক্যের আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী অর্থ করা হইয়াছে! কিন্তু আকাশ একটি সর্ব্বব্যাপী ও ঈশ্বর আর একটি সর্ব্বব্যাপী ইহা হইতে পারে না, সুতরাং উহার অর্থ সাধক অনাদি অনন্ত আকাশমূর্ত্তিকে চিন্তা করিয়া থাকেন। এ মূর্ত্তি ঈশ্বর হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। অতএব পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪৭ শ্লোকে অনর্থক আকাশাতীত ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে মাত্র।

'আকাশবৎ সূক্ষ্ম শরীর আত্মা
ন দৃশ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা।
স চ বাহ্যাভ্যন্তর'নশ্চলাত্মা
অন্তর্মুখঃ পশ্যতি তত্ত্বমৈকাং॥ ৭ ॥

'হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা যেমন আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, অন্তরাত্মাও সেইরূপ বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭।'

জ্ঞানানন্দ লহরীধৃত, ২ অঃ উত্তরগীতাবচন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্, এ, সম্প্রতি কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। গত ৯ই আষাঢ় অপরাহ্নে তিনি কৃষ্ণনগর ব্রহ্মমন্দিরে "The Worship of the Infinite and its effects upon our thoughts" বিষয়ে বক্তৃতা করেন; সন্ধ্যার পর সাপ্তাহিক উপাসনাও তাঁহাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। উপদেশের সার এই:—যে বস্তু যত মূল্যবান, সে বস্তুকে আমরা তত বাহির হইতে ভিতরে আনিয়া যত্নে রক্ষা করি; ব্রহ্মধনকে আমাদিগের জীবনের, পরিবারের ও মণ্ডলীর খুব ভিতর-দেশে যত্নে রাখিতে হইবে। ব্রহ্ম যখন ভিতরটা অধিকার করেন, তখন মনুষ্যের মত ও অনুষ্ঠানকে, ভাব ও ক্রিয়াকে সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নবজাত শিশুকে যদি কেহ মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহাতে জননীর ও শিশুর উভয়েরই কষ্ট দুর্গতির সীমা থাকে না; এরূপ বিচ্ছেদ সংঘটন অপেক্ষা অমানুষিক কার্য্য আর কিছুই নাই। মতকে অনুষ্ঠানবিহীন, অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মমতরূপ ভিত্তিবিহীন, ভাবকে ক্রিয়াবিহীন ও ক্রিয়াকে ভাববিহীন করিলে ঐরূপই ভয়ানক ব্যাপার ঘটে। ১০ই আষাঢ় প্রাতঃকালে শান্তিপুরে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের সহিত উপাসনা হয়। তথায় "আশা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরে অনেক গণ্যমান্য লোক বক্তৃতায় ও উপাসনায় বরাবর উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা লিখিতেছেন;—প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত অমরপুর নামক গ্রামে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় মহাশয় উৎসব করিয়া থাকেন। গত বৎসর পীড়িত থাকায় তিনি উৎসব করিতে পারেন নাই। এ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে চলিল, অথচ উৎসবের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় সেবক সমিতির সেবকগণ যাহাতে বহুকালের উৎসবটি বন্ধ না হয় এতদ্বিষয়ে রায় মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া তথাকার উৎসবের ভার লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে গত ২৩শে জুন রবিবার, শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ রায়, কালীনাথ ঘোষ ও শরৎকুমার মজুমদার সমিতির পক্ষ হইতে ও সমিতির ব্যয়ে তথায় উৎসব করিতে গিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণানুসারে চন্দননগরস্থ কয়েকটী বন্ধুও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাতে শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় উপাসনা করেন, তাঁহার উপদেশের ভাবার্থ এইরূপ ছিল। "ভগবান্ স্ত্রীপুত্র ধন মান, যশঃ প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগকে সংসাররূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন একটি একটি করিয়া উহা চলিয়া যাইতে থাকে তখন কারাগারের এক এক দিকের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায় অর্থাৎ স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইয়া যায়।" শ্রদ্ধাস্পদ রায় মহাশয় হৃদয়ভেদী প্রার্থনা দ্বারা যখন আপনার জীবনে ভগবানের অপূর্ব্বলীলাবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন তখন উপস্থিত সকলেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। অসুস্থ ভগ্নশরীরে এখনও তাঁহার কেমন উৎসাহ, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়াছেন। ভ্রাতা আশুতোষ রায় ও কালীনাথ ঘোষের সময়োপযোগী মধুর সঙ্গীতে অমরপুরের সকলকে সুখের আস্বাদন দান করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে সৎপ্রসঙ্গ হয়। রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল বাবুই রাত্রিতেও উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের সার এই—"হিন্দুগণ আপনাদের গৃহদেবতাকে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং প্রত্যহ তাঁহার

সেবা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে বিশ্বাস করেন। আমাদেরও, সেই নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে আপনাপন গৃহে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যহ তাঁহার সেবা দ্বারা তাঁহাকে রাখিতে পারিলে, আমাদের মঙ্গল হইবে ইহা বিশ্বাস করা উচিত।" রায় মহাশয় উৎসবোপলক্ষে গ্রামস্থ নরনারী এবং গরিব লোকদিগকে বিশিষ্ট উপচারে ভোজন করাইয়াছেন। উৎসবে অনেক নরনারী উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগের উৎসাহকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ দিবস চন্দননগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের আহ্বানানুসারে শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার সমিতির পক্ষ হইতে তথায় গিয়াছিলেন। চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য সেই দিবস শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদারই করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিশেষ কৃপা করিয়া সেবকসমিতির দ্বারা এইরূপে একটী বিশেষ কার্য্য করাইয়া লইলেন।

ভাই উমানাথ গুপ্ত তমলুক হইতে পুনরায় পীড়িত হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতিদিন অর্দ্ধসের আন্দাজ রক্ত পড়িতেছে, আজ কাল তিনি কবিরাজী চিকিৎসার অধীন আছেন। শীঘ্র রক্ত বন্ধ না হইলে ভয়ের কারণ আছে।

ভাই অমৃতলাল বসু গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কতকগুলি ফোড়ার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন শ্রীযুক্ত ডাক্তার এস্ বি মিত্র একটী ফোড়ায় অস্ত্র করিয়াছেন।

আমাদের লাহোরস্থ ভ্রাতা লালা কাশীরাম তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমাদের প্রচারভাণ্ডারে ২০৲ বিশ টাকা দান করিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আমাদের প্রচারাশ্রমে আজকাল অনেকগুলি বিদেশস্থ বন্ধুর শুভাগমনে প্রাত্যাহিক উপাসনা বেশ জমাটমত হইতেছে। গত কল্য মহাপুরুষ মোহম্মদের জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষভাবে প্রার্থনাদি ও রাত্রিতে কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঢাকাস্থ ভাই দুর্গানাথ রায়, গোরক্ষপুরস্থ বাবু যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে, অমরপুরের বৃদ্ধ বন্ধু হরিদাস রায়, বৰ্দ্ধমানের বাবু রাজেন্দ্রলাল সিংহ, টালানিবাসী বন্ধুবর বিপিনমোহন সেহানবিস পুত্রকন্যাগণ সহ, অমরাগড়ীর আশুতোষ রায়, হরলাল রায়, নটবর দাস, শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য সপরিবারে এই মোহম্মদ উৎসবে যোগ দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রাতঃ সন্ধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গাঙ্গুলী নববিধান সমাজের পুস্তক সকল দেশ বিদেশে বিক্রয় করিবার জন্য এবং পত্রিকাদির মূল্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই ভয়ানক গরমের সময় উত্তর পশ্চিমের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বৰ্দ্ধমান, রামপুরহাট, বহরমপুর, লালগোলা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, মোজাফরপুর, ছাপরা, গোরক্ষপুর, গাজিপুর ও কাশী হইয়া এক্ষণে এলাহাবাদ গমন করিয়াছেন, মধ্যে গাজীপুরে তাঁহার শরীর এক দিন খারাপ হইয়াছিল। কাশীতে মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের যত্নে তিনি বেশ ভালই ছিলেন বলিয়া এই গরমের সময় কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন বন্ধুগণের আদর যত্ন পাইয়াছেন।

প্রেরিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্বে প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া গেল।

২৭শে মে সোমবার অপরাহ্নে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কৰ্ম্মকার ও শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় দ্বয় পিঙ্গনা আগমন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পর স্থানীয় ট্রেডিং কোম্পানীর গৃহে সঙ্গীত প্রার্থনাদি হয়।

২৮শে মে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে স্নানান্তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কৰ্ম্মকার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

সন্ধ্যার পর ট্রেডিং কোম্পানী গৃহে স্থানীয় বন্ধুগণ সমবেত হন। প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কৰ্ম্মকার মহাশয় দুইটী সঙ্গীত করেন তৎপর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় অবস্থা উপযোগী একটি অতি সার গর্ভ মধুর উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার উপদেশের সার এইরূপে গৃহীত হইতে পারে:—জড় উদ্ভিদ্ প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তু আপনাপন জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের জীবন ধারণ তাহাদের কেবল নিজ প্রয়োজনে নহে। মানুষের প্রয়োজন সাধন জন্য তাহাদের জীবনধারণ। মানুষের জীবনধারণপক্ষে জল বায়ু ধন ধান্য বহুবিধ বাহ্য সামগ্রী প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু ধন সম্পদ ও স্ত্রী পুত্র পরিবারে আবদ্ধ থাকা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠতর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য ভগবান্‌কে লাভ করা। মানুষ মনের তৃপ্তির জন্য ধন সম্পদ স্ত্রী পুত্র পরিবার কত কিছুকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, কত কিছুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিতে পারে, কিন্তু এ সকল কিছুতেই তাহার প্রাণের গূঢ় অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। মানুষের প্রাণ এ সকলের অতীত আরও কিছু চায়। এই অভাববোধই তাহাকে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখীন করে। এইরূপে সে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখে তাহার প্রাণ সেই অনন্ত প্রাণের সহিত চিরসংযুক্ত। সেই অনন্ত প্রাণসাগরে স্থিতি করিয়া তাহার প্রাণ সেই অনন্ত প্রাণ হইতেই অনবরত তাহার পরিপোষণের সামগ্রী লাভ করিতেছে। এইরূপে সেই অনন্ত প্রাণময় পুরুষ তাহার প্রাণের স্থিতি ও পরিপোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনার প্রাণ সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হয়। ক্রমে সে সেই অনন্ত প্রাণকে অনন্ত জ্ঞানবস্তুরূপে

প্রত্যক্ষ করিয়া দেখে, সেই অনন্ত জ্ঞানই তাহার জ্ঞানের মূলে ক্রিয়াশীল। তখন সে অনন্ত জ্ঞানকে আপনার জ্ঞান-ভূমিতে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ক্রমে সেই প্রাণময় পুরুষকে প্রেমময়রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে হৃদয়ের শুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তখন সে দেখিতে পায় এই প্রাণময় জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষই তাহার অনন্ত কালের অক্ষয় সম্পদ। সে এত দিন সসীম ও অস্থায়ী বস্তুকে প্রীতিদান করিয়া কখনও সুখ, কখন দুঃখ, কখনও আশা, কখনও নিরাশার স্রোতে ভাসিতেছিল, এখন এই অক্ষয় অনন্ত পুরুষে আপনাকে স্থিত দেখিয়া ও ইহাকে আপনার অনন্তকালের সুখ সম্পদ জানিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া সে কৃতার্থ। উপদেশের পর তিনি সময়োপযোগী একটী প্রার্থনা করেন। পরে সঙ্গীতাদির পর এখানকার কার্য্য শেষ হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহের বাসায় সাপ্তাহিক মঙ্গলবারের উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

২৯শে মে বুধবার প্রাতে কয়েকটী বাসা ঘুরিয়া কীর্ত্তন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয় কীর্ত্তনে অগ্রণী হইয়া কার্য্য করেন। পরে স্নানান্তে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহের বাসায় উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ঈশ্বর এবং তাঁহার জন যাঁহারা তাঁহারই আপনার ইহাই স্বর্গের অবস্থা, তদ্ভিন্ন সংসারের ভাবে কাহারও সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া মনোবিকারের ও উদ্বেগের কারণ, প্রার্থনাতে এইটি প্রকাশিত হয়।

অদ্য সন্ধার পর স্থানীয় স্কুল গৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার এইরূপে গৃহীত হইতে পারে। ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। এক জন গৃহনির্ম্মাতার অন্তরে যেমন গৃহখানির অবয়ব প্রথমে চিত্রিত হইয়া তাহার সংকল্পের মধ্যে নীহিত থাকে, পরে গৃহ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হয় ও যথাসময়ে গৃহ পূর্ণ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি স্রষ্টা ঈশ্বরের সংকল্পের মধ্যে এই পৃথিবী ও আমরা প্রত্যেকে সম্ভাবনারূপে স্থিতি করিতেছিলাম। ক্রমে পৃথিবী অস্তিত্বে পরিণত হইল। ক্রমে উহা বাসোপযোগী হইল। পরে মনুষ্যের সৃষ্টি হইল। মানবজাতির আদিম অবস্থায় তাহাদের জীবনে কেবল শক্তির স্ফুরণ ও শক্তির কার্য্য লক্ষিত হয়। তাহারা বাঘ ভালুকাদি হিংস্র জন্তুদিগকে শক্তি বলে পরাস্ত করিয়া কখন তাহাদিগের দ্বারা পরাস্ত হইয়া বাস করিত। ক্রমে মানুষের মধ্যে শক্তির সঙ্গে জ্ঞানের স্ফুরণ হইল। ভারতীয় আর্য্যগণ শক্তি ও জ্ঞানপ্রয়োগে এদেশের অসভ্য অজ্ঞান আদিম নিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের বাসভূমি নির্ব্বিঘ্ন ও দৃঢ় করিয়াছিলেন। ক্রমে মানুষের জীবনে শক্তি ও জ্ঞানের সহিত প্রেমের বিকাশ হইল। তখন একে অন্যের সহিত, এক জাতি অন্য জাতির সহিত, ব্যবহারে এমন কি যুদ্ধাদি কার্য্যেও প্রীতির ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান বুয়ার যুদ্ধ তাহার প্রমাণ স্থল। শক্তি, জ্ঞান, প্রেমের বিকাশের পর মনুষ্যজীবনে পবিত্রতার ক্রিয়া প্রকাশ হয়। এখন শুনা যায়, এক জাতির সহিত অন্য জাতির ব্যবহারাদিতে এই পবিত্রতার বিধি প্রতিপালিত হইবে। এইরূপ দেখা যায়, মানুষের জীবনে স্বভাবের নিয়মে প্রথমে শক্তি, তৎপর জ্ঞান, তৎপর প্রেম, তৎপর পবিত্রতা গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ বিধি।

মানুষ প্রথমে আপনার ইচ্ছা রুচি অনুসারে চলিত। সময়ে মানবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার নিষেধাত্মক বাণী প্রকাশিত হইল। এটী করিও না ওটী করিও না এই নিষেধ বাণী মানব অন্তরে পরিস্ফুট হইল। এই একজনের মধ্যে অন্তর নিষেধাত্মক বাণীর প্রকাশ প্রথমে মহাত্মা সক্রেটীসের জীবনে হয়, তিনি এই তত্ত্ব জগতে প্রথমে ঘোষণা করেন। ইহা একটি বিশেষ বিধান। মহাত্মা খ্রীষ্টের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতি পালনের বিধি বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়। মহাত্মা বুদ্ধের জীবনে বাসনানির্ব্বাণে শান্তি ও জীবে দয়ার বিধি প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনে ভগবানে শুদ্ধ প্রেম অর্পণের বিধি প্রকাশিত হয়। এই যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের জীবনযোগে বিশেষ বিশেষ বিধি সকল প্রবর্ত্তিত হইল, ইহা জগতের পক্ষে বিশেষ বিধান। সমস্ত বিশেষ বিধানের সমন্বয়সাধনে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও উন্নতি ভগবানের ব্যবস্থা। বিভিন্ন বিধান অবলম্বনে মানবাত্মা শক্তি জ্ঞান, প্রেম পুণ্যে পরিপুষ্ট হইয়া দেবসন্তানত্ব লাভ করে। এই আদর্শ দেবসন্তানের ভাব স্রষ্টা ঈশ্বরের সংকল্পের মধ্যে অবস্থিত ছিল ও আছে। সকল বিশেষ বিধানই প্রত্যেক মানবাত্মার প্রয়োজনীয় এবং সকল বিশেষ বিধানের সমন্বয় সাধনে মানব জীবনের সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ইহা ঈশ্বরের বিশেষ বিধান। বর্ত্তমান যুগে কেশবচন্দ্র ইহা জগতে প্রথমে ঘোষণা করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গৃহ নির্ম্মাতার সংকল্পের মধ্যে প্রথমে গৃহের অবয়ব নিহিত থাকে। পরে গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয়। নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর গৃহ অনেকদিন পর্য্যন্ত অপূর্ণ অবস্থায় থাকে। গৃহের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি অনেক সময় সাপেক্ষ। তেমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবন অপূর্ণ গৃহ। ঈশ্বরের সংকল্পের মধ্যে আমাদের জীবনের যে পূর্ণাবয়ব আছে তাহা লাভ করা সময়সাপেক্ষ। আমরা প্রত্যেকে সমস্ত বিশেষ বিধানের সমন্বয় জীবনে সাধন করিয়া ঈশ্বরের সংকল্পনিহিত দেব সন্তানত্ব লাভ করিব, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের নিয়তি।

৩০শে মে বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পর এ স্থানে সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। ৩১শে মে শুক্রবার শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক মহাশয় দ্বয় টাঙ্গাইল অভিমুখে যাত্রা করেন।

প্রণতদাস

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

ঝিঙ্গনা। ১২। ৬। ১৯০১

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। ১লা শ্রাবণ বুধবার, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে প্রণতবৎসল, তোমার কৃপা আমাদের সকল বিষয়ে হিতসাধন করে, ইহা যত দেখিতেছি তত বুঝিতে পারিতেছি, তুমি জীবগণের অতি ক্ষুদ্র বিষয় হইতে মহত্তম বিষয় পর্য্যন্তের ভার নিত্যকালের জন্য আপনার হস্তে রাখিয়াছ। তুমি সংসারের কোন ব্যাপারকে তুচ্ছ মনে কর না। এক একটি তুচ্ছ ব্যাপারের সঙ্গে অনন্ত জীবনের কল্যাণ সংযুক্ত রহিয়াছে ইহা তুমি জান, তাই আমাদের নিকটে যাহা তুচ্ছ, তোমার নিকটে তাহা অতি মহৎ। তুমি যে দৃষ্টিতে সমুদায় বিষয় দেখ, আমরা যদি সেই দৃষ্টিতে সে সকলকে দেখিতাম, তাহা হইলে সামান্য বিষয়ে অনবধান হইয়া মহৎ বিষয়ে কখন ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম না। হে প্রভো, ক্রমান্বয়ে জীবনে যখন তোমার নিত্যক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, একটী ক্রিয়াতেও যখন পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি দেখিতে পাইতেছি না, তোমার কোন ক্রিয়াসম্বন্ধেই যখন এরূপ বলিতে পারিতেছি না,—এরূপ না করিয়া এরূপ করিলে ভাল হইত, তখন তোমার প্রতি সকল বিষয়ে স্থিরবিশ্বাস কেন আমরা স্থাপন করিতে পারিব না? মানুষ যদি দুদিন সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি বিশ্বাস জন্মে, আর তুমি আমাদের জন্মাবধি সকল বিষয়ে হিতসাধন করিয়া আসিতেছ, আর আমরা কি না তোমাকেই অবিশ্বাস করিব? সকল সময়ে আমাদের মনের মত তুমি ব্যবহার কর না, এই দোষে কি আমরা তোমায় অবিশ্বাসের পাত্র বলিয়া স্থির করিব? এ সকল স্থলে যদি দেখিতাম, আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই আমাদের পক্ষে ভাল ছিল, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমাদের আস্থা হ্রাস হইলে কোন দোষ হইত না, কিন্তু যখন তোমার কার্য্য হইয়া গেলে তৎপরে দেখিতে পাই যে, আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম, সেরূপ হইলে আমাদের শ্রেয় না হইয়া অশ্রেয়ই হইত, তখন বল তোমার সকল কার্য্যে আমাদের আহ্লাদিত হইবার পক্ষে কি বাধা রহিল। যে পর্য্যন্ত কোন একটি কার্য্য শেষ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত দোলায়মান অবস্থায় থাকিতে পারে, কেন না আমরা জানি না তৎসম্বন্ধে তুমি কি করিবে, কিন্তু কার্য্য হইয়া গেলে তখনও যদি আমাদের তোমার কার্য্যে আহ্লাদ না হয়, তাহা হইলে জানিলাম, অবিশ্বাসের কূপে ডুবিয়াছি; তোমার প্রতি আমাদের একটুও অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই। যদি আমাদের অনুরাগ

ও বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে বুঝিলাম, আমাদের জীবনে দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না। তুমি তো মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কখন করিতে পারিবে না জানি, কিন্তু আমরা সেই মঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমাদের জীবনকে একেবারে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করি। হে দীনজনত্রাতা, তাই তব চরণে বিনীত ভাবে ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে উপযুক্ত বিশ্বাস ও অনুরাগ দাও যে আমরা তোমার কার্য্যের যথার্থ মর্ম্মগ্রাহী হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারি। তব কৃপায় আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, আশা করিয়া আমরা বার বার তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ইচ্ছাপালন।

ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি ইহারই উপরে নির্ভর করে। আমার ইচ্ছা যেন না থাকে, প্রভুর ইচ্ছা যেন আমার জীবনে বিনা প্রতিরোধে কার্য্য করে, এরূপ শতবার বলিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অব্যবহিত ভাবে কার্য্য করিতে দিলে জীবনে যে শান্তি ও প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহা কিছুতেই হইতেছে না; মনে কেবল বিবিধ বিকল্প উপস্থিত হইতেছে, চিন্তার স্রোত নানাদিকে ধাবিত হইয়া শান্তির পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় চিত্তে প্রসন্নতা তো কিছুতেই থাকিতে পারে না, কেন না এ স্থলে যিনি আপনার হইতেও আপনার তাঁহারই সঙ্গে অমিল ঘটিয়াছে। এক বার নয় দুই বার নয়, বহু বার জীবনে এ প্রকার বিপাক দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এ বিপাক নিবারণ হইতে পারে, তাহার উপায় অবধারণ করা সমুচিত।

কোন একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইলে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের গতি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা সমুচিত। আমাদের জীবনের গতি আমরা নিজে নিয়মিত করিতেছি তাহা নহে। যদিও সময়ে সময়ে আমরা আমাদের জীবনের গতি নিয়মিত করিবার জন্য যত্ন করি, এবং তৎসম্বন্ধে বহু চিন্তা ও বহু আয়াস আশ্রয় করি, তথাপি কিছু সময় পরে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের চিন্তা ও যত্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের জীবনের গতি পূর্ব্বে যে দিকে ধাবিত ছিল, নিঃশব্দে সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে, আমাদের চিন্তা ও যত্ন বিফল হইয়া গিয়াছে। এরূপ হয় কেন? আমাদের উপরে আমাদের স্বভাবের প্রভূত কর্ত্তৃত্ব। আমরা স্বভাব অতিক্রম করিয়া কিছু করিতে পারি না। যদি বলপূর্ব্বক স্বভাবকে আত্মবশে আনিতে যাই, তাহা হইলে দিবা রজনী চিন্তা ও প্রযত্ন বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও যত্ন একই দিকে নিয়োগ করিলে সুফল হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে কুফলই উৎপন্ন হয়। অত্যধিক চিন্তা ও যত্নে শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও যত্ন করা অসম্ভব হয়; আর স্বভাব সেই দৌর্ব্বল্য অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতররূপে আমাদিগকে তাহার অধীন করিয়া ফেলে। এখন আর অনেক দিন যত্ন করিয়াও চিন্তা করিয়াও তাহার গতি ফিরাইতে পারা যায় না।

যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে আমাদের জীবনে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহার পন্থা রহিল না। আমাদের স্বভাবের ভিতরে সকল প্রকার মানসিক ও শারীরিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা প্রবল হইয়া আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্বস্থাপনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে এবং সে চেষ্টায় তাহারা প্রতিনিয়ত কৃতকার্য্যও হইতেছে। সাধু হউন আর যিনিই হউন, দৈহিক অভাব সকল তাঁহার পূরণ করিতেই হইবে। এই সকল ন্যায্য অভাব পূরণ করিতে গিয়া সেই সেই প্রবৃত্তি প্রবল হইবার অবসর পায়। একবার কোন একটী প্রবৃত্তি প্রাবল্যলাভ করিলে তাহার আধিপত্য অতিক্রম করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রবৃত্তিসকলকে নিয়মিত করিয়া রাখিবার জন্য যে, বিবেক-

শক্তি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সে শক্তির শাসন-বাক্য প্রবৃত্তি পরবশ ব্যক্তির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। বিবেকশক্তির শাসনবাক্যে কর্ণপাত না করিলে ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিবেকবাণী ইচ্ছাশক্তির কার্য্য করিবার মূল, সে মূল যদি সে হারায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিগণের দলে মিশিয়া তাহাকে কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে দিন দিন তাহাতে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া, বিবিধ বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিবিধ দিকে উহাকে ধাবিত হইতে হয়, উহা আর আপনার স্থিরতা ও অচঞ্চল ভাব রক্ষা করিতে পারে না। যদি স্থৈর্য্য ও অচঞ্চল ভাব গেল, তাহা হইলে ইচ্ছাশক্তি আপনার দার্ঢ্য হারাইয়া নিজ স্বভাববিচ্যুত হইল। শিশুর আবদারের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তির দার্ঢ্য প্রকাশ পায়, উহাই উহার স্বরূপ। এই দার্ঢ্য কালে নানা কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও যদি উহা বিবেকের শাসনানুসরণে অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইচ্ছাশক্তি আপনার স্বরূপ হারাইয়া বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিকার না ঘুচিলে উহা আর ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে এক হইবে কি প্রকারে?

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, বিবেকের শাসন বা ঈশ্বরের বাণীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকিলে, উহা অতি মধুর, সুমিষ্ট, চিরমঙ্গলকর বলিয়া প্রতীত হয় না, তৎপ্রতি অনুরাগও জন্মে না। অনুরাগ না জন্মিলে বিনা প্রয়াসে ও যত্নে তদনুসরণ কখন সম্ভবপর হয় না। যদি বিনা প্রয়াসে ও যত্নে বিবেকের শাসনানুসরণ করিতে কেহ না পারিল, তাহা হইলে শাসনানুসরণ করিতে যে কালক্ষেপ হয়, সেই অবকাশ দিয়া প্রবৃত্তি সকল চিত্তে প্রবেশ করে, এবং উহাকে আপনার হস্তগত করিয়া লয়। যে কোন ব্যক্তির সঙ্কল্প এই যে, সে ঈশ্বরের অনুগত দাস হইবে, সে ব্যক্তির সর্ব্বপ্রথমে বিবেকের শাসনানুসরণে দৃঢ়নিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রথমে প্রথমে তদনুসরণ কঠোর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কেন না তখনও প্রবৃত্তিসকলের উত্তেজনা অন্তরিত হয় নাই; কিন্তু সেই শাসন অনুসরণ করিতে করিতে প্রবৃত্তিসকলের আধিপত্য যতই ক্ষীণ হইয়া আইসে, ততই বিবেকবাক্য মধুর হইতে মধুর প্রতীত হয়। মধুর প্রতীত হয় কেন? না উহা প্রেমমাখা। প্রেমমাখা কেন? না উহা মঙ্গলময়। বিবেকের প্রতি অনুরাগ স্বয়ং ভগবানের প্রতি অনুরাগ, কেন না বিবেক তাঁহারই বাণী। বিবেকের প্রতি বিশ্বাসে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল, তৎপ্রতি অনুরাগে ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন স্বাভাবিক হইয়া গেল। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিশ্বাস ও প্রেম বিনা কোন কালে কেহ ইচ্ছাপালন করিতে সমর্থ নহে। যদি কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার জানা উচিত, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে বিবেকের বাণীর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুরাগী হইতে হইবে। ইতিহাসে মুষা অগ্রে ঈশা তাঁহার পরে। প্রতিব্যক্তির জীবনের ইতিহাসে ইতিহাসের এই ক্রমসন্নিবেশ প্রকাশ পাইবেই পাইবে।

ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী

আমাদের ধর্ম্মমত কি? জ্ঞানদীপ ব্রহ্মবিজ্ঞান আমাদের ধর্ম্মমত। ব্রহ্মবিজ্ঞান কি? ব্রহ্মের সাক্ষাৎ জ্ঞান। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়? অন্তর ও বাহিরের জগতে ব্রহ্মসম্পর্কীয় যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ জ্ঞান। এ সাক্ষাৎ জ্ঞান কি আমরা স্বতঃ লাভ করি? ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার আপনার জ্ঞান ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতেছেন। আমরা যখনই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করি, তখনই তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞান আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন। তিনি যে ব্রহ্মবিজ্ঞান আমাদিগের নিকটে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে থাকেন, আমাদের তাহাই ধর্ম্মমত হয়।

ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন আমাদিগের ধর্ম্মমত হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় ধর্ম্মবিধান ইহার অন্তর্গত

হইয়া পড়ে। তখন আমরা বলি, "কোথায় য়িহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোথায় মোসলমান বিধান, কোথায় শিখ বিধান, সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইনি (নববিধান) সম্বদ্ধ।" কেবল বিধান কেন? "ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত।" "নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম।" বিজ্ঞানের ধর্ম্ম কেন? না, ব্রহ্মবিজ্ঞান ইহার মূলভিত্তি। ব্রহ্মকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করিলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে, অন্তরে ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মবিজ্ঞানকে আপনার জীবনের নিয়ামক করিয়া সাধক উহারই অনুবর্ত্তন করেন, সুতরাং কোনপ্রকার কুমত তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না।

এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের মধ্যে 'বস্তু বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকারের বিজ্ঞান' যদি অন্তর্ভুক্ত হইল, তাহা হইলে অন্তর ও বাহিরের কিছুইতো ব্রহ্মবিজ্ঞানের বহির্ভূত হইতে পারিল না। জগৎ ও জীব যখন ব্রহ্মেরই মধ্যে বিরাজিত, নিয়ত তাঁহারই ক্রিয়ার অধীন, তখন ব্রহ্মবিজ্ঞান যে সমুদায় আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে, ইহা আর অসঙ্গত কি? যাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মমতকে সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চান, ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদিগণের সহিত তাঁহাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। ভূতবর্ত্তমানের সমুদায় ইতিহাস, সমুদায় জাতি এবং সমুদায় বিষয় হইতে ব্রহ্মবিজ্ঞান উদ্ভূত হইতেছে, সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদীর সে সকলের কিছুই দ্বেষ্য হইতে পারে না। সমুদায় প্রাচীন ইতিহাস তাঁহাতে নূতন হইয়া নূতনবেশ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই নূতন ভাব ও নূতন বেশ প্রাচীন মূলকে সর্ব্বথা প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলে না, স্বজাতীয়ত্ব বিনষ্ট করে না। অনেক নববিধানবাদী আজও ব্রহ্ম-বিজ্ঞানবাদী নহেন, এজন্য নববিধানমণ্ডলীতে বিরোধ ঘুচিতেছে না। যে দিন সকলে ব্রহ্মবিজ্ঞান-বাদী হইবেন, সেই দিন মণ্ডলীমধ্যে বিবাদ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতি সমাদর না থাকিলে, পরস্পরের প্রতি সমাদর থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী তিনি আপনাতে যেমন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ক্রিয়া দর্শন করেন, তেমনি অপর সকল ব্যক্তিতেও তাঁহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া দেখিয়া থাকেন। তিনি কখন সে ক্রিয়ার প্রতিরোধ করিতে চান না, সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের স্বাধীনতার তিনি সম্মান করিয়া থাকেন। সে সকল ব্যক্তির ভিতরে পাপ আছে, ঈশ্বরের অব্যাহত ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক আছে, সুতরাং তাহাদের জীবন বিবিধ পরীক্ষায় পরিবৃত। ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী এসকল দেখিয়াও তাহাদিগের স্বাধীনতার সঙ্কোচ করিতে প্রস্তুত নহেন, কেন না তিনি জানেন, এই সকলের ভিতরেও তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের ক্রিয়া চলিতেছে। কি প্রকারে তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে, তৎসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান তাঁহার নাই ব্রহ্মেরই আছে, সুতরাং তিনি ব্রহ্মের আদেশানুসরণ করিয়া তাহাদিগের নিকটে ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক কাহাকেও স্বপথে আনয়ন করিতে পারেন না। আপনার ভিতরে, জগতে ও জীবে যে ব্রহ্মবিজ্ঞান নিয়ত তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে, তিনি সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতা, কাহারও পরিত্রাতা নহেন, পরিত্রাতা কেবল স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং তিনি অভিমানবশতঃ ঈশ্বরের পদ আপনি কখন গ্রহণ করেন না।

যে সকল ব্যক্তিতে ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশ পায় নাই, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল ব্যক্তিতে ব্রহ্মের ক্রিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন না। সুতরাং তাঁহা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি ব্রহ্মক্রিয়াবর্জ্জিত ভাবিয়া তাহাদিগের পরিত্রাণের ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহারা মনে করেন, এই সকল ব্যক্তি

অতি কৃপাপাত্র। ইহাদিগকে যদি তাঁহারা শাসন না করেন, তাহা হইলে ইহাদিগের চৈতন্যোদয়ই হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কেবল উপদেষ্টা নহে, কতকটা পরিত্রাতার পদ তাঁহারা অধিকার করিয়া বসেন। ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদিগণের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার। তাঁহারা জানেন, শাস্তা ও পরিত্রাতা একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহারা নিজেও তাঁহার শাসন ও পরিত্রাণবিধানের অধীন। যখন তাঁহাদের এরূপ পরিষ্কার ধারণা, তখন একই শাস্তা ও পরিত্রাতার অধীন ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার যে আত্মতুল্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, মনে হয় তাহাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান কি, ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদিগণের ব্যবহার কি, তাহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদিত্ব যে বর্ত্তমান বিধানের বিশেষ লক্ষণ, ইহাও আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাস্তবিক কাহারা বিধানের লোক ব্রহ্মবিজ্ঞানবিশ্বাসেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র তাঁহারাই ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী, ইহা না হইতে পারে? ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদীর জ্ঞান পরিষ্কৃত, চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মানুগত হওয়া চাই, কিন্তু তাহা বলিয়া বিদ্বান্, ধার্ম্মিক বা সচ্চরিত্র মাত্রেই ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী, এ কথা কখন সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মই যাঁহাদিগের একমাত্র আলোক ও একমাত্র শাস্তা হইয়াছেন, ব্রহ্মের ক্রিয়াই যাঁহারা নিয়ত সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী, অন্য কেহ ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী নহেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। পুণ্যস্বরূপের পর আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা অদ্যকার বলিবার বিষয়। এই আনন্দস্বরূপেই ব্যাখ্যা পর্য্যবসন্ন হয়। পর্য্যবসানে আনন্দস্বরূপে সমুদায় স্বরূপ একীভূত হইয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ পায়, কেন না তুমি অতি পূর্ব্বে বলিয়াছ, স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন নাম কেবল বস্তু বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য, অন্যথা ব্রহ্মের একই অখণ্ডস্বরূপ। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই আনন্দ, একথা প্রতিপন্ন না হইলে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ব্রহ্ম বহুগুণবিশিষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তসহ পদার্থ হন; এ আপত্তিও কিছু সামান্য নহে। অতএব আজকার ব্যাখ্যায় তোমার কিছু বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইতেছে।

বিবেক। এ বড় সুখের বিষয় যে, ঠিক সময়ে আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যা উপস্থিত। দীর্ঘকাল তুমি সংসারে প্রবেশ কর নাই, ঠিক আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যার সময়ে তোমার সংসারে প্রবেশ, এরূপ সংযোগ ভাগ্যক্রমে ঘটিয়াছে। আনন্দস্বরূপে সংযোগের ব্যাপার, এখানে বিয়োগ নাই। অন্যান্য স্বরূপে তুমি জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের বিয়োগ কল্পনা করিতে পার। এখানে যদি সেরূপ কল্পনা কর, তাহা হইলে এ স্বরূপের আরাধনা কিছুতেই হইতে পারে না। আনন্দস্বরূপের নিকটস্থ হইলে, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, অথচ তাঁহাতে নিমগ্ন হওয়া বাকি রহিল, এরূপ ভাবনাই অসংলগ্ন। আনন্দ আমাদিগকে মগ্ন করে, আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়, আমরা আর আপনাতে আপনি থাকি না, আনন্দমূর্ত্তিতে ডুবিয়া যাই। যখন এইরূপে ডুবিয়া যাই, তখন একা ডুবি না, সকলকে লইয়া ডুবি। কারণ সকলেই আনন্দের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ। আনন্দে ডুবিলে সেখানে গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। যত বিচ্ছেদ বিয়োগ অন্তর্হিত হয়। এখানে মৃত্যুর অধিকার নাই, কেন না এখানে সকলেই দেহবিযুক্ত আত্মা হইয়া আনন্দে মগ্ন। সত্যস্বরূপের আরাধনায় যিনি সকলের প্রাণ সকলের জীবন, সকলের সত্তার সত্তা তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। তিনি কেবল প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন, সত্তার সত্তা নহেন, তিনি সকলই দেখিতেছেন সকলই জানিতেছেন। কেবল তিনি জানিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সকল অভাব পূরণ করিতেছেন, সর্ব্বদা স্নেহনয়নে আমাদিগকে দেখিতেছেন। এই স্নেহ ও প্রেমে আত্মসাৎ করিয়া অন্যাভিনিবেশ পরিত্যাগ করাইয়া একমাত্র আপনাতে তিনি সাধকের মনকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন আর চিত্তের অন্যত্র গতি নাই, তাঁহাতেই সমগ্র মন ও প্রাণ, চিত্তপ্রবিষ্ট। এ প্রকার একেতে চিত্ত নিবিষ্ট হওয়াতে পাপ অপবিত্রতা অন্তরিত হইয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বর এখন আপনার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সাধককে মুগ্ধ করিলেন, গেহ দেহাদির চিন্তা স্বতঃ অন্তর্হিত হইল। এই আনন্দ সাধকেতে আপনার আনন্দ সংক্রামিত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন। সুতরাং এই আনন্দ যে চৈতন্যময় প্রেমপুণ্যের আধার তাহাতে আর সন্দেহ কি? আনন্দের অপর নাম পূর্ণতা। যেখানে পূর্ণতা সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি। পূর্ণতা আর কোথাও নাই, পূর্ণতা কেবল এক ঈশ্বরেতে। এই পূর্ণতার জন্যই তিনি আনন্দঘন। অজ্ঞানতা, অশুদ্ধতা, নিষ্ঠুরতা পূর্ণতাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই, পূর্ণতা চৈতন্য, পুণ্য ও প্রেম। যে দিক্ দিয়া বিবেচনা কর, ব্রহ্ম যে আনন্দ, ব্রহ্ম যে রসস্বরূপ, তাঁহাতে যে সকল স্বরূপের একত্ব তাহা সহজে, হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

বুদ্ধি। আনন্দস্বরূপ যে এইরূপ, তাহা একপ্রকার বুঝিলাম।

আনন্দে কেবলই সংযোগ, বিয়োগ নাই, ইহাও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, কেন না প্রীতিপাত্রের সহিত একত্র বাসে আনন্দ একত্র বাসের অভাব হইলে বিষাদ, ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর পূর্ণ। সাধকের নিকটে তিনি যখন আপনাকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সেই পূর্ণতা সাধককে মগ্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। আনন্দের যে এই প্রকৃতির অভিভূত ও নিমগ্ন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাও প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের মিলনেতে যে আনন্দ তাহাও কিছু অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। কোন এক ব্যক্তিকে দেখিলে যে আনন্দোদয় হয়, তাহার কারণ তন্মধ্যে জ্ঞানাদি বিদ্যমান, অন্যথা আনন্দোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পরিমাণে জ্ঞান পুণ্য প্রেমের অভাব কোন ব্যক্তিতে অনুভূত হয়, সেই পরিমাণে আনন্দের মাত্রা কমিয়া যায়। এখন আনন্দস্বরূপের কিরূপ ব্যাখ্যা হয় বল, শুনি।

বিবেক। জ্ঞান প্রেম পুণ্য যখন আনন্দে মিশিয়া গিয়াছে, তখন আনন্দের আরাধনা এইরূপে করা যাইতে পারে :—হে আনন্দঘন পরব্রহ্ম, তুমি আমাদের হৃদয় মন প্রাণ আত্মাকে আনন্দের সাগরে ডুবাইলে। আমরা একেবারে তোমার চরণতলে উপস্থিত। তোমার চরণতলে দেবগণ ঋষিগণ মহর্ষিগণ সকলে আমোদ করিতেছেন। আনন্দভূমিতে কেবলই আনন্দের নৃত্য। আমাদের সকল দুঃখ সকল সন্তাপ অন্তরিত হইল, প্রাণ শীতল হইল, বিচ্ছেদ বিয়োগ চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। আমরা সম্পন্ন হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম। শত্রু মিত্র সকলকে আমরা সমানভাবে এখন আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি। সমুদায় ভুবন আনন্দে প্লাবিত হইয়াছে। হে রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, আমাদের কৃতার্থতার আর অবধি রহিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পালি। কো পন বাদো সত্তহি অপরিহানিয়েহি ধম্মেহি অকরনিয়াব ভো গোতম বজ্জি রঞ্ঞা মাগধেন অজাতসত্তুনা বেদেহীপুত্তেন যদিদং যুদ্ধস্স অঞ্ঞত্র উপলাপনায় অঞ্ঞত্র মিথুভেদা।

সংস্কৃত। কঃ পুনঃ বাদঃ। সপ্ত হি অপরিহানিধর্ম্মান্ কৃতবন্তঃ ভো গৌতম, বৃজিনঃ রাজ্ঞা মাগধেন অজাতশত্রুনা বৈদেহীপুত্রেণ যদিদং যুদ্ধাৎ অন্যত্র উপলাপনাৎ অন্যত্র মিথোভেদাৎ [বিজেতব্যাঃ]।

পা। হন্দ চ দানি মযং ভোগোতম গচ্ছাম বহুকিচ্চাময়ং বহুকরনিয়াতি।

সং। হন্ত চ ইদানীং, ভো গোতম, অহং গচ্ছামি। মম বহুকৃত্যানি বহুকরণীয়ানি সন্তি।

পা। যস্স দানি ত্বং ব্রাহ্মণ কালং মঞ্ঞসীতি।

সং। যদীদানীং ত্বং ব্রাহ্মণ কালং মন্যসে ইতি।

পা। অথ খো বস্সকারো ব্রাহ্মণো মগধ মহামত্তো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা উট্ঠায়াসনা পক্কামি।

সং। অথ খলু বর্ষকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামাত্যো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দ্য অনুমোদ্য আসনাৎ উত্থায় প্রাক্রামৎ।

পা। অথ খো ভগবা অচিরপক্কন্তে বস্সকারে ব্রাহ্মণে মগধ মহামত্তে আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি।

সং। অথ খলু ভগবান্ অচিরপ্রক্রান্তে বর্ষকারে ব্রাহ্মণে মগধমহামাত্যে আয়ুষ্মন্তম্ আনন্দম্ আমন্ত্রয়তি।

পা। গচ্ছত্বং আনন্দ যাবতিকা ভিক্খু রাজগহং উপনিস্সায় বিহরন্তি তে সব্বে উপট্ঠান সালায়ং সন্নিপাতেহীতি।

সং। গচ্ছ ত্বং, আনন্দ, যে ভিক্ষবঃ রাজগৃহম্ উপনিশ্রায় বিহরন্তি তান্ সর্ব্বান্ উপস্থানশালায়াং সন্নিপাতয়েতি।

পা। এবং ভন্তে তিখো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পটিসুত্বা যাবতিকা ভিক্খু রাজগহং উপনিস্সায় বিহরন্তি তে সব্বে উপট্ঠান সালায়ং সন্নিপাতেত্বা যেন ভগবা তেনুপসংকমি।

সং। এবং ভগবন্ * ইতি খলু আয়ুষ্মান্ আনন্দো ভগবতো প্রতিশ্রুত্য যে ভিক্ষবঃ রাজগৃহম্ উপনিঃশ্রায় বিহরন্তি তান্ সর্ব্বান্ উপস্থানশালায়াং সন্নিপাতয়িত্বা যত্র ভগবান্ তত্র উপসমক্রামৎ।

পা। উপসংক্রমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি।

সং। উপসংক্রম্য ভগবন্তম্ অভিবাদ্য একমন্তং তস্থৌ।

পা। একমন্তং ঠিতো খো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ সন্নিপাতিতো ভন্তে ভিক্খুসঙ্ঘো যস্সদানি ভন্তে ভগবা কালং মঞ্ঞসীতি।

সং। একমন্তং স্থিতঃ খলু আয়ুষ্মান্ আনন্দো ভগবন্তং এতদুবাচ সন্নিপাতিতো, ভগবন্, ভিক্ষুসঙ্ঘো যদিদানীং ভবান্ ভগবান্ কালং মন্যসে ইতি।

পা। অথ খো ভগবা উট্ঠায়াসনা যেন উপট্ঠানসালা তেনুপসঙ্কমি।

সং। অথ খলু ভগবান্ আসনাৎ উত্থায় যত্র উপস্থানশালা তত্র উপসমক্রামৎ।

পা। উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি।

সং। উপসংক্রম্য প্রজ্ঞাপ্তে আসনে ন্যষীদৎ খলু ভগবান্ ভিক্ষূন্ আমন্ত্রয়ৎ। (ক্রমশঃ)

* ভিক্ষুসংঘসম্বোধন পদমিদম্। একবচনংসংঘপদমাশ্রিত্য।

সংগ্রাম ও এস্‌লামধর্ম্ম প্রচার।

এস্‌লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক প্রেরিতপুরুষ হজরত মোহম্মদের পরলোকান্তে তাঁহার স্থলবর্ত্তী দ্বিতীয় ধর্ম্মনেতা ওমর ফারুকের নেতৃত্বকালে ধর্ম্ম প্রচার ও এস্‌লাম-রাজ্য স্থাপনোদ্দেশে তুমুল সংগ্রাম ও লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তপাত হয়। ওমরের প্রেরিত সেনাপতি প্রচারকগণ সমগ্র রোমরাজ্য অধিকার ও সেই সুবিস্তীর্ণ

রাজ্যে তৎকালে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ করিয়া কঙ্কালপ্রভাবে লক্ষ লক্ষ লোককে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপর হেজরি ১৬ সালের শেষভাগে মিসরদেশ তাঁহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে দেশের প্রধান নগর এস্‌কন্দরি (এলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া) দুর্জ্জয় এস্‌লাম সেনাপতি খালেদ সসৈন্যে অবরোধ করিলে রাজ্যাধিপতি আরস্তলয়স্ নিরুপায় হইয়া সবান্ধবে পলায়ন করেন। খ্রীষ্টবাদী নগরবাসিগণ অনন্যগতি হইয়া খালেদের শরণাপন্ন হন, এবং আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করেন। তাহাদের বিনীত প্রস্তাবে খালেদ সম্মত হইয়া নিম্নলিখিত নিয়মে তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ হন। প্রাচীন আরবী পুস্তক "ফতুহমেসর" হইতে অনুবাদিত।

"প্রথমতঃ তোমাদের নিজের ও স্ত্রী পুত্র পরিজনের জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের মূল্যবান্ সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) প্রদান করিতে হইবে। তৎপর আমরা তোমাদিগকে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ ও ঈশ্বরের একত্ববাদ স্বীকার এবং প্রেরিতপুরুষের বিধি ব্যবস্থা মান্য করিতে আহ্বান করিব, তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাতে সম্মত হইবে, আমাদের জন্য যাহা কিছু হইবে তাহা তাহাদিগের জন্যও এবং আমাদের নিকটে যাহা আছে তাহাতে তাহাদিগেরও অধিকার। কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এস্‌লামধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিবে, আমরা তাঁহাদের হইতে আগামী বৎসরাবধি জজিয়া (করবিশেষ) গ্রহণ করিব, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ও তোমাদিগের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানগণকে বার্ষিক চারি মুদ্রা (দীনার) প্রদান করিতে হইবে। অপিচ তোমাদের সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ বিধি নির্দ্ধারিত থাকিবে। সেই সকল বিধি পালনে তোমরা বাধ্য হইবে। যথা;—তোমরা কোন পশুর উপর আরোহণ করিবে না; মোসলমানদিগের গৃহ অপেক্ষা তোমাদের বাসগৃহ উন্নত করিবে না, তাঁহাদের নিকটে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না, এস্‌লামাধিকারে তোমরা গিরজা ও দেবালয় নির্ম্মাণে নিবৃত্ত থাকিবে; তোমাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল রীতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাদি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করিবে না; মোসলমানদিগের সঙ্গে তোমরা সবিনয় ও সসম্ভ্রমে সম্মিলিত হইবে; তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে এবং তাঁহারা আপনাদের অবস্থার সংশোধনের জন্য যাহা চাহিবেন, তৎসম্পাদনে তোমরা সত্বর হইবে; এস্‌লাম ধর্ম্মকে ও এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তোমরা সম্মান করিবে; তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবে আমরা তাহাকে বেত্রাঘাত করিব ও আমাদের কথা যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করিবে আমরা তাহার প্রাণসংহার করিব। তোমাদের ধর্ম্ম ও তোমাদিগের সাধন ভজন জ্ঞাপনের জন্য তোমরা কটীদেশে উপবীত ধারণ করিবে, শঙ্খধ্বনি করিবে না ও ক্রুশ উন্নমিত করিবে না, এবং মোসলমানদিগের নিকটে তোমাদের ধর্ম্মের ও কাফেরীর (ধর্ম্মবিরুদ্ধাচারের) কোন চিহ্ন প্রকাশ করিবে না। যখন তোমরা নিজগৃহে উপাসনা করিবে তখন উচ্চৈঃস্বরে বাইবেলপাঠে নিবৃত্ত থাকিবে।"

এস্‌লাম সেনাগণ কর্ত্তৃক নগর অধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে নরপাল আরস্তলয়স সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সতিসনামক এক জন প্রধান পুরুষকে দূতস্বরূপ সেনাপতি আমির খালেদের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। সতিস এস্‌লাম সেনানিবেশে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সেই সেনাদল সংসারবিরাগী, তাহাদের কেহ কোরাণ পাঠ করিতেছে, কেহ কেহ ঈশ্বরচিন্তা ও সৎপ্রসঙ্গে রত, কেহ কেহ নমাজ পড়িতেছে। তিনি তাহাদিগকে শান্ত গম্ভীর ও জ্যোতিষ্মান্ দেখিয়াছিলেন। সতিস আমির খালেদের পটমণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশের অনুমতির প্রার্থী হইলে তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখেন আমির খালেদ ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার জন্য দৌবারিক ইত্যাদি কিছুই নাই, এক দল পারিষদ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমির? পারিষদবর্গ প্রতিসেলাম জানাইয়া খালেদের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তখন রাজদূত খালেদকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই কি এই দলের আমির? খালেদ বলিলেন, 'লোকে এইরূপই মনে করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকি, বিচারে ও আদেশে ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া চলি, ঈশ্বর হইতে ভীত হই, হিতকারী জনসম্বন্ধে হিতকারী, অপরাধিসম্বন্ধে দণ্ডদাতা সে পর্য্যন্ত আমি আমির। যখন আমি এ সকল বিষয় অতিক্রম করিয়া চলি তখন আর আমার আমিরত্ব থাকে না।' তৎপর আমির খালেদের সঙ্গে রাজদূত সতিসের এস্‌লাম ধর্ম্মবিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়। সতিস ইতিপূর্ব্বে হজরত মোহম্মদের প্রেরিতত্ব ও তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এসলাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অন্তরে বিশ্বাস ও অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। খালেদের সঙ্গে কথোপকথনের পর তাঁহার সেই অনুরাগ ও বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়, তখন তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খালেদ যখন সসৈন্যে মেসরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন পথে এক খ্রীষ্টীয় দেবালয়ের পার্শ্বে তাঁহাকে এক দিন স্থিতি করিতে হইয়াছিল। সেই দেবালয়ের একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার নিকটে আসিয়া খলিফা ওমরের বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তিনি বলেন, "হে খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিন্, মানিও ওমর হজরত মোহম্মদের স্থলাভিষিক্ত অগ্রণী, তিনি আমাদিগকে যাহা কিছু আদেশ করেন, আমরা তাঁহার সেই সকল আজ্ঞা সম্পাদন করিয়া থাকি, তাঁহার আজ্ঞা আমাদের নিকটে শিরোধার্য্য, তাহা আমরা উল্লঙ্ঘন করি না। পবিত্র কোরাণ গ্রন্থে পরমেশ্বর বলিয়াছেন, 'হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের এবং দলপতি নেতার আনুগত্য করিও।" অতএব তাঁহার আনু-

গণ্ডা আমাদের পক্ষে বধি। তিনি ন্যায়ানুসারে বিচার করেন বৈধ বিষয়ে বিধি, নিষিদ্ধ বিষয়ে নিষেধ করিয়া থাকেন। আমরা যে সকল দেশ জয় করিয়াছি ও যে সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি সে সকলের উপরি তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বদা সম্মানিত হয়, তিনি স্বয়ং বৈরাগী, ভূতলে উপবেশন করেন, বৈরাগীর সামান্য খের্কা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, তিনি পদব্রজে বাজারে ভ্রমণ করেন, ঈশ্বরের প্রতি অতিশয় বিনম্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিবৃত্তি তাহার পরিচ্ছদ, ন্যায় তাঁহার অঙ্গাবরণ, ঈশ্বরস্মরণ ও গুণানুবাদ তাঁহার জীবনের ভূমি। তিনি প্রজাবর্গের প্রতি বিচার করেন, পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়ের প্রতি দয়া করেন, দীন দরিদ্র বিধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও পথিকদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার করেন। ঐশ্বরিক ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি সুদৃঢ়, যাহারা ঈশ্বরবিদ্রোহী কাফের তাহাদের প্রতি তাঁহার তেজ ও আক্রমণ।"

উপাসনাশ্রম।

কেশবচন্দ্রের জন্মদিনোপলক্ষে।

৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৮১৯।

আজ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের দিন। আজ যদি স্বর্গে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতেছে, ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা এখানে আমোদ করিব কি প্রকারে? স্বর্গের অশ্রুপাত একথা বলিতেছি কেন? সুখের দিনে দুঃখের কথা কি স্বাভাবিক? যাহা স্বাভাবিক, যাহা প্রকৃতিসিদ্ধ, অন্য কথায় যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, স্বর্গে তাহারই সাম্রাজ্য। স্বর্গে শোকাশ্রু সম্ভবে না, যদি অশ্রুকল্পনা করিতে হয় তাহা হইলে সেখানে অবিরলধারে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতেছে, এই কথাই বলা উচিত। শোকাশ্রু, আনন্দাশ্রু, ইহা ছাড়া আর এক প্রকারের অশ্রু আছে, তাহা স্বর্গেও সম্ভবপর; সে অশ্রু করুণাশ্রু। আজ যে অশ্রুপাতের কথা বলিতেছি, ইহা করুণাশ্রু। যে কেশবচন্দ্রকে লইয়া অদ্যকার উৎসব, তিনি অবিরল করুণাশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গেলেন, সে সকল কার্য্য তাঁহার বন্ধুগণ কোথায় আরও ফলবান্ করিবেন, তাহা না করিয়া যাহাতে সে সমুদায় জনসমাজের নিকট নিষ্ফল প্রতীত হয়, তাহারই পথ করিতেছেন, এজন্য কি তাঁহার অশ্রুপাত? তাঁহার কার্য্য নিজের কার্য্য নহে, উহা স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য্য, সে কার্য্যে সংফল প্রতিরুদ্ধ করিবে কাহার সাধ্য? তবে অশ্রুপাত কেন? সেই সকল লোকের জন্য যাহারা স্বর্গের অপূর্ব্ব দান সকল পাইয়া তৎপ্রতি অবহেলা করিল। এ অবহেলায় তাহাদিগের নিজেরই সর্ব্বনাশ, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বনাশ দেখিয়া কেশবচন্দ্র কি ক্লেশানুভব না করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার সেই ক্লেশানুভব স্মরণ করিয়াই, আজ মন ক্লিষ্ট।

অদ্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে তাঁহার প্রথমোদ্যমের কথা স্মরণ করি। তিনি যুবা, যুবকমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত। যখন তিনি যুবকদিগকে লইয়া সঙ্গত করিলেন, তখন কত তাঁহার উৎসাহ, কত তাঁহারই উদ্যম। তিনি জনসমাজের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই, সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। কি সত্যবাদিত্ব! তাঁহার সঙ্গী যুবক দল ভ্রমেও অসত্য বলিতেন না। প্রতিজ্ঞার বলই বা কি? কেশবচন্দ্র যখন যাহা মনে করিতেন, অবাধে তাহা সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার উৎসাহে সঙ্গিগণের প্রবল উৎসাহ! দেশের কুসংস্কার কুনীতি উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। পরস্পর কি গভীর বন্ধুতা। রজনী দুপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে, তথাপি কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উৎসুক নহেন। এই সময়ে বিবেকের সাম্রাজ্য। কেশবচন্দ্রের বিবেকিত্ব তাঁহার বন্ধুগণে সংক্রামিত। বিবেকের অনুরোধে তাঁহারা সকলেই প্রাচীন আত্মীয়স্বজনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। নির্ভয়ে তাঁহারা বিবেকের জয়নিশান হস্তে ধারণ করিয়া দেশবিদেশে গমন করিতে লাগিলেন, আশ্চর্য্য প্রভাব চারি দিকে বিস্তৃত হইল। বিবেকের তীব্র তেজে অনেকের নিকটবর্ত্তী হওয়া সহজসাধ্য হইল না, সময়ে মধুরতা কোমলতা তৎসহ সংযুক্ত হইবার সময় সমুপস্থিত।

কেশবচন্দ্রে ভক্তির সঞ্চার হইল। যাহা তাঁহাতে হয় তাহা তাঁহার বন্ধুগণেতে সহজে সংক্রামিত হয়; সুতরাং তাঁহার বন্ধুগণেতেও ভক্তি দেখা দিল। তাঁহার ভক্তি উদ্বেলিত হইবার পক্ষে মুঙ্গের বিশেষ ক্ষেত্র হইল। যাহারা পূর্ব্বে বিরোধী ছিল, তাহারাও ভক্তির মধুর আকর্ষণে আসিয়া জুটিল। মাতামাতি উপস্থিত। তখনকার মত্ততা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা তখনকার দৃশ্য আর ভুলিতে পারেন না। বিনয়, দীনতা, অকিঞ্চনতা কঠোর ব্রহ্মবাদিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিল; তাঁহারা পথের ধূলি হইয়া গেলেন; মান অপমানবোধ বিলুপ্ত হইল। পথে ঘাটে পরস্পরের পদবন্দনার ধূম পড়িয়া গেল, লোকলজ্জা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। এ সমুদায় ব্যাপার দেখিয়া কেশবচন্দ্রকে বলা হইয়াছিল, যে ব্যাপার উপস্থিত ইহাতে যে, শীঘ্র কুসংস্কার আসিতে পারে। এ কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হইতে দাও। জ্ঞানকর্কশ ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির আতিশয্যদর্শনে ভীত হইয়া প্রথমেই আঘাত দিলে ভক্তি শুকাইয়া যাইবে, পূর্ব্বাপেক্ষাও ব্রাহ্মসমাজের আরও দুর্দ্দশা ঘটিবে। এজন্য তিনি আপনি আঘাত দিলেন না, বন্ধুগণও আঘাত দেন ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু তাঁহারই বন্ধুগণের মধ্যে দুই জন ভক্তির আতিশয্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, ভক্তি সঙ্কুচিত হইল, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে কাহার কাহার পতনও ঘটিল। কিন্তু একবার যে ভক্তি অবতরণ করিয়াছে সে ভক্তির তিরোধান হইবে কি প্রকারে? গূঢ়রূপে তাহার কার্য্য চলিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ হওয়া সহজসাধ্য রহিল না। কেশব-

চন্দ্র এই জন্য মুঙ্গেরের ভাবের অভাব স্মরণ করিয়া দেহে থাকিতেও অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র একস্থানে বসিয়া থাকিবার ব্যক্তি নহেন। তাঁহাতে যোগের সঞ্চার হইল। ভক্তের বাহ্য লক্ষণে সকল লোকেই উহা ধরিতে পারে এবং সহজে তদ্ভাবাপন্ন হয়। যোগে সেরূপ হওয়া কখন সম্ভবপর নহে। এ পথে লোকের সমাগম অল্প হইয়া গেল। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমুখদর্শন করিয়া সুখী হইলেন, আর কেহ সে মুখ দেখিল না, এজন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিল। তাঁহার ব্রহ্মযোগ পূর্ণযোগে পরিণত হইল, ইহলোক পরলোক যোগে তাঁহার নিকটে অভিন্ন হইল। ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রাণের একতা জন্মিল। দিন দিন যোগ যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, তত তাঁহার পরের জন্য ক্রন্দন বাড়িল। শেষ জীবনপর্য্যন্ত তাঁহার এ কান্না থামিল না। যখন সে কান্নার কারণ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন স্বর্গেও তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, ইহা কেন বলিব না? কেশবচন্দ্রের অশ্রুপাত তখনই থামিবে, যখন তাঁহার আপনার লোকদের প্রাণ মন হৃদয় পরমেশ্বরে চির নিমগ্ন হইবে। কেন তাঁহার মাকে সকলে ভাল বাসিল না, কেন তাঁহাকে লইয়া সকলে মাতিল না, কেন পৃথিবীর সুখের দিন উপস্থিত হইল না, তিনি যে প্রকার তাঁহার মাতে সুখী, কেন সকলে সে প্রকার সুখী হইল না, এই দুঃখেই তাঁহার ক্রন্দন।

কেশবচন্দ্রের এ ক্রন্দন থামাইবার উপযুক্ততা কি আমাদের নাই? যদি না থাকে, তবে আমরা প্রেমের ধর্ম্ম কেন গ্রহণ করিলাম? যদি কেশবচন্দ্রের প্রতি আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে কি আমরা সেইরূপ হইতাম না যাহাতে তাঁহাকে আর আমাদের জন্য অশ্রুপাত করিতে না হয়? আমরা ভালবাসিতে পারি না, এ কথাই বা কি প্রকারে বলিব? আমরা কি আমাদের সংসারের কাহাকেও ভালবাসি না? যদি অন্যত্র আমাদের ভালবাসা না থাকিবে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কেন যায় না? আমরা সংসারে ভালবাসা দিয়া প্রতিদিন কত ক্লেশ সহ্য করিতেছি, অথচ যদি সেই ভালবাসা ঈশ্বরেতে দি, তাহা হইলে সুখ শান্তি কত বাড়ে। যখন আমরা নববিধানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখনই অনন্তপ্রেমের সাগরে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় ডুবাইয়া দিব কথা ছিল; একবার যদি সেই প্রেমসাগরে ডুবি, তাহা হইলে কি আর আমাদের প্রেমের অভাব থাকে? আমরা এখন পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে যে প্রেম দিতেছি, তাহা স্বার্থবিমিশ্র। অনন্ত প্রেমের সঙ্গে যে প্রেম মিশে নাই, সে প্রেম চিরদিন কি প্রকারে থাকিবে? কেশবচন্দ্রে নববিধানোচিত প্রেম যে দিন প্রকাশ পাইল, সেই দিন হইতে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, আর তাঁহার সহিত তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেই হইতে তাঁহার ক্রন্দনের আরম্ভ। আজ তাঁহার জন্মদিনে যদি আমরা নববিধানের প্রেম সকলে স্বীকার করি, তবেই তাঁহার অশ্রুপাতনিবারণ হয়, জন্মোৎসব আর ক্রন্দনের দিন না হইয়া আনন্দের দিন হয়। কৃপাময়ের আশীর্ব্বাদে আমাদের সকলের জীবনে প্রেম পুণ্য ভক্তির স্রোত বহিবে, এই আমাদের আশা।

পবিত্রাত্মা।

২৮শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

এ বিপরীত কথা কেন, স্বয়ং ব্রহ্ম যিনি তিনি পরিত্রাণদানে অসমর্থ। ভগবানের শরণাপন্ন হইলে যদি পরিত্রাণ পাওয়া না যায় তবে পরিত্রাণ কিসে পাইব? যিনি এক অদ্বিতীয় তাঁহাকে কেন এই প্রকারে খণ্ডিত করি।" সত্ত্বগুণসম্পন্ন লোকেরা বিভক্তকে অবিভক্ত দেখেন, এক অখণ্ডের উপরে তাঁহাদের দৃষ্টি, রজোগুণপ্রধান লোকদের ইহার বিপরীত দৃষ্টি। এককে বিভক্ত দেখাতো কখন ধর্ম্মানুগত নয়। নয় বটে, কিন্তু ব্রহ্ম অখণ্ড বৃহত্তম, তাঁহার সঙ্গে কি ক্ষুদ্র আমির যোগ সম্ভব? যিনি অনন্ত, জীব তাঁহাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? যদি কেহ স্পর্শ করিতে যায়, অনন্ত ব্রহ্মকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া সে আত্মহারা হয়। ঋষদের এই দশা হইয়াছিল। বুদ্ধ আসিলেন, তিনিও এক অনন্ত জ্ঞান অবশেষ রাখিয়া আর সমুদায় উড়াইয়া দিলেন। যদি না উড়াইয়া দেওয়া হয়, যোগ অসম্ভব হয়। খ্রীষ্টবাদীদের মুখে শুনা যায়, পিতাকে কেহ দেখিতে পায় না। স্বয়ং খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, পুত্র বিনা কেহ পিতাকে দেখে নাই। এ কথার সঙ্গে এখনকার খ্রীষ্টবাদিগণের কথা এক নহে। পুত্র না হইয়া, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশংবদ না হইয়া কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এই তাঁহার মনোগত ভাব। তাঁহার যে ভাবই হউক, যিনি বুদ্ধির অতীত, কল্পনাতীত তাঁহাকে জীব জানিবে কি প্রকারে? যদি তাঁহাকে না জানিল, পরিত্রাণ অসম্ভব হইবে। সমুদায় উড়াইয়া দিয়া এক জ্ঞান অবশেষ রাখিলে জীবের স্থান কোথায় রহিল? যদি জীবই না রহিল, তাহা হইলে পরিত্রাণ হইবে কার? পৃথিবী ব্রহ্মকে লইয়া এই কঠিন সমস্যায় পড়িল। এই কঠিন সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া পৃথিবী আস্তে আস্তে সংসারগতি প্রাপ্ত হইল; অধর্ম্ম আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। এই সময়ে উহার কল্যাণের জন্য সাধুগণ আসিলেন। সাধুগণের জীবন দেখিয়া পৃথিবীর আশা হইল। মনে করিল ব্রহ্মকে তো ধরিবার ছুঁইবার কোন আশা নাই, এই সাধুদিগকে আশ্রয় করিয়া তাহার পরিত্রাণ হইবে। এরূপ করিতে গিয়া এই লাভ হইল যে, সাধুগণ ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিলেন, পিতার স্থান পুত্র হরণ করিলেন। সাধুগণকে ধরিয়া, পুত্রের আশ্রয় লইয়া কল্পনা কয়েক দিন চরিতার্থ হইল বটে, কিন্তু জীবনের মূল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল না। যদি সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত না হইল, তবে পরিত্রাণলাভ করিয়াছি, এ ভ্রমে লোকে কয় দিন পড়িয়া থাকিতে পারে? সুতরাং সাধু বা পুত্রকে ব্রহ্মের স্থানে বসাইয়া জীবের পরিত্রাণ হইল না।

ব্রহ্মের বিধান পুত্রের বিধান দুইই বিফল হইল; এখন জীবকে শান্তি দেয় কে? পবিত্রাত্মা। পবিত্রাত্মা কে? তিনি কি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপুত্র ছাড়া? যে সকল সাধু সজ্জন আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে কি পবিত্রাত্মার কোন সম্বন্ধ ছিল না? যদি সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা আপনারা শান্তি পাইয়া অপরকে শান্তিলাভের জন্য ডাকিবেন কেন? পবিত্রাত্মার সম্পর্ক বিনা কাহারও পুত্রত্বলাভ হয় না, পুত্রত্বলাভ না হইলে পিতার সহিত পরিচয় হয় না, এই জন্য পবিত্রাত্মার এত মাহাত্ম্য। ঈশ্বর তত দিন আমাদের নিকটে অপরিচিত, সাধুগণ আমাদের পক্ষে অকর্ম্মণ্য, যত দিন না আমরা পবিত্রাত্মা দ্বারা সংস্পৃষ্ট হই। ঈশ্বর যখন আমাদের প্রতিজনের আত্মাতে আত্মাতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি আমাদের নিকটে পবিত্রাত্মা বলিয়া পরিচিত হন। কৈ তিনি তো আত্মপ্রকাশ করেন না! যদি করিতেন, তাহা হইলে কি আর পৃথিবীর আজ এ দশা থাকিত? পৃথিবীর কথা না বলাই ভাল। যখন য়িহুদীগণের নিকটে বিধান আসিল, মুষা সকলকে ঈশ্বরের সন্নিধানে আসিতে অনুরোধ করিলেন, ভয়ে লোক সকল সে অনুরোধ শুনিল না, তাহারা বলিল, না আমরা জিহোবার নিকটে যাইব না, আমরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে পারিব না,পুড়িয়া মরিব। ঈশ্বর মুষার নিকটে যেমন "আমি আছি" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, সকলের নিকটে সেইরূপ আত্মপরিচয় দিতে প্রস্তুত, অথবা ঠিক বলিলে আত্মপরিচয় দিতেছেন, দুরাত্মা মানুষ তাঁহাকে চায় না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে না। পৃথিবী কেবলই বলে যিনি অখণ্ড তিনি আমার নিকটে আসিবেন কিরূপে? আসিতে গেলে যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে হইবে! তিনি আসিবেন কোথায়? তিনি যে সর্ব্বত্র আসিয়াই আছেন। ঈশ্বরের কোন সন্তান কি তাঁহাকে বিনা সন্তান হইয়াছে? ঈশ্বরের পুত্র ঈশা পবিত্রাত্মার সংসর্গে পুত্রত্বলাভ করিলেন, পিতার সহিত চির যোগে বদ্ধ হইলেন। ঈশার পবিত্রাত্মার সহিত সম্বন্ধতো স্পষ্ট বাক্যে লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধ কি পবিত্রাত্মার স্পর্শ বিনা নির্ব্বাণলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন? তিনি ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় শরীরক্ষয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার কি লাভ হইল? বৃথা কৃচ্ছ সাধনই সার হইল। পবিত্রাত্মা যতক্ষণ না তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিলেন, ততক্ষণ তিনি নির্ব্বাণের পথ পাইলেন না। যখন পবিত্রাত্মা আসেন, তখন অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। এতক্ষণ শাক্য পথ দেখিতে পান নাই, পবিত্রাত্মার নিশ্বসিত চিত্তে প্রতিভাত হইয়া মধ্যপথ অবলম্বন না করাইলে তিনি সিদ্ধ হইতেন না। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন, করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতি মানবের হৃদয়ে পবিত্রাত্মা গুরু হইয়া অবতীর্ণ হন। পৃথিবীতে লোকে সচরাচর যে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে সে গুরু গুরু নয়। মানুষ মানুষের গুরু হইতে পারে না, গুরু পবিত্রাত্মা। প্রহ্লাদের ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমায় এ শিক্ষা দান করিল, তখন তিনি তাহার কি উত্তর দিলেন?

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ॥
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে।

"এই নিখিল জগতের হৃদয়স্থ সর্ব্বব্যাপী ভগবানই উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা বিনা কে আর জীবকে অনুশাসন করিয়া থাকে।" জীবহৃদয়বাসী পরমাত্মাই পবিত্রাত্মা, তিনি সকলের গুরু, তিনিই আলোক হইয়া হৃদয়ে আগমন করেন। পরমাত্মা যদি অন্ধকার হরণ করিতে না পারিলেন, সংশয় নিবারণ করিতে না পারিলেন, পথ দেখাইতে না পারিলেন, তবে তিনি পবিত্রাত্মা কিসে? তিনি না এলে বুদ্ধি খোলে না। তিনি যখন আসেন তখন মনোবৃত্তি সকল স্ব স্ব চাঞ্চল্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, কোন মনোবৃত্তি তাঁহার ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মায় না। সংসারিগণের মন সর্ব্বদা চঞ্চল। চঞ্চলতাবশতঃ মন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, মন পাঁচ দিকে ধাবিত, কোন্ দিকে গেলে তাহার শ্রেয়োলাভ হইবে, সে তাহা কিছুই বোঝে না। সংসারীর পক্ষে এ জন্য পবিত্রাত্মার প্রয়োজন তিনি যদি গুরু হইয়া উপদেশ দেন, তাহা হইলে সে কি করিবে বুঝিতে পারে। পবিত্রাত্মার অবতরণে শাক্য নির্ব্বাণ পাইলেন, ঈশা নিত্যযোগে যোগী হইলেন। এই পবিত্রাত্মাই আর্য্য ঋষিগণের পরম গুরু। তাঁহারা এই পবিত্রাত্মাকে বিবেকরূপে দর্শন করিলেন। এই বিবেকের নিকটে যে জ্ঞানলাভ করিলেন তাহাকেই তাঁহারা পরম বেদ বলিলেন। পরমাত্মা, পবিত্রাত্মা, বিবেক, এ তিন নয় একই পদার্থ। দেশভেদে কালভেদে আত্মার পরমগুরু এই ত্রিবিধ নাম পাইয়াছেন। আমরা সংসারী, আমাদের নিকটে তিনি আসিবেন কেন? এ কথা আমরা কিরূপে বলিব? অনেক যোগী সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। আমরা সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে পাইব না, এরূপ নিরাশা কি হৃদয়ে স্থান দিব?

বিবেকরূপা পবিত্রাত্মা আমাদের পথ প্রদর্শক। তিনি না দেখাইলে আমরা দেখিতে পাই না, তিনি না শিখাইলে আমরা শিখিতে পারি না। তাঁহার সংস্পর্শে মৃতেরা উত্থান করে। পবিত্রাত্মার আবির্ভাববশতঃ যখন নরনারীর মুখ পবিত্র হয়, তখন পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। পবিত্রাত্মা যদি আমার হৃদয়ে থাকেন, তাহা হইলে আমাকে নরকে নেয় কাহার সাধ্য? পবিত্রাত্মা হৃদয়ে থাকিয়া শান্তিবিতরণ করিতে থাকেন; এ সময়ে যে দিকে তাকাই, দেখি সেই দিক্ই আনন্দময়। যদি ইনি আমাদের সঙ্গে না থাকেন, আমরা কোথা হইতে শান্তি পাইব, কেই বা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে? বিজ্ঞান যে সকল বিধান প্রচার করেন তাহা আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু গুরু যদি না দেখান না বোঝান, তবে আমরা কি করিয়া উহা গ্রহণ করিব? আমরা গুরুর অনুগত হই। পবিত্রাত্মা আমাদের হৃদয়, আমাদের গৃহ, আমাদের যাহা কিছুর সহিত সম্বন্ধ, সকল অধিকার

করুন। তাঁহা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া সকলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহারা তাঁহাকে লাভ করিয়া আলোকরাশির ভিতর দিয়া নিয়ত বিচরণ করেন।

প্রাপ্ত।

নববিধানের সত্যনির্দ্ধারণ-পন্থা।

সত্যই নববিধানের শাস্ত্র। স্বয়ং ঈশ্বর ইহার গুরু। আমাদের কোন সন্দেহ মীমাংসার জন্য লিখিত শাস্ত্র নাই বা মনুষ্য গুরু নাই। Thy statute is not written on paper, nor is Thy law a book, but in Spirit-whispers dost Thou speak to the soul the law of duty"

"Nor dost Thou speak in this age of science unto chosen disciples only, but to all Thy Apostles and Ministers, to all Thy servants and devotees in the land, yea to the humblest believer."—New Samhita P. 1. "Ye are not man's disciples but Mine. Stoop to no man as your master, not acknowledge any human authority as equal to Mine—"Ministers Prayer" Page, 111.

এই উদ্ধৃত বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি প্রমাণিত হইতেছে। অতএব কোন সত্য সম্বন্ধে মতভেদ হইলে কোন পুস্তক বা মনুষ্য বিশেষের মীমাংসা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। সর্ব্বশেষে উদ্ধৃত বাক্যে "human authority" বলিতে একাধিক মনুষ্যের সমবেত মীমাংসা কেবল বুঝায় অর্থাৎ কোন সভা সমিতির দ্বারা মীমাংসিত বিষয়কেও বুঝায়। অতএব শাস্ত্র বা মনুষ্যবিশেষ বা সভাবিশেষের অথবা স্বয়ং আচার্য্যের মীমাংসাকেও আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, যত ক্ষণ না স্বয়ং ভগবান্ আমাদিগকে পরিচালিত করেন। "No man can fully explain the deep truths of the Spirit world, unless the Holy Spirit reveals them to each individual" এবং "Ye shall follow the Spirit of his (minster's) teachings, so far as I direct you, but not farther."—Ministers' Prayer, Page 110 and 113.

অন্যান্য বিধান হইতে নববিধানের একটি মূল বিশেষত্ব এই যে, নববিধানে স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কথা বলেন। এ ভাবটি অন্য কোন বিধানে নাই। স্বয়ং ঈশ্বরের কথা শুনিবার উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া নববিধানী আর কাহার নিকট হইতে সত্যগ্রহণে বাধা হইতে পারেন?

যত অধিকসংখ্যক লোক একমত হইয়া কোন সত্যের অবতারণা করুন না কেন, যত শ্রদ্ধাস্পদ সাধু ভক্ত কোন সত্য অবতারণা করুন না কেন, স্বর্গীয় আলোক ব্যতীত সে সত্য গ্রহণ করিলে তাহার পক্ষে নববিধানের মূলসত্যকে লঙ্ঘন করা হয়।

বিধান যাহা তাহা চিরকালই বিধান। মনুষ্যবিশেষের মতের দ্বারা তাহার একটি অক্ষরও কখন পরিবর্ত্তিত হয় না। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণের কোন্ কথাটীকে কে কখন উল্টাইতে পারিয়াছেন? ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থান্তর ঘটাইয়া ধর্ম্মজগতে অনেক সময় অনেকে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়াছেন বটে কিন্তু যেখানে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে সেইখানেই নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। লিখিত শাস্ত্রে এই প্রকার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে এবং চিরকাল থাকিবে। কিন্তু নববিধানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই, যাঁহাদের শাস্ত্র হৃদয়ে, লেখক স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহাদের ভিতরে বাস্তবিক বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিলে এরূপ দুর্ঘটনা অসম্ভব। কেন না প্রত্যেক গোলযোগের সময়ে সরল বিশ্বাস, দৃঢ় নির্ভর, সম্পূর্ণ স্বার্থবিস্মৃতিসহকারে সকলে যদি এক মহাগুরুর মুখের দিকে সহিষ্ণুতার সহিত তাকাইয়া থাকেন নিশ্চয় সকলেই এক সত্য লাভ করিবেন, এ অবস্থায় কখন মতবৈষম্য থাকিতে পারিবে না; কারণ সত্যপ্রকাশক এক। "এক দেবতার পাঁচ রকম মত হইতে পারে না" (দৈনিক প্রার্থনা, কমলকুটীর ২য় ভাগ, ১ম পৃষ্ঠা)। অতএব সকলে মিলিত ভাবে ভগবানের আলোক অন্বেষণ ভিন্ন নববিধানে সত্যনির্ণয়ের উপায়ান্তর নাই। যেখানে উপায়ান্তর অবলম্বিত হয় সে স্থান নববিধানের সীমার বহির্ভূত। এ কথা অস্বীকার করিলে নববিধান অস্বীকার করা হয়।

বিনয়াবনত—
শ্রীশিশু ব্রাহ্ম।

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি নিবেদন।

অনেক পত্রপ্রেরক প্রাচীন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কেবল আপনাদিগের মনের ভাবের উপরে আপনাদিগের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। তাঁহারা সমুদায় মানবজাতির ইতিহাস ও বাস্তবিক ঘটনাসমূহ দ্বারা আপনাদের মনের ভাব ঠিক কি না, তন্মধ্যে কল্পনা বা পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি আছে কি না, তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি করেন না। মানুষের চিন্তা সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ; সেই সীমার বাহিরে যে সকল সত্য আছে, তাহার সংবাদ লইতে কুণ্ঠিত। চিন্তাকে সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে দৃষ্টিও সঙ্কুচিত হয়, সত্যের একদেশমাত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। কোন একটি গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা অতি দৃঢ়তার সহিত কতকগুলি বিষয় ধরিয়া থাকেন কেন, শত যুক্তিতেও কেন তাঁহারা সে সকল ছাড়েন না, ইহার তত্ত্ব ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদিগের ভ্রান্তি থাকে থাকুক, কিন্তু মূলে এমন কোন সত্য আছে, যাহার জন্য তাঁহারা সে ভ্রম ছাড়িতে পারিতেছেন না। এই সত্যটি যদি আমরা বাহির করিয়া আমাদের অবধারিত সত্যের সহিত সমঞ্জস করিয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে বিরুদ্ধপক্ষীয়গণকে আমরা কখন ভ্রান্তিবিমুক্ত করিতে পারিব না। কেবল যুক্তিযোগে পরের মত খণ্ডন করিবার জন্য প্রয়াস বিফল, কেন না আমরা যুক্তিযোগে

যাহা স্থাপন করিব, আর এক জন যুক্তিকুশল ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্ত অন্যথা করিয়া দিবেন। যদি আমাদিগের অবধারিত বিষয়সমূহের মূলে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস, সমগ্র ঘটনারাজির সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলে সে সকল কিছুতেই অপ্রতিপন্ন হইবার নহে। কেন না মনুষ্যপ্রকৃতিতে প্রকাশমান ঈশ্বরের ক্রিয়ায় যে সকল বিষয় উদ্ভূত হইয়াছে, সে সকল বিষয় চিরদিন স্থায়ী হইয়া অবস্থান করিবে। যুক্তিবলে সে সকল যদি কেহ বিঘটিত করেন, দুদিনের জন্য উহা বিঘটিত হইতে পারে, আবার অন্যাকারে উহারা প্রকাশ পাইবেই পাইবে। সময়ে সময়ে যদি আমরা ঈদৃশ কোন কোন প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত থাকি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে প্রবন্ধে তাদৃশ কোন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে বিপরীতপক্ষীয়গণের প্রতি কঠোর কথায় আক্রমণ থাকে, শ্লেষ বাক্য থাকে, তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য বাক্‌চাতুর্য্য অবলম্বিত হয়। এ সকলই আমাদের রুচিবিরুদ্ধ। যাহা সত্য তাহা এমন ভাবে বলিয়া যাওয়া উচিত, যাহাতে প্রতিপক্ষগণ এক সত্যের প্রভাবে পরাস্ত হন। কঠোর কথার আক্রমণ বা শ্লেষ বাক্যাদি কাহারও মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, কেবল হৃদয়বেদনা এবং স্বমতে নির্ব্বন্ধসহকারে স্থিতি করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মায়। আমরা এই সকল দোষ স্মরণ করিয়া যদি কোন কোন বন্ধুর প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত থাকি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন আশা করি।

সংবাদ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সি ই বকলাণ্ড সাহেব "Bengal under the Lieutenant Governors" (লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরগণের অধীন বঙ্গদেশ) নামক গ্রন্থে অন্যান্য প্রধান লোকগণের সঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে গিয়া যে সকল ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সেই সকল ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক উপাধ্যায় "Interpreter and the New Dispensation" সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত বকলাণ্ড সাহেবকে সম্বোধন করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সহযোগী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের অদ্ভুত শৈলা দর্শন করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। তিনি অবশ্য জানেন, যে সময়ে মিরার পত্রিকা কলিকাতা সমাজের স্বত্ব পরিত্যাগ করে, সে সময়ে মিরার যন্ত্র বলিয়া কোন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। তন্নামে কোন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়াই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বকলাণ্ড সাহেবের পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া চাতুর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার লিখিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেস ও পত্রিকা' 'Indian Mirror Press and News paper' এ কথার অনুবাদ 'ইণ্ডিয়ান মিরার ও প্রেস' এইরূপ করিয়াছেন। এরূপ চাতুর্য্যাবলম্বনে কোন ফলোদয় হয় নাই, কেন না কেশবচন্দ্র কোন প্রেসতো 'কোনরূপে হস্তগত করিয়া' লন নাই। তত্ত্ববোধিনী জানিয়াও যখন কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই, তখন তিনি এই ভ্রমটি সত্য বলিয়া পাঠকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হউক, এই অভিপ্রায় করিয়াছেন, সহজে প্রতীত হয়। প্রচার কার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ কোন্ প্রেস কেশবচন্দ্র হস্তগত করিয়াছিলেন জানিবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্রের আজও তিনি কোন উত্তর পান নাই। উত্তর পাইবেন কি না আমরা জানি না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভ্রমনিরসনে ব্রতী, সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি, তিনি কখন কোন প্রকারের ভ্রম সত্যরূপে প্রতীত হইতে দিবেন না। এ আশাভঙ্গ হওয়া নিরতিশয় দুঃখের কারণ।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক প্রণীত 'শ্রীঅদ্বৈত বিলাস' গ্রন্থ আমরা বহুদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। যথাসময় এ গ্রন্থের বিষয় পাঠকগণকে অবগত না করাতে আমরা গ্রন্থকারের নিকট অপরাধী হইয়াছি। প্রামাণিক মহাশয়ের রচনাপ্রণালী অতি প্রশংসনীয়। তিনি যে সকল মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন সেই সকল গ্রন্থকে অতিক্রম করিবেন না এই প্রতিজ্ঞাবশতঃ এমন সকল বিষয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান সময়ের ব্যক্তিগণের ভাবরুচি ও বিশ্বাসসঙ্গত নহে। আপনার কোন মত প্রকাশ না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অনুসরণ করিতে গেলেই এরূপ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা প্রাচীন কালের ব্যক্তিগণের বিশ্বাসাদির বিষয় অবগত হইতে চান, তাঁহাদিগের নিকটে এ গ্রন্থ অবশ্য আদরণীয় হইবে। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ তাঁহাদের কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হইবে।

২৯শে আষাঢ় শনিবার বাগবাজার নিবাসী আমাদের প্রিয়তম স্বর্গগত ভ্রাতা কালীনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উমাশোভার সহিত ভাই দীননাথ মজুমদারের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। পাত্রের বয়স ২৫ বৎসর কন্যার বয়স ২১ বৎসর। দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রাখিয়া চিরসুখী করুন।

ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই অমৃতলাল বসু আজও পীড়ায় কাতর আছেন।

ব্রাহ্ম বেনেভলেণ্ট ফণ্ডের কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। যে সকল সভ্য ১৯০০ সালের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের দেয় সমস্ত টাকাই তাঁহারা ফেরত পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ২০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের সমস্ত টাকা পরিশোধ হইলে ফণ্ডে যেরূপ টাকা থাকিবে তাহা ডিফল্টার Defaulter দিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ নির্দ্ধারণ হইয়াছে। সেবিংসব্যাঙ্ক হইতে টাকা আদায় হইলে, বিজ্ঞাপন দ্বারায় Defaulter সভ্যদিগকে জ্ঞাত করা যাইবে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ভাগলপুরে ভাই বলদেবনারায়ণ সিন্ধুদেশে, ভাই দীননাথ মজুমদার লাহিরিয়াসরাইয়ে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খরসিয়ে স্থিতি করিতেছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সিরাজগঞ্জ নববিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব করিবার জন্য গত রাত্রিতে তথায় গমন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

প্রতি রবিবার প্রাতে ৭॥টার সময় আলবার্ট স্কুলের নিম্নতলে যে সামাজিক উপাসনা হইতেছে, তথায় তিন সপ্তাহ হইতে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন।

গত সপ্তাহে নববিধানভুক্ত যুবকবৃন্দের প্রার্থনাসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা এবার কয়েক দিন ধরিয়া কয়েকটি বাড়ীতে যাইয়া উপাসনা করেন, গত রবিবার ৫৯ নং ভবানীচরণ দত্তের লেনস্থ ভবনে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়।

পাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, শ্রীমান প্রশান্ত কুমার সেন দর্শনে ট্রাইপস পাস করিয়া এক বৎসরের জন্য ৬০ পাউণ্ড (৯০০৲) টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ১৪ সংখ্যা। } ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতি, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পুণ্য প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ, তোমার পুণ্য ও প্রেম যে বন্ধন বান্ধিয়া দেয়, উহা কোন কালে ছিন্ন হয় না। যেখানে তোমার পুণ্যের সঙ্গে প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে, সেখানে প্রেম তিষ্ঠিতে পারে না, শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। বিষয়কামনা বিষয়বাসনা যে হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বিবেকের রাজ্য যে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে হৃদয়ে প্রেম স্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক, প্রেমের প্রকাশই অসম্ভব। পুণ্যের ভিতরে প্রেম, প্রেমের ভিতরে পুণ্য এমনি অভিনিবিষ্ট যে, এ দুইয়ের কোনটির সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। পুণ্য ও প্রেম যখন তোমার স্বরূপ তখন এ দুই এক ও অভিন্ন হইবেইতো। যে ব্যক্তির তোমার প্রতি অনুরাগ নাই, সে কি বিবেকী হইয়া তোমার পুণ্যের বিধি সমুদায় পালন করিতে পারে? অন্য দিকে পুণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া প্রেম আপনার নিস্বার্থ ভাব রক্ষা করিবে কি প্রকারে? যদি নিস্বার্থ ভাবই না থাকিল, তাহা হইলে প্রেম আর প্রেম কোথায় রহিল? বিষয়বাসনায় যে চিত্ত সর্ব্বদা উপদ্রুত, সে চিত্তে না পুণ্য না প্রেম স্থান পাইতে পারে। হে দেব, আমাদের বাসনা এই, আমাদের হৃদয়ে পুণ্য প্রেম নিত্য মিলিত হইয়া অবস্থান করে। ইহাদের উভয়ের মিলনে আমাদের জীবনের শোভা সৌন্দর্য্য, নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তি। এ দুই হৃদয়ের অধিকার পাইলে আর উহাতে পাপ প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। পাপ যদি হৃদয়ে প্রবেশ না করিল, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটিবার আর অন্তরায় রহিল কোথায়? পুণ্যপ্রেমশোভিত হৃদয়ে তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, সাধক চিরজীবনের জন্য কৃতার্থ হইলেন। হে আনন্দঘন পরমদেব, তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের হৃদয়ে পুণ্য প্রেম সাম্রাজ্য বিস্তার করুক; পুণ্যপ্রেমকমলে আনন্দময়ী জননী হইয়া তুমি প্রকাশ পাও; আমরা তোমার চরণতলে আমাদের মস্তক রাখিয়া কৃতার্থ হই। পুণ্যপ্রেমে প্রকাশমান আনন্দমূর্ত্তির আমরা উপাসক। সংসারের সমুদায় বিষয় তোমার পুণ্য ও প্রেমে মাখা হইয়া আমাদের সন্নিধানে উপস্থিত, উহারা আর আমাদের নীচবাসনা উদ্রিক্ত করিতে পারে না, ঐসকলেতে আমাদের পুণ্য প্রেম দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে। বিষয়-সুখ আর আমাদের চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না, সর্ব্বত্র তোমার আনন্দ প্রকাশ পাইয়া নিত্য-সুখে

আমাদিগকে নিমগ্ন করে। হে পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ, হে প্রেমের অনন্ত সাগর, এই নবীন সাধনে আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত রাখ। পূর্ব্বকালে এ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমরা জানি, পুণ্য ও প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, হে আনন্দ, তোমায় লাভ করিবার জন্য তাঁহারা যত্ন করিয়াছিলেন তাই তাঁহাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তুমি যখন পতনের কারণ দেখাইয়া দিয়া আমাদিগকে পুণ্যপ্রেমের যোগে সাধনে প্রবৃত্ত করিয়াছ, তখন এ সাধনে আমরা অবশ্য কৃতকৃত্য হইব। তাই তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যেন চিরদিন আমাদের জীবনে পুণ্য ও প্রেমের মিলন ঘটাইয়া তোমার আনন্দমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে পারি। তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে আশা করিয়া বার বার তোমায় প্রণাম করি।

বিধানসম্ভূত নিত্য সম্বন্ধ।

সাধারণতঃ সকলের সঙ্গে সকলেরই সম্বন্ধ আছে; সম্বন্ধবিরহিত হইয়া একটি পদার্থও থাকিতে পারে না। জগৎ কি? জীব কি? সম্বন্ধসমষ্টি। জগৎ ও জীবের বিষয় ভাবিতে গেলে কতকগুলি সম্বন্ধ ভাবিতে হয়। যে ভাবিবে তাহার সহিত জগৎ ও জীবের সম্বন্ধবশতঃ যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান সম্বন্ধভিন্ন আর কি প্রকাশ করে? যে সকল সাধারণ নিয়মে পদার্থসমূহ পরিচালিত হয়, সে সকল সেই সেই পদার্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশ সকলের পরস্পরের সম্বন্ধ দেখায়। সম্বন্ধ নিত্য, এজন্য নিয়ম সকলও নিত্য। সম্বন্ধ মানুষের নিজকৃত নয়। যে সম্বন্ধ নিত্য আছে, সেই সম্বন্ধ দর্শন করিয়া আপনার আচার ব্যবহার তদনুসারে নিয়মিত করা মানুষের কার্য্য। পদার্থসমূহের সহিত সম্বন্ধ যে প্রকার নিজকৃত নয়, মানবে মানবে সম্বন্ধও সেই প্রকার নিজকৃত নয়। মানুষ সম্বন্ধস্বীকার করুক আর বা না করুক, যে সম্বন্ধ থাকিবার সে সম্বন্ধ আছে, তাহার স্বীকার বা অস্বীকারের উপরে উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। বাহিরের পদার্থসমূহের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধের বিপরীত আচরণ করিয়া আমরা যেমন রোগাদিতে নিপীড়িত হই, তেমনি মানবের সহিত মানবের যে সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধের বিপরীত আচরণ করিয়া আমরা পাপদুঃখে নিপতিত হই।

এত ক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম, উহা সাধারণ সম্বন্ধঘটিত কথা। সাধারণ সম্বন্ধ ছাড়া বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সাধারণ সম্বন্ধগুলি সেই সেই পদার্থ ও জীবের সহিত সম্বন্ধে আসিলে সকলের সম্পর্কেই প্রকাশ পায়, বিশেষ সম্বন্ধ সেরূপ নহে। যিনি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জীব ও পদার্থসমূহকে পরস্পরের সহিত মিলিত রাখিয়াছেন, এবং তজ্জন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তিনিই আবার সেই সম্বন্ধগুলিকে বিশেষ ভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসম্পর্কে সংঘটিত করিয়া বিশেষ সম্বন্ধ উৎপাদন করেন, এবং সে বিশেষ সম্বন্ধমধ্যে সম্বন্ধের নিত্যত্ব নূতন ভাবে সমুপস্থিত হয়। মনে কর, সমগ্র জগতে পদার্থে পদার্থে জীবে জীবে মিলিত হইবার স্থিরতর নিয়ম আছে, এই নিয়মগুলি তাহাদিগের পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ প্রদর্শন করে। এই মিলিত হইবার নিয়ম পদার্থ ও জীবে ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইলেও মূলে একই। উদ্ভিদ্, ইতর প্রাণী ও মানব, এ সকলেরই পরস্পর মিলিত হইয়া স্বজাতিসংরক্ষণ নিষ্পন্ন করিতে হয়, এবং এজন্য স্ত্রীপুংভেদ ইহাদিগের মধ্যে প্রকাশ পায়। ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণে ইহারা মিলিত হইবেই হইবে, কাহারও সাধ্য নাই যে সে সম্মিলন নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু মানবে এই সম্মিলন বিশেষ আকার ধারণ করে, এবং সে বিশেষত্বের মধ্যে বিধাতার বিশেষ বিধি প্রকাশ পায়। যেখানে বিশেষ বিধি প্রকাশ পায় না, সেখানে সংযোগ বিয়োগ সময়ের জন্য ঘটিয়া থাকে, নিত্য কালের জন্য নহে। উদ্ভিদ্ ও ইতরপ্রাণিগণের মধ্যে এইরূপ সাময়িক সংযোগ বিয়োগ দেখিতে পাওয়া

যায়। মনুষ্যগণ যত দিন জ্ঞানাদির অভাববশতঃ ইতর প্রাণীর শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া যায়, তত দিন তাহাদের ভিতরেও যাদৃচ্ছিক সংযোগ বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাই ইতরপ্রাণী হইতে তাহাদের বিশেষত্ব সমুপস্থিত, অমনি তাহারা বিশেষ বিধির অন্তর্গত হয়, এবং তাহাদের সংযোগ বিয়োগ যাদৃচ্ছিক না হইয়া নিত্যকালের জন্য হয়।

আমরা 'বিধানসম্ভূত নিত্য সম্বন্ধের' কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিধাতার বিধান নিত্যকালই চলিতেছে। সেই সকল বিধান যখনই বিশেষভাব অভিব্যক্ত করিয়াছে, তখনই বিশেষ বিধান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এমন কি নূতন কিছু আছে, যাহা বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ঈশ্বরের ও নরনারীর পরস্পরের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, তাহা কালে কালে নব নব ভাবে গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই সকল বিশেষ বিধানরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, এ কালে কি এমন কিছু সম্বন্ধের নূতনত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে বিধানসম্ভূত নূতন সম্বন্ধের কথা বলা প্রয়োজন? হাঁ বলা প্রয়োজন। এই নূতন বিধানে ঈশ্বরের সহিত নরনারীর নূতন সম্বন্ধের কথা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে, এখন নরনারীর সহিত নূতন সম্বন্ধের কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

নরেতে নরেতে, নারীতে নারীতে, নরেতে নারীতে যে সম্বন্ধ তাহা এত কাল দৈহিক ছিল। দেহ যে প্রকার অনিত্য, সম্বন্ধও সেই প্রকার অনিত্য, সুতরাং দেহের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের স্থিতি, দেহাপগমে সম্বন্ধেরও অপগম। মনুষ্যপ্রকৃতি অনিত্য সম্বন্ধে সন্তুষ্ট নহে নিত্য সম্বন্ধ চায়, এজন্য সময়ে সময়ে এখানে ওখানে অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তি দেহাপগমেও সম্বন্ধের অপগম হয় না, এরূপ বিশ্বাস করিয়া জীবন সেই বিশ্বাসানুসারে নিয়মিত করিতে পারেন, কিন্তু সে অত্যল্পসংখ্যকের দ্বারা এমন কোন সমাজ গঠিত হয় না, যাঁহারা সকলে সেই বিশ্বাসে জীবননির্ব্বাহ করিয়াছেন, সুতরাং বলিতে হইবে পূর্ব্বকালে মানবসমাজে মানবীয় পক্ষে দৈহিক অনিত্য সম্বন্ধ সকলে স্বীকার করিয়া তদনুসারে স্ব স্ব জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম মানবগণের পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ প্রচার করিয়াছে, কিন্তু তাহাও আংশিক। কেন না ঈশাতে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নিত্য, তদ্ভিন্ন অন্যত্র অনিত্য দৈহিক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। নরনারীর সম্বন্ধ মহর্ষি ঈশা পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিতেন, কিন্তু তিনি স্বর্গে কেহ কাহাকে বিবাহ করে না, বা বিবাহ দেয় না, এ কথা বলিয়া দাম্পত্যসম্বন্ধকে ইহকালের ব্যাপার করিয়াছেন। যখন মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম এইরূপ সম্বন্ধের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছে, তখন অন্যান্য ধর্ম্মের কথা তো বলিতেই হয় না।

দেহের অপগমে আত্মার বিনাশ হয় না, এ বিশ্বাস জনসমাজের অতি আদিম অবস্থা হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশ্বাস এই আছে যে, আত্মা স্বয়ং উদাসীন, দেহ বা অন্য কিছুর সহিত তাহার সম্বন্ধ কাল্পনিক বাস্তবিক নহে। দেহাদির সম্বন্ধবশতঃ তাহাতে যে সুখদুঃখাদি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সুখদুঃখাদি অতিক্রম করিয়া আত্মা আপনি উদাসীন হইতে পারিলে তবে তাহার লক্ষ্য সিদ্ধ হইল। মনে যত দিন দেহাদির প্রতি আসক্তি আছে, ইহকাল বা পরকালে আত্মা আত্মস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কেবলই নিয়ত সুখদুঃখাদির অধীন হয়। স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকলই আত্মার বন্ধনের হেতু, সুতরাং সে সমুদায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে দূরে পরিহার্য্য। কেবল এদেশেই ঈদৃশ বিশ্বাস তাহা নহে, যেখানেই লোকে ধর্ম্মের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছে সেখানেই এইরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিত্য নহে, দেহাপগমে ইহা সহজে সকলেরই প্রতীত হয়। কিন্তু দেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহাও দেহবৎ অনিত্য, একথা নির্দ্ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও দৈহিক

সম্বন্ধের ন্যায় অনিত্য, ইহাই সিদ্ধ করা হইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে, দেহের ন্যায় আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধও পূর্ব্বকালের লোকের মতে অনিত্য। দেহ-ভঙ্গে পতি বা পত্নী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, প্রাচীন কালের এ ব্যবস্থা আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ নিবন্ধন হয় না, ইহাই প্রদর্শন করিয়া থাকে।

নবযুগে নববিধানে আত্মায় আত্মায় নিত্য সম্বন্ধ ভগবদ্বিধানে স্থাপিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, এতকাল কি আর আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ ছিল না? যদি ছিল না ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে যাহা ছিল না তাহা এখন হইল, ইহাতেও অনিত্যত্ব আসিতেছে। যাহা একবার ছিল না তাহা পরেও থাকিবে না। কোন একটি বিষয় থাকিলেও যত ক্ষণ উহা আমাদের বুদ্ধিগোচর না হইতেছে, তত ক্ষণ উহা আমাদিগের সম্বন্ধে থাকিয়াও নাই। আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু যত দিন মনুষ্য বুদ্ধিতে উহা প্রতিভাত হয় না, তত দিন লোকে পরস্পরের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে, যেন আত্মায় আত্মায় নিত্য সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর চিরদিন সঙ্গে আছেন, অথচ এত দিন লোকে তাঁহাকে দূরস্থ বলিয়া মনে করিয়া উদ্দেশে তাঁহার আরাধনা বন্দনা করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বর্ত্তমান বিধানে যেমন বিধানবিশ্বাসিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়া পূজা করেন, তেমনি আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ ও নিত্য, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিশ্বাসিগণ নিত্যকালের জন্য পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। এখন এরূপ সম্বন্ধ রক্ষা না করা ইঁহারা কেবল অধর্ম্ম মনে করেন তাহা নহে, এরূপ সম্বন্ধ রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই তাঁহাদের ধারণা।

এ অতি নূতন কথা, এবং এ কথার সঙ্গে প্রাচীনগণের কথার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। 'দৃশ্যমান ভ্রাতাকে যে প্রীতি করিতে না পারে, সে ব্যক্তি অদৃশ্য ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে কি প্রকারে?' 'ভ্রাতার সহিত বিরোধ থাকিলে বিরোধ মিটাইয়া আসিয়া ঈশ্বরকে বলি অর্পণ কর,' এসকল কথায় ভ্রাতৃসম্বন্ধ দেখায় বটে, কিন্তু আত্মায় আত্মায় নিত্য সম্বন্ধ ইহাতে প্রদর্শন করে না। ভ্রাতার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব থাকিলে চিত্ত কলুষিত হয়, সেই কলুষিত চিত্তে ভগবদারাধনা বা তৎপ্রতি প্রীতি অসম্ভব, ইহাই এসকল কথা প্রদর্শন করে। ঈশ্বর সহিত যাঁহারা এক হইয়াছেন, তাঁহাদের একত্র তাঁহাতে স্থিতি, ইহাও অন্য প্রকার কথা। ঈশ্বর যখন আইসেন তখন সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া আইসেন, ঈশ্বর আপনি যাহাদিগকে একত্র করিয়াছেন, তাহাদিগকে নিত্য কালের জন্য একত্র করিয়াছেন, তাহাদের সে সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করা হয়, একথা অতি নূতন কথা। আমরা যে 'বিধানসম্ভূত নিত্য সম্বন্ধ' বলিতেছি, তাহা এই কথার সঙ্গে সংযুক্ত। এখন সকলে ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পারেন, লোকের প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারেন, ইহা নবযুগের নববিধি কি না? আমরা এই নববিধিতে বদ্ধ হইয়া দুঃখী না সুখী, ইহারও প্রমাণ পৃথিবী দেখিতে চায়।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কেন?

বিধানসম্ভূত নিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদিগের বিশ্বাস তাঁহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। হয় এ বিশ্বাস মূলশূন্য, না হয় যাঁহারা মুখে এ বিশ্বাস স্বীকার করেন, তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বাসহীন। এমন কি কারণ আছে যাহাতে বিশ্বাস সত্য হইলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদও সম্ভব হইতে পারে। বিচ্ছেদ বাহিরে হইলে অন্তরেও বিচ্ছেদ হয়, ইহা যদি নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে বাহিরের বিচ্ছেদ অন্তরের বিচ্ছেদ প্রদর্শন করে। যখন এরূপ নির্দ্ধারণ ভ্রান্তিমূলক, তখন বাহিরে বিচ্ছেদ দেখিয়া বিচ্ছেদকল্পনা কখন সত্য হইতে পারে না। এমন শত কারণ উপস্থিত হইতে পারে, যাহাতে বাহিরে একত্র বাস অসম্ভব

হয়। বাহিরে একত্র বাস অসম্ভব হইলে অনেক সময়ে অন্তরের প্রীতিবন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়, শারীরিক বিচ্ছেদ আন্তরিক আকর্ষণকে আরও ঘনীভূত করে। যাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা দূরকে নিকট করিয়া লন। আত্মায় আত্মায় কালদেশের কোন ব্যবধান নাই, সুতরাং আত্মাতে আত্মাতে কালদেশজনিত ব্যবধান যোগের অন্তরায় কি প্রকারে ঘটাইবে? যদি বল, এ সকল যুক্তিপ্রয়োগমাত্র, ইহাতে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের দোষ কিছুতেই ঘোচে না। যাহা অদৃশ্য তাহাতে কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইবে, যদি দৃশ্যে তাহার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

দৃশ্যে প্রমাণ না পাইলে অদৃশ্যে কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে, এ কথাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি, অদৃশ্য কি সময়ে সময়ে দৃশ্য হয় না? বিশ্বাস প্রেম সকলই অদৃশ্য, ইহাদের প্রকাশ এমনই ঈষৎ যে বাহিরে আড়ম্বর অতি অল্পই প্রকাশ পায়। বাহিরে আড়ম্বর অধিক হইলে বরং উহাদের বাস্তবিকতার বিষয়ে সংশয় ঘটে। বিশ্বাস-প্রেমের অত্যল্প বাহ্য প্রকাশ কখন দূষণীয় নহে, কিন্তু যে সময়ে উহাদের বাহ্য প্রকাশ না হইলে উহাদের অভাব বুঝায়, সে সময়ে প্রকাশ না পাওয়া কখন ক্ষমার যোগ্য নহে। বিশ্বাস প্রেম যখন দৃশ্যাপেক্ষা অদৃশ্য সমধিক, তখন কোন ব্যক্তিতে বিশ্বাসপ্রেম আছে কি না তাহার সাক্ষী তাঁহার বিবেক। যত দিন না অদৃশ্যের দৃশ্য হইবার সময় উপস্থিত হয়, তত দিন আমরা কখন এরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না যে, এ ব্যক্তিতে বিশ্বাস ও প্রেম নাই।

আমরা আমাদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ইহার প্রমাণ পাইয়াছি যে, যাঁহারা তুমুল বিরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিত হইয়াছেন। সাধারণ লোকে এরূপ মিলনকে পাগলাম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন না। পুনঃ পুনঃ মিলন, পুনঃ পুনঃ বিচ্ছেদ, এ সকল ব্যাপারে ইহাই প্রকাশ পায় যে, ভিতরে এমন একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে, যাহার জন্য কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। বিধানসম্ভূত নিত্য সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিগণ নিষ্পাপ নহেন, তাঁহাদের মধ্যে পাপ আছে, অপরাধ আছে, বাসনাবিকার আছে, সুতরাং তজ্জনিত সময়ে সময়ে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্বয়ং বিধাতা যে সম্বন্ধ তাঁহাদিগের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন তাহার প্রভাব তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না। এজন্য বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন সম্ভবপর হয়; কিন্তু স্বয়ং বিধাতাও পাপ থাকিলে তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পাপে যখন পুনরায় বিচ্ছেদ ঘটায়, তখন তজ্জনিত ক্লেশ যন্ত্রণা নিন্দা প্রভৃতির পাত্র তাঁহাদিগকে হইতেই হয়। এই সকলেতে তাঁহাদিগের শোধন হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে, তাঁহারা যেন বিচ্ছেদকালে নিন্দাদির ভাজন না হন।

আমরা এক্ষণে বিচ্ছেদের ভিতরে বাস করিতেছি, এ সময়ে এ সকল কথা বলাতে মনে হইতে পারে যেন আমরা আত্মসমর্থন করিতেছি। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইতোমধ্যে কি এমন কোন অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে অদৃশ্য বিশ্বাস ও প্রেম দৃশ্য হইতে পারে? কোন্ অবস্থা অদৃশ্য বিশ্বাস-প্রেম দৃশ্য হইবার পক্ষে একান্ত উপযোগী, এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা নিন্দিত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও যাহা সত্য তাহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? যদি আমরা প্রতিজন স্ব স্ব বিবেকের নিকটে নির্দ্দোষ থাকি, তাহা হইলে সময় আসিবে, যে সময়ে অদৃশ্য বিশ্বাসপ্রেম দৃশ্য হইবেই। বিবেকের নিকটে নির্দ্দোষ না থাকিয়া যদি অদৃশ্য প্রেমকে দৃশ্য করিতে যাই, তাহা হইলে তাহাতে কপটাচরণ ভিন্ন আর কিছুই হইবার নহে। ধর্ম্মরাজ্যে কপটাচরণতুল্য আর কিছুই তীব্র নাই। যদি কেহ মনে করেন, বিবেকের নিকটে তোমার নির্দ্দোষ থাকা ভ্রান্তিসম্ভূত হইতে পারে। যদি সেইরূপই হয় তবে গত্যন্তর নাই, কারণ বিবেকাশ্রয়ভিন্ন সাধকের পক্ষে আর নিরাপদাবস্থা কি আছে?

আমাদের বিশ্বাস এই, আমাদের পাপ অপরাধ আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধকে সময়ে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেও, ইহলোকে পুনরায় উহার আচ্ছাদনোন্মোচন না হইলেও, এ নিত্য সম্বন্ধের ক্রিয়া আমাদের জীবনে ঘটিবেই ঘটিবে। এই বিশ্বাসে আমরা এত দিন প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, এবং এই বিশ্বাস লইয়া যাহাতে আমাদের জীবন শেষ হয়, ইহাই আমাদিগের অভিলাষ। আমরা নিন্দিত হইলাম, কি অপদস্থ হইলাম, তজ্জন্য কোন ভয় নাই। ভয় এই যে, নিত্য সম্বন্ধের ছল করিয়া আমরা বা আমাদের পাপ অপরাধের পুষ্টিপোষক হই। অপরের পাপ আমাদিগকে তত স্পর্শ করিতে পারে না, যত আমাদের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ লোকের পাপে আমাদিগকে কলুষিত করিতে পারে। নিঃশব্দে আমরা পাপের জন্য বন্ধুগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইব, শাসিত হইয়া ভাল হইয়া যাইব, ইহাতেই আমাদিগের কৃতার্থতা। পাপের শাসনার্থ যদি আমাদিগকে বিচ্ছেদজনিত দুঃখভোগ করিতে হয়, আমরা তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব কেন? যাঁহারা আপনার, তাঁহাদের কল্যাণ ভিন্ন আপনার লোকের আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? যদি এই উদ্দেশ্যানুভব করিয়া বিচ্ছেদকালে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ গাঢ় হইতে গাঢ় হয়, তাহা হইলেই আমাদের পরম লাভ। ঈশ্বর করুন, এই দুঃখক্লেশের সময়ে আমরা সেই লাভে লাভবান্ হই।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আরাধনার পর ধ্যান উপস্থিত। প্রথমে এক বার উদ্বোধন হইয়াছিল। আরাধনার পর আবার ধ্যানের উদ্বোধন করা হয় কেন? উহাতে কি আরাধনায় যে সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা উদ্বোধনদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না?

বিবেক। আরাধনার পর কোন উদ্বোধন না করিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে বহুবিধ লোক সমবেত হয়, সেখানে ধ্যান কি, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মনে করিয়াই ধ্যানের উদ্বোধন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। যেখানে এরূপ প্রয়োজন আছে, সেখানে দীর্ঘ উদ্বোধন না করিয়া দুচারি কথায় করিলে আরাধনার সাক্ষাৎসম্বন্ধ কাটে না। এরূপ উদ্বোধনই ভাল।

বুদ্ধি। আরাধনা ও ধ্যানের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বিবেক। আরাধনা ও ধ্যানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে কখন পূর্ণমাত্রায় তাহার সম্ভোগ হয় না। সত্য বটে, বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও হয়, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগে এই একটি ব্যাঘাত আছে যে, তখন বস্তু নির্ব্বাচিত হইতেছে, তন্মধ্যে কি কি ভাব সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা বুদ্ধিগোচর করা হইতেছে। এরূপ করিতে গেলে ভাব হইতে ভাবান্তরে দ্রুতবেগে প্রবেশ ঘটে, সুতরাং সম্ভোগের মাত্রা তত অধিক হয় না। আরাধনায় ইহাই ঘটিয়া থাকে। বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া স্বরূপ হইতে স্বরূপান্তরে গমন এবং সেই একই স্বরূপমধ্যে কি কি ভাব ও সম্বন্ধ আছে, তাহার পর্য্যালোচনায় সম্ভোগের মাত্রা বড়ই অল্প হইয়া পড়ে। আরাধনা সেখানে শেষ হইল যেখানে সমগ্রস্বরূপ এক অখণ্ড বস্তু হইয়া প্রকাশিত। আনন্দস্বরূপে এই অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, সমুদায় জীব অখণ্ড হইয়া এক মহাজীবে পরিণত হইয়াছে। অখণ্ড আনন্দঘন ব্রহ্ম ও অখণ্ড জীবের যোগ আনন্দে যখন সিদ্ধ হইল, তখন সেই অখণ্ড জীব অখণ্ড আনন্দসম্ভোগে প্রবৃত্ত। এই যে অখণ্ড জীবের অখণ্ড আনন্দসম্ভোগ ইহাই ধ্যান। এস্থলে ধ্যানশব্দপ্রয়োগ যদিও ঠিক নয়, সমাধিশব্দপ্রয়োগ কথঞ্চিৎ ঠিক, তথাপি সম্ভোগে যখন জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, আমি সম্ভোগ করিতেছি এরূপ জ্ঞান থাকে, তখন সমাধিশব্দপ্রয়োগ না করিয়া ধ্যানশব্দের প্রয়োগ মন্দ নয়। তবে সাধারণতঃ ধ্যান বলিতে চিন্তা বুঝায়। এখানে চিন্তা নাই চৈতন্য আছে, এ প্রভেদ মনে রাখা প্রয়োজন। একে যদি ধ্যান বলিতে না চাও, যোগ বল।

বুদ্ধি। চিন্তা নাই চৈতন্য আছে, এ প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

বিবেক। কোন একটি বস্তুর সকল দিক্ ভাল করিয়া নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আমরা চিন্তানিয়োগ করিয়া থাকি। চিন্তা এই জন্য প্রবাহক্রমে ধাবিত হয়। হইতে পারে, একই বিষয়েতে চিন্তানিয়োগ করাতে বিসদৃশ প্রবাহ না হইয়া সদৃশ প্রবাহ হয়, কিন্তু আরাধনার পর যে ধ্যান উপস্থিত, তাহাতে সদৃশ চিন্তাপ্রবাহও উপযোগী নয়। বস্তুর সমগ্র দিক্ দেখা যখন আরাধনাতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং অখণ্ড পরমপুরুষ অখণ্ড জীবসন্নিধানে উপস্থিত, তখন কেবল তাঁহাতে মনোভিনিবেশ করিয়া আনন্দসম্ভোগ, ইহাই স্বাভাবিক। জীবচৈতন্যের অস্তিত্ব বিনা সম্ভোগ কখন সম্ভব নয়, এজন্য অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় জীবচৈতন্যপর্য্যন্তকে বিলুপ্ত করা কখন সমুচিত নয়। জীবচৈতন্যকে বিলুপ্ত করিলে মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হয়, ধ্যেয় ধাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

ইহাকে আনন্দজনিত মূর্চ্ছা বলে। মূর্চ্ছাবস্থার অপগম হইলে তবে মনে হয় কি সুখেই ছিলাম। আমি যে ধ্যানের কথা বলিতেছি, এ ধ্যান মূর্চ্ছা নহে সম্ভোগ। এখানে আনন্দসম্ভোগভিন্ন আর কিছু নাই, এজন্য মনে আর বিষয়ান্তরের প্রবেশ হয় না বলিয়া চিন্তাপ্রবাহ অবরুদ্ধ থাকে।

বুদ্ধি। বিষয়ান্তরের প্রবেশ না হইলেও স্বরূপসমুদায়ের ক্রমিক স্ফূর্ত্তি মনে হইলে তো তদ্বিষয়ক চিন্তা ধ্যানে থাকিতে পারে। তুমি এ চিন্তা যদি বারণ কর, তাহা হইলে সম্ভোগকালে জ্ঞানাদি আত্মার উপাদান হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে কিরূপে? আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি, পুষ্টিই বা সিদ্ধ হইবে কিরূপে?

বিবেক। দেখ বুদ্ধি, তুমি এখন অরূপ ব্রহ্মের রূপরস পান করিতেছ। তুমি চৈতন্য, ব্রহ্মও চৈতন্য। চৈতন্য চৈতন্যকে সম্ভোগ করিতেছে। এই সম্ভোগই রূপরসপান। এ চৈতন্য তোমার নিকট মিষ্ট হইতেও মিষ্টতর, সুগন্ধ হইতেও সুগন্ধতর, কেন না ইহা প্রেম-পুণ্য-মাখা। রসস্বরূপের রসসম্ভোগ ইহার অর্থ—প্রেমপুণ্য চৈতন্যে মিশিয়া গিয়া যে আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া স্থিতি; স্বরূপরূপ রূপের দ্বারামনোহর পরমপুরুষে মগ্ন হইয়া থাকা। এইরূপ স্থিতিতেই এখানে কৃতার্থতা। জ্ঞানাদির আত্মাতে প্রবেশসাধনের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, অখণ্ড আনন্দমূর্ত্তির অন্তঃপ্রবেশে উহা স্বতই সিদ্ধ হইতেছে। তুমি যখন কোন ব্যক্তির প্রেমাদির পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে মুগ্ধ হইয়াছ, তাঁহাকে দেখিবামাত্র তোমার এমনই ভাবোদয় হয় যে, আর তাঁহার গুণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সমগ্র তিনি তোমাতে অন্তর্নিবিষ্ট হন, আর তুমি তিনি হইয়া যাও। এক জন আর এক জন হইয়া যায়, এ ব্যাপারটি বুঝিবার সময় এখন তোমার উপস্থিত। আশা করি, তুমি উহা উপলব্ধি করিয়া সেই সঙ্গে পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে এক হইয়া যাইবে। তোমার নবীন অবস্থা, জানিও, এই মহত্তম ব্যাপার সাধনের জন্য।

বুদ্ধি। তুমি এ কি বলিলে? যে ব্যক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে এক হইলাম, তিনিইতো পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে মগ্ন হইবার অন্তরায় হইবেন।

বিবেক। অখণ্ড জীব ও অখণ্ড ব্রহ্মের কথা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেইটি ভাল করিয়া ধারণ করিতে না পারাতে তোমাতে এ ভ্রম উপস্থিত। তুমি যাঁহাতে মুগ্ধ তাঁহার সহিত যখন এক হইয়া গিয়াছ, তখন আর দুজন কোথায় রহিলে, রহিলতো এক জন। এখানে জীবসম্বন্ধে দ্বৈত ভাব অন্তরিত হইয়াছে। দুই নয় এক জীব ব্রহ্মের রসমূর্ত্তিসম্ভোগে প্রবৃত্ত। এক জনের সঙ্গে এক হইতে পারিলে সহস্রজনের সঙ্গে এক হওয়া সম্ভব হয়। আনন্দস্বরূপমধ্যে সাধু ঋষি মহর্ষি আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রভৃতি তাঁহাতে মগ্ন হইয়া, অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। তুমি যখন আনন্দে মগ্ন হইলে তখন তুমিও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন হইয়া গেলে। সকলে মিলিয়া যে এক অখণ্ড জীব হইল, সে জীব তোমার আত্মচৈতন্য সহ একীভূত। সকলের সঙ্গে এক হইয়া তোমার সম্ভোগে সামর্থ্য বাড়িল। তুমি ক্রমান্বয়ে পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে ডুবিতে লাগিলে। এই ডোবাই নববিধ ধ্যান বা যোগ। এখানে অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, চিদানন্দরসসাগর ঊর্দ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে। এই ব্রহ্মরসের অন্তঃপ্রবেশে আত্মা জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে তুষ্ট, পুষ্ট, পরিতৃপ্ত।

বুদ্ধি। বিবেক তোমার একটী কথায় আমার সন্দেহ হইয়াছে। আমরা এক এক জন একটি জীব; সকলেই স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে যখন অখণ্ডত্ব ছিল না, তখন অখণ্ডত্ব মনে করা কি কল্পনা নয়?

বিবেক। অখণ্ডত্ব নাই, আমরা পরস্পর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র, ইহাই কল্পনা। কোন একটি বস্তু অপর বস্তুসকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যেমন থাকিতে পারে না, উঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তেমনি এক আত্মা অপর সকল আত্মার সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। নিরপেক্ষ বা একান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া যে মনে হয়, উহা অজ্ঞানতামূলক। ধ্যানযোগে এই অজ্ঞানতা অন্তরিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পায়। বুদ্ধি, তবে আজ বিদায়। তুমি নির্জ্জনে বসিয়া অদ্যকার কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, আয়ত্ত কর, এবং তোমার জীবনের নবীন অবস্থা কিরূপে ব্রহ্মযোগে পরিণত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

মহাপরিনিব্বাণ সূত্তম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পালি। সত্তিমে ভিক্খবে অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসিস্সামি।

সংস্কৃত। ভিক্ষবঃ, সপ্ত অপরিহানীন্ ধর্ম্মান্ দেক্ষ্যামি।

পা। তং সুনাথ সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্সামীতি।

সাং। তং শৃণুত, সাধু মনসি কুরুত্ব, ভাষিষ্যেইতি।

পা। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্খু ভগবতো পচ্চস্সোসুং ভগবা এতদবোচ।

সং। এবং ভবান্ ইতি খলু তে ভিক্ষবঃ ভগবন্তং প্রতিশুশ্রুবুঃ ভগবান্ এতদুবাচ।

পা। যাবকীবঞ্চ খো ভিক্খবে ভিক্খু অভিণ্হং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিমেব ভিক্খতে ভিক্খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ খলু, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ অভিন্নসন্নিপাতীঃ সন্নিপাতবহুলানি ভবিষ্যন্তি বুদ্ধিমেব ভিক্ষবঃ ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খু সমগ্গা সন্নিপতিস্সন্তি সমগ্গা বুট্‌ঠহিস্সন্তি সমগ্গা সঙ্ঘকরণিযানি করিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালং ভিক্ষবঃ সমগ্রাঃ সন্নিপতিষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ অপ্পঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেস্সন্তি যথা পঞ্ঞত্তেসু সিক্খাপদেসু সমাদায় বত্তিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ অপ্রজ্ঞাপ্তং ন প্রজ্ঞাপয়িষ্যন্তি, প্রজ্ঞাপ্তং ন সমুচ্ছেৎস্যন্তি, যথা প্রজ্ঞাপ্তেষু শিক্ষাপদেষু সমাদায় বর্ত্তিষ্যন্তে, বৃদ্ধিমেব, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ যেতে ভিক্খূথেরা রত্তঞ্ঞ্ চির পব্বজিতা সঙ্ঘপিতরো সঙ্ঘপরিনায়কা তে সক্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পুজেস্সন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ যে তে ভিক্ষুস্থবিরাঃ, চিরপ্রব্রজিতাঃ, সঙ্ঘপিতরো. সঙ্ঘনায়কাঃ, তান্ সৎকরিষ্যন্তি গুরু করিষ্যন্তি, মানয়িষ্যন্তি পুজয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ শ্রোতব্যং মংস্যন্তে, বৃদ্ধিমেব, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ উপ্পন্নায় তন্হায় পোনোভবিকায় ন বসংগচ্ছিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনাং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ উৎপন্নায় তৃষ্ণায় পৌনর্ভবিকায় ন বশং গমিষ্যন্তি, বৃদ্ধিমেব, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ অরঞ্ঞকেসু সেনাসনেসু সাপেখা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ,ভিক্ষবঃ,ভিক্ষবঃ আরণ্যকেষু সেনাসনেষু সাপেক্ষাঃ ভবিষ্যন্তি, বৃদ্ধিমেব ভিক্ষবঃ, ভিক্ষূণাং, প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

(ক্রমশঃ)

সংগ্রাম ও এস্লামধর্ম্ম প্রচার।

২য়।

মেসরের প্রধান নগর এস্কন্দরিয়া এস্লামরাজ্যভুক্ত হইলে ও তথাকার অধিকাংশ প্রজা এস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর সেনাপতি খালেদ, মেকদাদ ও জরার প্রভৃতি চল্লিশজন দুর্জ্জয় বীর পুরুষকে, দমিয়াত নামক নগর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় যাইয়া কৌশলপূর্ব্বক সহজে নগর হস্তগত করেন। নগরাধিপতি খ্রীষ্টবাদী নরপাল আল্হামর্ক পরাভূত হন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবযুবক কুমার শতার পূর্ব্ব হইতে এস্লামধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তিনি রণক্ষেত্রে এস্লামধর্ম্মসম্বন্ধীয় কিছু অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন, এবং কলেমা উচ্চারণ করিয়া উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই বালক এল্হামর্কের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, পুত্রের এস্লামধর্ম্মগ্রহণে তিনিও সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। নবদীক্ষিত রাজা ও রাজকুমারকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিবার জন্য এজিদ নামক একজন বিজ্ঞ মোসলমান তথায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এক দিন রাজা আল্হামর্ক স্বীয় পুত্র শতাকে বলিলেন, "বৎস, দয়াময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে নরকানল হইতে মুক্ত করিয়াছেন ও ধর্ম্মের সরলপথে স্বর্গোদ্যানের পথে লইয়া আসিয়াছেন। পরমেশ্বরের এই দয়া এদেশে আমরাই প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের অনতিদূরবর্ত্তী এই তনিস দ্বীপ. নৌকার সাহায্য ব্যতীত তথায় কেহ পঁহুছিতে পারে না। এই দ্বীপের অধিপতি আবুসোবকে ও তাঁহার পুত্রকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আশ্রয় ও আমাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি আমাদের অনুরোধ ও আমন্ত্রণ আবুসোব গ্রহণ করেন, ভালই, নচেৎ আমরা তাঁহার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, পরমেশ্বর আমাদিগকে বিজয়ী করিবেন।" তখন কুমার শতা বলিলেন, "ইহা উত্তম কথা। আমি স্বয়ং দৌত্যকার্য্য গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন,"তবে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া শুভযাত্রা কর।" তখন শতা ও তাঁহার চারি জন অনুচর তনিস দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিতে সমুদ্যত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্য এজিদ কুমারকে বলিলেন, "তনিসাধিপতির নিকটে তোমাদের সঙ্গে আমিও যাইব। তিনি যদি আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদিগকে বিশেষ প্রশ্ন করেন, তোমরা তাহার সদুত্তর দান করিতে পারিবে না, আমি ঈশ্বরপ্রসাদে আমাদের ধর্ম্মের অনেক গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছি। আমি তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দানে সমর্থ হইব। আমরা বিদ্যাপ্রকাশ ও গর্ব্ব করি না, যাহাতে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য লাভ ও পারলৌকিক মঙ্গল হয় আমাদিগের সেই সকল কার্য্যেই উৎসাহ।" তখন রাজকুমার শতা বলিলেন,"ভাল কথা, তবে আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।" তৎপর তাঁহারা সকলে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সাগরকূলে আসিয়া দেখিলেন, পারের নৌকা সকল ঘাটে বাঁধা আছে। তনিসদ্বীপে লোকদিগকে পঁহুছাইবার জন্য আবুসোব কয়েকখানা নৌকা রাখিয়া দিয়াছেন, দমিয়াতনিবাসিগণ হইতে তরপণ্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নৌকাস্থিত পারে যাইবার লোকসকল শতা ও তাঁহার সহচর পাঁচজনকে দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তাঁহারা পরিচয় দান ও তনিসে গমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে নৌকারূঢ় লোকদিগের মধ্যে একজন দ্বীপাধিপতি আবুসোবের নিকটে যাইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। আবুসোব তাঁহাদিগকে আসিতে অনুমতি দান করেন, এবং তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র একখানা নৌকা পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা উক্ত নৌকারোহণে দ্বীপে অবতরণ করিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের রাজবাটীতে যাইবার জন্য অশ্ব প্রেরিত হইয়াছে। রাজকুমার

শতা অশ্বারোহণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এজিদ তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে কুমার ও তাঁহার সহচর সকলে পদব্রজে চলিলেন। তাঁহারা আবুসোবের প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী হইলেন। অনুজ্ঞাক্রমে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এজিদ রাজসভার সমারোহ ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে আবুসোব তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়াছিলেন। তখন এজিদ প্রতি সেলাম স্থলে বলিলেন, "যাঁহারা সত্যালোকের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার সেলাম, আমরা এরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যাহারা সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া অসত্য আশ্রয় করিয়া আছে তাহাদের সম্বন্ধে শাস্তি নির্দ্ধারিত।"

শতা ও এজিদ এবং তাঁহাদের চারি জন অনুচর দরবারে উপস্থিত হইয়াই আবু সোবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আবু সোব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিলক্ষণ তেজ ও প্রতাপ। তখন তাঁহার আর মস্তক উত্তোলন করিতে সাহস হইল না, তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য বলিতে তাঁহার অনুচরগণও সাহস প্রকাশ করিল না। এজিদ নরপাল আবু সোবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই মর্ম্মের কোরাণের বচন পাঠ করিলেন, "এই ভূমণ্ডল পরমেশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধিকারে, তিনি আপন দাসদিগের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহাকেই তাহার অধিকারী করিয়া থাকেন।" তৎপর তিনি উপবিষ্ট হইলেন, রাজকুমার শতা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এজিদ আবু সোবের সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, উহা স্বর্ণময়, তাহাতে একটি খোর্ম্মাতরু রচিত, উক্ত তরুর মূলে ঈশাজননী মেরার মূর্ত্তি, তাঁহার ক্রোড়ে শিশু ঈশার মূর্ত্তি নির্ম্মিত। তখন এজিদ ঈশাজননী ও ঈশা যে ঈশ্বর নহেন, তৎপ্রতিবাদক কোরাণের কয়েকটি বচন পাঠ করেন। আবু সোব তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। এজিদ কোরাণের প্রবচন পাঠ সমাপ্ত করিবামাত্র আবু সোব কোপকষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাহা বলিলে এ কি প্রকার কথা?" এজিদ বলিলেন, "ইহা ঈশ্বরের বাণী, তিনি স্বীয় প্রেরিত পুরুষের রসনাযোগে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা সেই ঈশ্বরের বাক্য যাঁহার মহিমা বিলুপ্ত হয় না, বাণীর পরিবর্ত্তন ঘটে না, নিদর্শন সকলের সাদৃশ্য হয় না।" তখন আবু সোব বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহার তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা কি?" এজিদ বলিলেন, "পরমেশ্বর তাঁহার কিঙ্কর যিশুকে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন সেই জ্ঞান সত্য। যিশু এরূপ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরকিঙ্কর, ঈশ্বরের পুত্র নহেন, পরমেশ্বর পবিত্র নিষ্কাম ও একমাত্র। ঈশার এরূপ উক্তি যে, 'উপাসনা ও দান ধর্ম্ম করিবার জন্য আমার প্রতি ইঙ্গিত হইয়াছে, আমি তোমাদের প্রায় সাধন ও সেবা করিবার জন্য আদিষ্ট। আমি আমার প্রভুর পূজা করিব, আমার সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত তাহা হইবে। আমি যে দিবস জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই দিবস ধন্য, ও যে দিবস আমার মৃত্যু হইবে এবং যে দিবস আমি সজীব সমুত্থিত হইব সেই দিবস ধন্য।' ইহা জগতে সর্ব্বত্র বিদিত যে, যিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি কখন উপাস্য হইবার যোগ্য নহেন, যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার জন্য ঐশ্বরিক মহিমা ও প্রতাপ হইতে পারে না। পরমেশ্বর একমাত্র; দুই ঈশ্বর হইলে দ্বিবিধ ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে উভয় ঈশ্বরে পরস্পর বিবাদ ঘটিত, কিন্তু তুমি গূঢ় দৃষ্টি করিয়া দেখ, নির্ব্বিকার একত্ব দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষী।" আবু সোব এজিদের এই কথা শুনিয়া তাঁহার অভিমুখীন হইয়া বলিলেন, "তোমরা এইরূপ অসত্যকে আশ্রয় করিয়াছ, তোমরা ভ্রান্তির সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ।" তখন এজিদ বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন, কে অংশিবাদিতারূপ দুস্তর প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশ যাঁহাকে আচ্ছাদন করিতে পারে না, পৃথিবী যাঁহাকে স্থান দান করে না, যিনি দিবারাত্রির অতীত, জ্যোতি যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, রাজা যাঁহাকে পরাজিত করিতে অক্ষম, কালে যিনি বিকৃত হন না, সর্ব্বদা যিনি অপরিবর্ত্তনীয়, সেই অখণ্ড শক্তিশালী মহাপরমেশ্বরের তোমরা অংশী স্থাপন করিতেছ? তোমাদের কি কাহারও চক্ষু নাই? তোমাদের মধ্যে কি কেহ দেখিতে পারে না, শিক্ষা করিতে পারে না, বিধাতার শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে পারে না? তোমাদের মধ্যে কি কেহ নাই যে, দিবা রজনীর গমনাগমন দ্বারা আপনাকে শিক্ষা দিতে পারে? তোমাদের জন্য কি এরূপ বিধি নয় যে, তোমরা তাঁহাকে একমাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার কর, তাঁহাকে মাত্র পূজা কর, বিভক্ত হওয়া হইতে তাঁহাকে মুক্ত রাখ এবং তাঁহার একত্ব স্বীকার কর। তোমরা যাঁহার পূজা করিয়া থাক, ঈশ্বর বলিয়া তোমরা যাঁহার দিকে ইঙ্গিত কর, এবং যাঁহাকে তোমরা অতিশয় গৌরব দান কর, সেই মেরীর পুত্র ঈশার একত্ববাদ ও আনুগত্যের বাক্য কি তোমরা শ্রবণ কর নাই? তিনি বলিয়াছেন 'আমি ঈশ্বরের কিঙ্কর।' তিনি আমাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে তাঁহার অভ্যুত্থানবিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়াছেন। হজরত যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী পুরুষ এবং তিনি যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত।" তৎপর এজিদ হজরত মোহম্মদের অলৌকিক ক্রিয়াবিষয়ে অনেক কথা বলেন। এই সকল কথায় আবু সোবের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি এজিদকে বলেন, "এদেশে অনাবৃষ্টিবশতঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তুমি বৃষ্টির জন্য তোমার ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনানুসারে ঈশ্বর প্রচুর বারিবর্ষণ করিলে তোমার ধর্ম্মকে ও তোমার ঈশ্বর এবং প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস করিব।"

আত্মবঞ্চনা।

ধর্ম্মের নামে কত লোক আত্মবঞ্চনা করিতেছে, তাঁহার সংখ্যা করা যায় না। আত্মবঞ্চিত লোকদিগকে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া আত্মগৌরব বিস্তার করা, এতদপেক্ষা ঘোর অপরাধের কার্য্য আর কি আছে? ধর্ম্ম অলৌকিকক্রিয়া নহে, সহজভাবে ঈশ্বরারাধনা ঈশ্বরদর্শন। এই সহজভাবে যাহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাহারাই অতিশীঘ্র বঞ্চকদিগের হস্তগত হইয়া আত্মবঞ্চিত হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়প্রণালীর যে সকল রোগ আছে, সেই সকল রোগ তত্তদিন্দ্রিয়ের স্নায়ু কোন প্রকারে বিকারগ্রস্ত করিতে পারিলেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তত্তৎস্থানে মনোভিনিবেশ দ্বারা রক্তের সমধিক প্রবেশসাধন করিয়া সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিকারগ্রস্ত করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। এইরূপে চক্ষুরোগ জন্মাইতে পারিলে জ্যোতির্দ্দর্শন সহজ হয়। এই জ্যোতির্দ্দর্শনকে ব্রহ্মদর্শন বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া কত লোককে বঞ্চকেরা বঞ্চিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে—

রক্তেন মূর্চ্ছিতং পিত্তং পরিস্রাগ্নিনমাচরেৎ।
তেন পীতা দিশঃ পশ্যেদুদ্যন্তমিব ভাস্করম্।
বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাং স্তেজোভিরেবহি॥

যে সকল ব্যক্তি জ্যোতি দেখিয়া থাকে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পাওয়া যায়, এখানে যাহা লিখিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে।

একদল লোক নাদযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা কর্ণরোগ জন্মাইয়া লোকদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। কর্ণ অঙ্গুলিদ্বারা অবরুদ্ধ করিলে যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই শব্দে ক্রমিক মনোনিবেশ দ্বারা যে সমধিক রক্তাগম হয়, সেই রক্তাগমে তত্রত্য স্নায়ু বিকারগ্রস্ত হইয়া 'কর্ণনাদ' রোগ জন্মায়। কর্ণনাদ রোগে ভেরী মৃদঙ্গ শঙ্খাদির বিবিধ শব্দ কর্ণগোচর হয়। এই সকল শব্দের এক একটিকে যোগের উচ্চভূমিতে আরোহণের সোপান বলিয়া এই বঞ্চকেরা লোকদিগকে আত্মবঞ্চিত করিতেছে। এই রোগসম্বন্ধে বিদেহ বলিয়াছেন—

শিরোগতো যদা বায়ুঃ শ্রোত্রয়োঃ প্রতিপদ্যতে।
তদা তু বিবিধান্ শব্দান্ সমীরয়তি কর্ণয়োঃ।
ভৃঙ্গারক্রৌঞ্চনাদং বা মণ্ডূককাকয়োস্তথা।
তন্ত্রীমৃদঙ্গশব্দং বা সামতূর্য্যস্বনং তথা।
গীতাধ্যয়নবংশানাং নির্ঘোষং ক্ষেড়নস্তথা।
অপামিব পতন্তীনাং শকটস্যেব গচ্ছতঃ।
শ্বসতামিব সর্পাণাং সদৃশঃ শ্রূয়তে স্বনঃ॥

এ সকল কথা আধুনিক ডাক্তারী গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে; অথচ লোক সকল এমনই অন্ধ যে, উচ্চ যোগের ছল করিয়া আপনায় বঞ্চিত হইতেছে, অপরকে বঞ্চিত করিতেছে। এতৎসম্বন্ধে ব্যক্তিমাত্রেরই সাবধান হওয়া সমুচিত।

সংবাদ।

'গত ৪ঠা শে জুলাই গোরক্ষপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছয় মাসের শিশুসন্তানের নামকরণ আমাদের পারিবারিক উপাসনাগৃহে নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী পুত্রের নাম মহিমাপ্রকাশ রাখিয়াছেন'। দয়াময় শিশুর আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার আমাদের পুরাতন বন্ধু ও সমবিশ্বাসী মুঙ্গেরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমারের সহিত গোরক্ষপুরনিবাসী সমবিশ্বাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুবালার শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এটি একটি অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ। পাত্রীর বয়স ১৪ পূর্ণ হইয়া পোনের যাইতেছে; পাত্রের বয়স ২৪ বৎসর। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী পুরোহিতের ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে তাঁহার চিরপ্রেমপুণ্যে বর্দ্ধিত করুন।

সেবক সমিতির সম্পাদক লিখিয়াছেন—

"সেবকসমিতির সেবকগণ বিগত ৩০শে জুন পাথুরিয়াঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু ললিতামোহন রায় মহাশয়ের গৃহে, ২১শে জুলাই পাইকপাড়াস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সোম মহাশয়ের গৃহে এবং ২৮শে জুলাই ইটালীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সুর মহাশয়ের গৃহে উপাসনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধাস্পদ বিপিন মোহন সেহানবিশ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ ছিল—'মানুষ পদে পদে নিরাশ হইয়াও আশার মোহিনী শক্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু দীন আকঞ্চন হইয়া যদি সে পৃথিবীর সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একান্তমনে ভগবানের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে তাহার অন্তরে ভক্তির সমাগম হয় এবং সকল আশার পরিতৃপ্তি হয়।' শ্রীযুক্ত বাবু ললিতামোহন রায় পাথুরিয়া ঘাটায় এবং ইটালীতে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সোম পাইকপাড়ায় উপদেশ দিয়াছিলেন। ভ্রাতা কালীনাথ ঘোষ উপরি উক্ত স্থানত্রয়ে মধুর সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই উপাসনার সময় অনেকে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।"

উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় প্রায় একসপ্তাহ কাল সিরাজগঞ্জে অবস্থিতি করিয়া তথাকার বন্ধুবান্ধবগণ সহ পরমানন্দে ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। উপাসনা প্রার্থনা বক্তৃতা আলোচনা সঙ্গীত প্রভৃতিতে কয়েক দিন খুব জমাটরূপে অতিবাহিত হইয়াছে। আমাদের টাঙ্গাইলস্থ ভ্রাতা শশিভূষণ তালুকদারের বিশেষ যত্নে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ দুর্গাদাস বসু, মহিমচন্দ্র দে, ভাই চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, ভাই দীননাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি কয়েকটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া শশি বাবু উৎসবক্ষেত্রে

উপস্থিত ছিলেন। মিরাজগঞ্জের বন্ধুদিগের আগ্রহ যত্নের কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। দয়াময় হরি তাঁহাদিগকে এইরূপ নিত্য উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে সুক্ষম করুন।

এখন চারিদিক হইতে আমাদের পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করা প্রায় বন্ধ হইয়াছে। প্রচারকগণ কিরূপে জীবিকা চালাইতেছেন, এ কথা জানিবার কিংবা শুনিবার এখন আর বড় কাহার প্রয়োজন মনে হয় না। অবশ্য এ সমস্তেরই মূলে আমাদেরই দোষ দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। তথাপি এই সময়ে বিদেশস্থ কোন বৃদ্ধ বন্ধু আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের জীবিকার সাহায্যজন্য দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিয়া কয়েকটী টাকা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষরূপে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। নিতান্ত অভাবের সময়েই টাকা কয়েকটী আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কি বলিয়া দাতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, আমরা তাহা জানি না। আমরা আজীবন দাতাদিগের অনেক দান লাভ করিয়া অনায়াসলভ্য আলোক বৃষ্টি বাতাসের ন্যায়ই জ্ঞান করিয়া আমাদিগের পাপকে বৃদ্ধি করিয়াছি। এই অসময়ের বিশেষ দানকেও কি আমরা সেই ভাবে গ্রহণ করিব? বিধাতা আমাদের মনে কৃতজ্ঞতার ভাব বর্দ্ধিত করিয়া দিন; আর যেন আমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া দাতাদিগের দানগ্রহণ না করি। দাতাদিগের মস্তকে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ সর্ব্বক্ষণ বর্ষিত হউক, এই প্রার্থনা।

একটি বিষয়ের জন্য আমরা আমাদের মফস্বলস্থ বন্ধুদিগের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, তাঁহারা যেন আমাদের প্রার্থনায় একটু মনোযোগী হয়েন। ধর্ম্মতত্ত্ব, মহিলা এবং ইণ্টার প্রেটার এণ্ড নিউডিস্‌পেন্‌সেশন কাগজের অনেকগুলি টাকা অনাদায় পড়িয়া আছে। বিদেশে পত্র লিখিয়া এই সকল টাকা আদায় করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সকল স্থানে লোক পাঠান অসম্ভব। বন্ধুগণ যদি তাঁহাদের প্রতিবাসী গ্রাহকগণের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য আদায় করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ উপকার করা হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, আমরা গ্রাহকদিগের নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া দিতে পারি। এই টাকা আদায় করিবার জন্য যদি মধ্যে মধ্যে লোক পাঠান, কিংবা গাড়ি করিয়া যাওয়া প্রয়োজন হয়, আমরা সে ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের পত্রিকাদির গ্রাহকসংখ্যা অল্পই। অধিকাংশ সমবিশ্বাসী অথবা সহানুভূতকারী ব্যক্তিই আমাদের কাগজ লইয়া থাকেন; সুতরাং গ্রাহকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা বোধ হয় কাহারও বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। এ প্রস্তাবে বন্ধুদিগের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা রহিল।

ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই অমৃতলাল বসু উভয়েই অনেকটা ভাল বোধ করিতেছেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের শরীর অসুস্থ, তাঁহার পত্রে প্রকাশ তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়াছেন; ডাক্তারগণ এক্ষণে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। আশা করি, দারজিলীঙে অল্পদিন বাস করিয়া তিনি সবল হইয়া শীঘ্র দেশে আসিবেন।

আমাদের পরিবারের দুইটি ছেলে এবৎসর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভাই দীননাথ মজুমদারের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার লাহোর মেডিকেল কলেজ হইতে এল, এম্, এস্, উপাধি পাইয়াছেন। স্বর্গগত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সচীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতার কলেজ অপ ফিজিশিয়েন এণ্ড সারজন হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর শ্রীমান্‌দ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহারা যেন চরিত্রবান্ সুচিকিৎসক হইয়া জনসাধারণের উপকারসাধন করিয়া আপনারা ধন্য হইতে পারেন।

গ্রাহকদিগকে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি। বৎসরের সাত মাস গত হইয়া গিয়াছে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিদেশস্থ অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে অদ্যাপি গত বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। আরও দুঃখের সহিত পত্রস্থ করিতেছি যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত গ্রাহক-মহাশয়েরা ৫। ৬ বৎসরের মূল্যও বাকি ফেলিয়া রাখিয়াছেন। অনেকবার পত্র লিখিয়াও তাঁহাদের দয়া লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি।

প্রেরিত।

স্ত্রীবিদ্যালয়।

শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু!

পৃথিবী পাগলের মেলা, ইহার আর প্রমাণ দিতে হইবে না। যে দিন বুদ্ধদেব রাজত্ব ও সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন ও জীবের মঙ্গলের জন্য ছয় বৎসর কাল অনাহারে বৃক্ষতলবাসী হইয়া যোগসাধন করিলেন; বোধিসত্ত্ব, বোধিসত্ত্ব করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই পাগলামির ফল সমস্ত জগৎ ভোগ করিতেছে, সেই পাগলামি লইয়া কত লোক শাস্ত্রপ্রকটন করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? ঈশা যখন বলিলেন, কে আমার পিতা মাতা, যে আমার স্বর্গস্থ পিতার আজ্ঞা পালন করেন সেই আমার পিতা মাতা; আরও বলিলেন, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না; ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র সেন, যখন বলিলেন ছাদ নির্ম্মাণ অগ্রে করিবে পরে তাহার ভিত্তি সংস্থাপন করিবে; ৫ হইতে ১৭ বাদ দিলে ৪৯ থাকে; তখন এই সকল পৃথিবীর হিসাবী অঙ্কবিদ্‌দিগের নিকট নিশ্চয়ই পাগলামি। কিন্তু এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে ঐ সমস্ত পাগলামীর অর্থ আছে এবং যথার্থ গৌরব আছে। বিষয় ব্যাপারে যে ব্যক্তি সুয়েজ খাতের প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার পাগলামীর পরিমাণ কোথায়, কিন্তু সে পাগলামী এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং পৃথিবীশুদ্ধ লোকে তাহার ফল ভোগ করিতেছে। একজন ফরাশি কুম্ভকার—যিনি প্রথমে এনামেল বাসন প্রস্তুত করেন—কল্পনা করিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উত্তাপের দ্বারা উক্ত রঙ্গ প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি এজন্য উপযুক্তরূপ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সংগৃহীত কাষ্ঠেতে কুলাইল না, উপযুক্ত উত্তাপ হইল না, তিনি তখন নিরাশ হইলেন না এবং আপনাকে নিরুপায়ও ভাবিলেন না। গৃহে যে সকল চেয়ার টেবিল খাট প্রভৃতি কাষ্ঠ সামগ্রী ছিল, সমস্ত জ্বালাইয়া দিলেন এবং এনামেল রঙ্গ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন; তাঁহার তখন আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যত্নে সংগৃহীত ও ব্যবহারের উপযুক্ত গৃহসামগ্রী সকল কাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া

পোড়াইয়া দেওয়া কি কম পাগলামী? যে দিন ডেভিড হেয়ার কলিকাতার স্কুল সংস্থাপনের জন্য এবং বিদেশীয় বিজাতীয় বালকদিগের শিক্ষার্থে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সে দিনে কি বাঙ্গালীরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই এবং এক্ষণে সেই বাঙ্গালিরাই কি তাঁহার অদ্ভুত পাগলামীর ফল ভোগ করিতেছেন না? ভিক্টোরিয়া-কলেজসংস্থাপনপ্রস্তাব সেই রূপ পাগলামী তাহার সন্দেহ নাই। যদি ব্রাহ্মসমাজ সাহসপূর্ব্বক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, কিঞ্চিৎ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই এই পাগলামী সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা ইহাকে পাগলামী মনে করিতেছেন, যাঁহারা ইহাকে অসম্ভব মনে করিতেছেন, তাঁহারা ইহার জন্য কি করিয়াছেন? অসম্ভব অহ কেই বলা যায়, যাহা চেষ্টা করিয়া এবং যথোপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মসমাজ উহার জন্য কি চেষ্টা ও কি পরিশ্রম করিয়াছেন যে তাহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিতে চাহেন। যাঁহারা বিধবা নারী, তাঁহারা যদি আশার সহিত অর্থ দান করিতে সমর্থ হয়েন, তবে পুরুষগণ যাঁহারা আপনাদিগকে হোমরা চোমরা মনে করেন, কি জন্য তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া অবলাজাতির দৃষ্টান্ত অনুকরণ না করিয়া আপনাদিগের পুরুষত্ব রক্ষা হইতেছে মনে করিতেছেন। আপনার পাঠকগণ যদি উক্ত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ করেন, অনেক আশা সফল হইতে পারে। বেশী নহে, প্রস্তাবক কেবলমাত্র সকলের নিকট মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা করেন, যাহা প্রত্যেক নরনারীর অবাধে বিনা-ক্লেশে দেওয়া সম্ভব। সময় আসিয়াছে ব্রাহ্মসমাজকে দেখাইতে হইবে যে, সমবেত অল্পচেষ্টায় মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। কাঠবিড়ালীর সাগরবাঁধা রামায়ণের গল্প। তৃণগুচ্ছে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়, ইহা পাঠ করিয়া কি হইবে, যদি জীবনে দেখান না হয়। ভারতবর্ষের বালক বালিকারাও আজ কাল অনেক পুরাতন শাস্ত্রের কথা বলেন। যুবারা কবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন?

একজন ভিখারী।

প্রচারবৃত্তান্ত।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

আমি প্রায় মাসাবধি টাঙ্গাইল, বেড়াবুচিনা, বাথিল ও কুমুল্লি প্রভৃতি স্থানে ভগবানের নাম প্রচার করিতেছি। তদ্বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল।

প্রথমতঃ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সহ বেড়াবুচিনা গ্রামে তাঁহার নিজালয়ে উপনীত হইয়া প্রথমদিন সায়ঙ্কালে উপাসনা করি। পরদিন প্রাতে উষাকীর্ত্তনান্তে মধ্যাহ্নে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৩ঘটিকার সময় গ্রামস্থ বন্ধু ভদ্রলোক সমবেত হইলে গ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা এবং কীর্ত্তনান্তে মৎকর্ত্তৃক কিছু উপদেশ প্রদত্ত হয়। সায়ঙ্কালে টাঙ্গাইল আসিয়া ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের কুটীরে উপাসনা করি। পরদিনে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী তথায় উপনীত হইয়া ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ তালুকদার মহাশয়ের কুটীরে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে টাঙ্গাইল টাউনহলে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী "ঈশ্বর ও বিজ্ঞান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। রাত্রিতে ভ্রাতৃবর রাধানাথ বাবুর বাসায় উপাসনা করি। পরদিবস প্রাতে আমি ও উক্ত নিয়োগী মহাশয় বাথিল গ্রামে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হই। পূর্ব্বাহ্নে শ্রদ্ধেয় নিয়োগী মহাশয় উপাসনা করিয়া বিকালে তিনি আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করেন। আমি কয়েক দিন বাথিলে থাকিয়া উপাসনা, আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি করি; মধ্যে একদিন শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় উপাসনা করেন। তৎপর উক্ত মহাশয় ও শ্রীমান্ বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গাইল উপনীত হই। পরদিবস ভ্রাতৃবর রাধানাথ বাবুর কুটীরে সকলে মিলিয়া উপাসনা করি। তদনন্তর ভ্রাতৃবর শশীবাবুর কুটীরে উপাসনা হয়। রবিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা করি। এক দিবস রাধানাথ বাবুর বাগানপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই উপদেশ শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছিলেন। পরদিবস শশীবাবুর দ্বিতীয় পুত্রের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে তাঁহার বাসভবনে আশাকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। অপরাহ্নে সঙ্গতসভা হয়। তৎপর দিবস কুমুল্লি গ্রামে ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দের বাটীতে যাইয়া প্রাতে পারিবারিক উপাসনা করি। বিকালে রাজনাথ গুহ মহাশয়ের বাটীতে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, উপদেশ ও কীর্ত্তনাদি হয়। তথা হইতে পুনরায় টাঙ্গাইল প্রত্যাবর্ত্তন করি। পরদিন প্রাতে আমার জন্মদিনোপলক্ষে রাধানাথ বাবুর বাটীতে শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস বসু মহাশয় উপাসনা করেন। রবিবার দিবস সামাজিক উপাসনান্তে বিকালে টাউনহলে "ভারতে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" বিষয়ে বক্তৃতা করি। তাহাতে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তৎপর দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের তালুকের শুভ পুণ্যাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া পুনরায় বাথিল গ্রামে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হই। ১২ই আষাঢ় শুভ পুণ্যাহ নির্ব্বাহ হয়। তাহাতে উপাসনা ও উপস্থিত প্রজাবর্গ ও অন্যান্য ভদ্রলোক এবং মহিলাদিগকে উপদেশ প্রদান করি। শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস বসু মহাশয় তৎকালের ভাবোপযোগী উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন। বসু মহাশয় প্রজাগণের ও প্রতিবাসিসকলের সহিত তাঁহার ইহলোক ও পরলোকব্যাপী যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এবং নববিধান যে মহামিলনের ধর্ম্ম তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। পুণ্যাহ মণ্ডপ ও বাটী পুষ্প, পল্লব ও পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত ও বাদ্যাদি হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছিল। শুভ পুণ্যাহান্তে নিকটস্থ প্রজাগণকে বাতাসা ও পান বিতরণ ও দূরস্থ প্রজাদিগকে দধি, চিড়া ইত্যাদি খাওয়ান হয়। বসু মহাশয়ের এক বৈরাগী প্রজা সারঙ্গসহযোগে মধুর হরিনাম করিয়া সকলকে উল্লাসিত করিয়াছিল। অনুষ্ঠানটি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপা অনুভব করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রজা ও ভূম্যধিকারী মধ্যে মধুর সম্বন্ধস্থাপনার্থ বসু মহাশয়ের প্রাণগত চেষ্টা ও নববিধানধর্ম্মপ্রচারজন্য ঐকান্তিক আগ্রহ এক নূতন ব্যাপার। আমি কয়েক দিবস বাথিল গ্রামে থাকিয়া দুইবেলা উপাসনা, প্রার্থনা, এবং গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ, আলোচনা করিয়া টাঙ্গাইল প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কয়েক দিবস বৃষ্টি হওয়াতে লোকের যাতায়াতের অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় গ্রামের বহু ভদ্রলোক ও মহিলাগণ উপাসনা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগ দিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে এ অঞ্চলে দয়াময় হরির জয় ঘোষণা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি ১৮ই আষাঢ়, ১৩০৮ সন।

প্রণত

শ্রীচন্দ্রমোহন কর্ম্মকার।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ১৫ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র শনিবার, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে চিরন্তনাশ্রয়, তুমি কোন্ কালে আমাদের আশ্রয় ছিলে না, কোন্ কালে আমাদের আশ্রয় থাকিবে না? তোমাতে কোন চাঞ্চল্য নাই, তোমাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, তুমি যাহা কর চিরদিনের জন্য নিত্যকালের জন্য কর। এই তোমার স্থিরতর ক্রিয়ার উপরে আমাদের সমগ্র আশা সংস্থাপিত। যদি ইহা প্রমাণিত হইত যে, তোমার ক্রিয়া স্থিরতর নয়, যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, তাহা হইলে আমাদের সকল আশা ফুরাইয়া যাইত। মানবের পৃথিবীতে প্রথম আগমন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে তুমি কি করিয়াছ, যখন আলোচনা করিয়া দেখি, তখন কেবল অবাক্ হই তাহা নহে, তাহার স্থিরতর উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তুমি কি করিয়াছ, করিতেছ দেখিয়া আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হই। একালের শিশুগণের সঙ্গে আদিম অসভ্য মানবের তুলনা হয় না, অথচ সেই আদিম অসভ্য হইতে আজিকার সভ্যতম মানবের অভ্যুদয় হইয়াছে, এবং দিন দিন যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আরও দূরতম ভবিষ্যতে মানবজাতির যে কি উন্নতি হইবে, তাহা আমাদের চিন্তাপথেও প্রবেশ করে না। এ সকল কিসের ফল? তোমার অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার ফল। আমাদের সম্বন্ধে যখন তোমার এই অবিশ্রান্ত ক্রিয়া লাগিয়া রহিয়াছে, তখন আর আমরা আমাদের নিত্য জীবনোন্নতির বিষয়ে নিরাশ হইব কেন? আমাদের সকল আশা ও বিশ্বাস তোমার অবিচলিত ইচ্ছার উপরে। তোমার অবিচলিত ইচ্ছা তোমার চরিত্র, সেই চরিত্র যত আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পায়, তত তোমার প্রতি আমাদের অনুরাগ বাড়ে, এবং আমাদের অনন্তজীবনের অনন্ত উন্নতির পূর্ব্বাভাসদর্শনে আমাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। আমাদের সহিত তোমার প্রতিদিনের মধুর ব্যবহার যত প্রত্যক্ষ করি, তত এ মধুর ব্যবহারের যে কোন দিন বিরতি হইবে না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করি। আমাদের প্রতি চির দিন তোমার মধুর ব্যবহার অক্ষুন্ন থাকিবে, অনন্তকাল এই মধুর ব্যবহারে আমরা কৃতার্থ হইতে থাকিব, এ অপেক্ষা আর আমাদের পক্ষে আহ্লাদের সংবাদ কি আছে? এখন দেখিতেছি, তোমার প্রতি বিশ্বাস ও অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাস, এ দুই স্বতন্ত্র নয় একই। যত দিন দিন আমরা তোমার পরিচয় পাইতেছি, ততই অনন্তজীবনসম্বন্ধে সংশয় আমাদের মন হইতে অপসৃত হইতেছে। এখন আর

কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োজন হয় না। তোমার সঙ্গে আছি, চির দিন তোমার সঙ্গে থাকিব। আজ যেমন তুমি আমাদের আশ্রয়, নিত্যকাল তুমি তেমনি আমাদের আশ্রয় হইয়া থাকিবে। আজ যেমন আমাদের প্রতি তোমার মধুর ব্যবহার, এমনই মধুর ব্যবহার তুমি নিত্য কাল করিবে, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের কৃতার্থতা কি অধিক হইতে পারে। তাই তব সন্নিধানে ভিক্ষা করি, তোমার চরিত্রের প্রতি আমাদের অটল অচল বিশ্বাস হউক, সেই বিশ্বাস বলে আমরা ইহ জীবনেই যেন অনন্ত জীবনের সুখের অধিকারী হই। কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই ভিক্ষা দান কর, আমরা বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখনও দেহে স্থিতি করিতেছেন, কেশবচন্দ্র প্রায় অষ্টাদশবর্ষপূর্ব্বে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। মহর্ষি বর্ষীয়ান্ পিতৃসমবয়স্ক হইয়াও দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেছেন, কেশবচন্দ্র প্রৌঢ় বয়স অতিক্রম করিতে না করিতেই দৈহিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন। প্রশান্তচেতা মহর্ষি কঠিন আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মপ্রসঙ্গে নিরতিশয় প্রোৎসাহবান্, বলিতে আরম্ভ করিলে উঁহার স্রোত অবরুদ্ধ করা যত্নসাধ্য। কেশবচন্দ্র যে 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নিই তাঁহার দেহের উপাদান অতি সত্বর দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। আর অধিক কথা বলিতে হয় না, এই প্রভেদই ইঁহাদের দুজনের জীবনের লক্ষ্যের প্রভেদ দেখাইয়া দিতেছে। যোগ ও প্রমত্তভক্তি, এ দুই জীবনের উপরে কি প্রকার কার্য্য করে, ইঁহারা দুজন তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

এদেশের প্রাচীন মহর্ষিগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে জনচক্ষুর গোচর হইয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মে স্থিতি, ব্রহ্মগত প্রাণ কি, মহর্ষির জীবন আমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করে। তিনি প্রসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে যখন ধ্যানস্তিমিতনয়ন হইয়া ক্ষণকাল স্থিতি করেন, তখন যেন তাঁহার মুখে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। মহর্ষি 'বর্ত্তমানযুগের ঋষি আত্মা' একথা এমনই সত্য যে, ইহার প্রতিবাদ হইতেই পারে না। যোগীর জীবনের প্রভাব যোগযুক্ত হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র প্রতিফলিত হয় না, এজন্য তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তি অতি বিরল। যদি কোন ব্যক্তি এই ব্যাপারটিকে তাঁহার প্রতিকূলে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলে উহাতে তাঁহার অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে; মহর্ষির জীবনে তাহাতে দোষ না পড়িয়া বরং গভীর যোগযুক্তত্বই প্রমাণিত হইবে। ভক্তি প্রেমাদির প্রভাব যেমন অতি শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে, যোগের প্রভাব কখন সে প্রকার হয় না, এ বিষয় আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সুতরাং একথার প্রতিকূলে কেহ কিছু বলিলে আমরা তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নই।

অব্যবহিতভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগসমাধান যখন মহর্ষির জীবনের বিশেষ ভাব, তখন তিনি যে কেবল ব্রহ্মেতে আপনাকে নিয়ত নিবদ্ধ রাখিবেন, জীবসংস্পর্শ সহ্য করিবেন না, ইহা অতি স্বাভাবিক। তিনি মহাজনগণের কথা কখন মুখে তোলেন নাই, একথা সত্য নহে। তাঁহার ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া সকলেই দেখিতে পাইবেন যে,অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ আছে। তবে লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়াছে, তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম দিতে তিনি নিরতিশয় কুণ্ঠিত। মনে হয় এরূপ কুণ্ঠিত হইবার কারণ এই যে, তিনি মনে করেন, সেই সকল অসাধারণ ব্যক্তি ঈশ্বরকে সরাইয়া দিয়া শিষ্যগণের নিকটে আপনাদিগকে তাঁহার স্থলে বসাইয়াছেন, শিষ্যগণ সে জন্যই সে ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, সেই সকল অসাধারণ ব্যক্তিসম্বন্ধে এরূপ ভাবা তাঁহাদের প্রতি অবিচার। অবিচার হউক আর যাহাই হউক, এ কথা মানিতে হইবে যে, তাঁহাদের কতক-

গুলি কথা এমন আছে, যাহাতে এরূপ মনে হওয়া আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অব্যবধানে ব্রহ্মযোগে যোগী হওয়া যাঁহার জীবন, তিনি এ সম্বন্ধে নিরতিশয় অবহিত হইবেন, ইহাতো অতি স্বাভাবিক।

তিলমাত্র ব্যবধান না রাখিয়া ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ কেশবচন্দ্র আপনার জীবনে সাধন করিয়াছেন, এবং এখানে তিনি মহর্ষির পুত্রস্থানীয়। একাকী যোগযুক্ত হইয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি মহর্ষির জীবন, কিন্তু তাঁহার পুত্রস্থানীয় কেশবচন্দ্রের জীবন উহার বিপরীত। ব্রহ্মবান্ হইয়া দলেতে স্থিতি, কেশবচন্দ্রের জীবনের অসাধারণ লক্ষণ। তিনি ধর্ম্মের প্রথমোদ্যম হইতে দল খুঁজিয়াছেন, দলেতে বাস করিয়াছেন, একাকী বাস করিতে গেলে তিনি ফাঁপরে পড়িতেন। এক জন হিমালয় শিখরে বসিয়া নির্জ্জনে একাকী ব্রহ্মেতে স্তিমিতভাবে স্থিত, আর এক জন যদি হিমালয় শিখরেও গমন করেন, সেখানেও পাঁচ জনকে না যোটাইয়া যোগানুষ্ঠান পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, এ কি উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য? যখন উভয়ের জীবনের ঈদৃশ পার্থক্য, তখন সময়ে বিচ্ছেদ ঘটিবে ইহাতো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এক জন যখন যোগে বসেন তখন অসঙ্গ উদাসীন, আর এক জন যোগে বসিলে সকল মানবের সহিত এক হইয়া তবে ব্রহ্মের সহিত যোগে এক হন। যদি কোন ব্যক্তি এই দুই বিশেষ ভাব ধরিয়া উভয় ব্যক্তির তুলনা করিতে যান, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে, কেন না স্বয়ং ঈশ্বর এ দুই ভাবের বিশেষ আদর করেন, তাঁহার চক্ষে এজন্য উহাদের কোন তারতম্য নাই। তিনি যাঁহাকে দিয়া যাহা করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে দিয়া তাহা করিয়া লন, ইহাতে দাসগণের মধ্যে ছোট বড়র বিচার কি আছে?

একাকিত্ব ও দলস্থতা, এ দুইতেই ব্রহ্মের সহিত অব্যবহিত যোগ কি প্রকারে সম্ভব, ইহাই বিচার্য্য। পূর্ব্বতন অনেক যোগী, কি জানি বা ব্রহ্মের সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ কাটিয়া যায়, এজন্য আপনার আত্মাকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিয়া কেবল ব্রহ্মকে যোগেতে অবশেষ রাখিতেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের পথ ধরেন নাই, কেন না তাঁহাতে ব্রহ্মপ্রীতি অতি প্রবল। তাঁহার আত্মা যদি ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিতে না পায়, তাহা হইলে তিনি কখন সে যোগে পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন না। এজন্যই তিনি শঙ্করের অদ্বৈত-যোগপথ হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছেন। মহর্ষির যোগে জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ অক্ষুণ্ণ রহিল। যোগে জীবাত্মা অক্ষুণ্ণ রহিল, এই অবকাশ দিয়া অন্যান্য জীবগণের সেই জীবাত্মার সঙ্গে যোগে এক হইবারও সুযোগ হইল। কেশবচন্দ্র যখন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলেন তখন দেখিলেন, তিনি একা ব্রহ্মেতে নন, শত শত আত্মা ব্রহ্মেতে বাস করিতেছেন। তিনি যত ব্রহ্মগত প্রাণ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা তত তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিলেন: এইরূপে তাঁহাতে অখণ্ডজীবত্ব উপস্থিত হইল, এবং এই অখণ্ড জীব হইয়া তিনি অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত যোগে এক হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' সহ 'একমেবাদ্বিতীয়ং [জীব] জগৎ' * কেশবজীবনে মিলিত হইল। এইরূপ মিলনে আর্য্য ম্লেচ্ছ ইত্যাদি প্রভেদ তিরোহিত হইয়া গেল।

যাঁহারা এ ভাবে দীক্ষিত নহেন, তাঁহারা ইহাকে 'খেচরান্ন' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। উপহাস করিলে কি হইবে, যাহা সত্য তাহা সত্য, তাহার অপলাপ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। ব্রহ্মেতে আমিই এক জীব আছি, আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, ইহা কোন কালে সত্য নহে। যে সকল জীবের ব্রহ্মেতে স্থিতি তাঁহাদের ও আমার যে ভাবের একতা আছে, সেই ভাবের একতাতেই যে আমি তাঁহাদের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যাই, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ এক হইয়া গেল যে, আর তাঁহারা ব্যবধায়ক হন না, ইহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারেন? যাঁহাদের জীবনে ঈদৃশ যোগ লক্ষ্য নহে, তাঁহাদের নিকটে ইহা অসম্ভব, কঠিন, খিঁচুড়ীপাকান মনে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা

* বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই শ্রুতিটী জগৎসম্বন্ধে নিয়োগ করিয়াছেন

এই যোগ নিয়ত লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহা সহজ ও স্বাভাবিক। এ যোগ নূতন হইতে পারে, কিন্তু নূতন হইল বলিয়া ইহা উপহাসের বিষয় নহে, সাধন করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া নহে, ব্রহ্মও জীব, জগৎ ছাড়া নহেন। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জীব ও জগতের অস্তিত্বই থাকে না, ব্রহ্মের অস্তিত্ব জীবজগৎসাপেক্ষ নহে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব জীবজগৎসাপেক্ষ নহে, এই সত্যের উপরে যোগের আরম্ভ, সুতরাং জীব ও জগৎ উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মসত্তামাত্রধারণ যোগের প্রথম সোপান। যোগেতে যখন ব্রহ্মের অন্তঃপ্রবেশ হয়, অর্থাৎ জীব আপনাকে তাঁহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অণুবৎ উপলব্ধি করে, তখন কেবল আপনি নয় সমুদায় জীব ও জগৎ অণুপ্রায় তাঁহার সত্তাসাগরে ভাসমান সে দেখিতে পায়। যখন এই অবস্থায় জীব চক্ষু উন্মীলন করে, তখন সেই ব্রহ্মসত্তার ভিতরে আপনাকে ও সমুদায় জীব ও জগৎকে ভাসমান প্রত্যক্ষ করে। এইরূপ প্রত্যক্ষ করিতে করিতে প্রকৃতির সঙ্গে ও সমুদায় জীবের সঙ্গে যোগী আত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একতায় 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জীবজগৎপক্ষে সিদ্ধ হয়।

মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র, এ উভয়ের একত্ব ও ভিন্নত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা এতগুলি কথা বলিলাম। যাঁহারা এ প্রভেদ আপনাদের জীবনে ক্রমিক সাধনে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের ভাব বা মত ইহাতে পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহা আমরা আশা করি না, কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল কি না হইল সে দিকে দৃষ্টি করিবার আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই। যাঁহারা উভয়বিধ যোগের সাধনার্থী, তাঁহাদের জন্য এসকল কথা আমাদের বলা প্রয়োজন, তাই আমরা এতগুলি কথা বলিলাম। এখানে এ কথা বলা উচিত যে, মহর্ষির অনুষ্ঠিত যোগ প্রথমে সাধন না করিয়া, দ্বিতীয় যোগ কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কেবল সিদ্ধ হইতে পারে না তাহা নহে, ইহাতে বিবিধ প্রকার কুসংস্কারে জড়িত হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা দ্বিতীয় যোগের প্রতিকূলে নিয়ত তীব্র লেখনী চালনা করেন, এজন্যই আমরা তাঁহাদিগের কথার তীব্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হই না। তাঁহারা সাবধান করিতেছেন, নিয়ত সাবধান করুন, এইরূপে সাবধান করিতে করিতে যদি তাঁহাদের জীবন নিঃশেষ হয়, দ্বিতীয় যোগের প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট না হন, তাহাতেও আমরা তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিব না, কেন না আমরা বুঝিব, তাঁহাদের জীবনের উহাই বিশেষ কার্য্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বিশেষ বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা এখানেই আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

মানুষের সহিত যোগ কি লইয়া।

আমরা সংসারে বাস করিতেছি, সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে প্রস্থান করি নাই, অতএব মানুষের সঙ্গে আমাদিগকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক যোগ রাখিতে হইবে, একথা বলিয়া যোগবন্ধন করিতে যাওয়া যোগশাস্ত্রের বিরোধী, কেন না যোগ সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, অসত্যের ভূমি স্পর্শ করিয়া উহার কখনই অভ্যুদয় হয় না। ঈশ্বর সত্য, তাঁহাকে লইয়া যোগ সম্ভব, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যদি যোগ করিতে যাও, তুমি যোগী হইবে না, কেবল বিবিধ প্রকার কুসংস্কারে আবৃত হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য উদ্দেশে যেখানেই যোগ হইয়াছে, সেখানেই যে তাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এদেশের হঠযোগ নাদযোগ প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ঈশ্বরের সহিত যোগ এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে মানবের সহিত যোগ কোন্ ভূমি আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই দেখা সমুচিত।

ঈশ্বরের সহিত যোগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে হয়, মানুষের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যোগ হয় কি না, ইহাই জিজ্ঞাস্য। মানুষে মানুষে ব্যবধান কেবল শরীর নহে, মনও পরস্পরকে ব্যবহিত করিয়া রাখিয়াছে। এ ব্যবধান না ঘুচিলে কখনই যোগ হইতে পারে না। ব্যবধান ঘুচাইবার উপায় কি? পরস্পরে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে কি প্রকারে?

প্রথমেই যখন শরীর ও মন আবরণ হইল, তখন আত্মা ছাড়া অন্য কেহ সে আবরণ উন্মোচন করিয়া না দিলে আমার নিজ সামর্থ্যে সে আবরণের উন্মোচন হইবে কি প্রকারে? আমার চক্ষু যদি রোগে আবৃত হয়, সে আবরণ ঔষধ পথ্য বা শস্ত্রচিকিৎসায় অপসারিত না হইলে আমি কি আর আপনি সে আবরণোন্মোচন করিতে পারি? উপদেষ্টার উপদেশে সে আবরণোন্মোচন হইবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না যত দিন আবরণ আছে, তত দিন তাঁহার তদ্বিষয়ক উপদেশ আমার অবুদ্ধ। সুতরাং ঈদৃশ স্থলে ভিতরে ঈশ্বরের আলোক প্রবেশ করিয়া আবরণোন্মোচন না করিলে জীবে জীবে ব্যবধান ঘুচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যখন ব্রহ্মালোকে জীবকে জীব দেখে তখন জীবপরিচয় হয়, কেবল জীবপরিচয় হয় তাহা নহে জীবের সহিত অভিন্ন যোগ নিষ্পন্ন হয়।

এই জীবপরিচয় কি? জীব আপনি অপদার্থ, ব্রহ্মাধিষ্ঠানে তাহার পদার্থত্ব এইটি হৃদয়ঙ্গম করা। জীবে ব্রহ্মাধিষ্ঠানদর্শন জীবপরিচয়। জীবপরিচয় হইলে তবে কি জীব মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায়? 'জীব আপনি অপদার্থ' এ কথার কি তবে এই অর্থ? জীব মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায় 'অপদার্থ' শব্দের যদি এই অর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে ব্রহ্মাধিষ্ঠানদর্শন হইবে কি প্রকারে? অপদার্থ শব্দের অর্থ এই, ব্রহ্ম হইতে জীবকে বিশ্লিষ্ট করিলে তাহার সমুদায় গৌরব বিলুপ্ত হয়। গৌরব বিলুপ্ত হউক, ব্রহ্ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে তাহার সত্তা কি তখনও থাকে? জ্ঞানাদিতে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব, সত্তাতে কোন কালে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, কারণ সে রূপে বিশ্লিষ্ট করিলে সে আর চিন্তার বিষয়ই হইতে পারে না। যখন তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছি, তখন সে ব্রহ্মসত্তাতে অবশ্য সত্তাবান্ আছে। যাউক, যখন জীবপরিচয় হয়, তখন আপনাকে ও অপর জীবকে ব্রহ্মাধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিগ্রহ হয়। একই ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূমি সমুদায় জীব ইহা যখন প্রত্যক্ষ হইল, তখন আর কোন জীব কেবল পর রহিল না তাহা নহে, ব্রহ্মেতে তাহাদিগের সহিত একাত্মতা উপস্থিত হইল। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, মনুষ্যের সহিত যোগ তবে ব্রহ্মকে লইয়া।

ব্রহ্মকে লইয়া মানুষের সহিত যোগ ইহা বুঝা গেল, কিন্তু প্রতিদিন ব্যবহারকালে তাহাদের সহিত কি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে ব্যবহার সিদ্ধ পায়, এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য। অপিচ ব্যবহার কালে সমুদায় জীব কিছু ব্যবহারের ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয় না, যে সকল জীবেতে নিয়ত পরিবেষ্টিত আছি, তাহাদিগকে লইয়া কার্য্য। এ সকল জীবমধ্যে আবার যাহাদিগের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহাদিগকে লইয়া প্রতিনিমেষে ব্যবহার সমুপস্থিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূমি এইমাত্র বলিয়া এই সকল ব্যক্তির সহিত ব্যবহার চলে না, আরও কিছু তদপেক্ষা অধিক চাই। এ অধিক কি? আমরা একই ব্রহ্ম দ্বারা এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরিচালিত। যদি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশে পরিচালিত হই, তাহা হইলে কার্য্যে যোগ ঘটিতে পারে না, কেবল সাধারণ যোগের ভূমিতে যোগ সম্ভবপর হয়। এজন্যই আমরা সেই সকল ব্যক্তির সহিত কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হই, যাঁহারা ব্রহ্মকর্ত্তৃক সেই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করার ইহাই চিরন্তন নিয়ম। কেবল অধ্যাত্মযোগে একতা, আর অধ্যাত্ম ও কার্য্য উভয় যোগে একতা, এ দুটীকে সুতরাং পৃথক্ করিতে হইতেছে। এই পার্থক্য স্বভাবসিদ্ধ হইলেও সমগ্র মানবের সহিত যোগের ভূমি এতদ্দ্বারা আন্দোলিত ও বিচলিত হইতেছে না। সুতরাং ব্রহ্মকে লইয়া মনুষ্যের সহিত যোগ, এ সিদ্ধান্ত অক্ষুন্ন রহিল।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। ধ্যানে অখণ্ড ব্রহ্মকে অখণ্ড জীব সম্ভোগ করিতেছে, সে তাহাতে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, এখন সে সাধারণ প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিবে কি প্রকারে? প্রার্থনা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিতে হইলে ধ্যানের গভীরত্ব তো নষ্ট হইলই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড ব্রহ্ম ও অখণ্ড জীব খণ্ডিত হইয়া গেলেন, কেন না ব্রহ্মের প্রার্থনাশ্রবণকারিত্বের ভাব মনে প্রবল হইল,

প্রার্থী হইতে গিয়া অন্ত সমুদায় জীবের সহিত প্রার্থী জীব ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। বল এসকল কথার মীমাংসা কি? আমার তো মনে হয়, তুমি যে ধ্যান বলিয়াছ, সে ধ্যান হইতে প্রার্থনায় পঁহুছাইতে গেলে এ দোষ পড়েই পড়ে।

বিবেক। মগ্ন ভাব না গেলে কথা বাহির হয় না, এ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলে ধ্যানের মগ্নভাব বিরল না হইয়া প্রার্থনা উপস্থিত হয় না, এই কথাই মানিয়া লইতে হয়। এই মগ্নভাব যাইবার বেলা আনন্দে যে সমুদায় স্বরূপের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহারও বিরলতা মানিতে হয়, এবং এই বিরলতা মানিতে গেলে প্রথমে যেমন সত্য হইতে স্বরূপপরম্পরায় আনন্দে আসিয়া সকলস্বরূপের ঘনীভূততা উপস্থিত হইয়াছে, তেমনি আনন্দ হইতে পুণ্যে, পুণ্য হইতে অদ্বৈতে, অদ্বৈত হইতে প্রেমে, প্রেম হইতে অনন্তের অন্বয়-পক্ষে, অন্বয়পক্ষ হইতে ব্যতিরেক পক্ষে, ব্যতিরেক পক্ষ হইতে চিন্মাত্রে বা জ্ঞানে, জ্ঞান হইতে সত্যে আসিয়া ধ্যাতা উপস্থিত। সত্য হইতে আনন্দে আসিয়া পঁহুছাকে দার্শনিক ভাষায় অনুলোম, আনন্দ হইতে আবার সত্যেতে গিয়া পঁহুছা বিলোম বলিতে পারি। এই অনুলোম বিলোমে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব জীবের অখণ্ডত্ব বিলুপ্ত হয় না কেন, ভাবের ঘোর ঘোচে না কেন, এখন তোমার তাহাই বোঝা আবশ্যক।

বুদ্ধি। সে কথা বুঝিবার পূর্ব্বে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সত্য হইতে আনন্দে আসিবার সময়ে আরাধনা সহায় ছিল, সুতরাং পর পর স্বরূপসমূহ অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত থাকিয়া আনন্দে আসিয়া অখণ্ড হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ধ্যানে তো এরূপ কোন প্রণালী অবলম্বিত হয় না। মগ্নভাব চলিয়া যাইবা-মাত্র অমনি সত্য বা সত্তামাত্রে আসিয়া সাধক উপস্থিত। তুমি যাহাকে বিলোম বলিতেছ সেটা একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াই-তেছে। যদি বল এত শীঘ্র এই ব্যাপারটি হয় যে, বিলোমগতিটী আমরা ধরিয়া ফেলিতে পারি না, তাহা হইলে আমি বলিব, যাহা ধরিতেই পারিলাম না তাহার সম্বন্ধে দ্রুতগতিবশতঃ উহা জ্ঞানের অগোচর হইয়াছে, একথা বলায় লাভ কি? বলিলেই হইল যে, মগ্নভাব ছুটিবামাত্র একেবারে শুষ্ক ডাঙ্গায় গিয়া সাধক উপস্থিত।

বিবেক। তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ্নে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। যাহা বুঝা যায় না, তাহা লইয়া আবার বিচার কি? একখানি সোলা তুমি বলপূর্ব্বক জলের তলায় ডুবাইলে, যাই ছাড়িয়া দিলে অমনি উহা একেবারে উপরে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল একেবারে ভাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সত্য কথা এই, সবখানি জল ভেদ করিয়া তবে উহা উপরে উঠিয়াছে। এখানেও তাহাই। দ্রুতগতিতে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া পঁহুছিলে দ্রুতগতিনিবন্ধন মধ্যভাগটা ধরা না যাইতে পারে, কিন্তু ধরা গেল না বলিয়া যে, মধ্যভাগটা দিয়া উহাকে যাইতে হয় নাই, একথা তুমি কেমনে বলিবে? যে দৃষ্টান্ত লইয়া সেবার তোমায় মগ্নভাব বুঝাইয়াছি, সেই দৃষ্টান্ত লইয়া একথাটাও বুঝাইলে আর কোন গোল থাকিবে না। তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলে, তাঁহার গুণের চিন্তা আর তোমার মনে আসিল না, সে সকল গুণ তাঁহার সহিত এমনি অভিন্ন যে, চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মগ্ন হইয়াই থাক, না মুহূর্ত্তমধ্যে মুগ্ধতা অপসৃত হয়, আর তুমি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হও। যখন তুমি তাঁহার সহিত আলাপ কর, তখন কি তাঁহার মুগ্ধকরত্ব সামর্থ্য নাই? যদি নাই থাকে, তবে আলাপের রসে তোমার মন ভরিয়া যায় কিরূপে? যখন আনন্দে মগ্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলে, সে সময়ে প্রণয়াস্পদের সত্তাটার প্রতিও তোমার দৃষ্টি ছিল না। যখন মুহূর্ত্তমধ্যে এই আমার প্রণয়াস্পদ এই সত্তা জ্ঞান জাগিয়া উঠিল, তখনও তোমার ঘোর ভাঙ্গে নাই। একথা কেন বলি জান, যাকে বড় ভালবাসি তাহাকে ভাবিতে গিয়া মুখখানি ভাল করিয়া মনে পড়ে না। মুখ-খানি ভাল করিয়া মনে পড়ে না এই জন্য যে তুমি ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছ, আকারের দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না। যখন আনন্দের মগ্নভাব কিঞ্চিৎ বিরল হইল তখন ভাবে বিভোর থাকিয়াই 'এই ইনি' এই সত্তাজ্ঞান উপস্থিত, কিন্তু ঐ সত্তার সঙ্গে যে সকল স্বরূপগুলির যোগ আছে, তৎপ্রতি আর দৃষ্টি থাকিল না; ভাবে বিভোর থাকিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ উপস্থিত হইল। যাউক এখন কথা এই, যখন আরাধনা সত্যেকে আরম্ভ হয়, তখন ফাঁকা সত্তায় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রেমাদিবর্জ্জিত সত্তায় আরাধনার আরম্ভ হইয়াছে। যত সত্য হইতে অন্যান্য স্বরূপে অবরোহণ হয়, তত সেই সত্তা আর ফাঁকা সত্তা থাকে না, জ্ঞানা-দিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। আনন্দে আসিয়া সেই সত্তাই রসমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এই রসমূর্ত্তিতে মন বিভোর হইয়া যায়। মুহূর্ত্তের পর যখন সত্তা অর্থাৎ এই ইনি আমার সম্মুখে এ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্তি জন্মে। এ আলাপ রসযুক্ত রসহীন নহে। আনন্দে যেমন সমুদায় স্বরূপ একীভূত ছিল, আনন্দের মগ্নভাব হইতে যখন সত্তামাত্র উপস্থিত, তখন বিলোমক্রমে যতগুলি স্বরূপ অতিক্রম করিয়া সত্যেতে বা সত্তাতে গিয়া পঁহুছাইতে হয়, সে সকলগুলিই এই সত্তাতে এখন আছে, তাহাদের একটিও বিশ্লিষ্ট হয় নাই। এই যে স্বরূপসমূহের অবিশ্লিষ্ট-ভাবে সত্তাতে স্থিতি, ইহাকেই বিলোমগতি বলা যায়। প্রণয়াস্পদের সত্তামাত্রে দৃষ্টি পড়াতে যেমন তাঁহার মুগ্ধকরত্বাদিশক্তি চলিয়া যায় নাই, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ফলতঃ বুঝিও এ সত্য বা সত্তা আরম্ভের ফাঁকা সত্য বা সত্তা নহে।

বুদ্ধি। সত্য বা সত্তা যেন ফাঁকা না হইল, যে জীব বাহির হইয়া আসিল সেতো একা আসিল। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে অখণ্ড ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকিলেও জীবের অখণ্ডত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে।

বিবেক। জীবের অখণ্ডত্ব ঘুচিবে কি প্রকারে? আমি তোমায় তো পূর্ব্ববার বলিয়াছি, সকল জীবের সঙ্গে অখণ্ডযোগে

প্রত্যেক জীব নিয়ত আবদ্ধ আছে। অজ্ঞানতাবশতঃ এই অখণ্ড যোগ তাহারা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ জীবগণের সহিত যোগ তত সুস্পষ্ট না হইলেও ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজনগণের সঙ্গে যোগ অতি সুস্পষ্ট। ঈশ্বরের যে যে স্বরূপের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্বরূপে তাঁহারা ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের আলোচনাকালে, তাঁহারা সেই সেই স্বরূপের সহিত আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, যাই সমুদায় স্বরূপ আনন্দে অখণ্ড হইয়া পড়িল, তাঁহারাও সে সময়ে আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অখণ্ড ও এক হইয়া গেলেন। আবার যখন বিভোর ভাব লইয়া সত্য বা সত্তার সাধক উপস্থিত, তখন তাঁহারাও অখণ্ড ভাবে তৎসহ সংযুক্ত আছেন, বিচ্ছিন্ন হইবার কোন কারণ নাই।

বুদ্ধি। তুমি যাহা কহিলে কথায় তো বুঝা গেল, কিন্তু 'ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজনগণের সঙ্গে যোগ অতি সুস্পষ্ট', তোমার এ কথার কোন সন্ধান পাইলাম না।

বিবেক। কোন একটি স্থলে যদি সন্ধান পাইয়া থাক, তবে এ স্থলে সন্ধান পাওয়া আর কিছু তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। তোমার কি মনে আছে, আমি অনেক দিন পূর্ব্বে যখন তোমায় বলিতাম 'তুমি আমায় আর ছাড়িতে পারিবে না', তখন এই কথা শুনিয়া তোমার মুখে বিষাদের চিহ্ন উপস্থিত হইত। আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তোমার বিষাদ উপস্থিত, ইহা জানিয়া আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, 'আমায় আর ছাড়িতে পারিবে না, ইহার অর্থ আজ হইতে এই বুঝিবে যে আমি যে সকল কথা তোমায় বলিতেছি, ইহা তুমি কোন কালে অতিক্রম করিতে পারিবে না।' তুমি যখন দূরে, তখনও আমি তোমার নিকটে; কেন না আমি বাণীরূপে তোমার নিকটে সকল সময়ে উপস্থিত। বল, তুমি কি আমায় অতিক্রম করিতে পারিয়াছ? সংসারের গোলমালে ভুলিয়া থাকিলেও নির্জ্জনে বসিলেই অমনি সেই সকল বাণীতে তোমার নিকটে আমি উপস্থিত। আমার এ কথা যদি তোমার সম্বন্ধে সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সকল ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজন তাঁহাদের বাণীতে আমা হইতেও তোমার নিকটে, সুতরাং তাঁহারা সুস্পষ্ট, এ কথায় কি আর সংশয় আছে?

বুদ্ধি। যাউক, ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন ধ্যানের পর সাধারণ প্রার্থনার বিষয় বল শুনি।

বিবেক। আনন্দ হইতে সত্যেতে আগমন সকল জীবের সহিত একাত্মতায় ঘটিয়াছে, সুতরাং—"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও, হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও, দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" —যখন এ প্রার্থনা করা হয়, তখন সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত এক হইয়া প্রার্থনা করা হয়, এ প্রার্থনা প্রত্যেক ব্যক্তিই করিতে পারে; কেন না অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ, অন্ধকার বা অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতি বা জ্ঞানের অনুসরণ, মৃত্যু অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে গমনরূপ আত্মার মৃত্যু হইতে অমৃত অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণরূপ অনন্তজীবনের প্রার্থী হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। জীবনে এই মহান্ ব্যাপার সাধিত হইবার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত অক্ষুণ্ণ সাক্ষাৎসম্বন্ধ এবং তাঁহার রক্ষণাধীনতা প্রয়োজন, এজন্য শেষ প্রার্থনাবাক্য সেই ভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে 'প্রকাশিত হও' এ পদটির স্থলে 'প্রকাশিত থাক' এরূপ বলাই সমুচিত, কেন না এখনও তিনি সম্মুখে প্রকাশিত আছেন, যেন তাঁহার এ প্রকাশ অসত্যাদির কুহকে পড়িয়া আচ্ছাদিত না হইয়া যায়, সে জন্যই এ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারিত হইতেছে। 'আবিরাবির্ম্মএধি' এই শ্রুত্যুক্ত প্রার্থনার প্রতিবাক্য রক্ষা করিতে গিয়া 'প্রকাশিত হও' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রতিবাক্য না রাখিয়া সম্যক্ পরিবর্ত্তন করাই ভাল। বুদ্ধি, আজ বলিতে বলিতে অনেক কথা বলা হইল, প্রসঙ্গটি অত্যন্ত বড় হইল, তবে এখানেই বিদায়।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্তম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পালি। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খু পচ্চত্তং যেব সতিং উপট্ঠপেস্সন্তি কিন্তি অনাগতা চ পেসলা সব্রহ্মচারী আগচ্ছেয্যুং।

সংস্কৃত। যাবন্তং কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষূন্ পশ্চাত্তাপম্ এবং স্মৃতিং উপস্থাপয়িষ্যন্তি, কেচিৎ অনাগতাশ্চ পেশলাঃ সুব্রহ্মচারিণঃ আগমিষ্যন্তি।

পা। আগতা চ পেসলা সব্রহ্মচারী ফাসুং বিহরেয়্যুন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। আগতাশ্চ পেশলাঃ সুব্রহ্মচারিণঃ সুখং বিহরিষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব ভিক্ষবঃ ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহানিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্খুসু ঠস্সন্তি ইমেসুচ সত্তসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু ভিক্খূ সন্দিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ ভিক্ষবঃ এষু সপ্তসু অপরিহানিষু ধর্ম্মেষু ভিক্ষূন্ উপদেক্ষ্যন্তি বৃদ্ধিমেব ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহানিম্।

পা। অপরেপি খো ভিক্খবে সত্ত অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসিস্সামি তং সুনাথ সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্সামীতি।

সং। অপরানপি খলু, ভিক্ষবঃ, সপ্ত অপরিহানিধর্ম্মান্ দেক্ষ্যামি তান্ শৃণুত, সাধুকং মনসি কুরুত, ভাষিষ্যামীতি।

পা। এবং ভন্তে তিখো তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং। ভগবা এতদবোচ।

সং। এবং ভবন্তঃ ইতি খলু তে ভিক্ষবঃ ভগবন্তং প্রতি-শুশ্রুবুঃ। ভগবান্ এতদুবাচ ;—

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ ন কম্মারামা ভবিস্সন্তি ন কম্মারতা ন কম্মারামতং অনুযুত্তা বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহাণি।

সং। যাবন্তঞ্চ কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ ন কর্ম্মারামাঃ ভবিষ্যন্তি, ন কর্ম্মরতাঃ ন কর্ম্মারামাণাং অনুযুক্তাঃ (ভবিষ্যন্তি) বৃদ্ধিমেব ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ ন ভস্সারামা ভবিস্সন্তি ন ভস্সারতা ন ভস্সারামতং অনুযুত্তা বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ ন ভাষারামাঃ ভবিষ্যন্তি, ন ভাষারতাঃ ন ভাষারামাণাং অনুযুক্তাঃ (ভবিষ্যন্তি) বৃদ্ধিমেব ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

পা। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খূ ন নিদ্দারামা ভবিস্সন্তি ন নিদ্দারতা ন নিদ্দারামতং অনুযুত্তা বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খূনং পাটিকঙ্খা নো পরিহাণি।

সং। যাবন্তং কালঞ্চ, ভিক্ষবঃ, ভিক্ষবঃ ন নিদ্রারামাঃ ভবিষ্যন্তি, ন নিদ্রারতাঃ ন নিদ্রারামাণাং অনুযুক্তা (ভবিষ্যন্তি) বৃদ্ধিমেব ভিক্ষবঃ ভিক্ষূণাং প্রতিকাঙ্ক্ষে ন পরিহাণিম্।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

চরিত্রলিপিকর।

জনহিতৈষী সাধু মহাজনদিগের এবং সতী সাধ্বী নারীদিগের জীবনচরিত পাঠে অনেক শিক্ষা ও উপকার হয়। অতএব তাঁহাদের চরিত্র যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচার হয় ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। এক্ষণ বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের বাহুল্যপ্রযুক্ত জীবনচরিতপ্রচারের স্রোত চলিয়াছে। অনেক নগণ্য অযোগ্য লোকেরও জীবনচরিত আলেখ্য সহ পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে সচরাচর প্রকাশিত হইতেছে। যৎসামান্য লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া লেখক অযথা অনুরাগ বা নিজের কোন স্বার্থবশতঃ তিলকে তাল করিয়া তুলিতেছেন। লোকপীড়ন ও দুশ্চরিত্রতার জন্য যে সকল বড়লোক সাধারণের ঘৃণাভাজন হইয়াছেন তাঁহার অনুগত সংবাদপত্রবিশেষের সম্পাদক তাঁহার মৃত্যু হইবামাত্র দেবতা করিয়া তুলিতেছেন, পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠা বা ৮ পৃষ্ঠা ব্ল্যাকবর্ডার সহ তাঁহার গুণাবলীতে পূর্ণ করিতেছেন, তাহা পড়িলে অবাক্ হইতে হয় ; এত অসত্যপ্রচার হইল বলিয়া উক্ত পত্রিকার প্রতি ঘৃণা জন্মে। কোন কোন পত্রিকা এরূপ আছে যে, স্বার্থসম্বন্ধবশতঃ বিশেষ বিশেষ বড়লোকের প্রশংসা ও প্রসঙ্গ তাহাতে সর্ব্বদা প্রচার হয়, কিন্তু লোকে তাঁহাকে সেই প্রশংসা ও প্রসঙ্গের বিপরীতপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া জানে। ব্রাহ্মসমাজের কোন নেতা বা কোন ব্রাহ্ম এরূপ লিখিয়া নীচপ্রবৃত্তির পরিচয় দান করিলে বড় দুঃখের কারণ হয়। আজ কাল স্বামীদিগের লিখিত স্ত্রীর জীবনচরিতের ছড়াছড়ি। যুবকগণ স্ত্রীবিয়োগ হইবামাত্র তাঁহার গুণাবলীপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকে পরস্পরের প্রণয়ালাপ ও পরস্পরের প্রণয়পত্র সকল প্রণয়িনীর ছবি সহ প্রকাশ করিয়া গভীর প্রণয়ের পরিচয় দান করিয়া থাকেন। সেই জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরেই দেখা যায় যে, তিনি একটী নূতন প্রণয়িনীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে এই কুদৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

জীবনচরিত লিখিতে লেখককে বিশেষ সাবধান ও সংযতচিত্ত হওয়া আবশ্যক। কোনরূপ নীচভাব, পক্ষপাত, হিংসাদ্বেষ ও স্বার্থপরতা অন্তরে পোষণ করিয়া যিনি কোন মহাজনের জীবনচরিত লিখিবেন, তিনি অনেক অসত্য কথা লিখিয়া অযথা চরিত্রে দোষারোপ করিয়া, উচ্চগুণ ও মহত্ত্ব সকল গোপন রাখিয়া সেই মহাজনকে সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিবেন। চরিত-লিপিকরদিগের বড় দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ কয়জন লেখকের আছে জানি না। ভগবানের নিকটে আলোক ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনাশীল অন্তরে সাধু মহাজনদিগের চরিত্রবর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। একজন মোহম্মদবিদ্বেষী খ্রীষ্টান হজরত মোহম্মদের জীবনচরিত লিখিতে গেলে কপট, ধূর্ত্ত ও নিষ্ঠুর বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিবেন, তাঁহার সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিয়া তাহার কিছুই তিনি লিখিতে পারিবেন না, বরং নানা ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সদ্গুণকে অসদ্গুণে পরিণত করিবেন। অপিচ একজন খ্রীষ্টবিদ্বেষী ইহুদি খ্রীষ্টের জীবনচরিত লিখিতে গেলে এইরূপ নিজের নীচভাবের পরিচয় দান করিবেন। মহাজনদিগের চরিত্রবর্ণনা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহাদিগের অন্তরে মহাজনদিগের মহত্ত্বের আভা পতিত হয় নাই, তাঁহাদের একার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। পচা পুকুরের অল্প জলে শফরীর খেলা করাই শোভা পায়, তাহাকে সাগর সন্তরণ করিতে গেলে বৃথা কষ্টভোগ করিতে হয়। যাঁহার জীবন উন্নত ও হৃদয় প্রশস্ত নয়, বড় বড় মহাজনদিগের জীবনের সমালোচনা না করাই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল এবং জগতের পক্ষেও মঙ্গল।

সত্যানুরাগশূন্য শিথিলপ্রকৃতি এরূপ অনেক চরিত্রলেখক কাহার কাহার চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের প্রতি অতি-ভক্তিবশতঃ যে সকল সদ্গুণ মূলে তাঁহাদের নাই তাহা পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলিয়া বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেমন কোন স্বর্গগতা মহিলাকে আমরা জানি, তিনি গৃহকর্ম্মাদিতে কিছুমাত্র সুদক্ষা ছিলেন না, সন্তানাদিপালনে তাঁহার পটুতা ছিল না। তথাপি চরিতলেখক সেই সকল সদ্গুণ তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এ সকল দুঃখের ব্যাপার। লক্ষ্ণৌ নগরের মৌলবী কমলোদ্দিন হয়দর সাহেব এক জন উৎকৃষ্ট চরিত-লেখক। তিনি অযোধ্যাপ্রদেশের নরপালবর্গের উর্দ্দু ভাষায় সুবৃহৎ

জীবনচরিত পুস্তক লিখিয়া আলেখ্যাবলী সহ মুদ্রিত করিয়াছেন। মৌলবীসাহেব সেই পুস্তকের ভূমিকায় এরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :—'যে সকল লোক বিদ্বেষবশতঃ স্বর্গীত আত্মাদিগের সম্বন্ধে মনে শত্রুতা পোষণ করিতেছে, তাঁহাদের কোনরূপ দোষ ত্রুটি তাহারা না দেখিয়াও অন্তরের কুভাববশতঃ দোষ ত্রুটি কল্পনা করিয়া থাকে, জগতে তাঁহাদের দুর্নাম হউক, লোকের মনে তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদয় হউক, এই তাঁহাদের অসদুদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ এমন কতকগুলি লেখক আছেন যে তাহারা ব্যক্তি বিশেষের পিয়পাত্র ও অনুগত, সেই বিশেষ ব্যক্তির অযথা গুণানুবাদ ও প্রশংসা করিয়া থাকে, অথচ সেই ব্যক্তি সেইরূপ প্রশংসাভাজন হইবার উপযুক্ত নহে। পাষণ্ড দুরাচার খল বড়লোক ও বিচারক, আপনার অনুগত লোকদিগের এরূপ অযোগ্য প্রশংসাভাজন হন। তৃতীয়তঃ এরূপ লেখকসকল আছেন যে তাঁহারা কেবল প্রকৃত অবস্থা ও সত্য কথা লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের লেখায় বাহ্যিক ও আন্তরিক স্বার্থ ও নিকৃষ্ট ভাব ব্যক্ত হয় না। তাঁহারা সত্য বর্ণন করিতে কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন না। রাজা মহারাজ ও বিচারপতি প্রভৃতির ক্রোধ ও বিরক্তিকে তাঁহারা তুচ্ছ বোধ করেন। এরূপ সত্যপ্রিয় নিঃস্বার্থ স্বাধীন প্রকৃতি লোকই জীবনচরিত লিখিবার উপযুক্ত। তদ্ভিন্ন অন্যের এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় অতিশয় দায়িত্ব।'

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন।

[বালিকা-ও-মহিলা-বিদ্যালয়]

৬৪। ২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, রাজার বাজার।

এই জ্ঞানপ্রধান সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, মনুষ্যসমাজের উন্নতি কেবল পুরুষগণের শিক্ষা দ্বারাই সাধিত হইতে পারে না। সমাজের অপরার্দ্ধ নারীগণের শিক্ষারও নিতান্ত প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত নারীগণ সুশিক্ষা লাভ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত পুরুষগণের বিদ্যা সাংসারিক জীবনের সুখবৃদ্ধি করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। এই নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন দিন দিন অধিকতর পরিমাণে অনুভূত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে নারীবিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। নারীশিক্ষার বিস্তার যে আমাদের কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের যুবকগণের জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহা সাধারণ ভাবে তাহাদিগের মানসিকবৃত্তিসকলের বিকাশ ও উন্নতিকল্পে উপযোগী হইলেও উহা কেবল তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে উপযোগী করে মাত্র। বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি এত কঠিন এবং সংখ্যায় এত অধিক যে, অনেক সময়ে যুবকগণের পক্ষেই সে সকলের শিক্ষা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইয়া উঠে। নারীগণ সে সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক, দেশীয় ও বিদেশীয় শারীরতত্ত্ববিৎ ভিষগ্গণের মতে প্রতিচান্দ্রমাসে তাঁহাদিগের পক্ষে যে বিশ্রাম স্বাভাবিক ও প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে না পারিয়া এবং মানসিক পরিশ্রমের আধিক্যবশত দিগের শরীরের যন্ত্রাদি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে পাঠ্যাবস্থার অন্তে জননীর যে মহৎ কার্য্য তাঁহাদিগের সম্পাদন করিতে হয় তাহাতেও তাঁহারা অধিকাংশস্থলে অপারগ হন। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, যদিও কোন কোন বালিকাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সুস্থ শরীরে সংসারে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, তথাপি এত দীর্ঘকাল মহাপরিশ্রম করিয়া যে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ, লাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি তাঁহারা আয়ত্ত করিলেন, সংসারে সে সকল বিদ্যা বিশেষ কোন ব্যবহারেই আইসে না, এবং যে সকল বিদ্যা তাঁহাদিগের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়, সে সকলের কোনও জ্ঞানলাভ হয় নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, প্রয়োজনীয় ও প্রীতিপ্রদ বিষয় সকল শিক্ষা করিতে করিতে আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল বিকাশ লাভ করিবে এবং আমরা জীবনে সেই সকলের যথাযথ ব্যবহার করিয়া সংসারে সুখ সচ্ছন্দতায় বাস করিব এবং তাহাতে ভগবানের জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য দর্শন করিয়া পরজীবনে সুখী হইবার পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস লাভ করিব। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন নারীশিক্ষাবিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, যুবক যুবতীর শিক্ষা একরূপ হওয়া কখন বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু তাৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভ্যের ভিন্ন মত হওয়াতে তাঁহার সাধ্ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই, এবং তদবধি আমাদের দেশের নারীশিক্ষা অস্বাভাবিক প্রণালীতেই চলিতেছে। যুবতীগণ এক্ষণে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিতেছেন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে অজ্ঞ থাকাতে সংসারে অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের মত দিন কাটাইতেছেন।

যে সকল মহিলা গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ না করিয়া বিদ্যানুশীলনে ও অধ্যাপনায় জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করা যদি কেহ একান্তই প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহাই করুন, কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, অন্য সকলের জন্য ভিন্নরূপ শিক্ষা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াই নারীশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার মাননীয় শ্রীযুক্ত পেডলার সাহেব প্রবর্ত্তিত নূতন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এতদতিরিক্ত শিবন, রন্ধন, সংগীত, সাংসারিক কার্য্য ও নীতিবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ঈশ্বরের কৃপায় এ সকল বিষয়ে শিক্ষাদানজন্য বিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষক এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। যে বাটীতে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,

উহাও এতৎকার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। প্রায়শঃ এইরূপ দেখা যায় যে, যে সকল বাটীতে সাধারণতঃ বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নিতান্ত অপ্রশস্ত, বায়ু-ও-আলোকসঞ্চার-বিরহিত, এবং বালিকাগণের জন্ত ক্রীড়া-ও-বিচরণস্থান-বিবর্জ্জিত। যে বাটী বহুব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্ত লওয়া হইয়াছে, উহা যে এ সকল দোষবিযুক্ত, তাহা অকুণ্ঠিত ভাবে বলা যাইতে পারে। যে সকল বালিকাকে গাড়ী করিয়া আনিতে হইবে, তাহাদিগকে মাসিক ১৲ টাকা ও প্রাবেশিক ১৲ টাকা দিতে হইবে।

যে সকল বয়স্থা মহিলা একরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন এবং হয়ত সংসারও করিতেছেন, অথচ অবসরকালে প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদ্বারা মনের উন্নতিসাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা দান এই বিদ্যালয়ের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে তাঁহারা শরীর, মন, আত্মা পরমাত্মা ও প্রকৃতিসম্বন্ধে উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। এজন্য স্থির করা হইয়াছে যে (১) শারীরতত্ত্ব (Physiology), শিশুপালন, রোগীর শুশ্রূষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির প্রধান প্রধান বিষয় সকল; (২) মনোবিজ্ঞান, বিশেষতঃ শিশু ও বালকগণের মনের বিকাশ, শিশুচরিত্রগঠন, সাহিত্য ও ইতিহাস; এবং (৩) ধর্ম্মবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা হইবে। এরূপ ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা পরিশ্রমপূর্ব্বক এই সকল শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা হইবে এবং যাঁহারা তত পরিশ্রম করিতে পারিবেন না তাঁহারা শুনিয়া শুনিয়া অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কৃতবিদ্য মহাশয়গণ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া বয়স্থা মহিলাগণের শিক্ষার জন্ত বক্তৃতা করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাড়ে চারি মাস মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এস্. সি মহালানবিস শারীরতত্ত্ব (Physiology) বিষয়ে যোলটী বক্তৃতা করিবেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে আটটী বক্তৃতা করিবেন। রিপণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মোহিতচন্দ্র সেন এম্, এ, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আটটী বক্তৃতা করিবেন, এবং উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় নীতি ও ধর্ম্মবিজ্ঞানবিষয়ে যোলটী বক্তৃতা করিবেন। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার অপরাহ্ণে একটী করিয়া বক্তৃতা হইবে। সম্প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যাঁহারা এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিবেন তাঁহাদিগের আসা ও যাওয়ার ব্যয় ইনষ্টিটিউশন বহন করিবেন। যাঁহাদিগের নিজের আসিবার উপায় আছে, তাঁহারা স্ব স্ব যানে আগমন করিবেন। বক্তৃতার সময় ও তৎসম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যথাসময় বিজ্ঞাপিত হইবে। যাঁহারা নিয়মিত বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদিগকে বৎসরের শেষভাগে কোন্ বিষয়ে কত বক্তৃতা তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাহার নিদর্শন (সার্টিফিকেট) প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা সেই সেই বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করিতে অভিলাষ করেন, পরীক্ষাগ্রহণান্তর তাঁহাদিগকে পুরস্কার ও যোগ্যতার নিদর্শন দেওয়া যাইবে। যে সকল মহিলা বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের নাম ও ধাম অবিলম্বে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগীর নিকট প্রেরণ করেন।

এই মহানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার একমাত্র উদ্দেশ্য উচ্চ ও উপযুক্তরূপ নারীশিক্ষার ভাব সাধারণের মনে উদ্দীপন করা।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের বর্ত্তমান মাসিক ব্যয় অন্যূন দেড় শত টাকা। এবিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে দয়াবান্ ভগবান, তৎপর স্বদেশহিতৈষী এবং নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষার পক্ষপাতী সদাশয়গণের উপরে আমাদের নির্ভর। এই কার্য্যের উদ্যোক্তৃগণ নিশ্চয় বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের প্রিয়তমা কন্যাগণের মঙ্গলার্থ যে অনুষ্ঠান তাহার ব্যয়ভারবহন করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছেন। উদ্যোক্তৃগণের আবেদনপত্র উপস্থিত হইলেই সেই সেই দাতৃগণ এই মহৎকার্য্যের পক্ষপাতী হইবেন এবং তাঁহাদিগের স্ব স্ব অভিভাবকতায় অবস্থিত মহিলাগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং এই ইনষ্টিটিউশনের ব্যয়ভারের অংশ বহন করিতে প্রস্তুত হইবেন।

দাতৃগণ মাসিক বা বার্ষিক অর্থদান অথবা কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান অথবা সহানুভূতি ও সাহায্য দান করিলে উদ্যোক্তৃগণ কৃতার্থ হইবেন।

নিম্নলিখিত কমিটীর সভ্যগণ যে কেহ রসীদ দিয়া ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের জন্য দান গ্রহণ করিতে পারিবেন;—

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।	৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।	৬৭।২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু।	হাজারীবাগ।
শ্রীবিপিনমোহন সেহানবীশ।	"প্রেমলজ," কাশীপুর, কলিকাতা।

আকাশেশ্বর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরমাত্মা আকাশবৎ সূক্ষ্ম এ কথা কেন বলা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, যেহেতু আকাশবৎ সূক্ষ্ম হইলে আকাশের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ রহিল কি? আকাশকে ঈশ্বর বলা হয় নাই, এরূপ কথা অনেক স্থলে আছে, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ইহা কেবল একটু দুর্ব্বলতামাত্র। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহাদের কোন মতেই এই দুর্ব্বলতার অনুসরণ করা উচিত নয়।

"ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি॥ ৩৫॥

হে অর্জ্জুন, ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্যগত আকাশ যেরূপ মহাকাশে লয় পায়, সেইরূপ অবিদ্যা দূরীভূত হইলে জীবও পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। ৩৫।

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ॥ ৩৬॥

ঘটস্থ আকাশ যেমন ঘট ভগ্ন হইলে মহাকাশে লীন হয়, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। ৩৬।

জ্ঞানানন্দলহরীধৃত, ২ অ, উত্তরগীতাবচন।

ঘটের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রাকাশ, ঘট ভগ্ন হইলে যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেইরূপ শরীর বিনষ্ট হইলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় হইয়া থাকে। একথায় স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, মহাকাশের ক্ষুদ্রাংশ ঘটাকাশ, আর পরমাত্মার ক্ষুদ্রাংশ জীবাত্মা, জীবাত্মা পরমাত্মার ক্ষুদ্রাংশ কি না এখানে তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমরা এই কথা বলি যে, মহাকাশের সহিত পরমাত্মার তুলনা করাতে মহাকাশ আর পরমাত্মা এক হইতেছেন। যাহার সহিত ঈশ্বরের তুলনা করা যায় তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করিলে যে দোষ হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি।

'যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬॥

৯ অ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যেমন বায়ু সর্ব্বত্রগামী এবং মহৎ হইলেও নিয়তই আকাশে অবস্থান করে সেইরূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থিতি করিতেছে।

"নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥২৪"

১১ অ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে বিষ্ণো, আমি তোমায় আকাশস্পর্শী বহুবর্ণবিশিষ্ট বিবৃতানন, বিশালনেত্র ও অতিশয় প্রদীপ্তমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কোন ক্রমেই ধৈর্য্য এবং শান্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইতেছি না, আমার অন্তঃকরণ একান্তই বিচলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

সাধু অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ গুপ্তের নবকুমারের জাতকর্ম্ম ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলপাড়ায় সাধুর বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে, উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শিশু ১৯০১ সালের ১৫ই জুলাই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। দয়াময় ঈশ্বর শিশুকে এবং তাহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভয়ানক প্লেগের ভয়ে যে বৎসর কলিকাতা প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল, সেই বৎসর হইতে ভিক্টোরিয়া নারীবিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। গত ১২ই আগষ্ট সোমবার হইতে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ৬৪।২ নং বাড়ীতে পুনরায় ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ঐ দিন প্রায় চল্লিশটী মহিলা উপস্থিত থাকিয়া উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় নীতি ও ধর্ম্মের মূলবিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তৎপর ১৪ই আগষ্ট বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এম্ এ সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে অতি সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারায় মহিলাদিগকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। এই কয়েক দিনের মধ্যে সতেরটী বালিকাও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী স্কুল বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতেছেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। এই কার্য্যে সকলের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

১১ই আগষ্ট রবিবার শ্রীমান্ নিমাইচরণ ঘোষের দ্বিতীয় নবকুমারের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই নবকুমার সাধু অঘোরনাথের দৌহিত্র। কৃপাময় ঈশ্বর নবকুমার এবং তাঁহার জনকজননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই দীননাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ মজুমদারের পঞ্চম পুত্রের নাম পিতামহ কর্ত্তৃক শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছে। বিগত ২৮শে জুলাই লাহিড়িয়া সরাইতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ মাতাপিতা ও সন্তানের মস্তকে বর্ষিত হউক।

৯ই আগষ্ট শুক্রবার টাঙ্গাইল সবডিভিজনের অধীন বাঘিল গ্রামে স্বর্গগত শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারীর সহিত চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীমান্ জগমোহন দাসের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাদের স্বর্গগত উপকারী বন্ধু ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরী মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রলাল কাস্তগিরী ১০৲ টাকা এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রলাল কাস্তগিরী ১৫৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে প্রেরণ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ৯ই আগষ্ট আলবার্ট হলে ঈশ্বর মঙ্গলময় (God is Good) বিষয়ে একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন বক্তার পোষকতা করিয়া কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। প্রায় একশত শ্রোতা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। এরূপ বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে হইলে ভাল হয়।

আমাদের গতবারের আবেদন অগ্রাহ্য হয় নাই দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। কয়েকটি সহৃদয় বন্ধু আমাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র দ্বারায় জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমাদের মহিলা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ইণ্টারপ্রেটার ও নিউ ডিস্-

পেন্‌সেশন নামক ইংরাজী পত্রের মূল্য সংগ্রহ করিতে যত্ন করিবেন। দয়াময় তাঁহাদের মঙ্গল অভিপ্রায়ে সহায় হউন। বন্ধুগণ এই সহানুভূতির জন্ত আমাদের হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

প্রেরিত।

তামলুক (তাম্রলিপ্তি)

তামলুক, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি বড় সবডিভিসন। কলিকাতা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে, রূপনারায়ণনামক নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ এইরূপ,—অতি পূর্ব্বকালে তাম্রধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন, এই স্থান তাঁহার রাজধানী ছিল, তাঁহার নাম অনুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম "তাম্রলিপ্তি" রাখা হইয়াছিল, বর্ত্তমান তামলুক তাম্রলিপ্তি শব্দের অপভ্রংশ। বর্ত্তমান সময়ে সেই তাম্রধ্বজ রাজার প্রতিষ্ঠিত বর্গভীমানামে এককালী, ও মহাপ্রভু এবং হরির দেবালয় আছে। সেই রাজবংশীয়দিগের বহুকালের পূর্ব্ব গৌরবের যৎকিঞ্চিৎ চিহ্ন স্বরূপ এই সকলই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। এই তামলুকে তাম্রধ্বজ রাজার প্রদত্ত বর্গভীমা ও মহাপ্রভুর নামে অনেক দেবোত্তর ভূমি আছে। তামলুকের স্বাস্থ্য মন্দ নয়, মেলেরিয়া নাই। কিন্তু ইহার সম্মুখে রূপনারায়ণ নদের এক বৃহৎ চর পড়াতে নগরটির সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইয়াছে। এখন চরের জন্য তামলুক ঘাটে ষ্টিমার আসে না, ইহাতে আরোহীদিগের উঠা নামার সমূহ কষ্ট ও ব্যয় বাহুল্য হয়। এখানে আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে দধি, দুগ্ধ ও ছানা অতিশয় সুলভ, দুগ্ধ টাকায় ১৬সের, ছানা ১০। ১১ সের, অন্যান্য দ্রব্য প্রায় কলিকাতার ন্যায় মহার্ঘ। এই নগরে মুনসেফ, মেজেষ্ট্রট, উকীল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি অনেক বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে বাস করিতেছেন। এখানে একটি ভাল এণ্ট্রান্স ক্লাশ্‌ স্কুল আছে এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। এই স্কুল সংসৃষ্টেই আমরা অদ্য ৩। ৪ সপ্তাহ হইল তামলুকে আসিয়াছি। এখানে এই সকল শিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত লাইব্রেরী, সভাসমিতি ও থিওসোফি সোসাইটীর সভা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে আলোচনার সভা সঙ্গত কিছুই নাই। এখানে থিওসোফি ও আর্য্যসমাজের প্রচারক কেহ কেহ কখন প্রচারার্থ আগমন করেন, কিন্তু এখানে কোন ব্রাহ্মের বাস না থাকাতেই ব্রাহ্মপ্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কখন এই স্থানে প্রচারার্থ আসেন নাই। আমরাই বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজের লোক সপরিবারে এইখানে প্রথম বাস করিতেছি। আমরা এখানে আসিবার পূর্ব্বে কখন ভাবি নাই যে বিধাতার নামপ্রচারে এই স্থানে আমরা কাহারও সহানুভূতি পাইব, কিন্তু বিধানপতির আশীর্ব্বাদে তাঁহার কার্য্যের সাহায্যকারী বন্ধুবান্ধব পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা আমাদিগকে আদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ইংরেজী স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু বনমালী গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠনির্গত সুমধুর ব্রহ্মনাম সঙ্গীত দ্বারা ও সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র দ্বিতীয় মুনসেফ মহাশয় অতিশয় আগ্রহের সহিত প্রতিরবিবার তাঁহার বাসায় উপাসনার স্থান ও সপরিবারে উপাসনায় যোগ দিয়া ব্রহ্মনামপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। বিগত তিন রবিবারের পারিবারিক উপাসনার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫ই শ্রাবণ রবিবার সায়ংকালে দ্বিতীয় মুনসেফ মহাশয়ের বাসায় ব্রহ্মোপাসনার প্রথম অধিবেশন হয়, সল্ট ইনস্পেক্টার শিব চরণবাবুর হারমোনিয়মবাদ্যের সাহায্যে হেডমাষ্টার বাবু কয়েকটি সঙ্গীত করিলেন, পরে আমি দুই একটি গান করিয়া একটী প্রার্থনা স্তোত্রপাঠ করিলাম। পরে আরো সঙ্গীত হইলে শান্তিবাচন করিয়া কার্য্য শেষ করিলাম। অদ্য সবরেজেষ্টর ও অনারেরী মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ৬। ৭ জন উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

১২ই শ্রাবণ রবিবার সায়ংকালে আমাদের সঙ্গীতগায়ক হেডমাষ্টার বাবু উপস্থিত না হওয়াতে, আমি সঙ্গীতের কার্য্যভার সম্পাদন করিলাম। পরে দ্বিতীয় মুনসেফ বাবু সর্ব্বাঙ্গীণ উপাসনা অতি পারিপাটিরূপে সম্পাদন করিলেন এবং আরো ২। ১ টি সঙ্গীতের পরে স্তোত্রপাঠ ও শান্তিবাচন করিয়া দ্বিতীয় দিবসের উপাসনা শেষ করিলাম। অদ্য দ্বিতীয় মুনসেফ বাবুর পরিবারস্থ লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না।

১৯শে শ্রাবণ রবিবার অদ্য সায়ংকালে তৃতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে অদ্যকার ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় অধিবেশন তাঁহারই বাসায় সম্পাদিত হইল। দ্বিতীয় মুনসেফ মহাশয় উদ্বোধনের অংশ ও আমি উপাসনার অপর কার্য্য করিলাম। আমাদের সঙ্গীতগায়ক হেডমাষ্টার বাবু তাঁহার সুললিত স্বরে গান করিলেন; তৎপর স্তোত্রপাঠ ও শান্তিবাচন পাঠ করিয়া আমি উপাসনা শেষ করিলাম। অদ্যকার উপাসনায় আমার দুই পুত্র হেডমাষ্টার বাবু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুনসেফবাবু ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রকারে আমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য লোককে বিধাতার বিধানের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, ইহাতে বিধাতার কি গৌরব হইবে তাহা তিনিই জানেন। মনে হয় এই স্থানটি নববিধান, প্রচারের একটি প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানগণ এখানে কার্য্য করিলে কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

বশংবদ
শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ।
১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র রবিবার, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে ইষ্টদেবতা, তোমা বিনা বল আমাদের এ সংসারে অভীষ্ট বস্তু আর কি হইতে পারে? আমরা যখনই তোমা ছাড়া বিষয়ান্তরকে আমাদের অভিলাষের বিষয় করিয়াছি, তখনই সে অভিলষিত বিষয় অন্তে আমাদের ঘোর দুঃখ শোকের কারণ হইয়াছে। তুমি আমাদিগকে পরস্পর বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছ, এ সকল সম্বন্ধ তোমার নিজহস্ত-প্রতিষ্ঠিত। তুমি যে সকল সম্বন্ধ নিজহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, সে সকল সম্বন্ধ আমাদিগের অনন্তকল্যাণবর্দ্ধন করিবেই করিবে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু দেখিতেছি পৃথিবীতে এই সকল সম্বন্ধ হইতে দুঃখ শোক পাপ আসিতেছে। অবশ্য এই সকল সম্বন্ধ যে ভাবে আমরা গ্রহণ করিব, যে ভাবে ইহাদের ব্যবহার করিব, তাহাতে গোল পড়িয়াছে, অন্যথা এরূপ বিপরীত ফল উপস্থিত হয় কেন? তুমি কি ইচ্ছা কর, পৃথিবীর কোন বস্তু বা সম্বন্ধ তোমার ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান হইবে, তোমার সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে? তোমার এরূপ অভিপ্রায় হইতেই পারে না। তুমি যদি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু হও, তাহা হইলে তুমি কখন ইচ্ছা করিতে পার না যে, তোমার সন্তানগণ কোন বস্তু বা সম্বন্ধের অনুরোধে তোমার পর হইয়া যায়। আমরা মনে করি, আমাদের জীবনের সকল কার্য্যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিবার কোন প্রয়োজন করে না, পূজার ঘরে যোগধ্যানের সময়ে তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, অন্য সময়ে তুমি আমাদের হইতে একটু সরিয়া থাক, অন্তরালে গিয়া দাঁড়াও, আর আমরা তোমার পরোক্ষে থাকিয়া আহার ব্যবহারাদি করি। দেখ, প্রভো, কি সাংঘাতিক অসত্য আমাদের মনে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে নিয়ত পাপ দুঃখে নিক্ষেপ করিতেছে। তুমি যাইবে কোথায়? তোমাকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে এমন কি আছে? অথচ এই অসত্য আবরণে সকল নরনারীর চক্ষু আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সকলে যে এ আবরণবিমুক্ত তাহাও তো বলিতে পারিতেছি না। আমরা অসত্য আশ্রয় করিয়া পাপদুঃখে পড়িতেছি অথচ তোমার প্রেমের উপরে দোষ দিতেছি। হে দীনজনগতি, আমরা যে অসত্যানুসরণে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছি, ইহা স্পষ্ট বুঝিবার সামর্থ্য আমাদিগকে দাও। আমরা আমাদের অবস্থা কি বুঝিতে পারিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র

সাবধান হইতে পারি, এবং সর্ব্বদা অব্যবধানে তোমার সম্মুখে থাকিয়া সকল ব্যবহার সম্পন্ন করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা অসত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইব, তোমার সহিত সকল সময়ে অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ ভোগ করিব, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

উপেক্ষা ও মৈত্রী।

উপেক্ষা ও মৈত্রী, এ দুইটি সাধনের মধ্যে গণ্য। যত দিন পর্য্যন্ত সাধক আপনি দৃঢ় হন নাই, তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে, অপরের পাপ তাঁহাতে সংক্রামিত হইতে পারে, তত দিন পর্য্যন্ত উপেক্ষা তাঁহার পরম সহায়। উপেক্ষা ঔদাসীন্য হইতে উপস্থিত হয়। আমাদের যাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের বিষয় আমরা ভাবি না, চিন্তা করি না, তাহাদের সহিত আমরা কোন সম্বন্ধ রাখি না, আমরা সম্পূর্ণ তাহাদের বিষয়ে উদাসীন। তাহাদের কি হইতেছে না হইতেছে, আমরা তাহার কোন সংবাদ লই না; তাহাদের শোক দুঃখ সুখাদি কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া অবস্থান করিতেছি। এই যে নিরতিশয় ঔদাসীন্য, ইহাই সাধকের সাধনের প্রথম সোপানে নিতান্ত আবশ্যক; অন্যথা তিনি সকল প্রকারের লোকের সংস্রবে থাকিয়া অল্পে অল্পে তাঁহাদের ভাবে ভাবুক হইয়া ভাসিয়া যাইতে পারেন, সাধনভজনে ক্রমে অপ্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, কেন না উহার সহিত কষ্টগ্রহণ সংযুক্ত আছে। যদিও অন্তে উহা হইতে নিত্য সুখ উপস্থিত হইবে, কিন্তু যখন আশুসুখ তাঁহাকে তখন তখন সুখী করিতেছে, এবং সে সুখের প্রতি ক্রমে তিনি নিত্য আকৃষ্ট হইতেছেন, তখন আশু সুখে মুগ্ধ হইয়া তিনি যে নিত্য সুখের প্রয়াস ছাড়িয়া দিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য নহে। যে স্থলে ঈদৃশ ভাবের কারণ বিদ্যমান, সে স্থলেই শাস্ত্রকারেরা সাবধান করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তির সংসারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাদের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে; তাহাদের সঙ্গীর সঙ্গকেও দূরে পরিহার করিবে। এই যে সকল লোককে, সকল বস্তুকে, সকল সম্বন্ধকে উপেক্ষা করিয়া সাধনে প্রবৃত্তি, ইহাকেই 'উপেক্ষা' নাম দেওয়া হইয়াছে।

যে সময়ে সাধক উপেক্ষাসাধন করেন, তখন তাঁহার ঈশ্বরও উপেক্ষাশীল বলিয়া গৃহীত হন, অন্যথা সাধক অনুসরণ করিবেন কাহার? ব্রহ্ম উদাসীন নির্লিপ্ত, সংসারের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই, আপনি অসঙ্গ উদাসীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সংসারে যাহা কিছু হইতেছে প্রকৃতি হইতে হইতেছে, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ মত তখন সাধক আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারিগণ ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া সংসারে প্রবৃত্ত, সাধক ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে গিয়া সংসারিগণের আদরের সংসারকে সম্যক্ প্রকারে উপেক্ষা করিয়া সাধনে মগ্ন। সংসার প্রকৃতির খেলা, সাধককে বদ্ধ করিবার জন্য মায়াবিস্তার, সুতরাং প্রকৃতিসিদ্ধ যাহা কিছু তৎপ্রতি সাধকের বিষদৃষ্টি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাধক নিজের শরীরের উপরে বিরক্ত, উহাকে নির্য্যাতন করিয়া স্ববশে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল। নিজের শরীরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গিয়া সেই শরীরের সঙ্গে সংস্রুত বিষয় ও ব্যক্তির বিরোধে তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত। সুতরাং কেহই বা কিছুই যে সাধকের কুটিল দৃষ্টি অতিক্রম করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।

আপাততঃ মনে হয়, আমাদের নবীন ধর্ম্মে এই উপেক্ষা কখন সাধনের অঙ্গ হইতে পারে না, কেন না আমরা সংসারত্যাগী নই, সংসারের সকল প্রকারের সম্বন্ধ রক্ষা করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আমরা সংসারত্যাগী নই, এ কথা যখন আমরা বলি, তখন পূর্ব্বতন সকল ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে, যাহাতে সংসারত্যাগের ব্যবস্থা নাই? যদি এমন কোন ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে তাহা

ধর্ম্মনামের অযোগ্য, নিন্দনীয় গর্হিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের মধ্যে উহা পরিগণিত। এ ধর্ম্মকে তো আমরাও ঘৃণা করিয়া থাকি, ইহাকে ধর্ম্ম বলিতেই আমরা কুণ্ঠিত। তবে আমরা যাহাকে সংসার বলি, সে সংসার অন্য প্রকারের সংসার, নূতন সংসার। ঈদৃশ সংসারে যোগী ঋষি মহর্ষিগণের বাস করিতে কোন আপত্তি ছিল না, তবে কি না তাঁহারা সেরূপ সংসার প্রাপ্ত হন নাই, তাই তাঁহাদিগকে সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। আমাদের এ নূতন সংসার কি গঠিত হইয়াছে? গঠিত না হউক, গঠন করিবার জন্য আমরা আহূত। আমরা কি পুরাতন উপাদান লইয়া নূতন সংসার গঠন করিব, না নূতন উপাদান লইয়া? নূতন উপাদান বিনা নূতন সংসার গঠিত হইবে কি প্রকারে? নাম পুরাতন থাকে থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই, বস্তু সম্পূর্ণ নূতন হওয়া চাই। পুরাতন নামে আহূত অথচ নূতন উপাদানে যে নূতন সংসার প্রস্তুত, আমরা তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। নূতন সংসার পরিত্যাগ করিতে পারি না বলিয়া পুরাতন সংসারকেও কি আমরা পরিত্যাগ করিব না? পুরাতন সংসার কি ইহা জানিলে, ত্যাগ বা উপেক্ষা উভয়ই যে তৎসম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা আমাদিগের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ঋষিরা কোন্ সংসার পরিত্যাগ করিলেন, যে সংসার ঈশ্বরবর্জ্জিত। সংসার আবার ঈশ্বরবর্জ্জিত হইতে পারে কি প্রকারে? তিনি কি আর সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন? সংসার ছাড়িয়া তিনি যান নাই, কিন্তু সংসার তাঁহাকে ছাড়িয়াছে। যে সকল ব্যক্তি বিষয়সুখে প্রমত্ত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ সংসার এমনই ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে সেখানে তাহারাই সকল করে, সেখানে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহারা নিজে উহার কর্ত্তা। যদি কোথাও তাহারা কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহারা সে সম্বন্ধে এ ব্যক্তি বা ও ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দোষ দেয়; নিজের উপরে বা অপরের উপরে যে আর কেহ কর্ত্তা আছেন, ইহা তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা স্বীকার করিল না বলিয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের নিকটে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত এবং তাহারা যে সংসারে বাস করে, সেখানে ঈশ্বর মুখে না হউন 'কার্য্যতঃ' 'অস্বীকৃত।' এখানে পুত্রকন্যাগণ পিতামাতার কর্ত্তৃত্ব দর্শন করে। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বে তাহারা লালিত পালিত হয়, তাহাদের সঙ্গে পিতামাতা বা অন্য গুরুজন ছাড়া আর কাহারও যে সম্বন্ধ আছে, ইহা তাহারা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। চারিদিকে যে পুরাতন সংসার আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে যাহা এখানে বলা হইল তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ সংসারের সহিত সংস্রবে আসিলে তৎপ্রতি উপেক্ষা না করিলে আমাদেরও চলে না। যত দিন পৃথিবী হইতে ঈদৃশ সংসার একেবারে অন্তর্হিত না হইতেছে, তত দিন 'উপেক্ষা'ও আমাদের সাধনমধ্যে থাকিবেই থাকিবে। আমরা যে নূতন সংসার গড়িতেছি, তন্মধ্যে যে যে স্থলে পুরাতন সংসারের লেশ আছে, সে সে স্থলেও উপেক্ষা যোগে দোষসংস্রবত্যাগ ও মৈত্রী দ্বারা উহার শোধন ও নূতন উপাদানরূপে পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন।

মৈত্রী কি তবে পুরাতন সংসারসম্বন্ধে একেবারে অবরুদ্ধ? পুরাতন সংসারের প্রতি যদি কেবলই উপেক্ষা করা যায়, তৎপ্রতি মৈত্রীর ক্রিয়াবিস্তার না হয়, তাহা হইলে সমগ্র সংসার এক দিন ঈশ্বরের হইবে, এ মিথ্যা কথা রটাইবার প্রয়োজন কি? পুরাতন সংসারের বিনাশ এবং নূতন সংসারগঠন, এই উদ্দেশ্য লইয়া নবধর্ম্ম উপস্থিত। পুরাতন সংসারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মানুষেরও মৃত্যু হইবে, এবং সেই মৃত্যুর মধ্য হইতে নূতন মানুষ বাহির হইবে। এই নূতন মানুষ লইয়া নূতন সংসারগঠন সম্ভব, পুরাতন মানুষ লইয়া উহার গঠনকার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। পুরাতন মানুষের যাহাতে মৃত্যু হয়, তজ্জন্য মৈত্রীর প্রয়োজন আছে, এখানে উপেক্ষা থাকিলে চলি-

তেছে না। পুরাতন মানুষের মৃত্যু হইয়া নূতন মানুষের জন্ম হউক, কাহারও সম্বন্ধে এরূপ অভিলাষ মৈত্রী বিনা উপস্থিত হয় না। যাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার পুরাতন ভাব সকলের মৃত্যু হউক, নূতন ভাব আসিয়া সে স্থান অধিকার করুক এরূপ যত্নই বা উপস্থিত হইবে কেন? এ যত্ন যে মৈত্রী হইতে উপস্থিত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পুরাতন ভাবের বিলোপসাধনে মৈত্রীর ক্রিয়া অমৈত্রী বলিয়া লোকের প্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু লোকের ঈদৃশ বিপরীত প্রতীতি হইল বলিয়াই সেখানে মৈত্রীর কার্য্য নাই এরূপ মনে করা মহাভ্রম। মৈত্রী বিনা মানবে লুক্কায়িত দেবত্বের প্রতি দৃষ্টি কোন দিন স্থাপন করিতে পারা যায় না, এবং দেবত্বের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন না করিলে পুরাতন মানুষের মৃত্যুসাধনজন্য প্রাণগত যত্ন, অবিচ্ছেদ যত্ন কখন থাকিতে পারে না; দুদিন যত্ন করিয়া হতাশ হইলে আর তৎকার্য্যে সময়ক্ষেপ ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। একবার ব্যর্থ বলিয়া মনে হইলে আর সে কার্য্য করিতে পারা যায় না শীঘ্রই ছাড়িয়া দিতে হয়। একবার যেখানে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছে সেখান হইতে আর মৈত্রী প্রত্যাহৃত হইতে পারে না, কেন না মৈত্রী দেবত্বের উপরে সংস্থাপিত। এই মৈত্রীর ক্রিয়া বাহিরে কি আকারে প্রকাশ পাইবে, তুমিও বলিতে পার না আমিও বলিতে পারি না, তাহা কেবল সাধক ও তাঁহার ঈশ্বর জানেন। সাধকের বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার মৈত্রীকে উপেক্ষা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন না, কেন না তিনি জানেন, তাঁহার মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। "তিনি কি পূর্ণ ধার্ম্মিক নহেন, লোকে তাঁহার কোন সম্বাদ না লইলেও যিনি কোন প্রকার অশান্তি অনুভব করেন না?" এ বাক্য তাঁহার সম্বন্ধে সকল অবস্থায় সত্য।

নূতন সংসার।

নূতন ধর্ম্মের লোকেরা যে সংসার গঠন করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, সে নূতন সংসার কি? যখনই কোন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে তখনই তাঁহারা নূতন সংসার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে নবধর্ম্মের এ সম্বন্ধে আর বিশেষত্ব রহিল কোথায়? যখন সাধকগণ সংসারে যোগধর্ম্ম সাধন করিতে পারিলেন না, তখন সংসার ছাড়িয়া গিরিগুহাদি আশ্রয় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এইরূপে নির্জ্জনাশ্রয় করিয়া যাহা লাভ করিলেন তাহা কি সংসারের সম্পত্তি হইল না? যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে সংসার হইতে শত শত লোক বাহির হইয়া গিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের দল স্ফীত করিয়া দেয় কেন? যোগিগণের লাভে সংসারের লাভ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেন না যদি লাভই না হইবে, তবে সংসারিগণের যোগে প্রবৃত্তি এবং সেই প্রবৃত্তি হইতে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া কখনই সম্ভব হইত না। কিন্তু তবে এ কথা মানিতে হইবে, সংসারিগণ ক্রমান্বয়ে বাহির হইয়া গিয়া নির্জ্জনাশ্রয়ী যোগিগণের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন, তাঁহারা আর সংসারে ফিরিয়া আসিয়া সংসারকে নূতন করিয়া তুলিলেন না। নূতন ধর্ম্মে নির্জ্জনাশ্রয়ী যোগিগণের সংসারে প্রবেশ, সংসারে স্থিতি, সংসারকে তপোবনে পরিবর্ত্তন, এ অতি নূতন।

যোগী সংসারী, এ অতি বিপরীত কথা। যোগ ও সংসার এ দুই পরস্পরবিরোধী পদার্থের একত্র মিলন হইল কি প্রকারে? তেল ও জল কি কখন মিশে? যোগতেলে যে ব্যক্তি নির্লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাতে সংসার জল লগ্ন হইবে কি প্রকারে? সংসারে আসিয়া যোগ যখন প্রবেশ করিল, তখন সংসারলবণসমুদ্র অমৃতসাগরে পরিণত হইল। ঊর্দ্ধে অধোতে দক্ষিণে বামে অনন্ত অমৃতসাগর প্রসারিত। তন্মধ্যে সংসারলবণসমুদ্র অণুপরিমাণ। এই অণুপরিমাণ লবণসমুদ্রকে অনন্ত অমৃতসাগর তখনই গ্রাস করিয়া ফেলে যখন যোগ অনুরাগের সঙ্গে মিলিয়া সংসারে আসিয়া উপস্থিত। সংসারে যে অনুরাগ মলিন হইয়াছিল, এখন সে অনুরাগ

যোগের স্পর্শে তাহার নিজের প্রচ্ছন্ন উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিল। যাই তাহার নিজের স্বরূপ প্রকাশ পাইল, অমনি সংসার-ক্ষারসমুদ্রের ক্ষারত্ব ঘুচিয়া গিয়া অমৃত হইয়া অমৃতসাগরের সঙ্গে মিশিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত। এই সংসারই নূতন সংসার।

পূর্ব্বে যোগিগণ সাংসারিক সম্বন্ধগুলি নিরতিশয় অপবিত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এখন আর সে ভাব রহিল না। তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অখণ্ড যোগে নিবদ্ধ হইতে গিয়া দেখিলেন সংসার তাহার বিরোধী। কিসে তাঁহাদের মন বিচলিত হইয়া ব্রহ্ম হইতে স্খলিত এবং সংসারে আবদ্ধ হইতে পারে তাহারই জন্য সংসারিগণ নিয়ত যত্ন করিতেছে। যোগিগণ যে সুখ অন্বেষণ করিবেন, সে সুখের তাহারা কোন সন্ধানই পায় নাই। বিষয়সুখে তাহাদের মন ব্যাপৃত, সুতরাং যোগিগণ যদি তাহাদের সে সুখের ব্যাঘাত উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য যে সবিশেষ যত্ন করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীপুত্র পরিবার এজন্যই যোগিগণের যোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা বিষয়সুখবর্দ্ধক বিষয়সমুদায় নিয়ত যোগিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহাধিগকে প্রলুব্ধ করিতে যত্ন করিয়াছে, সুতরাং কেবল স্ত্রীপুত্র পরিবার কেন, অন্য সমুদায় নির্দ্দোষ বিষয়ও তাঁহাদিগের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছে। সুতরাং সকল জীব সকল বস্তুর সহিত চিরকালের জন্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া যাহাতে ব্রহ্মযোগে কৃতকৃত্য হইতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার যত্ন করিয়াছেন। সংসার এইরূপে যোগী ও যোগের প্রতি বিমুখ হইয়া সাধকমাত্রের নিন্দার পাত্র হইয়াছে। সংসার বলিতে এখন ধর্ম্মবিরোধী মায়াজালমাত্র বুঝায়।

আমাদিগের চারিদিকে যে সংসার এখন বিদ্যমান, সে সংসার সেই প্রাচীন সংসার। আমরা যেখানে নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছি, সেখানেও পুরাতন সংসার ছদ্মবেশে আসিয়া সেই নূতন সংসারের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য যত্ন করে। কোন প্রকারে পুরাতন সংসার যদি ঈশ্বরের সহিত নিরবচ্ছেদ যোগ কাটিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলেই সে তাহার আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া নূতন সংসারের লোকদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পায়। সে আসিয়া বলে উপাসনা কর, পাঠ কর, ধ্যান যোগে প্রবৃত্ত হও, সেতো ভাল কথা, কিন্তু এসকল ছাড়া জীবনের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, সেগুলি সাধনের পক্ষে তোমার স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন। উপাসনাদি এক শ্রেণীর, বিষয়বাণিজ্যাদি অপর শ্রেণীর কার্য্য। এ দুইকে একত্র মিশাইতে গেলে কোনটিই ভাল করিয়া সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং কর্ত্তব্য এই যে, এক শ্রেণীর কার্য্যগুলি অন্য শ্রেণীর কার্য্যের কোন বাধা উপস্থিত না করে। যখন তুমি উপাসনায় বসিবে, সেখানে যেন বিষয়বাণিজ্যাদির চিন্তা প্রবেশ না করে, আবার যখন বিষয়বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হও, তখন উপাসনাস্থলে কি প্রার্থনাদি করিয়াছ তাহা মনে উপস্থিত হইয়া যেন বিষয়বাণিজ্য চালাইবার প্রতিবন্ধক না হয়। দুটি যখন স্বতন্ত্র রাজ্যের ব্যাপার, তখন এ দুইকে একত্র মিশাইবার জন্য যত্ন কেন? পৃথিবী যে সে পৃথিবী, স্বর্গ যে সে স্বর্গ। এ দুইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কোথায়? সত্য বটে তুমি চির দিন পৃথিবীতে বাস করিবে না, স্বর্গই তোমার গম্যস্থান। সেজন্য তোমার উপাসনা বন্দনা করিতে বলিতেছি। কিন্তু অল্প দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে বলিয়া উহার সুখস্বচ্ছন্দতায় কেন আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে। তোমার শরীর মন যদি সুখে না থাকে, তাহা হইলে কি পারলৌকিক ব্যাপারেই তুমি প্রবৃত্ত হইতে পার? আর যে সুখ নিত্য প্রত্যক্ষ, এবং ঈশ্বরের নিয়মে সজ্জটিত, সে সুখকে পরিত্যাগ করা কি পাগলামি নয়, ঈশ্বরাবমাননা নয়?

দেখ বর্ত্তমান সাধকগণকে ভুলাইবার জন্য সংসার এইরূপ কত কি বলিতেছে। অনেকে

তাঁহার কথায় ভুলিতেছেন, আর পুরাতন সংসারে গিয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন, নূতন ধর্ম্ম যে নূতন সংসারের কথা তুলিয়াছেন তাহা জীবনে সাধন করা কঠিন। সুতরাং প্রাচীন সংসারের পথ যে যুক্তিযুক্ত পথ, ইহা তাঁহারা সহজে অবধারণ করিয়া সেই পথে চলিতে প্রবৃত্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কত সাধকের এইরূপে পতন হইতেছে। ধন মান সংসারের সুখ প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা নূতন পথ হইতে নিয়ত ভ্রষ্ট হইতেছেন। তাঁহাদের পতন দেখিয়া নূতন ধর্ম্মসাধনার্থিগণের নিয়ত সাবধান হওয়া উচিত। ঈশ্বর ও সংসার এ উভয়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদ চলিতেছে এই বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া নিয়ত সংসারে ঈশ্বরসহবাসে স্থিতি, নূতন সংসারের এই নূতন লক্ষণ। সংসারের কর্ত্তব্যগুলি কার্য্যগুলি যাঁহারা হেয় দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহারা অনন্ত মহান্ ভূমা পরমেশ্বরকে সেই সকলের সঙ্গে জড়িত দেখিতে অতিশয় কুণ্ঠিত, অথচ তাঁহারা সাধক বলিয়া অভিমান করিতেও ছাড়েন না। কোন সাধক কি এমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, যে কার্য্য ঈশ্বরের সন্নিধানে করিতে তিনি লজ্জিত। যদি তাঁহার জীবনে এমন কোন কার্য্য থাকে, তবে তাহা পাপকার্য্য, সে কার্য্যের সংস্রবে আসা তাঁহার পক্ষে কখন উচিত নয়। পাপকার্য্য ও পাপচিন্তা করিতে তিনি অবশ্য লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও ভীত হইবেন। কেন না মহান্ ঈশ্বরের সম্মুখে—সর্ব্বাপেক্ষা যিনি প্রিয়তম তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য তিনি কি প্রকারে করিবেন? এমন কোন্ সময় আছে, কোন্ স্থান আছে যেখানে যে সময়ে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিয়া পাপচিন্তা ও পাপকার্য্য করিতে পারেন। যদি এই কথাই সত্য হইল, তাহা হইলে সংসারে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া সাধক যে কার্য্য করিবেন, সংসারের কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিবেন তাহা আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি?

পাপ দ্বারা চক্ষু অন্ধ না হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধতা আনয়ন না করিলে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া সংসারের সমুদায় কার্য্য করা অতি সহজ, ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। প্রাচীন সংসার নীচ বাসনা নীচ কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া অতি পবিত্র বিষয়সমূহকে লজ্জাকর করিয়া রাখিয়াছে। সাধকমাত্রেরই প্রাচীন সংসারের এই দুর্নীতির উচ্ছেদসাধন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ তাঁহারা যে সংসারকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেন, অথচ তাঁহার সেবা করিবেন, ইহা যেন কখন তাঁহারা মনে না করেন। যদি এরূপ করেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্র তাঁহাদিগকে যোগের আসন পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইতে হইবে; তাঁহাদের জীবন পুনরায় প্রবৃত্তিবাসনার রঙ্গভূমি হইবে। তাঁহারা যে হৃদয়, মন, আত্মা ও সমুদায় পদার্থকে ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র করিবেন বলিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য প্রাচীন দূষিত সংসারকে তাহাদের উপরে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা কদাপি সংসারকে ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র করিতে কৃতকার্য্য হইবেন না। সাধকগণের এ দুর্দ্দশা না ঘটে, এজন্য আমরা স্বতঃ পরতঃ প্রকাশ্যে ও গোপনে সংসারে যোগরক্ষার উপায় সকল বলিতেছি। আমরা জানি, আমরা ইহাতে প্রাচীন দূষিত সংসারের বশবর্ত্তী লোকদিগের নিকটে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইব। হই তাহাতে ক্ষতি নাই। এরূপে নিন্দিত হইয়াও যদি আমরা সংসারকে যোগী ও যোগিনীগণের তপোভূমি করিয়া তুলিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। যাঁহারা অন্য প্রকারে জনসমাজের সেবা করিতে অবসর পান না, বা উপায়হীন, তাঁহারা যদি আপনাদের জীবনে এই যোগ সাধন করিয়া দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন ধন্য হইল, এবং জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিল।

বুদ্ধি। এবার তো তোমার স্তোত্রপাঠের তত্ত্ব বলিতে হইতেছে। প্রার্থনার পর উপাসনা শেষ হওয়াই উচিত, এস্থলে আবার স্তোত্র পাঠ দ্বারা নূতন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবার কি প্রয়োজন? আমার মনে হয়, পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী ছিল, তাহাই ঠিক। সাধারণ প্রার্থনার পর না হয় একটা বিশেষ প্রার্থনা হইল, তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না, কেন না প্রার্থনাতে প্রার্থনাতে সজাতিত্ব আছে। প্রার্থনা দ্বারা উপাসনাঙ্গ শেষ করিয়া আবার স্তোত্রপাঠ, এ যেন কেমন কেমন লাগে?

বিবেক। মানবজাতির ঈশ্বরজ্ঞানসম্বন্ধে এক দিনে সমুদায় ভাব প্রস্ফুটিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে উহা প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে। বৈদিক সময়ে উপাস্যদেবতাকে অনেকটা মানুষের মত করিয়া লইলেও তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপগুলি সন্নিবিষ্ট ছিল। স্বরূপ সন্নিবিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু মানবীয় আবরণ হইতে উন্মোচন করিয়া সে সকলকে বৈদিক ঋষিগণ ধারণ করিতে পারেন নাই। বৈদিক সময়ে মানবীয় ভাব সংযুক্ত থাকাতে আরাধ্য দেবতা ব্যক্তি বা পুরুষ, এ জ্ঞান সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল। স্বরূপগুলির এই প্রকারে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগ থাকাতে বহু স্বরূপ যে একই স্বরূপ এবং অনন্ত, এ জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সমূহ বাধা ছিল। বেদের অন্তভাগে ঋষিগণ ব্যক্তিত্বের রেখা অতিক্রম করিয়া কেবল ব্রহ্মস্বরূপচিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমুদায় বেদ মন্থন করিয়া এই সত্য বাহির করিলেন যে, "যাঁহা হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবন ধারণ করে, যাঁহার দিকে জীব সকল গমন করে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম।" এই সত্য ধরিয়া অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা ব্রহ্মের 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' স্বরূপ বাহির করিলেন, এবং এক সত্য হইতেই সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন। উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যখন ব্রহ্মসাপেক্ষ তখন ব্রহ্মনিরপেক্ষ কিছুই নয়, এইটি হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্র তাঁহাদের সম্মুখে এক ব্রহ্মবস্তু রহিলেন আর সমুদায় অসৎ হইয়া উড়িয়া গেল। এইরূপে তাঁহারা যখন সম্যক্‌প্রকারে ব্রহ্মে নিবিষ্ট হইলেন তখন তাঁহারা যোগী হইলেন, যোগী হইয়া অসৎ সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। বেদের ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া বেদান্তের ধর্ম্ম উপস্থিত, বেদান্ত বেদকে কেবলই অধঃকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপ বিরোধের অবস্থা অধিক দিন থাকিতে পারে না, পুরাণ আসিয়া বেদান্তের ব্যক্তিত্ববিরহিত ব্রহ্মকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে সহসা ব্যক্তি করিয়া তুলিতে পারিলেন না, সুতরাং অসাধারণ পুরুষগণেতে যে ব্রহ্মের প্রকাশ সেই প্রকাশকেই ব্যক্তিত্ব দান করিলেন। ইহাতে বৈদিক সময়ে যে মানবীয় ভাব ছিল, সেই মানবীয় ভাব প্রকাশমান ব্রহ্মেতে সংক্রামিত হইল। বেদবেদান্তকে সমঞ্জস করিতে গিয়া পুরাণ যে মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে বেদবেদান্ত মিশিয়া এক হইল না। শুভযোগে ব্রহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইল, ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে উপাসনা-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বর্ত্তমান আকারে আসিয়া উপস্থিত। ইহাতে বেদবেদান্ত মিশিয়া যে এক হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান আরাধনাপ্রণালীমধ্যে বিলক্ষণ প্রকাশিত। আরাধনায় ব্রহ্মকে যখন তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হয়, তখনই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট এবং বৈদিক ভাব উজ্জ্বলতর হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে, তিনি ঠিক বেদান্তের ব্রহ্ম, কেন না সকল প্রকারের মানবীয় ভাববিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপগুলি অবলম্বন করিয়া সমগ্র আরাধনা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এতদূর অগ্রসর হইয়াও পুরাণে যে একটি নূতন বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আরাধনায় তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। উহাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, উপাসনার শেষাঙ্গ উপস্থিত।

বুদ্ধি। অনেকগুলি কথা বলিলে। বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলে পুরাণ একটি নূতন বিষয় উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। আমি বুঝিতেছি, সাধুমহাজনগণের সঙ্গে মিলনের কথা তুমি ইহার দ্বারা তুলিতেছ। ধ্যানের সময়ইতো ও কথা তুমি এক প্রকার বলিয়া শেষ করিয়াছ, আবার পুরাণের নূতন বিষয় লইয়া টানাটানি কেন?

বিবেক। তুমি একটী কথা বলিবামাত্র যে ভিতরকার কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমি যে সকল কথা তোমায় বলিয়াছি, সেগুলি আরও একটু গভীর ভাবে যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহা হইলে তোমায় আর গোলে পড়িতে হইত না। আমি পূর্ব্ববারে তোমাকে বলিয়াছি, "আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের আলোচনাকালে, তাঁহারা (ঋষি মহর্ষি সাধু মহাজনগণ) সেই সেই স্বরূপের সহিত আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, যাই সমুদায় স্বরূপ আনন্দে অখণ্ড হইয়া পড়িল, তাঁহারাও সে সময়ে আরাধনায় নিযুক্ত জীবের সহিত অখণ্ড ও এক হইয়া গেলেন।" দেখ এখানে ঈশ্বরের স্বরূপের প্রতিনিধিগণ যেমন সেই সেই স্বরূপে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ ধ্যানকালে আরাধনায় নিযুক্ত জীব সহও তাঁহারা অভিন্ন হইয়া আছেন, এখনও ভিন্ন হইয়া সহসাধক হইয়া তাঁহাকে মিলনসুখ অর্পণ করিতে পারেন নাই। স্তোত্রে সেইটি হইবার সময় উপস্থিত। সুতরাং স্তোত্র দেব ও মানবের সংযোগসাধক।

বুদ্ধি। কথাটা বুঝি বুঝি করিয়া বুঝিতেছি না, একটু স্পষ্ট করিয়া বল।

বিবেক। তুমি গতবারে শুনিয়াছ ধ্যান হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বপ্রথমে সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত এক হইয়া সাধারণ প্রার্থনা করা হয়। এখানে দেব ও মানবের প্রথম সংযোগস্থল। দেব ও মানবের যোগ কোথায়? ব্রহ্মেতে। ব্রহ্মকে ছাড়িলে সে যোগ কাটিয়া যায়। সুতরাং সাধুমহাজনগণ ভাবরসে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরে

যে ভাবে অনুভব করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাকে এক একটি নাম দিয়াছেন, এবং সেই সেই নামানুরূপ ভাবে তাঁহারা ঈশ্বর সহ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তত্তন্নাম উচ্চারণ-করিবামাত্র তত্তদ্ভাবের আধার ঈশ্বর ও ভাবানুসারে যাঁহারা নাম দিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে যোগানুভব হয়। কেবল তাহাই নহে, একটি একটি বিধানের সঙ্গে যোগ নামে ঘটিয়া থাকে, যেমন 'ধর্ম্মরাজ' 'ধ্রুব' ও 'নিত্য' বলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের, 'পিতা' বলিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের, 'পরব্রহ্ম' বলিতে হিন্দুধর্ম্মের, 'পাষণ্ডদলন' বলিতে মোহম্মদীয় ধর্ম্মের এবং 'স্বর্গরাজ' ও 'স্বয়ম্ভু' বলিতে য়িহুদীধর্ম্মের ভক্তসাধকগণের সহিত যোগ অনুভূত হয়। যদি বল এরূপ যোগানুভব করিতে গিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগের গাঢ়তা থাকে না নিরতিশয় তরল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তুমি এ যোগের মর্ম্ম ভাল করিয়া বোঝ নাই, তাহাতেই তোমার ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত।

বুদ্ধি। আমি ঐ কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। তুমি আপনি বলিলে ভালই হইল। ধর্ম্মের মানবীয় ভাগে নামিলে দৈব ভাগের গাঢ়তা যে হ্রাস পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিবেক। হ্রাস না পাইয়া ভাব আরও গাঢ় হইল, ইহাই সত্য কথা। সাধুমহাজনগণের সহিত একাত্মা হইলে ঈশ্বরের প্রেমের বিশেষ বিশেষ ভাবে মন উচ্ছ্বসিত হয়; সমুদায় জগৎ ও জীবে তাঁহার লীলা স্পষ্ট চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পায়। ভিতর হইতে যখন সাধক বাহিরে আইসেন, তখন ব্রহ্মযোগ কাটিয়া যায় না; সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সকলকে লইয়া যে ক্রীড়া করিতেছেন, নিত্য নব নব লীলা দেখাইতেছেন, সাধক তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাতে আরও প্রগাঢ় ভাবে মগ্ন হয়। উপাসনাকালে যদি এইটি সাক্ষাৎ উপলব্ধ না হইত, তাহা হইলে সংসারে আসিবামাত্র তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া যাইত। ভক্তি, প্রেম, অনুরাগ কখন ভক্তগণের সহিত একাত্মা না হইলে উদ্দীপিত হয় না। ভক্তি, প্রেম ও অনুরাগ বিনা ঈশ্বরের সহিত প্রগাঢ় যোগও কখন সম্ভবপর নহে। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে যে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার আছে, তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যোগ তত্তদ্ভাবাপন্ন সাধু মহাজনগণের সঙ্গে যোগ না হইলেই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তুমি বোধ হয় এখন বুঝিতেছ, স্তোত্রপাঠে যোগের গাঢ়তা হ্রাস না পাইয়া উহা আরও বৃদ্ধি পায় কেন। তবে আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রাপ্ত।

সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব।

বিধানজননীর অপার করুণায় সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি আশ্চর্য্যভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। যেখানে মানুষ অসহায় ও নিরাশ হইয়া পড়ে, সেই খানেই ভগবানের কার্য্য আরম্ভ হয়, এই সত্য এবার জীবনে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। নিজের শারীরিক অসুস্থতা ভাবিয়া উৎসবসম্বন্ধে একপ্রকার সন্দিগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু মা করুণাময়ীর করুণা আসিয়া আমাদের সকলপ্রকার সন্দেহ ও নিরাশা বিদূরিত করিয়া দিলেন। আমাদের ন্যায় পাপী তাপীর জন্য মা স্বয়ং উৎসবায় প্রস্তুত করিয়া সকলকে স্বয়ং পরিবেশন করিলেন, আর সকলে তাহা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইল। আমরা বহুদিন এরূপ উৎসবানন্দ ভোগ করি নাই, ভগবানের যে করুণা লাভ করিলাম তাহা যথাযথ প্রকাশ করা সাধ্যাতীত, তবে আপনার বিশ্বাসী ভক্ত পাঠকগণের অবগতির জন্য উৎসবের সামান্য বিবরণ নিম্নে লিখিলাম, ভরসা করি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করিবেন।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয়দ্বয় টাঙ্গাইলে শুভাগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে আমরা বিশেষ উপকার ও কৃতার্থতা লাভ করি। ভক্তিভাজন চন্দ্রমোহন বাবু টাঙ্গাইল মণ্ডলীর বিশেষ সেবার্থ এখানে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার বিশ্বাসী জীবন ও সরল এবং অমায়িক প্রকৃতি আমাদের বিশেষ শিক্ষা ও সহায়তার কারণ হইল। তাঁহাকে সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যাইবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি কৃপাপূর্ব্বক সম্মত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমি হাঁপানির পাড়ায় এতই পীড়িত হইয়া পড়ি যে, উৎসবে আমি যোগ দিতে পারিব কি না এ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলাম। কিন্তু মা মঙ্গলময়ার কৃপায় শরীর সুস্থ বোধ হওয়ায় শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন বাবু এবং টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয় ও প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দে মহাশয়কে লইয়া ৩০শে আষাঢ় তারিখে সিরাজগঞ্জে রওনা হইলাম। ভক্তসংবাসে পথেই যেন উৎসবের উদ্বোধন আরম্ভ হইল। ৩১শে আষাঢ় আমরা সিরাজগঞ্জে উপনীত হইলাম। প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সরকার মহাশয়ের বাসায় উপনীত হইয়া তথায় ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। টাঙ্গাইল হইতেই ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সিরাজগঞ্জে আগমন জন্য পত্র ও পাথেয় প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহাদের আগমনজন্য আমরা সকলে আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কার্য্যবাহুল্যবশতঃ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় আসিতে পারিবেন না বলিয়া পত্র লিখেন। তাহাতে আমরা বিশেষ দুঃখিত হই। সিরাজগঞ্জস্থ প্রিয় বন্ধুগণ আমা-দিগকে পাইয়া প্রসারিত করে আমাদিগকে গ্রহণ করেন এবং

উৎসবের জন্য যথাবিহিত আয়োজন করেন। ৩১শে আষাঢ় সোমবার সায়াহ্নে সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপদেশও অত্যন্ত ভাবপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "মহর্ষি বলিয়াছেন যখন প্রথম ব্রহ্ম দর্শন করিলাম তখন ইচ্ছা হইল একথা বন্ধুদিগকে বলি, কিন্তু একথা বলিতে পারি এমন একটি বন্ধুও তখন পাই নাই। কিন্তু এখন তোমরা এত বন্ধু হইয়াছ এবং তোমাদের নিকট মনের কথা বলিয়া সুখী হইতেছি। এই যে মনের কথা বলিবার ইচ্ছা সকলেরই হয় এবং সকলেই প্রাণের বন্ধু অন্বেষণ করে। আপনারা আমার প্রাণের বন্ধু আপনাদিগের নিকট মনের কথা বলিয়া আমি সুখী হইব।"

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য, কিন্তু আমাদের হৃদগত বিশ্বাস সমস্ত উত্তর বঙ্গই তাঁহার বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র এবং তিনি সমস্ত উত্তর বঙ্গেরই চিহ্নিত উপাচার্য্য। এই বিশ্বাসে ও অন্যান্য কারণে উত্তরবঙ্গের সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করা হয়। কুচবিহার হইতে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। ১লা শ্রাবণ হইতে উৎসবের কার্য্যারম্ভ হয়। ২৭শে আষাঢ় মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, কিন্তু স্বর্গীয় কালীনাথ বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহে আবদ্ধ থাকায় শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তারিখে আসিতে পারিবেন না বলিয়া ১।২।৩রা শ্রাবণ উৎসবের দিন অবধারিত হয়। ৩২শে আষাঢ় ও ১লা শ্রাবণ উভয় দিনই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু চন্দ্রমোহন বাবু ও বসু মহাশয় প্রভৃতি মিলিত হইয়া বাড়ী বাড়ী উষাকীর্ত্তন করেন এবং তাহাতে সিরাজগঞ্জবাসিগণ বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। ভক্তগণ স্বর্গের বিহঙ্গমের ন্যায় ব্রহ্মসঙ্গীত দ্বারা সিরাজগঞ্জবাসীদিগকে জাগ্রৎ করিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিলেন। উৎসবের নিমন্ত্রণ অনুসারে খলিলপুরনিবাসী প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বনমালী বসু মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। সমাজের বন্ধুগণ উৎসাহের সহিত উৎসবে মত্ত হইলেন। বাগবাটীর উৎসাহী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায় মহাশয় ও বৈদ্যদোগাছী হইতে একজন প্রবীণ বন্ধু সমাগত হন। সমাজের সভ্য ভিন্ন স্থানীয় হিন্দু ও মোসলমান অনেক ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করেন। ৩১শে আষাঢ় উষাকীর্ত্তনের পর প্রাতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন, উপাসনা ও উপদেশ খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকার সময় ভক্ত বন্ধু সকলে স্থানীয় ভ্রাতৃগণ সহ সিরাজগঞ্জের পশ্চিম পারে গমন করেন ও বাজারে কিছুকাল কীর্ত্তনের পর প্রকাশ্যভাবে বাজারে শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন বাবু ও দুর্গাদাস বাবু দুইটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন ও অপরাহ্নে চন্দ্রমোহন বাবু উপাসনা করেন ও সকলকে উৎসবের জন্য উপদেশ দেন। ১লা শ্রাবণ উৎসবের কার্য্যারম্ভ হয়। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ভক্তিভাজন দীননাথ বাবু উপাসনা করেন ও সুমিষ্ট উপদেশ দেন। অপরাহ্নে সদালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ হয়। এই দিন মেল ষ্টীমারে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় আসিবেন কথা ছিল ও অপরাহ্ণ ৫।৹ ঘটিকার সময় তিনি বক্তৃতা দিবেন অনুষ্ঠানপত্রে ইহা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি সে ষ্টীমারে আসিতে না পারায় সন্ধ্যাকালে সিরাজগঞ্জে পদার্পণ করেন। এদিকে শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতাশ্রবণার্থ আগ্রহ সহকারে বহুলোক গয়লা স্কুলগৃহে সমবেত হইলেন। এমতাবস্থায় প্রিয় বন্ধুদিগের অনুরোধে আমাকেই "নববিধান কি" এই সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিতে হইল। সায়ংকালে মন্দিরে ভক্তিভাজন দীননাথ বাবু মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ক্ষুদ্র মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইল। উপাধ্যায় মহাশয়কে পাইয়া তাড়িতবেগে যেন সকলের হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতে ভক্তগণের আগমনে উৎসবের আরম্ভ হইয়াছিল, এখন হইতে ইহা গভীরতম ভাব ধারণ করিল। ২রা শ্রাবণ প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিলেন এবং অতি হৃদয়োন্মত্তকর উপদেশ দিলেন। উপদেশ সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা যায় নাই, ইহার স্থূলমর্ম্ম এই, "মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের নানাপ্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয়। নিন্দা কুৎসা বিসংবাদ মনুষ্যসমাজে আমরা দেখিতে পাই।" ইহার কারণ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধই ইহার কারণ। যে দিন হইতে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার আপনার সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে বিরোধারম্ভ হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে সমুদয় শাখা প্রশাখা যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনি যদি আমরা মানবজাতির সহিত মিলিত হইতে চাই তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদের ঈশ্বরের সহিত মিলন সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট সমুদয় বাসনা কামনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগের নিকট এই ভিক্ষা করিতেছেন যে বাসনা কামনা আমরা তাঁহাকে অর্পণ করি।" অপরাহ্নে মন্দিরে আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ হইল। সিরাজগঞ্জের অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া নানাকথা শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া অতি সুন্দর মীমাংসাপূর্ণ উত্তর দিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় গয়লা স্কুল গৃহে "ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন। বৃহৎ স্কুলগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল, স্থানাভাবে অনেক লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। বক্তৃতার কথা আর কি বলিব? এমন সারগর্ভ সুমধুর বক্তৃতা আর কখনও আমি শ্রবণ করি নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণ প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। বক্তা ভাগবতের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ

করিয়া অতিপ্রাঞ্জলভাবে ভাগবততত্ত্ব বর্ণন করিলেন। ভাগবত গীতারই প্রপূর্ত্তি (Supplement)। যেখানে গীতার ধর্ম্মের শেষ, সেখান হইতে ভাগবতধর্ম্মের আরম্ভ। নিবৃত্তিসাধনে সাধনারম্ভ হয়। সাধক প্রথমে অন্তর্গমন করেন এবং আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া বাহিরে প্রত্যাগমন করেন, বাহ্য প্রকৃতি আর তাঁহার নিকট ব্রহ্মদর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না। তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মলীলা দর্শন করিতে থাকেন। মহামতি শুক ভাগবতব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি নিবৃত্তিপথের মহাসাধক ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার ছিলেন। নিবৃত্তিসাধনে সিদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিলেন এবং জগতে ভগবানের লীলা সন্দর্শন করিয়া তাহা বর্ণন করিলেন। যাঁহারা শুকের ন্যায় নিবৃত্তিসাধন না করিয়া ভাগবতধর্ম্মলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা আচণ্ডাল সকলের মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যমান ইহা জানিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া প্রণাম করিবেন এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা হরিভক্তি লাভ করিবেন। বিবেকের অনুসরণপূর্ব্বক সত্যাদি সাধন ও ব্রহ্মদর্শনের প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিলে হৃদয় হইতে বাসনা কামনাদি অপসারিত হইবে এবং ভগবদ্ভক্তি প্রাণে সঞ্চারিত হইবে।" ২রা শ্রাবণ সন্ধ্যাকালে উপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন। ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয় এবং অপরাহ্নে সমালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ এবং প্রায় ৫॥ ঘটিকায় নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। সৎপ্রসঙ্গে এখানকার ঈশ্বরানুরাগী রাধাস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত নাদযোগপথাবলম্বী একজন ভদ্রলোকের সহিত উপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আলোচনা হয়। কর্ণরোধাদি দ্বারা যে শব্দ শুনা যায়, তাহা যে যোগপথ নহে, বিকারমাত্র, উহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে (মাধবকর প্রণীত নিদানাদি শাস্ত্রে) কর্ণনাদ রোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা তিনি বিষদরূপে প্রদর্শন করেন। উহা ধর্ম্মসাধনের পথ নহে, উহা দ্বারা লোকে আত্মবঞ্চিত হয় মাত্র। এই দিনের নগরসঙ্কীর্ত্তনের কথা আর কি বলিব? শ্রাবণের মুসলধারার ন্যায় যেন মা বিধানজননী আমাদিগের প্রতি তাঁহার করুণা ঢালিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহরের সময় হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আমরা মনে করিলাম বুঝি সঙ্কীর্ত্তন স্থগিত হয়, কিন্তু মা আনন্দময়ীর বিচিত্র লীলায় বৃষ্টি স্থগিত হইল। কোন বন্ধু কয়েকটি খোল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, কিন্তু কে বাজাইবে, এমত লোক কোথায়? কেবলমাত্র সুগায়ক প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশবাবু (ইনি ভিক্টোরিয়া স্কুলের ড্রইং মাষ্টার) খোল বাদন করিতে পারেন। ইনি ও অন্য দুই একটি ভ্রাতা খোল গ্রহণ করিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয় সঙ্কীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার প্রচারক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয় শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দে প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। মন্দিরের দ্বারদেশে প্রার্থনা করিয়া সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ হইল, কিন্তু কে জানিত এই সঙ্কীর্ত্তনে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবে এবং সমস্ত সিরাজগঞ্জ তোলপাড় করিবে? মার অপার করুণায় সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হওয়ার পরই ক্রমে লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং বাদক ও গায়কগণ যুটিয়া উঠিল। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় ও অন্য কতিপয় ভক্ত নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন. কীর্ত্তনের প্রমত্ততা বৃদ্ধি পাইল এবং স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তনে অবতীর্ণ হইলেন। জনস্রোতে রাজপথ পরিপূর্ণ হইল। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আহা, এমন দৃশ্য যেন আজীবনে কখন দেখি নাই। ভক্তদল গান করিতে করিতে সিরাজগঞ্জের পশ্চিম পারে বাজারে উপস্থিত হইলেন। বাজারের মধ্যস্থলে কীর্ত্তনকারিগণ সমুপস্থিত হইলে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার মহাশয় ভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া হরিনামের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধে একটী অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে ভক্তদল কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্য পথ দিয়া প্রত্যাগমন করত সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন মহাশয়দিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জলধর সরকার মহাশয় বিতরণ জন্য বাতাসা দিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদক মহাশয়ের বাসায় বালকদিগকে প্রদান করা হইল। তথায় কিছুকাল বিশ্রামের পর সমাজের অন্যতর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের নূতন গৃহে সুমিষ্ট উপাসনা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে বন্ধুবর এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী যত্নপূর্ব্বক সকলকে ভোজন করান।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়ের ২য় কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান কটকে শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও মহাশয়ের ভবনে গত ১৮ই আগষ্ট সম্পন্ন হইয়াছে। ১৩ই জুলাই শনিবার এই কন্যার জন্ম দিন। দয়াময় শ্রীহরি শিশু ও তাহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাদের প্রিয়তম সন্তান্ শ্রীমান কিরণলাল সেন গত বৎসর ৩০শে আগষ্ট তারিখে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমরালয়ে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া প্রচারাশ্রমের উপাসনাকুটীরে ৩০শে আগষ্ট তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। কিরণলালের বৃদ্ধ পিতা প্রার্থনা করেন। অমরধামে অমরগণ সহ শ্রীমানের বিশুদ্ধ আত্মা মিলিত হইয়া নিত্যানন্দসম্ভোগ করুক।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী কিছু দিন পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া

যাত্রা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেব-নারায়ণ মহাশয়ের আবাসে বাস করিতেছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দারজিলীং অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে, তবে সম্পূর্ণরূপে দৌর্ব্বল্য এখনও সারে নাই। তাঁহার শীঘ্রই ধরম্রিয়ং আসিবার কথা আছে।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের কার্য্য বেশ ভালরূপ চলিতেছে। বক্তৃগণ বিলক্ষণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে উপস্থিত শ্রোত্রীবর্গকে নিজ নিজ বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। ৪০টি বয়স্থা মহিলা নিয়মিতরূপে আসিতেছেন এবং বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ উপকৃত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। মহিলাদিগকে আনিতে প্রতিদিন ৪ চারি টাকার উপর গাড়ীভাড়া পড়িতেছে। উদ্যোগকর্ত্তারা সঙ্কল্প করিয়াছেন ১০০ একশত দাতার ও ছাত্রীদিগের নিকট মাসিক ১৷৷০ কিংবা ২৲ টাকা করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই বৃহৎ কার্য্য সমাধা করিবেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র অর্থাৎ বুদ্ধদেবের অন্ত্য জীবন ও অন্ত্য উপদেশ নামক একখানি পুস্তক আমাদের কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়াছে। এই খানি পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অনেক উচ্চ উচ্চ সাধনের ও নীতির কথা ইহাতে আছে। মূল পালীভাষা হইতে ইহা ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী কর্তৃক অনুবাদিত; ডিমাই ১২পেজি ১১ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা, ডাকমাসুল ৵০ এক আনামাত্র।

মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিতের ২য় ভাগ অনেক দিন নিঃশেষিত হইয়াছিল। উহা পুনরায় মুদ্রাঙ্কন হইয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ পুস্তক অনেক দিন অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাঁহারা লোক পাঠাইয়া উহা লইয়া যাইবেন। মূল্য ১৲ এক টাকাই আছে।

তাপসমালার দ্বিতীয় ভাগ পুনরায় ছাপা হইতেছে, আগামী সপ্তাহেই উহা বাহির হইবার সম্ভাবনা।

ঢাকাস্থ ভ্রাতৃগণ একবিংশ সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ৩০শে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই উৎসব চলিবে। দয়াময় ঈশ্বর ভ্রাতাদিগকে উৎসব সম্ভোগ করাইয়া সুখী করুন।

অদ্য ১৬ই ভাদ্র নববিধানমণ্ডলীর উপাসকগণ ৬৪। ২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাগানবাড়ীতে সমস্তদিনব্যাপী ভাদ্রোৎসব করিবেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কুচবিহারস্থ বন্ধু হইতে প্রাপ্ত:—কোচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের পঞ্চদশ সাংবৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে শ্রাবণ সোমবার একাউণ্টেণ্ট জেনারাল শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনের গৃহে, ২৮শে মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবের গৃহে এবং ২৯শে বুধবার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইল। ৩০শে শ্রাবণ প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং উপদেশ, অপরাহ্ণে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইল। ৩১শে শ্রীযুক্ত কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ (মহারাজের বৈমাত্রেয় ভাই) সাহেবের ভবনে কীর্ত্তন, উপদেশ ও প্রার্থনা হইল। ১লা ভাদ্র অপরাহ্ণে ল্যান্সডাউন হলে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "শিক্ষিতগণের সমাজসংস্কারে ঔদাসীন্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে ডাক্তর শ্রীযুক্ত মোহিনীলাল সেনের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইল। ২রা ভাদ্র "কেশবাশ্রম" নামক উদ্যানে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হইল, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইল। বিধাতার কৃপা বহু প্রণালী ভিতর দিয়া আমাদের উপর বর্ষিত হয়, আমরা ধারণ করিতে পারি কৈ?

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমপেষু—

মহাশয়,

অনেক দুঃখে উপরিউক্ত নাম দিয়া নীচের লিখিত ব্যাপার সাধারণের বিচারার্থ আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি তাহা নিষ্ফল হইবে না এবং কঠোর সত্য বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য বা সাধারণের বিরাগভাজন হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্রাহ্ম পিতা মাতা সাধু সাধ্বী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের পুত্রগণ এত দূর অধঃপতিত হইয়াছে যে তাহারা যে ব্রাহ্মবংশসমুদ্ভূত বা তাহাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন সম্বন্ধ আছে তাহা একেবারেই প্রতীতি হয় না। নাস্তিকের গৃহেও সেরূপ যুবার আবির্ভাব হয় কি না তাহা সন্দেহ। সকলেই এরূপ হয় তাহা নহে, কিন্তু দশটির মধ্যে একটি হইলেও ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক রাখিতে স্থান নাই। এরূপ হইল কেন। তাহার কারণ সহজেই অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজের পিতা মাতারা যেমন শৈশবকাল হইতে সন্তানদিগকে ঠাকুর মানিতে, ঠাকুরমন্দিরকে মান্য করিতে, পূজারিদিগকে নমস্কার করিতে এবং যাহা কিছু পূজা ও তৎসম্পর্কীয় সামগ্রী তাহার আদর ও সম্মান করিতে শিক্ষা দেন; ব্রাহ্মসমাজে তাহা নাই।

হিন্দুরা তৎসম্বন্ধে এত দূর শিক্ষা দান করেন এবং শিশুদিগের মনে পৌত্তলিকতার ভাব এত দূর মুদ্রিত করিয়াছেন যে, অনেকে এম, এ, পাশ করিয়াও পূর্ব্বসংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ পৌত্তলিকতার অসারতাবিষয়ে সন্দেহ করিতে সাহস করেন না এবং নিজ নিজ জ্ঞানেরবিষয়ে সমগ্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন না। ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ চাক্ষুষ মূর্ত্তিমান্ দেবতা নাই। নৈবেদ্য নাই

পৌরোহিত্য নাই সত্য, কিন্তু উপাসনাগৃহ আছে, উপাসনা আছে, উপাসনার সমাগ্রী আছে, মন্দির আছে, ভক্ত বিশ্বাসী জ্ঞানী উপাসক ও প্রচারকগণ আছেন, তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মযুবক যুবতী বালক বালিকাগণ কি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা দান করেন? অনেকে সম্মুখে সভ্যতার অনুরোধে কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু অন্তরালে তাহার বিপরীত ব্যবহার বিরল নহে।

পিতা রবিবারে উপাসনা মন্দিরে গেলেন, মাতা কখন গেলেন কখন গেলেন না, সন্তান গেলেন কি না তাহার সন্ধান হইল না। উপযুক্ত পুত্র অনেক কার্য্যে যে ব্যস্ত, এজন্য পিতার ভরসা হয় না যে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান বা অনুরোধ করেন। হয়তো তিনি টেনিস ক্লবের অধিপতি, এজন্য রবিবারে ১॥ ঘণ্টা মন্দিরে আসিতে পারেন না এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এত প্রখর এবং তাঁহার এত দূর স্বাধীনতা যে তিনি মন্দিরে না গেলে যে কোন দোষ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার বন্ধু বিএ, এমএগণ সেই ভাবাক্রান্ত হইয়া মন্দিরে আসা ততো প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাঁহাদিগের নিম্নশ্রেণীস্থ যুবকগণও সেই পথাবলম্বী, সুতরাং মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী অনেক স্থলেই কম হইয়া পড়িয়াছে। গার্হস্থ্য উপাসনায় হয়তো গৃহস্বামী ও স্বামিনী ধ্যানস্থ, কিন্তু বালকবালিকারা সেই সময়ে বিশেষরূপে চিৎকার করিয়া খেলা করিতেছে, পিতামাতার উপাসনার কোন খাতির নাই। কোন কোন পিতামাতা তাহা জানিয়া হয়ত তাহাদিগকে বলেন, তোমরা বাহিরে গিয়া খেলা কর। ইহাতে তাহাদিগের সংযত হওয়া শিক্ষা হয় না। তাহাদের কেবলমাত্র স্কুলে ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। বস্তুতঃ রবিবারে ১ঘণ্টা কাল পিতা মাতার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়াও হয় না। ১০।১২ বৎসরের ছেলেরাও মন্দিরে সন্ধ্যাকালে যাইতে শিক্ষা করে না, মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় না। অনেক ব্রাহ্মিকাও গৃহকার্য্যে অথবা প্রতিবাসীর মন যোগাইতে এত পটু যে রবিবার সমস্ত কার্য্য হয়, কেবল মন্দিরে আসা অসম্ভব হয়। পাছে স্ত্রীস্বাধীনতার অবমাননা হয় এজন্য স্বামী কিছু বলিতে কুণ্ঠিত। অনেকে মনে করেন রবিবারকে বিশেষ ভাবে পবিত্র মনে করা কুসংস্কার, এজন্য সকল বারকে সমান জ্ঞান করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, শেষে উপাসনাকে বাঘ বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাতে যোগদান সঙ্কট হইয়া পড়ে, প্রাণ ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, নানা রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমের বিষয় কর্ম্মে তাহার কিছুই হয় না। অনেকেই এইরূপ আত্মদর্শনবিরহিত হইয়া নিজেরও অনিষ্ট করেন এবং তাঁহাদের ভাবী—বংশের যাহাদিগের জন্য তাঁহারা বিশেষ দায়ী—নিতান্ত অকল্যাণ করেন। এরূপে ব্রাহ্মসমাজের পরম্পরাগত সম্পূর্ণ অকল্যাণ হয়। ব্রাহ্ম সমাজের যাঁহারা আশা, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের অভিভাবক তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে তাহার প্রশ্রয় দিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকার দীক্ষা গ্রহণ বিরল হইয়াছে। হিন্দু সমাজে দীক্ষা না লইলে দেহশুদ্ধি ও জলশুদ্ধি হয় না, মৃত্যু হইলে কেহ শবদেহ বহন করেন না। মুসলমান কলমা না পড়াইয়া কাহাকেও সমাজভুক্ত করেন না। খৃষ্টিয়ান অতি শৈশবেই অর্থাৎ লেখা পড়া শিখিয়া, বড় হইয়া পিতা মাতার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে সমর্থ হইবার অগ্রেই, সে কর্ম্ম শেষ করিয়া রাখেন। ব্রাহ্মসমাজে অত্যন্ত স্বাধীনতা, পিতা মাতার সাধ্য নাই পুত্রকন্যাদিগকে দীক্ষিত করান। তবে বিধানসমাজে একটি প্রতিবন্ধক আছে। দীক্ষা না হইলে সংহিতামতে বিবাহ হয় না, একারণ অনেক যুবক যুবতী দীক্ষিত হইতে বাধ্য হন। পরে কিছুদিন গত হইলে সে সময়ে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেন তাহা ভুলিয়া যান। নিজ মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের সমাজের প্রতি স্বার্থ লালসায় আসক্ত হইয়া আপনাদের ও ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলেন। ঈশা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনেরা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল এক্ষণকার নব্য যুবকেরা এবং তাঁহাদিগের পিতা মাতারা তদ্বিষয়ে উদাসীন আছেন। কেন আছেন তাহার উত্তর কেহ দিতে পারেন না। উপাসকমণ্ডলী যে অনেক স্থানে গঠিত হয় না, এটি তাহার একটি অন্যতর কারণ। যাহাদিগের ধর্ম্মের ঠিক নাই তাহারা কি জন্য একত্র হইয়া এক স্থানে উপাসনা করিবে? প্রত্যেকেই স্বস্বপ্রধান। এজন্য কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, কেহ সামাজিক অনুষ্ঠানে একমত হইতে পারেন না, কোন সাধারণ কার্য্যে যোগ দিতে পারেন না। ভিতরে ভিতরে এত অনৈক্য যে এক হওয়া অসম্ভব। মোসলমানেরই বাস্তবিক এক ধর্ম্ম; বাস্তবিক তাঁহারই জাতি নাই, বাস্তবিক তাঁহারই একতা; এজন্য যে কোন কার্য্যে, কি যুদ্ধ, কি রাজকার্য্য, কি গৃহকার্য্য কি সামাজিক কার্য্য, মসজিদ গঠন, বিদ্যালয়স্থাপন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে এরূপ একতা যে, এমন আর কোন জাতির মধ্যে নাই। কোন ধর্ম্মের এরূপ সাধন নাই, কোন ধর্ম্মে কোন জাতির মধ্যে এরূপ ঐক্য নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মযাজক এবং প্রচারকদিগের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য নাই যে তাঁহাদিগের অন্ন কষ্ট নিবারণ বা সাধারণের মঙ্গলের জন্য যে বিষয় প্রস্তাবিত হয় তাহার জন্য একটা পয়সা অথবা যথাসাধ্য দান করিতে বিমুখ হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বর্ত্তমান অবস্থা তাহারই প্রমাণ দিতেছে। উপরিউক্ত দোষ ছাড়া আরও অনেক দোষ ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার সময় নাই। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক পরিবারের অভিভাবকদিগের সাবধান হওয়া উচিত, যেন তাঁহাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের সন্তানেরা অতি বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্মান করিতে শিক্ষা করেন। কারণ "কাঁচায় না নোয় বাঁশ পাকায় করে টাঁস টাঁস।" টিয়া পাখি কাঁটি উঠিলে আর কৃষ্ণনাম করে না ইহা অতিশয় সত্য। বর্ত্তমান বৃদ্ধ অভিভাবকদিগের মধ্যে অনেকেই বাল্যকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের বা উচ্চ নীতির উপদেশ পান নাই, কিন্তু এখনকার বালক বালিকাদিগের সৌভাগ্য যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষা ও সুনীতি এবং ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে প্রতিপালিত হইতেছেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় তাহা অত্যন্ত শোচনীয় এবং তজ্জন্য অভিভাবকগণই কতকটা দায়ী বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক অদ্য এইখানেই শেষ করিলাম, এ বিষয়ে পুনর্ব্বার লিখিতে আকাঙ্ক্ষা রহিল। অনেকের পক্ষে ইহা কঠোর সত্য বলিয়া মনে হইবে নিশ্চয়, কিন্তু দায়ে পড়িয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি ব্রাহ্মসমাজ জাগ্রৎ হইবেন।

একজন ভুক্তভোগী ও সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী—

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৬ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন মঙ্গল, সংবৎ ১৯৫৮; শক ১৮২৩; ব্রাহ্মাব্দ ৭২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে রসস্বরূপ আনন্দঘন পরমেশ্বর, সমুদায় জীব ও জগৎকে তুমি নিয়ত নৃত্যপরায়ণ করিয়া রাখিয়াছ, মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের নৃত্য নিবৃত্ত হয় না! এই মহানৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের হৃদয় নৃত্য করে না, তাহারা মৃত, তাহাদের সাড় নাই, বিষয়-বিষ তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিয়াছে। আনন্দপূর্ণ তোমার রাজ্যে তাহারা নিরানন্দ আনিয়া ইহাকে দুঃখপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। তোমার অভিপ্রায়ের বিরোধে যাহারা আপনাদের জীবন চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহারা আনন্দ হইতে স্খলিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাদিগকে বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই বিকারের প্রাবল্যে পরিশেষে তাহারা মৃত্যুর অধীন হয়, আর তাহাদের সকল প্রকার সাড় চলিয়া যায়। কে এই অবস্থা হইতে আবার তাহাদিগকে জীবনদান করিতে পারে? তোমা বিনা আর কেহইতো জীবন দিতে সমর্থ নহে। তুমিই মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়া থাক। মৃত্যুগ্রস্ত জীব তোমা বিনা আর কাহার শরণাপন্ন হইবে? হে দেবদেব, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধভাবপোষণ কি ভয়ানক! প্রত্যেক পাপ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়, সুতরাং আনন্দ প্রবেশের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সুখের লোভে লোকে তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কার্য্য করে, কিন্তু অচিরে সেই সুখই সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে ছাড়িয়া পলায়ন করে। কত দিন আর মানুষ সুখের ভ্রান্তিতে তোমায় ছাড়িয়া পাপে প্রবৃত্ত থাকিবে? তাহারা যে সুখের লোভে তোমায় ছাড়ে সে সুখ তাহাদিগকে দুঃখ বিনা আর কিছুতো দেয় না, অথচ সেই ক্ষণিক সুখের লোভে তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহারা জীবনক্ষয় করে। তুমি আপনি সুখস্বরূপ। তোমায় যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিল, তাহার সুখের আশা মিথ্যা। তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, দুঃখী করিবার জন্য নহে। বাল্যকাল যে আনন্দের নৃত্যেতে অতিবাহিত হইয়াছে, সেই আনন্দের নৃত্যে সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইবে এই তোমার ব্যবস্থা। আমরা নিজ দোষে তোমার সে ব্যবস্থা উল্টাইয়া ফেলিয়াছি। তোমার কথা শুনিয়া চলিলে আমরা আর এরূপ করিয়া আপনাদের দুঃখের কারণ আপনারা হইতাম না। আশীর্ব্বাদ

কর যে, আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের দুঃখের কারণ না হয়, আমরা যেন প্রতিনিয়ত তোমার অঞ্চল ধারণ করিয়া এ সংসারে বিচরণ করি, এবং তোমার স্নেহপ্রেমে বিগলিতহৃদয় হইয়া সদানন্দে তোমার গুণগান করি। তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

উপাসকগণের অধিকার।

অধিকারলাভের বাসনাকে অনেকে ঘৃণা করেন, অথচ যাঁহারা ঘৃণা করেন, কেহ যদি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে তৎপ্রতি তাঁহাদের অভিযোগের পরিসীমা থাকে না। অধিকারলাভাভিলাষমাত্রেই যে অভিমান প্রকাশ পায় তাহা নহে, যাহার যাহাতে অধিকার নাই, সেই অধিকার পাইবার জন্য অভিলাষই নিন্দনীয়। আমার সঙ্গীত করিবার শক্তি নাই, আমি সঙ্গীত করিলে লোকের সুখ না হইয়া মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। না আছে আমার স্বরজ্ঞান, না আছে আমার কণ্ঠস্বর, এরূপ অবস্থায় সঙ্গীত করিবার অধিকার যদি আমি লই, তাহা হইলে আমি নিতান্ত অভিমানী না হইলেও নিতান্ত অবোধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কার্য্যে আমি স্বভাবতঃ দক্ষ, চির অভ্যস্ত, আমি ছাড়া অপরে যে কার্য্য করিতে গেলে কেবলই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সে কার্য্যে আমার হস্তক্ষেপ করা, আপনার অধিকৃত কার্য্য বলিয়া তাহাতে স্থিরতর থাকা একটুও নিন্দনীয় নয়। স্বভাব যে বিষয়ে আমায় পটু করিয়াছেন, স্বভাবই সে বিষয়ে আমায় অধিকার দান করিয়াছেন, সে অধিকার হইতে আমায় বঞ্চিত করা আর আমায় বধ করা উভয়ই সমান। যাঁহারা ঈশ্বরভীরু তাঁহারা আমায় সে কার্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না, সে কার্য্যে আমার অধিকার তাঁহারা পরিস্ফুট বাক্যে স্বীকার করেন, এবং বলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর আমায় যাহাতে অধিকার দিয়াছেন কোন মানুষের উচিত নয় যে, তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত করে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কোন মণ্ডলী উপাসকগণের অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। উপাসকগণের মণ্ডলীর উপাসনায় যোগ দেওয়াতে অধিকার, আর কিছুতে তাঁহাদিগের অধিকার নাই, এ কথা বলিলেও হৃদয়ের সহিত উপাসনায় যোগ দিতে গেলে কোন কোন বিষয়ে অধিকার থাকা চাই, যে অধিকার না থাকিলে তাঁহারা উপাসনাতেই যোগ দিতে পারেন না। যিনি উপাসকগণের হইয়া উপাসনা করিবেন, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সর্ব্ব প্রথমে শ্রদ্ধা থাকা চাই, যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কথা তাঁহাদের হৃদয়স্পর্শ করিবে না, এবং তদ্দ্বারা কোন ফল হইবে না। কেবল ফল হইবে না তাহা নহে, যদি ভয়প্রযুক্ত সে ব্যক্তির উপাসনায় উপাসকগণ উপস্থিত হন; অথচ উপাসনায় যোগ না দিয়াও যেন উপাসনায় যোগ দিতেছেন এই ভাবে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের গৃহে মিথ্যা ও কপটতা প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই সকল কারণেই যে সকল মণ্ডলীতে সামাজিক উপাসনার ব্যবস্থা আছে, সে সকলেতে আচার্য্য মনোনীত করিবার ভার উপাসকমণ্ডলীর হস্তে থাকে। আমাদের নববিধানমণ্ডলীও কখন এ ব্যবস্থার বাহিরে নহেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং উপাসকমণ্ডলীর সভায় বলিয়াছেন, "আচার্য্য মনোনীত করিবার ভার সভ্যমণ্ডলীর হাতে।......আচার্য্য উপাসকদিগের বিরাগভাজন হইলে তাঁহারা অপর কাহাকেও আচার্য্য মনোনীত করিতে পারিবেন।" প্রচারকসভা (এক্ষণে দরবার) হইতে প্রোফেসর মনিয়ার উলিয়ম সাহেবকে যে পত্র লেখা হয়, তাহাতে লিখিত আছে :—

"The charge of Popery is altogether out of place in a church which accords the most unqualified liberty to every individual worker in God's vineyard and whose affairs are managed by an

elected council subject to control at annual meetings. The Minister too, like every other elected by the community, holds his office by public suffrage."

আচার্য্যনিয়োগবিষয়ে উপাসকমণ্ডলীকে অধিকার দেওয়া যে অতীব যুক্তিযুক্ত, আমরা পূর্ব্বেই তাহা দেখিয়াছি। এই অধিকারানুসারে তাঁহারা কি কেবল প্রচারকগণের মধ্য হইতে আচার্য্য মনোনীত করিবেন, না তাঁহাদের মধ্য হইতেও কাহাকেও কাহাকেও তাঁহারা আচার্য্য মনোনীত করিতে পারেন? এ সম্বন্ধে পূর্ব্বব্যবহার কি ছিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রচারকগণ ছাড়াও অন্যলোক এ কার্য্যে মনোনীত হইয়াছেন। কিন্তু সে সময়ে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছিলেন তাঁহারা গৃহস্থবৈরাগিশ্রেণীভুক্ত লোক। এখন সে শ্রেণী বিলুপ্ত, আজপর্য্যন্ত আর কেহ সে শ্রেণীভুক্ত হন নাই। এ শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই সংহিতা তৎস্থলে মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠগণের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল মণ্ডলীজ্যেষ্ঠ চরিত্রাদিতে উপাসকগণের শ্রদ্ধার পাত্র, আচার্য্যকার্য্যে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে তাঁহারা নিয়োগ করিতে পারেন। যে কারণে এক সময়ে প্রচারকগণের বিদ্যমানতাসত্ত্বেও গৃহস্থবৈরাগিশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, সেই কারণেই এখন সময়ে সময়ে মণ্ডলীজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচার্য্যকার্য্যে মনোনীত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ মনোনীত হইবার অন্য কারণও বিদ্যমান। মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠগণ সাধকমধ্যে পরিগণিত। তাঁহাদের প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ সাধনে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। সমগ্র মণ্ডলী তাঁহাদিগের সেই বিশেষ সাধনের ফলভাগী হইতে পারেন, এ জন্য তাঁহাদিগের সময়ে সময়ে আচার্য্যকৃত্যনির্ব্বাহ করা আবশ্যক। আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি, আচার্য্যকৃত্যের মধ্য দিয়া আমাদের সাধনের ফল যেমন আমরা অন্য ব্যক্তিসমূহে সংক্রামিত করিতে পারি, এমন আর কিছুতেই নহে। ইহা আর কে না জানেন যে, যিনি কোন মণ্ডলীর বহুদিন আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সেই মণ্ডলীস্থ উপাসকগণ তাঁহার ভাবে গঠিত হইয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহার রাহু স্বরাদি পর্য্যন্ত উপাসকগণের উপাসনাদিতে সংক্রামিত হয়।

আমাদের মণ্ডলীতে পৌরোহিত্য লইয়া প্রকাণ্ড আন্দোলন কয়েক দিন পূর্ব্বে হইয়াছে, আজও অনেকের মন হইতে পৌরোহিত্যের আশঙ্কা অপনীত হয় নাই। যে কারণে পৌরোহিত্যের সঙ্গে মণ্ডলীস্থ লোকের মনে আশঙ্কা ও ঘৃণা সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধন নিতান্ত প্রয়োজন। উচ্ছেদসাধনের একমাত্র উপায় সময়ে সময়ে মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠগণকে আচার্য্যকৃত্যে বরণ। আমরা স্বয়ং প্রচারক, প্রচারকগণের অধিকার কি তাহা বিলক্ষণ জানি, এবং সে অধিকার রক্ষার পক্ষে আমাদের অনুরাগের ত্রুটি নাই, কিন্তু আমরা তাদৃশ অধিকার রক্ষা করিতে চাই না, যাদৃশ অধিকার রক্ষা করিতে গিয়া অপরকে তাঁহাদিগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়; অথবা পৌরোহিত্যের দোষ আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে। প্রচারকসভা বা শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ এবং পূর্ব্বাপর মণ্ডলীর ব্যবহার ও ব্যবস্থা ভঙ্গ হয়, এ সম্বন্ধে আমাদের একটুও মত নাই, কিন্তু যেখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তৎপ্রদত্ত অধিকার হইতে অপরকে বঞ্চিত করা হইতেছে, এবং সেইরূপে বঞ্চিত করাতে ব্রাহ্মণশূদ্রের ভাব মণ্ডলীমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, সে স্থলে আমরা উদ্যতখড়্গ। আমরা জানি, প্রচারকগণ যদি প্রচারক থাকেন, কেহ তাঁহাদিগের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না, কিন্তু প্রচারকত্ব হারাইয়া বলপূর্ব্বক প্রচারকের অধিকার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্ন বিফল। প্রচারকত্ব হারাইয়াও যদি তাঁহারা অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে জানা গেল সে মণ্ডলীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমাদের মণ্ডলীর মৃত্যু হইয়াছে, ইহা যখন আমরা বিশ্বাস করি না, তখন অনধিকারীর অধিকারবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। উপাসকমণ্ডলীর প্রাপ্য অধিকার দিতে আমরা যে

একান্ত ব্যগ্র হইয়াছি, তাহার কারণ আমরা উপরে বিন্যস্ত করিলাম। এখন উপাসকগণ তাঁহাদিগের অধিকারের অপব্যবহার না করিয়া নববিধানমণ্ডলীর অন্তর্ব্যবস্থান ও সহব্যবস্থান উভয়েরই কল্যাণসাধনে সহায় হইবেন, ইহাই আমাদিগের আশা।

সাধকগণের চতুর্ব্বিধ অবস্থা।

কোন এক জাতির ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে, সেই জাতির প্রতিব্যক্তিতে কি ক্রমে ধর্ম্মের বিকাশ হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদেশের ধর্ম্মের ইতিহাস বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র, এই চারিভাগে বিভক্ত। এ চারি বিভাগের সঙ্গে ভ্রান্তি ও অপব্যবহারের যোগ নাই, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানাদির অল্পতা থাকিলে ভ্রান্তি ও অপব্যবহার আসিবেই আসিবে ইহা যখন নিশ্চয়, তখন প্রাচীন কালের ব্যক্তিগণ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য ছিলেন, আমরাই এখন যুগমাহাত্ম্যে ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন হইয়াছি, এ কথা বলিতে পারা যায় না। পর পর শাস্ত্র যখন আপনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রের দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অধিক কথা না বলাই ভাল। তবে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক সাধকদিগের চতুর্ব্বিধ অবস্থা সংক্ষেপে প্রদর্শন হইবে, করিতে গিয়া যেখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই আমরা তাহা বলিব।

বেদ সকলেই জানেন কর্ম্মপ্রধান। তবে বিশেষ এই যে বেদের অনুষ্ঠান দেবশক্তির অর্চ্চনা। দেবশক্তির অর্চ্চনা বলিয়াই অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলির নাম যজ্ঞ হইয়াছে। তৎকালের আর্য্যগণের জীবনে এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহার সঙ্গে দেবশক্তির অর্চ্চনা সংযুক্ত নাই। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিকশক্তির যোগ আছে,সুতরাং কর্ম্মানুসারে দেবতার ভেদও উপস্থিত হইয়াছে। পাকসাধক অগ্নি, কৃষিসাধন সবজ্র বারিবাহ, স্নানসাধন বারি, শ্রম-ও-বিশ্রাম-সাধন দিবা ও রজনী সূর্য্য ও বরুণ ইত্যাদি বিবিধ কর্ম্মের সঙ্গে বিবিধ দেবশক্তি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্যের সঙ্গে দেবশক্তিসমূহের এইরূপ যোগ কালে কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় পরিণত হইল, তাহা নহে, যাঁহারা সেই সেই শক্তির স্তব করিতেন, তাঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন; বিবাদের সঞ্চার হইল। এই বিবাদ যুগকালে বৈদিক সমাজে গৃহবিচ্ছেদ এবং নানা অকল্যাণ আনিয়া উপস্থিত করিল, তৎকালে এই দেবশক্তিসমূহ যে ভিন্ন নহে একই দেবশক্তি, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যত্ন কোন কোন ঋষিতে উপস্থিত হইল। তাঁহারা তখন কৃতকার্য্য না হউন, তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণ এই একত্বকে তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় করিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি যে একই শক্তি তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই কার্য্য করিতে গিয়া যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের বিষদৃষ্টি নিপতিত হইল। তাঁহারা এই সকল ক্রিয়াকলাপ অবিদ্যার খেলা বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। বেদান্তের একত্বের চিন্তা জয় লাভ করিল, কিন্তু জগৎ ও জীবের সহিত এই দেবশক্তির যে সম্বন্ধ তাহা আর অনুধ্যানের বিষয় রহিল না। এই দোষ নিবারণের জন্য বেদান্তের পর পুরাণের অভ্যুদয় হইল।

পুরাণ বেদকে ফিরাইয়া আনিয়া বেদান্তের সহিত সংযুক্ত করিলেন। বেদান্তের অন্তর্যামী আত্মাকে সমুদায় জীব ও জগতের নিয়ন্তা, রক্ষক, প্রতিপালক ও স্রষ্টা বলিয়া গ্রহণ করাতে বেদান্তের একত্ব, এবং জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি জগৎ ও জীবের অতীত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ পাইলেন। এইরূপে সর্ব্বাতীতত্ব ও সর্ব্বগতত্ব মিলিত হইয়া পুরাণ নির্ব্বিকার প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মের লীলামাধুর্য্য-প্রচার করিলেন। এরূপ করিতে গিয়া অবতারবাদের

সৃষ্টি হইল। উহার দোষগুণবিচারকরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে কি কারণে পুরাণের পর তন্ত্র বা আগমের আগমন প্রয়োজন হইল, তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন।

সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত,এ দুই পুরাণে রাসায়নিক যোগে সংশ্লিষ্ট হইল না, পাশাপাশি একত্র স্থাপিত হইল। সর্ব্বাতীত ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু তিনি জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত যাই শক্ত্যবলম্বন করিলেন,অমনি জগৎ ও জীবের সহিত মিশিয়া বৈরাজপুরুষ হইলেন। এই তাঁহার আদ্যাবতার হইল,লয়কালে এই আদ্যাবতার ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান আর স্বতন্ত্র থাকেন না। আদ্যাবতার, বৈরাজপুরুষ ও ঈশ্বরের এইরূপ লয় স্বীকার করাতে ঈশ্বর অধঃকৃত হইলেন, ব্রহ্ম আপনার ঔদাসীন্যে পূর্ব্ববৎ যেমন তেমনি থাকিয়া গেলেন। ইহাতে এই ফল হইল যে, সংসারত্যাগী যোগিগণের দল দিন দিন বাড়িল, বেদান্তের সময় যত দূর ছিল তদপেক্ষা তাঁহারা আরও অধিক পরিমাণে জগৎ ও জীবের পরস্পর সম্বন্ধকে বিষনয়নে দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈদৃশ ঘৃণার দৃষ্টির শেষ ফল এই হইল যে, অনেক লোক সেই ত্যাগিগণের দলস্থ হইতে গিয়া পথভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন, কালে যাঁহারা ঋষিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্যভিচার মদ্যপানাদি দুরাচার প্রবেশ করিল। এই দুরাচারের সময়ে সেই সকল ব্যক্তিকে পুনরায় ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তন্ত্রের অভ্যুদয় হইল।

তন্ত্রের প্রবর্ত্তক কে? তন্ত্রের প্রবর্ত্তক কৈলাসবাসী মহাদেব। ইনি যোগী অথচ সংসারত্যাগী নহেন। পূর্ব্বকালের জনকাদি স্বয়ং যোগী এবং তাঁহাদের পত্নী সংসারী ছিলেন,যোগধর্ম্মে তাঁহাদের প্রবেশ ছিল না। ইনি পত্নীকে যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া যোগসাধন করিয়াছিলেন ও যোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন ঋষিগণ যোগধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পাপ ব্যভিচারে মগ্ন হইলেন, তখন তাঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য তিনি তন্ত্রের প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। যিনি তন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাঁহাতে উহার মূল দূষিত ছিল না, কিন্তু যাঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য উহার প্রয়োগ হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে পড়িয়া উহা ক্রমান্বয়ে দূষিত হইতে দূষিত হইয়া গেল। এই দোষ নিবারণের জন্য আর এক দল উত্থিত হইলেন, যাঁহারা পবিত্রতার উপরে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুই দলের সংঘর্ষণে মধ্যপথাবলম্বনপূর্ব্বক, মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রচারিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমপ্রবর্ত্তক এই তন্ত্র অবলম্বন করিলেন, কিন্তু উহার সংশোধনকার্য্য তাঁহার দ্বারা সাধিত হয় নাই। তবে তাঁহার এ তন্ত্র অবলম্বন করাতে এই ফল হইল যে, ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াও সংসারধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।

বৈদিক সময়ে আহার পান ভোজনাদি সমুদায় যজ্ঞমধ্যে গণ্য ছিল, বেদান্তের সময়ে যাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহারা নববিধযজ্ঞের আকারে এই সকল গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণের সময়ে ঈশ্বরেতে সমর্পণপূর্ব্বক এই সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এক্ষণ আমরা এই সকল ব্যাপার ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শনসহকারে নিষ্পন্ন করিয়া থাকি, ইহা কিছু সাধারণ পরিবর্ত্তন নহে। এই সমুদায় ব্যাপারের সহিত যে অধর্ম্ম, অনীতি ও পাপাচরণ হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না সে সকলের কিছুমাত্র সংস্পর্শ ঘটিলে অমনি সাক্ষাদ্দর্শন অন্তর্হিত হইবে, পুনরায় যত্ন করিয়া উহা জীবনে আনয়ন করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কেবল তন্ত্রসম্বন্ধেই যে এরূপ হইয়াছে তাহা নহে, বেদ বেদান্ত পুরাণ পরস্পরের দোষ পরিহার করিতে গিয়া আবার যে নববিধ দোষে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও ইহাতে শোধিত হইয়াছে। জগৎ ও জীব নানা পরিবর্ত্তনের অধীন, এই সকল পরিবর্ত্তনের যিনি নিয়ন্তা, তিনি জগৎ ও জীবের যদি অতীত না হন, তাহা হইলে তিনি আপনি পরিবর্ত্তনের অধীন

হন, এবং অপরকে পরিবর্ত্তিত করিবেন কি প্রকারে? সুতরাং তিনি আপনি অপরিবর্ত্তিত বলিয়া যখন সকলের পরিবর্ত্তনসাধন করিতেছেন, তখন তিনি তাহাদিগের অতীত অথচ সর্ব্বদা সঙ্গে বিদ্যমান। এই এক কথাতেই বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ঘটিত দোষ অন্তর্হিত হইতেছে এবং এইরূপে ঈশ্বরের সহিত প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎসম্বন্ধ রক্ষা করা সুহজ হওয়াতে তন্ত্রে যে সকল পাপ পূর্ব্বে আসিয়াছিল তাহার দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। তন্ত্রের সেই ভাগকে যথার্থরূপে আগম বলা যায়, যে ভাগে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধবশতঃ তাঁহা হইতে সাধকমণ্ডলীতে সত্যের আগম উল্লিখিত আছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। স্তোত্রের পর প্রবচনপাঠ, ইহা কিন্তু কিছুতেই সঙ্গত মনে হয় না। সংহিতায় অধ্যয়নের জন্য তো বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রই অধ্যয়নের বিষয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং উপাসনার মধ্যে হইতে প্রবচন পাঠ উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। যদি রাখিতেই হয় সমুদায় উপাসনা শেষ করিয়া উহা পাঠ করিলে ক্ষতি নাই। কেন না তাহাতে অধ্যয়নজনিত ফললাভের সম্ভাবনা। তুমিই বলিয়াছ যোগশাস্ত্রে আছে, যোগের পর অধ্যয়ন, অধ্যয়নের পর যোগ অভ্যাস করিবে,ভাল এই তো লাভ কথা। উপাসনা যোগের ব্যাপার, তার পর যোগকে ঘনীভূত করিয়া রাখিবার জন্য অধ্যয়ন, ইহাইতো স্বাভাবিক।

বিবেক। তুমি প্রবচনপাঠকে অধ্যয়নের মধ্যে ধরিয়া লই য়াই এই ভুল করিতেছ। প্রবচনপাঠ যে যোগের অঙ্গ, ইহা না বুঝাতেই তোমার ঈদৃশ ভ্রম ঘটিয়াছে। স্তোত্রপাঠে ঈশ্বর ও সাধুমহাজনগণের সঙ্গে যে যোগ সমুপস্থিত হইয়াছে প্রবচন পাঠে তাহার পরিণতি ঘটিতেছে। সাধু মহাজন ও বিধানসমূহের সহিত যোগানুভব স্তোত্রপাঠে সাধারণভাবে হইয়াছে, প্রবচনপাঠে তাহা বিশেষ আকার ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা সকলে আমাদের মধ্যে বাণীর আকারে বিদ্যমান। প্রবচন আর কিছু নহে, সেই সকল বাণী। যখন যে শাস্ত্রের বাণী উচ্চারিত হয়, তখন সেই শাস্ত্রেতে যাঁহারা বাণীর আকারে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগ ঘটিয়া থাকে।

বুদ্ধি। তাঁহারা বাণী, ঈশ্বরতো আর বাণী নহেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাণীতে বিশেষ যোগ যে পরিমাণে ঘটিল সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে তবে যোগ কাটিয়া গেল।

বিবেক। দেখ, এটাও তোমার ভুল। ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া বাণীতে তাঁহারা কখন বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরের সহিত যাহার যোগ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার নিকটে বাণী সকল মৃত, জীবিত নহে। কত লোকতো প্রতিদিন ঐ সকল প্রবচন পাঠ করে, তাহারা কি তাহাতে মহাজনগণের সহিত যোগানুভব করে? ঈশ্বরের মধ্য দিয়া বিনা কোন কালে কাহারও সহিত যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন পৃথিবীস্থ লোকদিগের সঙ্গে যোগ ঘটে না,তখন স্বর্গস্থ মহাত্মাদিগের সঙ্গে যোগের কথাতো উঠিতেই পারে না। প্রত্যেক বাণীতে, ঈশ্বরের বিশেষ লীলা প্রকাশ পায়। তিনি কখন শাস্তা, কখন শিক্ষাদাতা, কখন নিয়ন্তা, কখন পিতা, কখন মাতা, কখন বন্ধু ইত্যাদি নানা ভাবে সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। এ প্রকাশ বিবিধ বিধানের সহিত সংযুক্ত সুতরাং সুস্পষ্ট ও মধুর। সত্য বলিয়া আমি তোমায় এ সকল কথা বলিতেছি, কয় জন ব্যক্তি প্রতিদিন উহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছে, সে কথা আমি এখানে তুলিতেছি না। উপাসনাসম্বন্ধে অনেকের যে অনেক গোল আছে, ইহা তোমার জানিয়া রাখা উচিত। আশা আছে, নবীন সাধকগণ যত সাধনের পথে অগ্রসর হইবেন, তত যাহা এখন বলা যাইতেছে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা এখন বলিলে, সেই জন্যই বুঝি বাইবেলে আছে "আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, বাণী ঈশ্বর ছিলেন।"

বিবেক। 'বাণী ঈশ্বর ছিলেন' এরূপ অনুবাদ ঠিক নহে, 'বাণী ঐশ্বরিক ছিলেন' এইরূপ অনুবাদ করা উচিত। প্রবচনটিতে যেরূপে বাক্যবিন্যাস আছে, তাহাতে ব্যাকরণানুসারে ঐরূপই অর্থ হয়। সে কথা যাউক, বাণী ঈশ্বরের জ্ঞেয়। জগতের সৃষ্টি জীবের ক্রমিক বিকাশ এই বাণী অনুসারে হয় এবং এই বাণীর মধ্যদিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের জ্ঞানের জ্ঞেয়, তাঁহার জ্ঞান হইতে অভিন্ন। এজন্য কথিত হইয়াছে 'আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন।' এই বাণী মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না, এজন্য বাণীর সঙ্গে যোগ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কদাপি হইতে পারে না; বাণীর সঙ্গে যোগ করিতে গেলে এই জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ কাটে না। আজ এই পর্য্যন্ত।

প্রাপ্ত।

নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রভেদ কি? কতকগুলি ব্রাহ্মের নববিধাননামগ্রহণে স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরাই অপৌত্তলিক ও একমাত্র

অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক। তবে নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্মে মিলন হইবে না কেন? নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষত্ব ও প্রভেদ আছে। চারা গাছ ও পূর্ণাবয়ব বিশিষ্টবিশাল বৃক্ষে যেরূপ প্রভেদ, কোরকে ও বিকশিত কুসুমে যেরূপ প্রভেদ, শিশু ও যুবকে যেরূপ প্রভেদ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানে সেই প্রকার প্রভেদ। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পূর্ণাবস্থায় নববিধান। ব্রাহ্ম মতে ও বিশ্বাসে সমুন্নত হইয়া নববিধানী হইতে পারেন, ইহাতে তাঁহার জীবনের উন্নত অবস্থা হইয়া থাকে, কিন্তু নববিধানীর সেইরূপ ব্রাহ্ম হইলে তাঁহার উচ্চভূমি হইতে নিম্নে অবতরণ হয়, বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ভূমি আশ্রয় করিতে হয়, এবং উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করা হয়। বিশেষত্বে ও সাধারণত্বে যে প্রভেদ আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? সাধারণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে একেশ্বরবাদ বলা যায়। তাহাতে মানবীয় বুদ্ধি, যুক্তি, বিচারেরই প্রাধান্য। সাধারণ ব্রাহ্ম প্রেরিতত্বে এবং ঈশ্বরের প্রেরণায় ও বিধাতৃত্বে বিশ্বাসী নন। নববিধানী সর্ব্বদায় ব্যাপারে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য। এখানে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসের বাজত্ব। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, আলোক আর অন্ধকারে কত দূর প্রভেদ সকলেই জানেন।

পুরাকালে জগতের ঘোরতর অন্ধকারের সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রত্যাদিষ্ট মহাজন কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ বিধান জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কতিপয় চিহ্নিত বিশ্বাসী সাধকযোগে পরিত্রাণপ্রদ নব নব বিধানতত্ত্ব ও বিধানান্তর্গত শাস্ত্রবিধি ও সাধনপ্রণালী ইত্যাদি প্রচার করিয়াছেন। যথা শ্রীমুসা শ্রীঈশা শ্রীমোহম্মদ শ্রীবুদ্ধ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন এক এক যুগে এক এক প্রদেশে মানবজাতির পাপ দুর্নীতি মোচনের জন্য আবির্ভূত হইয়া বিধানের নব আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন। বিধাতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ব্যতীত বিধান হইতে পারে না, বিধানে বিশেষভাবে ভগবানের অবতরণ, মর্ত্ত্যধামে স্বর্গীয় জ্যোতির সঞ্চার হয়। প্রত্যাদিষ্ট মহাজন ও কতিপয় চিহ্নিত বিশ্বাসী লোক এবং বিধি ব্যবস্থা-শূন্য বিধান হইতে পারে না। বিধানে বিধাতার ইঙ্গিতে কতিপয় চিহ্নিত বিশ্বাসী ব্যক্তি আত্মসমর্পণ ও স্বেচ্ছা রুচি বিসর্জ্জন ও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিধানতত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। সভাসমিতি করিয়া যুক্তি তর্ক বিচার ও হস্তোত্তোলন দ্বারা কতকগুলি সংশয়ী সংসারী লোকের সত্যাসত্য নির্ণয়ে বিধাতার আলোক অবতীর্ণ হয় না। বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানসকলের সমন্বয়সাধক যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের সামঞ্জস্যসম্পাদক নববিধান শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনে অভ্যুদিত হইয়াছে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করুন বা না করুন ইহা ধ্রুব সত্য। বিধানের সত্য, বিধানের লোক এবং বিধানের বিধির বিরোধী হওয়া আর মুক্তিদাতা বিধাতার বিরোধী হওয়া একই কথা। মুসা ঈশা প্রভৃতির ন্যায় কেশবচন্দ্র Prophet না হউন, তিনি নিজে কখনও আপনাকে Prophet বলিয়া পরিচয় দান করেন নাই, তিনি যে একজন জ্বলন্ত বিধানের প্রবর্ত্তক প্রত্যাদিষ্ট মহাজন, ইহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? তবে প্রত্যেক বিধানের যুগে একদল ফলাফলবাদী স্বার্থপর গর্ব্বিত সংসারী লোক বিধানপ্রবর্ত্তক ও তাঁহার বিশ্বাসী অনুগামী দলের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছে, এরূপ হওয়া অনিবার্য্য। ইহুদি বিধানের প্রবর্ত্তক মুসা ও তাঁহার বিশ্বাসী অনুবর্ত্তিগণের বিরোধী অহং ঈশ্বরবাদী অহঙ্কৃত ফেরওয়া ও তাহার দুরাচার অনুবর্ত্তিগণ, পুত্রত্ব বিধানের প্রবর্ত্তক শ্রীঈশার বিরোধী ভাক্ত কপটাচারী ইহুদি ধর্ম্মযাজকগণ, একত্ববাদবিধানের প্রবর্ত্তক শ্রীমোহম্মদ ও তাঁহার বিশ্বাসী দলের বিরোধী দুর্দ্দান্ত পৌত্তলিক কোরেশগণ, নির্ব্বাণ-বিধানের প্রবর্ত্তক শ্রীতথাগতের ও তাঁহার অনুগামী ভিক্ষুদলের বিরোধী বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হিন্দুগণ, ভক্তি বিধানের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুগত ভক্তগণের বিরোধী শাক্তদল ছিল। এই নববিধানে বিধানপ্রবর্ত্তকের ও তাঁহার বিশ্বাসী দলের বিরুদ্ধে সংসারাসক্ত সংশয়ী লোক দণ্ডায়মান হইবে না, ইহা কি সম্ভব? যুডাস স্কেরিয়ট সামান্য অর্থলোভে আপন গুরু শ্রীঈশাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস প্রমাণিত করিতেছে যে, বিরোধীদিগের বিরুদ্ধাচারে পরিণামে বিধানের জয় হইয়াছে। বিধান অধিকতর সতেজ ও সমুজ্জ্বলরূপে জগতে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। নীল জলদপটল ভুবনদীপ্তিকর সূর্য্যমণ্ডলকে কয় দিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে?

একেশ্বরবাদ এবং বিধানে বহু ভিন্নত্ব। সভ্যদেশের অধিকাংশ জ্ঞানী বৈজ্ঞানী লোকেরা একেশ্বরবাদী, তাঁহাদিগকে বিধানের লোক বলা যায় না। তাঁহারা দূরস্থ পরোক্ষ ঈশ্বরমাত্র মতে স্বীকার করেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নয়। বিধান-বিশ্বাসী লোকেরা সর্ব্বত্র ঈশ্বরের বিদ্যমানতা ও ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করেন, জীবনের সকল কার্য্যে তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহার আদেশ ও ইঙ্গিতানুসারে চালিত হন। তাঁহারা বিশ্বাসের আলোকে চলেন, নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন না।

প্রত্যাদেশ, সাধুভক্তি, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্ম ভাবের প্রতিবাদ করিয়া ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘোরতর বিরুদ্ধ ভাব হইতে যে একেশ্বরবাদ ধর্ম্মসমাজের সৃষ্টি যাহার মূল অবিশুদ্ধ, সংসার ভিন্ন স্বর্গ কেমন করিয়া তাহাতে স্থান পাইবে? বিধান বিরোধীর সমভূমিতে বিধানবিশ্বাসী কেমন করিয়া স্থিতি করিবে? অন্ধকারে ও আলোকে কেমন করিয়া মিলিত হইবে?

একেশ্বরবাদভিত্তির উপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গগত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতারূপ অরণ্যানী ছেদন করিয়া এই বঙ্গভূমিতে একেশ্বরবাদবীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহা হইতে উত্তমরূপে

অঙ্কুর সমুদ্গত হয় নাই। তিনি মতে ধর্ম্মের উদারতা ও সার্ব্বভৌমিকতা ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র, জীবনে নয়। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য তাঁহার মন্দিরে সম্মিলিত হইবে, এইরূপ উদার মত তাঁহার ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজগৃহে ব্রাহ্মণে বেদপাঠ করিতেন, অন্য জাতির তাহাতে কোন অধিকার ছিল না। তিনি আজীবন পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের চিহ্ন যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে যাইয়াও আহারাদিতে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ জ্ঞানমূলক, "মোহপাশ বন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে করচ্ছেদন" তাঁহার এই মূল কথা। তিনি ধর্ম্মসাধন ও উপাসনাপ্রণালী ইত্যাদি কিছুই প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান নাই। রামমোহন রায় একেশ্বরবাদস্থাপনে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এদেশে বহুদেবদেবীর উপাসক পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে মহাসংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনেক গুরুতর পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল, অনেক কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি যত্নপরিশ্রমপূর্ব্বক কণ্টকারণ্য পরিষ্কার করিয়া যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে সমুৎপন্ন স্বর্গীয় তরুর সুমিষ্ট ফল এক্ষণ আমরা আনন্দে ভোগ করিতেছি। উক্ত মহাত্মা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বহু ভাষায় সমীচীন ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে তৎকালোপযোগী তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি হয় নাই। সেই মহাত্মা মহা-বিচারবীর ছিলেন, বিচারযুদ্ধে তিনি হিন্দু খ্রীষ্টান মোসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মহামহোপাধ্যায়দিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহা কর্ত্তৃক রচিত অধিকাংশ পুস্তকই তর্ক বিচারসম্বন্ধীয়। ইদানীং এদেশের একশ্রেণী লোক সভাসমিতিতে বক্তৃতাযোগে বিশেষভাবে উক্ত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে মহীয়ান্ করিতে একান্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। গৌরবের পাত্রকে গৌরবদানে জাতীয় গৌরব হয়। কিন্তু স্বর্গগত মহাত্মা নীতি ও চরিত্রবিষয়ে আদর্শ ছিলেন না, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বর্গগমনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুষ্টিসাধনে যত্নবান্ হন। তিনি ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মদর্শনে আনন্দলাভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সবল সজীব করেন। মহর্ষি বেদান্ত উপনিষদের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া সঙ্কীর্ণ হিন্দুভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মে পরিণত করিয়া তোলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বিধান ও বিধানপ্রবর্ত্তকদিগকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, বিধানের প্রশস্ত উদারভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় তাঁহা কর্ত্তৃক সমাদৃত ও গৃহীত হয় নাই। তিনি সমাজ সংস্কারাদিতে অগ্রসর নহেন। তাঁহার অবলম্বিত ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষণশীল ও তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ রক্ষণশীল সমাজ নামে পরিচিত। মহর্ষি ২০।২৫ বৎসর যাবৎ জরা বার্দ্ধক্যাদি জন্য দুর্ব্বল হইয়া একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া আছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের হৃদয় সার্ব্বভৌমিক জলন্ত বিধানের সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়। সংসারে থাকিয়া গভীর যোগসাধন, উজ্জ্বল ব্রহ্মদর্শন, প্রত্যাদেশশ্রবণ, সকল বিষয়ে ব্রহ্মাধীন হইয়া কার্য্য করা, ব্রহ্মসন্তান বলিয়া সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের লোককে আদর করা, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সকল শাস্ত্র হইতে অবনত মস্তকে সত্য গ্রহণ করা, যোগ ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানের সম্মিলন করা ইত্যাদি তাঁহার জীবনে পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ভুবনব্যাপী সূর্য্যকিরণের ন্যায় সার্ব্বভৌমিক উদার নববিধান তিনিই জীবনে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহা কর্ত্তৃক সুমিষ্ট জীবন্ত উপাসনা, নবনব সমুজ্জ্বল আধ্যাত্মিক সত্য ও নানা নিগূঢ় সাধনপ্রণালী আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত রাশি রাশি ইংরাজী ও বাঙ্গালা মহামূল্য গ্রন্থ, উপদেশ ও বক্তৃতা বিদ্যমান। ব্রাহ্ম গৃহস্থদিগের জন্য জীবনের কর্ত্তব্যশ্রেণী-সম্বন্ধীয় বিধিপুস্তক "নবসংহিতা" এবং ব্রাহ্ম সাধকদিগের জন্য যোগ ও ভক্তি সাধন বিষয়ে যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থীদিগের প্রতি কুটীরের গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী "ব্রহ্মগীতোপনিষদ্" এমন বিজ্ঞানসঙ্গত স্বাভাবিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুপ্রণালীবদ্ধ ও স্বর্গীয় আলোকপূর্ণ এবং নূতন যে, তাহার উপমা হইতে পারে না। তাঁহার জলন্ত বিধানপ্রচারে সুদূর ইয়োরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে।

অতএব উপরি উক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মানন্দের জীবনে প্রস্ফুটিত আকার প্রাপ্ত হইয়া চিরবর্দ্ধনশীল নববিধানে পরিণত হইয়াছে। কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহাদের নিজেদের কোন মৌলিকত্ব (Originality) নাই; তাঁহারা স্পষ্টতঃ বিধান-প্রবর্ত্তকের অনুসরণ না করিয়া, বরং তাঁহাকে মুখে অস্বীকার ও তাঁহার নিন্দা করিয়া অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী ইত্যাদির অনুকরণ করেন। ইহাই আশ্চর্য্যে বিষয়।

একজন নববিধানাশ্রিত।

ব্রহ্মবিজ্ঞান।

প্রকৃতি।*

আর একদিন নীতি ও ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিলাম, যে শক্তি সমুদায় জগতে কার্য্য করে, সেই শক্তিই জনসমাজে কার্য্য করে। জগৎ ও জনসমাজ এ দুইয়ের কার্য্য দ্বিবিধ, কিন্তু শক্তি এক। এই শক্তিকেই এদেশের পণ্ডিত-গণ প্রকৃতি বলেন। প্রকৃতি বলিলেই ক্রিয়াশীলতা বুঝায়। এ ক্রিয়া স্বাভাবিক ও অবিকৃত। যেখানে ক্রিয়া স্বাভাবিক নয়

* ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে ৩রা ভাদ্র সোমবার ১৮২৩ শকে উপাধ্যায়প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

বিকৃত, সেখানে 'প্রকৃতি' এ নামের প্রয়োগ হইতে পারে না, 'বিকৃতি' এই নামের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সকলই প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতির ক্রিয়া ও শক্তি যদি একই হইল, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সমুদায় পদার্থ কতকগুলি শক্তির সমষ্টি ইহাই মানিতে হইতেছে। বাস্তবিক তাহাই সত্য।

এই আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত বস্তু দেখিতেছি, ইহাতে নানা বর্ণ আছে। কোন একটি বস্তু রঙের দ্বারাই আমাদের চক্ষুর গোচর হয়। আমাদের মাথার উপরে ঐ আকাশ শূন্য হইলেও উহা নীলবর্ণ দেখায় বলিয়া উহা কোন একটি নিরেট বস্তু এই মত দেখায়। প্রাকৃতিক পদার্থমাত্রেরই একটা না একটা রং আছে, এবং সর্ব্বপ্রথমে রঙ্ই বস্তুর পরিচয় দেয়। ফলতঃ জগৎ নানা রঙে পূর্ণ। দুইটি বস্তুকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে গেলে রঙ্ই আমাদিগকে প্রথমে তদ্বিষয়ে সাহায্য করে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, বস্তুতে কোন রং নাই, রং সূর্য্যের আলোকে। আকাশে জলের কণায় সূর্য্যের আলোক পড়িয়া যে রামধনু জন্মায়, তাহার মধ্যে সাতটি রং ফলে, ঐ সাতটি রং জলের কণায় নাই সূর্য্যের আলোকে আছে। মুখে জল লইয়া সূর্য্যের দিকে ফুৎকার করিয়া ফেলিলে ঠিক রামধনু জন্মায়, পলযুক্ত কাচের গ্লাসে জল রৌদ্রে রাখিলে গ্লাসের গায়ে রং ফলে। কোন বস্তুর উপরে আলোক পড়িয়া সেই আলোকের কতক অংশ সেই বস্তু শুষিয়া লয়, কতক অংশ বিকীর্ণ হইয়া উহা হইতে আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে, এবং সেই আলোকই চক্ষে রং প্রতিফলিত করে, সে রং সে বস্তুতে নাই। আলোকের আঘাতে বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ ইথার আন্দোলিত হয়, এবং এই আন্দোলনের পরিমাণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ পায়। আলোকের আন্দোলনানুসারে যখন রং ফলে, তখন বস্তুতে রং দেখিতেছি সে বস্তুতে সে রং নাই, রং সেই আলোকে বেশ বুঝা যাইতেছে। কেবল রং কেন শব্দও এইরূপ বায়ুর আন্দোলনের পরিমাণানুসারে উচ্চ নীচ গভীর শুনা যায়। এই যে বস্তুর আকার দেখিতে পাইতেছি, উহাও সূর্য্যের আলোকেই, কেন না ঐ বস্তুর প্রতিকৃতি আলোকযোগে আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িতেছে, এবং ফটোগ্রাফের ছবির ন্যায় ছবি পড়িতেছে, সেই ছবি দেখিয়াই ঐ বস্তুর আকার জানিতেছি। ফটোগ্রাফ লইলে ছবি উল্টো অর্থাৎ উপরের দিক্ নীচে, নীচের দিক্ উপরে পড়ে। আমরা যে সকল বস্তু দেখিতেছি ইহারাও চক্ষে গিয়া উল্টো পড়িতেছে, কিন্তু উল্টো বস্তু আমরা সোজা দেখি কি প্রকারে আজ পর্য্যন্ত তাহার কারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আমরা যে পরস্পরকে দেখিতেছি, এ দেখাও ছবি দেখিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখা নহে। জন্মান্ধ ব্যক্তির চক্ষুর আবরণ শস্ত্রের দ্বারা ঘুচাইয়া দিলে, সূর্য্যের আলোক আসিয়া চক্ষে আঘাত করে, আঘাত অসহ্য হয়, বস্তু সে দূরে দেখে না চক্ষের সঙ্গে লাগা দেখে। ছোট ছেলেরা যে চাঁদ ধরিতে চায় তাহার কারণও ঐ। জন্মান্ধের চক্ষু অনেক দিন বান্ধিয়া রাখিয়া অল্পে অল্পে আলোক সহাইয়া লইতে হয়। চক্ষের সঙ্গে লাগা বস্তু দেখিয়া তাহাকে ধরিতে গিয়া ধরিতে পারা যায় না, সুতরাং হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া যেখানে সেই বস্তুটি আছে, সেখানে স্পর্শ করিয়া শক্ত বোধ হয়, আর মনে হয় এই সেই বস্তু। আঙ্গুলের আগায় যে শক্ত বোধ হইল তাহাতেও শক্তি বিনা আর কিছুই প্রত্যক্ষ হইল না। আমার আঙ্গুলের শক্তি আর একটা শক্তি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইল, তাই মনে হইল এখানে কিছু আছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, রঙও বস্তুতে নাই, রঙ সূর্য্যের আলোকে, বস্তুর আকারও আলোকে পড়া ছবিমাত্র। যখন আঙ্গুল দিয়া বস্তু স্পর্শ করি, তখন যত দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আঙ্গুলের শক্তি অন্য শক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ হয় তত দূর ব্যাপী সেই বস্তু। ঐ ব্যাপ্তিই উহার আকার। আঙ্গুল দিয়া এই টেবিলটি টিপিয়া শক্ত বোধ হইল বটে, কিন্তু আমার আঙ্গুলের শক্তি যদি দশগুণ বাড়ে তাহা হইলে উহা আর শক্ত বোধ হইবে না, তুল্‌তুলে বোধ হইবে, সুতরাং শক্ত বলা আমার আঙ্গুলের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে। শক্ত, নরম ঠাণ্ডা, গরম সকলই এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ নয়, আমার দৈহিক শক্তির উপর অপর শক্তির নানা প্রকারের ক্রিয়া। এই টেবিলটি আমার নিকটে একখানি বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার এই চক্ষুর উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া চক্ষুকে স্থানছাড়া করিয়া দিলে এই একখানা টেবিল দুখানা দেখাইবে, সুতরাং এক বা দুই দেখা কিছুই নয়, চক্ষু যে ভাবে বসান থাকে সেই ভাবে এক বা দুই দেখায়। এই সম্মুখের দেওয়াল আমার দৃষ্টিশক্তিকে অবরুদ্ধ করিতেছে, মনে হইতেছে এটা বড়ই স্থূল, কিন্তু যন্ত্রযোগে রণ্টজেন আলোক উহাতে ফেলিলে, উহা এমনই স্বচ্ছ হইয়া যায় যে, উহার ওদিকে কি সকল বস্তু আছে সকলই আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে স্থির হইতেছে স্থূলত্ববোধ আমাদের চক্ষুর শক্তির অভাব হইতে প্রতীত হয়। এই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যদি দশগুণ বাড়ে, দেওয়াল আর স্থূল থাকে না, উহার ওদিকের বস্তু স্পষ্টতঃ চক্ষু দেখিতে পাইবে। আমাদের চক্ষুর শক্তি কম, তাই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে হস্তপরিমিত স্থানে যে কোটি কোটি জীব আছে তাহা দেখিতে পাইতেছি না, অণুবীক্ষণ দ্বারা চক্ষুর শক্তি বাড়াইলে আকাশে অর্থাৎ বায়ুতে এবং পানীয় জল ইত্যাদিতে অসংখ্য কীট দেখিতে পাই। আঙ্গুলের শক্তি কেন আরও বাড়িল না, চক্ষের শক্তি কেন আরও বাড়িল না, ইহা বলিয়া আমাদের আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই, যদি উহাদের শক্তি বাড়িত, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধারণ করাই কঠিন হইত। মনে কর, আমরা যে জল পান করিতেছি, উহা এখন পরিষ্কার মনে করিয়া পান করিতেছি, চক্ষুর শক্তি বাড়িলে, আমাদের সম্মুখে পোকা বিজ্ বিজ্ করিত, আমরা কি আর জল পান করিতে পারিতাম? সম্মুখের আকাশে কোটি কোটি কীট কিল্‌বিল্ করিতেছে, হস্ত বাড়াইতে নিশ্বাস টানিতে কত বাধবাধ বোধ হইত।

এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে এই বুঝা গেল যে, প্রকৃতি কেবল কতকগুলি শক্তির খেলা। ঈশ্বর এক জন প্রকাণ্ড বাজীকর। তিনি এক শক্তি হইতে শত শত শক্তি বাহির করিতেছেন, এবং সেই সকল শক্তি লইয়া খেলা করিতেছেন; চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি কত কি তিনি আমাদিগকে সেই শক্তিযোগে নিয়ত দেখাইতেছেন। তবে ঈশ্বর বাজীকর ও অন্য বাজীকরে এই বিষম পার্থক্য যে, মানুষবাজীকরের বাজী মুহূর্ত্তে ফুরাইয়া যায়, ঈশ্বর বাজীকরের বাজী চিরস্থায়ী, কোন বাজীর জিনিষই উড়িয়া যায় না। সমুদায় প্রকৃতিশক্তির খেলা, ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির প্রকাশ, একথা বলিলে, জগৎ মায়া, ছায়া বা মিথ্যা হইল না। ঈশ্বর সত্য, তাঁহার শক্তি সত্য, তাঁহার খেলা সত্য; সত্য মিথ্যা হইবে কি প্রকারে? শক্তি যদি সকল জগতের উপাদান হয়, শক্তিই যদি আমাদের প্রত্যক্ষবিষয় হয়, শক্তিরই বিচিত্র খেলা যদি আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করি, আর এ খেলা যদি ক্রমান্বয়ে আমাদের নিকটে একই প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি, ভোগ করিতেছি তাহা আর মিথ্যা হইল কোথায়? আমরা যে সমুদায় বস্তুর, যে সকল ব্যক্তির সহিত, নিয়ত ব্যবহার করিতেছি তাহারা এবং তাঁহারা সকলেই সত্য, কেন না তাহারা এবং তাঁহারা সত্য শক্তিসমূহেরই সন্নিবেশ। শক্তিসমূহের মূলশক্তি ও ঈশ্বর এক, কখন ভিন্ন নহেন। আমরা এবং আমাদের শক্তি কখন দুই নই এক, তেমনি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের শক্তি কখন দুই নহেন একই। পণ্ডিতেরা আমাদের আত্মাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন। এরূপ দেখিবার অবশ্য কারণ আছে। আত্মা সমুদায় প্রকৃতির দ্রষ্টা ও ভোক্তা, আত্মা সমুদায় দেখিতেছে ও ভোগ করিতেছে। প্রকৃতি এইরূপে আত্মার ভোগের বিষয়। আত্মা বিষয়ী, প্রকৃতি বিষয়, এ ভেদ মনে রাখা প্রয়োজন। এখনকার পণ্ডিতেরা একই শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতি ও তদন্তর্গত বৃক্ষাদিতে, এমন কি মানবে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া থাকেন। একই শক্তির ক্রিয়া যখন সর্ব্বত্র প্রকাশিত, তখন অন্যান্য জীবে ও মানবে যে একতা ও ভিন্নতা উভয়ই থাকিবে, এতো নিতান্ত সঙ্গত। এখন দেখা যাউক উভয়ে একতা আছে কি না?

ভয়, বিস্ময়, স্নেহ, যুযুৎসা প্রভৃতি যেমন আমাদের মনে আছে, তেমনি সকল জীবেতেই সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের মধ্যে কেঁচুই অতি হেয়, সেই কেঁচুইতে ভয় প্রকাশ পায়। মনে হয়, এই ক্ষুদ্র প্রাণী হইতেই ভয়ের আরম্ভ। কেঁচুইকে একটু স্পর্শ করিলেই অমনি জড়সড় হইয়া যায়, ইহার অর্থ ভয় পায়। তুচ্ছ কীটজাতির মধ্যে স্নেহ, যুযুৎসা, (সংগ্রামপ্রিয়তা) শ্রমশীলতা, কৌতূহল দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঈর্ষা মৎস্যজাতিতে এবং সহানুভূতি পক্ষিজাতিতে প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছে। হিংসা, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, শোক হিংস্র জন্তুতে, লজ্জা, অনুশোচনা, হাস্যোদ্দীপন, শঠতা বানরেতে লক্ষিত হয়। কীটজাতির ভিতরে সংগ্রামপ্রিয়তা কিরূপ পিপীলিকাজাতির সংগ্রামে দেখিলে বুঝা যায়। এক দল পিপীলিকার অধিকৃত স্থান অন্য এক দল পিপীলিকা আসিয়া অধিকার করিতে চায়, আর দুই দলে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া যায় [illegible] যুদ্ধে দুই দলের অনেক গুলির যে মৃত্যুর পর দল জয়ী হয়, [illegible] দৌড়াদৌড়ী করিয়া ঘোর উৎসাহ প্রকাশ করিতে থাকে। ইহাদের যুদ্ধপ্রিয়তা যেমন সামাজিকতাও তেমনি প্রবল। পিপীলিকার দলের মধ্যে কতকগুলি শ্রমজীবী, কতকগুলি নেতা, কেহ রাজা ও রাণী সকলেই আছে। এ সকল বৃত্তান্ত অনেকেই পড়িয়াছেন, সুতরাং আর এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা প্রয়োজন করে না। মৌমাছী প্রভৃতির মধ্যে নির্ম্মাণকৌশল অতি অদ্ভুত। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, ইতর প্রাণিগুলির মধ্যে তাহার অভাব নাই। তবে আমরা যাহাকে ধর্ম্ম ও নীতি বলি ইতর জীবেতে উহা দৃষ্ট হয় না। যেমন ধর্ম্ম ও নীতির অভাব তেমনি তাহাদের মধ্যে চিন্তাশক্তিরও অভাব। ইতর জীবের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে সেই বিষয়ের জ্ঞান তাহাতে প্রকাশ পায়। বিষয় সম্মুখে না থাকিলে সে বিষয় ভাবিয়া মনে উপস্থিত করা তাহাদের ঘটে না। কখন কখন সঙ্গী হারাইয়া কতকদিন পর্য্যন্ত তাহারা চিৎকার করিয়া শোক প্রকাশ করে, কিন্তু সেও বর্ত্তমান অভাব বোধ থাকিয়াই সেরূপ করে। কয়েকদিন পরে যখন ভুলিয়া যায় চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যায়; কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন মনেও থাকে না। ইতর জন্তুদের সন্তানের প্রতি স্নেহ অতি প্রবল। তাহারা সন্তানের জন্য প্রাণপর্য্যন্ত দিতে অগ্রসর হয়, কিন্তু যত দিন তাহাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন থাকে তত দিনই মমতা, তার পর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, কোন দিন যে উহারা সন্তান ছিল তাহাও মনে থাকে না। এরূপ হয় কেন? চিন্তাশক্তির অভাব। যখন চিন্তাশক্তি নাই, তখন ইতরপ্রাণিগণের ধর্ম্ম থাকিবে কি প্রকারে? উহা যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। আমরা যাহাকে নীতি বলি, তাহাদিগের মধ্যে তাহার অভাব। কেন না কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিতে গেলেই ভিতর হইতে এমন বাণী শুনা চাই, যে বাণী কেবলই বলিতেছে ইহা কর, ইহা করিও না। যদি ধর্ম্ম, নীতি, চিন্তাশক্তি ইতরজীবে না থাকিল, তবে একই শক্তি প্রকৃতিতে ও আত্মাতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এ কথা সিদ্ধ পায় কিরূপে? সিদ্ধ পায় কিরূপে একবার দেখা যাউক।

নীতি ও ধর্ম্মের সঙ্গে আত্মসংযম চিরদিন সংযুক্ত আছে। যেখানে আত্মসংযম নাই, সেখানে নীতিও নাই ধর্ম্মও নাই। মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসংযম করে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে সেরূপ আত্মসংযম কখন সম্ভবপর নহে। তাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক সংযম করিতে পারে না, এজন্য প্রকৃতি আপনি তাহাদের জন্য সংযমের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের প্রবৃত্তিগুলি সময়ে জাগে সময়ে নিদ্রিত হয়। যত সকল হিংস্র জন্তু সমুদায় দিন ঘুমায় রাত্রিতে জাগে।

সেই সময়ে আহারের প্রবৃত্তিও তাহাদিগেতে জাগিয়া উঠে। যে সময়ে জীবসকল স্ব স্ব নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত, সেই সময়ে তাহারা আহার অন্বেষণে বাহির হয়। সাপ যখন খোলস ছাড়ে তখন মৃতপ্রায় হয়। [illegible] গণের কোন কোন প্রবৃত্তি এমন আছে যে, [illegible] সের জন্য কেবল জাগে। এই যে প্রকৃতিগত [illegible] তে কি দেখায়? দেখায় এই যে, সেই সকল [illegible] প্রাণীতে নীতি না থাকিলেও যে শক্তি তাহাদিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে চালিত করিতেছেন, সে শক্তির ভিতরে নীতি আছে। অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা জগৎসৃষ্টির হেতু এই বিচিত্র শক্তিকে ধর্ম্মাধর্ম্মবিরহিত মনে করেন, ইহা তাঁহাদের ভুল। পশুরা মানুষের মত চিন্তা করে না, নীতি অনীতি জানে না, তাহারা হিংসাদিতে রত, এই সকল দেখিয়া তাঁহারা এ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি ইহা জানেন না যে, হিংস্র জন্তুরা অন্য জীবের প্রাণবধ করিয়া ভক্ষণ করে বটে, কিন্তু প্রকৃতি সেখানে এমনই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাদের দৃষ্টিতেই আহার্য্য জীবটি মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া যায়, ক্লোরফর্ম্মের অবস্থা প্রাপ্ত হয়; শব্দ করে, চিৎকার করে, হিংস্র জন্তুটি কি করিতেছে তাহাও দেখিতে পায়, অথচ কোন ক্লেশানুভব করে না। এত যখন সব বিষয়ে আয়োজন, তখন যে শক্তি সকলকে সৃজন করেন তন্মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, এ কথা বলা বড়ই সাহসিকতা। কোথাও যদি আমরা কিছু বুঝিতে না পারি, তবে আমাদের এই মনে করা উচিত যে, এখন পর্য্যন্তও সকল তত্ত্ব আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পায় নাই, তাই আমরা নীতির সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইতে পারিতেছি না।

মানুষকে জ্ঞান দিয়া অনেক বিষয়ে তাহাকে অসহায় করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, প্রকৃতির এ ভারি অবিচার। কেবল অবিচার নহে, প্রকৃতি আমাদের প্রতিকূল। শীত বাত আতপ আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়, ইতর প্রাণীদের তাহা কিছুই করিতে হয় না, প্রকৃতি তাহাদের আপনি সকল আয়োজন করেন। শীতপ্রধান দেশে আমাদের বস্ত্রের কত আয়োজন করিতে হয়, ইতর জীবগণ স্বচ্ছন্দজাত লোমে আচ্ছাদিত। সকল জন্তুরই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র আছে, আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রথম হইতে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। ঝড়, বৃষ্টি তুফান হইতে তাহারা গুহাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পায়, আমাদের সেখানে হিংস্র জন্তুর ভয়, সুতরাং ঘর বাড়ী অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে আমরা বাধ্য হই। এক বুদ্ধি দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সকল বিষয়েই উপায়হীন করিয়াছেন, ইহা কি অন্যায় বিচার নহে, আমাদের প্রতি প্রতিকূলাচরণ নহে? এ বিষয়ে প্রকৃতি প্রতিকূল নহেন, অতিদয়ালু! তিনি ইচ্ছা করেন যে, তিনি তাহাকে যে উচ্চতম জ্ঞান দিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমুদয় জগৎ তাহার আয়ত্ত হয়, হস্তগত হয়, সে ইতর জীবগণের ন্যায় দাসবৎ জড়বৎ তাঁহার হাতের ক্রীড়ার সামগ্রী না হয়। এক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া আমাদিগকে কি মহৎ করা হইয়াছে, জ্ঞান বুদ্ধি কি অদ্ভুত সম্পৎ, ইহা এরূপ অবস্থায় স্থাপিত না হইলে কি আমারা বুঝিতে পারিতাম?

এই যে মানুষের মহত্ত্ব, তাহা অনেকে মনে করেন, মস্তিষ্কের ফল। মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক, অতএব তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানও অধিক। অনেক জন্তু অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্ক অধিক বটে, এমন কি উচ্চ বানরজাতির মস্তিষ্কও ঘোর অসভ্য মানুষের মস্তিষ্কাপেক্ষা পরিমাণে অতি অল্প। যদি বলি হস্তীর ন্যায় জন্তুর মস্তিষ্ক কি মানুষের মস্তিষ্ক হইতে বৃহৎ নয়? পণ্ডিতেরা বলেন বৃহৎ হইলে কি হইবে? ধূসরবর্ণ উপাদানের (Gray matters) আধিক্য বুদ্ধির হেতু, তাহা মানুষে অত্যন্ত অধিক। এসকল কথা লইয়া বিচার তুলিলে তাঁহারা আরও উত্তর দেন যে, মস্তিষ্ক এমনিই পদার্থ যে তন্মধ্যে কোন একটু পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা হইতে এত উচ্চফল প্রসূত হয় যে, ইতরজীব আর তাহার নাগাল পায় না। এ সকল বিচার কোন কাজের নয়। কোন প্রকারে নিজ নিজ পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত স্থির রাখিবার জন্য যত্নমাত্র। কোন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনে এরূপ মহৎ কার্য্য ঘটিয়াছে, ইহা বলিবার বিষয় প্রমাণ করিবার বিষয় নহে। মস্তিষ্কে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা দেখাইয়া দিলে ও সেই পরিবর্ত্তনে যে ইতরপ্রাণীর সহিত এত পার্থক্য ঘটিয়াছে আজ পর্য্যন্ত উহা কেবল অনুমানের বিষয় রহিয়াছে প্রমাণ হয় নাই। যদি কালে প্রমাণও হয়, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব তখনও বিলুপ্ত হইবে না, কেন না যন্ত্রীর উপযোগী করিয়া যন্ত্র গঠন, তৎপ্রতি স্বয়ং ঈশ্বরের কত আদর তাহাই দেখায়।

জ্ঞানবুদ্ধির কথা যাউক। মানুষকে প্রকৃতি সংযমের নিয়মে বদ্ধ রাখেন নাই, তাহার স্বেচ্ছার উপর সংযম ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে ভাল ব্যবস্থা হয় নাই। মানুষের সংযমব্যাপার তাহার হাতে থাকাতে সে দিন দিন অসংযত হইয়া পড়িতেছে এবং জীবনে নানা দুর্ভোগ ভুগিতেছে। এখানেও জ্ঞানপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও নীতির অনুসরণ করিতে দিয়া প্রকৃতি তৎপ্রতি আরও অধিক সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন। একথা মানুষ বলিতে পারে না যে, প্রকৃতি পশুদের প্রতি অনুকূল বলিয়া তাহাদের দেহ যখন যিটি চায়, সেইরূপে তাহাদিগকে উত্তেজিত বা শান্ত করে? মানুষের শরীরও কি এইরূপ মানুষকে, কি চাই কি চাই না, বলিয়া দেয় না? ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যদি আমি না খাই, না খাইয়া শরীর নষ্ট করি, তাহা হইলে প্রকৃতির তাহাতে অপরাধ কি? যখন ক্ষুধা নাই, শরীর ভার, উদরের অন্নগ্রহণে অরুচি, তখন যদি আমি খাইয়া দুষ্কর রোগ আনি, তাহাতেও কি প্রকৃতির দোষ? প্রকৃতি সর্ব্বদা সংযম করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন, এই ইঙ্গিত মানা না মানা মানুষের ইচ্ছাধীন। যে সকলের প্রভু হইবে, তাহার যদি এরূপ স্বাধীনপ্রবৃত্তি না থাকে, তবে সে প্রভু হইবে কি প্রকারে? প্রকৃতি ইচ্ছা করেন না যে, মানুষ অন্ধভাবে তাঁহার অনুসরণ করে, প্রকৃতি আপনি যেমন স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছেন, সেও সেইরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করে এই তাঁহার ইচ্ছা, ইহাতে মানুষের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হইল কৈ? পশুরা না বুঝিয়া না জানিয়া অন্ধের মত ইঙ্গিত অনুসরণ করে, আমরা তাহা করি না। যদি করি জানিয়া শুনিয়া করি, ইহা কি আমাদের মহত্ত্ব নহে?

প্রকৃতিসম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা অনেকটা বিজ্ঞানঘটিত কথা লইয়া। প্রকৃতির ভিতরকার কথা বলিয়া দিতে বিজ্ঞানের অধিকার; সুতরাং এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানকে প্রাধান্য না দিলে চলিবে কেন? তবে এখানে একথা বলা উচিত যে, প্রকৃতিসম্বন্ধে এদেশের পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানের অন্ততঃ পত্তন হইয়াছে। দেশীয় শাস্ত্র মতে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি, অপরা

ও পরা। অপরা জড়প্রকৃতি, পরা জীবপ্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতি মিলিয়া সৃষ্টি হয়। ফল কথা এই, অপরা অচেতনশক্তি, পরা চেতনশক্তি। অচেতন ও চেতন শক্তি মিলিয়া যে সৃষ্টি তাহা তো দেকসেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই প্রকৃতির সঙ্গে পণ্ডিতেরা সত্ব রজ ও তম গুণের যোজনা করিয়াছেন, ইহা আপাততঃ অযুক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এ গুণগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে ক্রমোন্মেষ কি প্রকারে হয়, এগুলি কেবল তাহাই প্রদর্শন করে। সত্ব—প্রকাশ, রজ—প্রকাশোদাম, তম—অপ্রকাশ। সৃষ্টির মধ্যে শক্তির প্রকাশ ব্যাপারে, এ তিনইতো সর্ব্বদা লাগিয়া রহিয়াছে। যখন কোন একটী শক্তি প্রকাশ পায় না, তখন উহা প্রচ্ছন্ন। এ স্থলে পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা বলিবেন ইহা তমের ব্যাপার। আবার এই প্রচ্ছন্ন শক্তিটী প্রকাশ পাইবার জন্য উদামে প্রকাশ করে, তখন রজের ব্যাপার। যখন এই উদামে সমগ্র প্রকাশ পাইল, তখন হইল সত্বের ক্রিয়া। প্রকৃতিমধ্যে সর্ব্বদা এইরূপ চলিতেছে, বিজ্ঞানতো ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কতকগুলি শব্দের মধ্যে যদি এইরূপ ক্রমোন্মেষের ব্যাপার প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহার অনাদর না করিয়া, উহার প্রকৃত অভিপ্রায় বাহির করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া লওয়াই ভাল। আমরা যখন প্রকৃতি শব্দটী গ্রহণ করিলাম, তখন তাহার তিনটী গুণ যে ক্রমোন্মেষের প্রণালী বা নিয়মমাত্র, ইহা প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

বিগত ১৫ই ভাদ্র রবিবার মেছুয়াবাজার রোডস্থ ৭৮।২ নং ভবনে সমস্ত দিনব্যাপী উপাসকমণ্ডলীর ব্রহ্মোৎসব হইয়াছে। প্রাতঃকালে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ ও সকলের ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে গভীর উপদেশ হইয়াছিল। প্রায় ১১টার সময় উপাসনা সমাপ্ত হয়। ২টার সময় শ্রীযুক্ত ভ্রাতা বিপিনমোহন সেহানবিশ সংক্ষেপে উপাসনা করিয়াছিলেন, পরে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। উপাধ্যায় ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাপুরুষ মুসা ও দাউদের জীবনচরিত পুস্তক হইতে কিয়দংশ পড়িয়াছিলেন। পরে আলোচনা ধ্যান হয়। সন্ধ্যাকালে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করেন। স্বাধীনতাবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীমান্ মনোমথন দে রাত্রিতে শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ সঙ্গীত করেন, শ্রীমান্ আশুতোষ রায় সঙ্কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। বহু ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এই উৎসবে যোগদান করিয়া উপকার ও আনন্দলাভ করিয়াছেন।

বিগত ৯ই ভাদ্র ভাগলপুর নগরে বিধানবিশ্বাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসুর নিকটে নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়া নববিধান মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন। ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যাত্রার প্রাক্কালে দীক্ষিত হইয়াছেন। বিগত ২৮শে ভাদ্র শুক্রবার কলিকাতা প্রচারাশ্রমে শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সেন ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী কর্ত্তৃক যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নববিধান মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন।

বিগত শুক্রবার প্রচারাশ্রমে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র দত্তের শুভ জন্মদিন ও তাঁহার সঙ্কট রোগ হইতে আরোগ্যলাভোপলক্ষে বিশেষ কৃতজ্ঞতাদান ও উপাসনা হইয়াছিল।

গত ২৩শে ভাদ্র রবিবার হইতে উপাসকমণ্ডলীর সামাজিক উপাসনার কার্য্য এক মাসের জন্য পাথুরিয়াঘাটাস্থ শ্রীযুক্ত ললিতামোহন রায় সম্পাদন করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিগত ২৩শে ভাদ্র রবিবার [illegible] সুসারবাসিনীর পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে ভ্রাতা [illegible] বিহারী দেবের ভবনে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার উদ্দে[illegible] হইয়াছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার [illegible]

গত শনিবার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত [illegible] স্বীয় স্বর্গগত পিতৃব্যের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে প্রচারাশ্রমে সম্পাদন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের অন্তর্গত বালিকা ও মহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতরূপে সুন্দর মত নির্ব্বাহ হইতেছে। গত কল্য মহিলাবিদ্যালয়ে শ্রীমান্ প্রমথলাল সেন "সভ্যতা ও ইংরাজ মহিলা" এবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

আগামী পৌষ মাসে ধর্ম্মতত্ত্বের বর্ষ শেষ হইবে। গ্রাহকদিগের নিকটে সানুনয়ে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য যেন অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। মূল্যের জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া ও অনুরোধ করিয়া আমরা অনেকের দয়া আকর্ষণ করিতে অক্ষম হইয়াছি।

হাজারিবাগ টাঙ্গাইল ও বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত পত্র এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

প্রেরিত।

মিশন আফিস ৮ই জুলাই, ১৯০১।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন এই;—বিগত আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "সি আই বাকল্যাণ্ডের সাহেবের গ্রন্থ" নামকপ্রবন্ধে স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সম্পর্কে "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান মিরার ও প্রেস্ কৌশলে হস্তগত করিয়া লন," এরূপ লেখা হইয়াছে। বকল্যাণ্ড সাহেবের গ্রন্থ দোষ নাই; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে গ্রন্থকর্ত্তার উল্লেখ বলিয়া উক্ত বিষয় লেখা হইয়াছে, অথচ তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছি। অতএব আচার্য্য কেশবচন্দ্র মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত কোন্ প্রেস হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা জানাইলে বাধিত হইব *।

একান্ত অনুগত
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ।

* তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পত্রখানা উক্ত পত্রিকায় স্থান দান ও তাহার উত্তর প্রদান না করাতে পত্রপ্রেরক মহাশয়ের অনুরোধ মতে আমরা ইহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সি, আই, বকল্যাণ্ড সাহেবের গ্রন্থ পরে পাইয়া পাঠ করা গিয়াছে। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ১৪ই জুলাইয়ের ইন্টারপ্রেটার এবং নিয়ুডিস্পেনসেশন পত্রিকায় উক্ত সাহেব মহোদয়ের সম্বন্ধে এক পত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার অসত্য উক্তিসকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন—সং।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।